আইজ্যাক আজিমভের
সায়েন্স ফিকশন গল্প-৪

BanglaBook.org

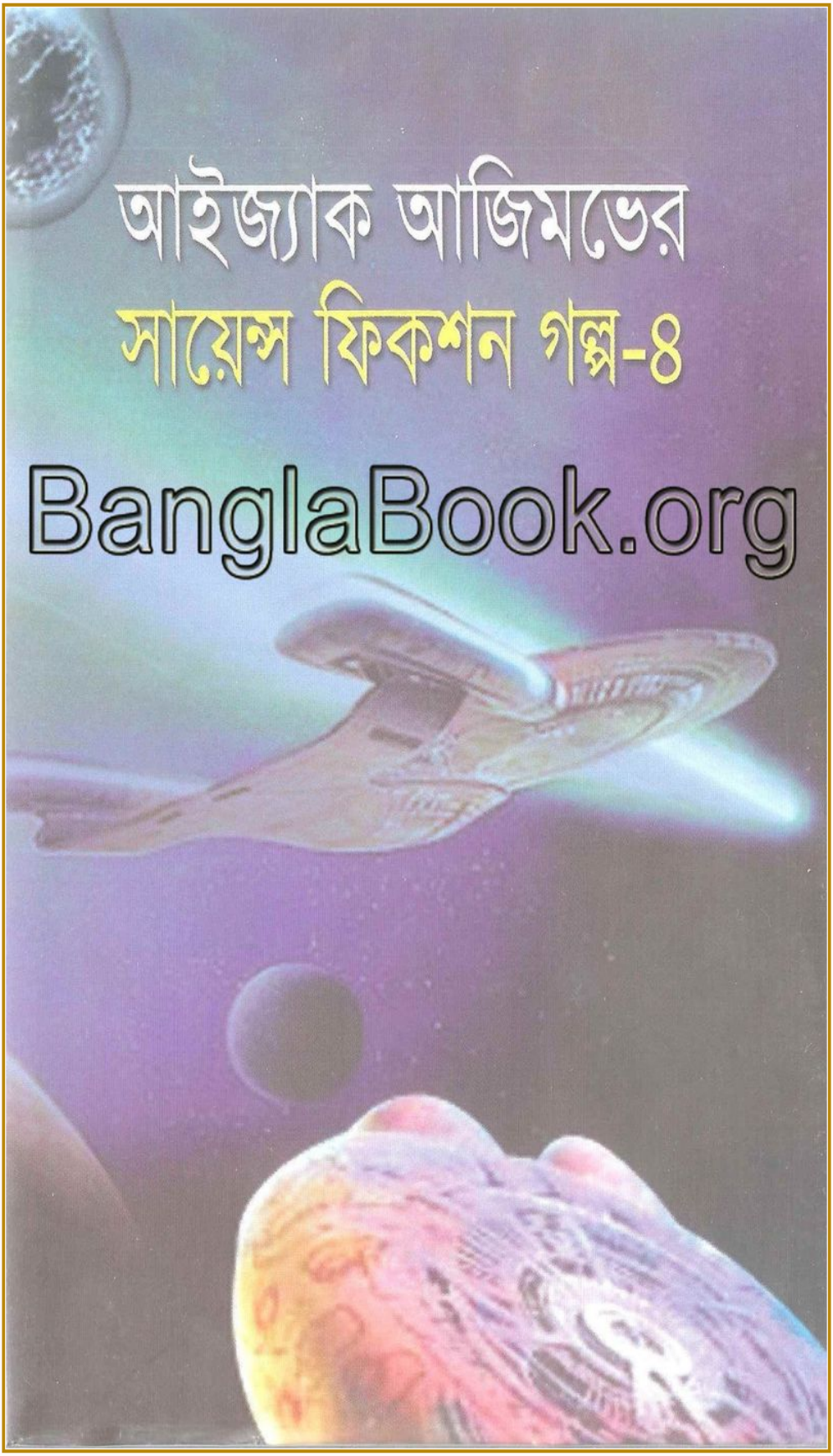

www.BanglaBook.org

সূচিপত্র

ব্ল্যাঙ্ক-৯
দ্য প্রপার স্টাডি-১৫
ম্যারুনড অফ ভেসটা-২৪
সুপার-নিউট্রন-৪৬
অ্যানিভারসরি-৬৩
দ্য লাস্ট কোশ্চেন-৮৯
দ্য ডাস্ট অভ ডেথ-১০৫
কী আইটেম-১২৪
ফল্ট-ইন্টোলেরান্ট-১২৯
আলেক্সান্ডার দ্য গড-১৩৮
আ স্ট্যাচু অভ ফাদার-১৪৬
ডারউইনিয়ান পূল রুম-১৫৬
দ্য পজ-১৬৬
ডে অভ দ্য হান্টারস-১৮৬
দ্য বাইসেন্টিনিয়াল ম্যান-১৯৫

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

ব্ল্যাঙ্ক

'অতি গর্ব বলে কথা আছে একটা,' বললেন অগাস্ট পয়েন্টডেক্সটার। 'গ্রিকরা বলে হিউব্রিম, যার মানে ঔদ্ধত্য। দেবতাদের অবমাননা বলে গণ্য করা হয় এটাকে–ভক্ষণ কিংবা বিরোধিতার মাধ্যমে সব সময় আসে এ জিনিস।'

নিজের ফ্যাকাসে নীল চোখ দুটো অস্বস্থির সাথে ঘষলেন তিনি।

'খুব ভালো কথা,' অধৈর্যের সাথে বললেন ড. এডওয়ার্ড ব্যারন। 'আমি যা বলেছি, তার সাথে কি কোনো সম্পর্ক আছে এই ঔদ্ধত্যের ?'

উঁচু কপাল ড. এডওয়ার্ডের। তিনি যখন কথাগুলো বলতে গিয়ে ভুরুজোড়া উঁচু করলেন, কপালের বলি রেখাগুলো আরো প্রকট হয়ে উঠল।

'একটা টাইম মেশিন গড়ার সময়,' বললেন পয়েন্টডেক্সটার। 'প্রতিটা সংযোগই নিয়তির সাথে একটা চ্যালেঞ্জ। আপনি কিভাবে নিশ্চিত হলেন, একটিবারও নিয়তির খপ্পরে না পড়ে আপনার টাইম ট্রাভেল মেশিন সকল সময়ে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করবে ?'

ব্যারন বলেন, 'আমি জানতাম না– আপনার ভেতর এমন কুসংস্কার আছে। এটা তো একটা সহজ ব্যাপার। একটা টাইম মেশিন অন্য সব সাধারণ মেশিনের মতোই একটা যন্ত্র। মেশিনের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য থেকে কম বা বেশি কিছু নেই এর ভেতর। একটা এলিভেটর যেভাবে ওঠা-নামা করে, গাণিতিকভাবে একটা টাইম মেশিনও ঠিক তাই। এখানে বিরোধিতার কী রয়েছে– বলুন তো ?'

পয়েন্টডেক্সটার জোরালো কণ্ঠে বললেন, 'একটা এলিভেটর কিন্তু সম্ভব্যতা-বিরোধী কিছু নয়। ইচ্ছে করলেই একটা এলিভেটর নিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাঁচতলা থেকে চতুর্থতলায় এসে আপনার দাদাকে একটা শিশুর মতো মেরে ফেলতে পারবেন না।'

একটা যন্ত্রণা ফুটে উঠল ডা. ব্যারনের মাঝে। অধৈর্যভাবে মাথা নেড়ে বললেন, 'ঠিক এই জিনিসটির জন্যেই অপেক্ষা করছি আমি। আপনি কেন বলছেন না, আমার সাথে দেখা করতে পারব আমি, কিংবা ইতিহাস বদলে দিতে পারব ম্যাকক্লেলানকে এই বলে– স্টোনওয়াল জ্যাকসন তাঁর সৈনিকদের নিয়ে এগিয়ে আসছেন ওয়াশিংটনের দিকে, কিংবা অন্য কিছু ? এর মধ্যে যে একটা ফাঁক আছে, একটা ব্ল্যাঙ্ক জিনিস আছে—সেটা দেখাব আপনাকে। আপনি আসবেন আমার মেশিনে ?'

পয়েন্টডেক্সটার দ্বিধা নিয়ে বলল, 'আমি...আমি সে রকম কিছু ভাবছি না।'

'জিনিসটাকে আপনি অযথা জটিল করছেন কেন ? আমি তো ইতোমধ্যে ব্যাখ্যা করেছি—সময় অপরিবর্তনীয়। আমি যদি অতীতে যাই, সেটা সম্ভব হবে—কারণ অতীতে আমি ছিলাম। সেখানে আমি যদি কোনো কিছু করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি এবং করে থাকি, সেটা তো অতীতের ব্যাপার—যা ইতোমধ্যে করা হয়ে গেছে। কাজেই আমি সেখানে কোনো কিছু বদলাতে পারব না এবং সম্ভাব্যতা-বিরোধী কিছু ঘটার প্রশ্নটিও উঠবে না। যদি আমি আমার দাদাকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি, এবং মেরে ফেলি, তাহলে তো এখানে থাকব না আমি। অথচ আমি এখানে আছি। কাজেই আমি আমার দাদাকে খুন করতে পারব না। এখন আমি তাকে খুন করার চেষ্টা করি বা পরিকল্পনা নিই, তাতে কিছু যায় আসে না। বাস্তব ঘটনা হচ্ছে–যেহেতু আমি তাকে অতীতে খুন করিনি, কাজেই এখন আর পারব না। কোনো কিছুই এখন আর বদলাবে না। বুঝতে পারছেন তো, কী বোঝাতে চাইছি আমি ?'

'বুঝলাম আপনার কথা, কিন্তু যা বললেন—ঠিক তো ?'

'অবশ্যই ঠিক। কলেজ পাস এক মেশিনিস্ট না হয়ে কেন যে আপনি ম্যাথেম্যাটেসিয়ান হলেন না ?' বিস্ময়ের মাঝে ঘৃণাটাকে বহু কষ্টে চাপা দিলেন ব্যারন। 'দেখুন, যা বলেছি– এই মেশিনের মাধ্যমে সেটা সম্ভব শুধু এই কারণে, এখানে স্পেস এবং টাইমের মধ্যে সুনির্দিষ্ট গাণিতিক সম্পর্ক রয়েছে, যা ধরে রেখেছে বাস্তব সত্যটাকে। আপনি বুঝতে পারবেন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেটা। অঙ্কের বিস্তারিত বিষয় জানা না থাকলেও বুঝবেন। যেহেতু মেশিনটির অস্তিত্ব রয়েছে। কাজেই এখানে আমি যে অঙ্কের সম্পর্ক নির্ণয় করেছি—হাতে কলমে প্রমাণ রয়েছে তার। ঠিক কি না? কিছু খরগোশকে যে আমি সপ্তাখানেক পরের ভবিষ্যতে পাঠিয়েছি, সেটা দেখেছেন আপনি। এবং ওরা যে ফিরে এসেছে, কোনো কিছুর ভেতর থেকে কিছু বেরোয়নি। তারপর একটা খরগোশকে অতীতে পাঠানোর ব্যাপারটিও আপনার দেখা আছে। সপ্তাখানেক আগের অতীত থেকে বহাল তবিয়তে ফিরে আসে ওটা।'

'ঠিক আছে, আমি স্বীকার করছি সব।'

'তাহলে টাইম মেশিন যে সমীকরণের ওপর ভিত্তি করে চলে, সেটা যদি আপনাকে বোঝাই, নিশ্চয়ই সেটা বিশ্বাস করবেন আপনি। বিশ্বাস করবেন সময়টা আসলে অপরিবর্তনীয়। সময় আসলে এক ধরনের খুদে কণা দিয়ে সুবিন্যস্তভাবে সাজানো। যদি এই কণাগুলোর বিন্যাসে কোনো পরিবর্তন দেখা দেয়—যে কোনো পরিবর্তন তাহলে আমার সমীকরণগুলো অকেজো হয়ে যাবে, টাইম মেশিন আর কাজ করবে না।'

পয়েন্টডেক্সটার তাঁর চোখ দুটো আবার ঘষে নিয়ে চিন্তামগ্ন কণ্ঠে বললেন, 'অঙ্ক কিছু জানা আছে বলেই আমার ধারণা।'

ব্যারন বললেন, 'তাহলে তলিয়ে দেখুন ব্যাপারটা, আপনি একটা খরগোশ দু'সপ্তা আগের অতীতে পাঠানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু ওটা গিয়ে পৌঁছুল সপ্তাখানেক আগের অতীতে। তাহলে একটা বিসদৃশ্য অবস্থার সৃষ্টি হবে, তাই না? কিন্তু আসলে ঘটেছে কী? মেশিনের ইন্ডিকেটরটি এক সপ্তার ঘরে আটকে গিয়েছিল এবং আর নড়েনি। আপনি নিজে কিন্তু এই বিরূপ অবস্থার জন্যে দায়ী নন। আচ্ছা, আপনি কি এখন আসিবেন আমার সাথে?'

রাজি হতে গিয়ে একবারে শেষ মুহূর্তে বেঁকে বসলেন পয়েন্টডেক্সটার। বললেন, 'না।'

ব্যারন বললেন, 'কাজটা যদি একা করতে পারতাম, তাহলে আর এভাবে বলতাম না আপনাকে। মেশিনটা দু'জন মিলে পালা করে চালাতে হয়। তাছাড়া মেশিনটাকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে আরেকজন সঙ্গীর দরকার আমার। তাহলে যথা সময়ে ফিরে আসতে পারব। এবং

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আপনাকে একাজে লাগানোর বড় ইচ্ছে। এই অভিযানের গৌরব আমরা সমানভাবে ভাগ করে নেব। আপনি এই সুবর্ণ সুযোগটা তৃতীয় একজনকে দিতে চান ? তা না হয় দেবেন, তার আগে চলুন মানব ইতিহাসের প্রথম টাইম ট্রাভেলার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিই আমরা। আপনার কি দেখার ইচ্ছে হয় না আজ থেকে একশো বছর পর কেমন হবে আমাদের পৃথিবীর পরিবেশ ? নেপোলিয়ন, যিশু—তাঁদের কি দেখার ইচ্ছে হচ্ছে না আপনার ? আমরা হব ঠিক—ঠিক—' বলে চললেন ব্যারন, 'ঠিক দেবতাদের মতো।'

'ঠিক তাই,' অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন পয়েন্টডেক্সটার। 'ঔদ্ধত্য। টাইম ট্র্যাভেলটা দেবতার অপার মহিমার মতো এমন কিছু নয় যে, আমার নিজের সময় কাল থেকে বেরিয়ে ঝুঁকি নেয়ার মতো পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছুবে।'

'ঔদ্ধত্য ? ঝুঁকি নেয়া যাবে না ? অযথা ভয় পাচ্ছেন আপনি। একটা এলিভেটর যেমন একটা দালানের বিভিন্ন ফ্লোরে ওঠা-নামা করে, আমরা ঠিক তেমনি বিচরণ করব সময়ের কণাগুলোর মাঝে দিয়ে। সত্যিকারে টাইম ট্র্যাভেল এলিভেটরের ওঠা-নামার চেয়ে নিরাপদ, কারণ এলিভেটরে ক্যাবল ছিড়ে যেতে পারে, সেখানে টাইম মেশিনকে কোনো মহাকর্ষ বল সজোরে টেনে ধ্বংস করে দিতে পারবে না। সে রকম কোনো দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা দিচ্ছি,' ডান হাতের মধ্যমা দিয়ে নিজের বুকে টোকা দিলেন ব্যারন। 'আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি এর।'

'ঔদ্ধত্য।' বিড়বিড় করলেন পয়েন্টডেক্সটার, তবে এরপরেও একরকম ইচ্ছের বিরুদ্ধে রাজি হয়ে গেলেন তিনি।

দু'জন একসঙ্গে গিয়ে উঠলেন টাইম মেশিনে।

মেশিনটা নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে ব্যারন যে সব কলকবজা নাড়াচাড়া করছেন, সে সবের মর্ম কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না পয়েন্টডেক্সটারের, কারণ তিনি ব্যারনের মতো পণ্ডিতজ্ঞ নন। তবে তাঁকে শিখিয়ে দেয়া হয়েছে, কিভাবে কী করতে হবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্যারন বসেছেন চালক শক্তির একটা সেটের সামনে। টাইম মেশিনে শক্তি সঞ্চার করা মাত্র সময়ের অক্ষ বরাবর এগোতে লাগল ওটা। পয়েন্টডেক্সটার এমন এক জায়গায় রয়েছেন, যেখানে একটা পয়েন্টে হাত দেয়ামাত্র টাইম মেশিন সাঁ করে ফিরে যাবে তার আসল স্টার্টিং পয়েন্টের দিকে।

টাইম মেশিনটি রওনা হওয়া মাত্র কাঁপাকাঁপি শুরু হয়ে গেল পয়েন্টডেক্সটারের। দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে তাঁর, পেটের ভেতর কেমন বিজাতীয় আলোড়ন। একটা এলিভেটরের মতোই চলছে যন্ত্রটা, তবে ঠিক পুরোপুরি নয়। আরো কোনো সূক্ষ্ম ব্যাপার রয়েছে এর মাঝে, এরপরেও ব্যাপারটা অত্যন্ত বাস্তব। তিনি বললেন, 'যদি—'

ব্যারন বাধা দিয়ে বললেন, 'কোনো গড়বড় নেই। প্লিজ, ধৈর্য ধরে বসুন।'

এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা জার দেখা গেল, পয়েন্টডেক্সটার সজোরে ধাক্কা খেলেন দেয়ালের সাথে।

ব্যারন বললেন, 'কোন শয়তান রে।'

'কী হল?' রুদ্ধনিশ্বাসে বললেন পয়েন্টডেক্সটার।

'জানি না, তবে চিন্তা নেই। ভবিষ্যতের দিকে মাত্র চব্বিশ ঘন্টা এগিয়েছি আমরা। পরীক্ষা করে দেখি কী হয়েছে।'

টাইম মেশিনের দরজাটা সড়াৎ করে ঢুকে গেল রিসেস্‌ড প্যানেলের ভেতর। হুস করে বেরিয়ে এল পয়েন্টডেক্সটারের ভেতর আটকে থাকা দম। তিনি বললেন, 'কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না।'

কিছু নেই। একদম না। কোনো আলো নেই। এক্কেবারে কাকা।

পয়েন্টডেক্সটার চিৎকার দিয়ে উঠলেন, 'পৃথিবী যে ঘুরছে, ভুলে গেছি আমরা। চব্বিশ ঘন্টার ভেতর সূর্যের চারদিকে, মহাশূন্য জুড়ে হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়েছে পৃথিবী।'

'না,' দুর্বল কণ্ঠে বললেন ব্যারন। 'আমি ভুলে যাইনি সেটা। মেশিনটাকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, যেখান দিয়ে এগোবে এটা। তাছাড়া পৃথিবী যদি ঘুরছেই, এখানে কোথায় তারা? কোথায় সূর্য?'

কন্ট্রোলে ফিরে গেলেন ব্যারন। কিন্তু নড়ল না কোনো কিছু। কোনো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাজ হল না। দরজাটা আগের মতো হড়কে এসে আটকে গেল না। সব ফাঁকা।

পয়েন্টডেক্সটার টের পেলেন, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তাঁর, নড়াচড়া করতে পারছেন না স্বাভাবিকভাবে। বহুকষ্টে তিনি বললেন, 'কী হল তাহলে ?'

ব্যারন ধীর গতিতে এগোলেন মেশিনটার কেন্দ্রের দিকে। অনেক কষ্টে বললেন, 'সময়ের কণাগুলো। আমার ধারণা আমরা আটকা পড়ে গেছি... আর কণাগুলোর মাঝে।'

পয়েন্টডেক্সটার মুষ্টিবদ্ধ করার চেষ্টা করলেন তাঁর এক হাত, কিন্তু পারলেন না। হতাশ কণ্ঠে বললেন, 'কিছুই তো বুঝতে পারছি না।'

'ঠিক একটা এলিভেটরের মতো। ঠিক একটা এলিভেটরের মতো,' পরপর দু'বার বলে শব্দ হারিয়ে ফেললেন ব্যারন। তারপর বহু কষ্টে একবার মাত্র ঠোঁট নাড়িয়ে বললেন, 'ঠিক একটা এলিভেটর যেমন আটকা পড়ে যায় ফ্লোরগুলোর মাঝে, ঠিক তেমনি...'

পয়েন্টডেক্সটার তাঁর ঠোঁট দুটো নাড়তেও পারছেন না এখন। তিনি ভাবলেন, যখন সময় বলে কিছু থাকে না, তখন আর এগোয় না কিছু। সব গতি থেমে যায় তখন। সব সচেতনতা, সব জিনিসের সমাপ্তি ঘটে যায়। চলন্ত কোনো গাড়ি হঠাৎ থেমে গেলে যেমন গতিজড়তার জন্যে খানিকটা এগিয়ে যায়, তেমনি একটা প্রতিরোধশক্তিহীনতা তাদেরকে মিনিটখানেকের মতো এগিয়ে নিয়ে গেল, তারপর থেমে গেল সব।

মেশিনের আলো নিভতে নিভতে অন্ধকার হয়ে গেল। অনুভূতি এবং সচেতনতা ভোঁতা হয়ে চলে এল শূন্যের কোঠায়।

একটাই মাত্র শেষ চিন্তা দুর্বলভাবে নাড়া দিয়ে গেল তাঁদের, মনে মনে গভীর হতাশার নিশ্বাস ফেলল তাঁরা: ঔদ্ধত্য পতন!

তারপর চিন্তাশক্তিও অপমৃত্যু ঘটল।

এখন শুধু অখণ্ড নিশ্চলতা। আর কিছু নেই! এখানে সবকিছুই অনন্ত-অসীম! এই সীমাহীনতাও অর্থহীন, অর্থবহ যে জিনিসটি শুধু বিদ্যমান, তা হচ্ছে—ব্ল্যাঙ্ক! ফাঁকা!

অনুবাদ : শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দ্য প্রপার স্টাডি

'পরীক্ষাটা তৈরি', নরম গলায় বললেন অস্কার হার্ডিং। এ কথা বলার খানিকটা উদ্দেশ্য যেন নিজেকে শোনানো। আর কথাটি বলার জন্যে যখন অপর প্রান্তের ফোনটি বেজে উঠল, ততক্ষণে জেনারেল উঠে আসতে শুরু করেছেন ওপরের দিকে।

হার্ডিংয়ের তরুণ সহযোগী বেন ফাইফ। নিজের ল্যাবরেটরি জ্যাকেটের দু'পকেটের ভেতর মুঠি পাকানো হাত দুটো ঢুকিয়ে দিল সে। একদম গভীরে এসে থামল হাত দুটো।

'আমাদের লাভ হবে না কোনো', বলল বেন ফাইফ। 'সিদ্ধান্ত বদলাবেন না জেনারেল।'

বয়োজ্যেষ্ঠ লোকটার ধারালো চেহারার একপাশ দেখতে পাচ্ছে ফাইফ। গালের চামড়া কুঁচকে গেছে তাঁর, পাতলা হয়ে আসছে মাথার ধূসর চুলগুলো। ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট নিয়ে একজন উইজার্ড হতে পারতেন হার্ডিং, কিন্তু জেনারেলের মতো একজন মানুষ ঠিকমত আঁকড়ে ধরতে পারছেন না বোধহয়।

এবং হার্ডিং কোমল কণ্ঠে ফাইফকে বললেন, 'ও কথা আর কখনো বল না, ছেলে।'

দরজায় একবার মাত্র টোকা দিলেন জেনারেল। এমনই, সবাইকে সজাগ করে দেয়া আর কি। তারপর কারো কোনো সাড়া পাওয়ার অপেক্ষা না করে দ্রুত ভেতরে ঢুকলেন তিনি। জেনারেলের সাথে আসা দুই সৈনিক করিডোরে দাঁড়িয়ে গেল তাদের পজিশনে। দরজার দু'পাশে দাঁড়াল দু'জন। বাইরের দিকে মুখ করে রইল রাইফেল বাগিয়ে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জেনারেল গ্রুয়েনওয়াল্ড স্পষ্ট কণ্ঠে বললেন, 'প্রফেসর হার্ডিং!'

হার্ডিংয়ের সাথে সৌজন্য বিনিময়ের পর তিনি মৃদু মাথা নাড়লেন ফাইফের দিকে ফিরে। তারপর মুহূর্তের জন্য ঘরের বাকি লোকটাকে দেখতে পেলেন জেনারেল। ঋজু পিঠঅলা একটা চেয়ারে বসে আছে সে। ভাবলেশহীন চেহারা, চারদিকে ঘিরে থাকা যন্ত্রপাতির ভিড়ে ঢাকা পড়েছে তার অর্ধেক শরীর।

জেনারেলের সব কিছুতেই মচমচে একটা ভাব। তাঁর চলাফেরা, শিরদাঁড়া সটান রাখার ভঙ্গি, কথাবার্তা—সব কেতাদুরস্ত। একজন জাত সৈনিক হিসেবে যেখানে যে গুণটি থাকা প্রয়োজন, সবই রয়েছে জেনারেলের মাঝে।

'আপনি কি বসবেন না, জেনারেল?' মৃদুকণ্ঠে বললেন হার্ডিং। 'আপনাকে ধন্যবাদ। ভালো করেছেন এখানে এসে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে চেষ্টা করছি আপনার দেখা পাওয়ার জন্যে। এত ব্যস্ততার পরেও যে এসেছেন, এ জন্যে আমি ধন্য।'

'যেহেতু আমি ব্যস্ত', বললেন জেনারেল। 'কাজেই সরাসরি প্রসঙ্গে আসাই ভালো।'

'প্রসঙ্গের যতটা কাছাকাছি আসতে পারি, স্যার। আমার ধারণা, আমাদের এখানকার প্রজেক্ট সম্পর্কে আপনি জানেন। নিউরো-ফটোস্কোপের ব্যাপারটা জানার কথা আপনার।'

'আপনার সেই টপ-সিক্রেট প্রজেক্ট তো? অবশ্যই জানি। বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্যাদি পাওয়ার জন্যে আমার যে সহযোগীরা আছে, আমাকে সর্বশক্তি দিয়ে সাহায্য করে যাচ্ছে তারা। আপনি যদি আপনার প্রজেক্টে আরো পরিশোধন আনতে চান, কোনো আপত্তি থাকবে না আমার। তা—আপনি আসলে চানটা কী?'

হার্ডিংয়ের জন্যে প্রশ্নটা আকস্মিক। হকচকিয়ে গেলেন তিনি। চোখ পিটপিট করে বললেন, 'সংক্ষেপে বলতে গেলে– হাটে হাঁড়ি ভাঙতে চাই। সারা বিশ্বকে আমি জানিয়ে দিতে চাই যে—'

'কেন আপনি সবাইকে এ কথা জানানোর মতলব করেছেন?'

'নিউরোফটোস্কোপি একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, স্যার। এবং

www.BanglaBook.org

সাংঘাতিকভাবে জটিল। আমি চাই, বিশ্বের সকল জাতির সব বিজ্ঞানী কাজ করুক এই প্রকল্পে।'

'না, না। বহুবার এ রকম করা হয়েছে। আর নয়। এই আবিষ্কারটা সম্পূর্ণ আমাদের এবং আমরাই ধরে রাখব এটা।'

'এটাকে আমাদের মাঝে রেখে দিলে, খুব ছোট একটা আবিষ্কার হয়ে থাকবে এটা। বিষয়টা আরেকবার বুঝিয়ে বলছি আমি।'

জেনারেল তাঁর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আদৌ কোনো লাভ হবে না তাতে।'

'নতুন একটা বিষয় নিয়ে বলব আমি। নতুন একটা পরীক্ষা। কষ্ট করে এখানে এসেই যখন পড়েছেন জেনারেল, বিষয়টা শুনে যাবেন না একটু? যতটা সম্ভব বৈজ্ঞানিক বিস্তারিত বর্ণনা বাদ দিয়ে যাব আমি, বলব শুধু মস্তিষ্ক-কোষগুলোর পরিবর্তনশীল বৈদ্যুতিক সুপ্ত শক্তি সম্পর্কে—যা খুদে, অনিয়মিত তরঙ্গ আকারে রেকর্ড করা যেতে পারে।'

'ইলেকট্রোএনসেফালো গ্রামস। হ্যাঁ, আমি জানি সেটা। একশো বছর ধরে এ জিনিসটার সাথে পরিচিত আমরা। এবং এটাও জানি, জিনিসটাকে কী কাজে লাগাচ্ছেন আপনি।'

'ও—হ্যাঁ', আরো আগ্রহী হলেন হার্ডিং। 'সেগুলোর মাধ্যমে ব্রেন ওয়েভ আরো নিবিড়ভাবে তথ্য বহন করে। তাৎক্ষণিকভাবে একশো বিলিয়ন মস্তিষ্ক কোষের যে পরিবর্তন ঘটে, তার পুরো চিত্রটা আমাদের সামনে তুলে ধরে সেগুলো। এখানে আমার আবিষ্কারটা হচ্ছে এই চিত্রটাকে একটা ব্যবহারিক পদ্ধতির মাধ্যমে রঙিন প্যাটার্নে নিয়ে আসা।'

'আপনার নিউরোফটোস্কোপের মাধ্যমে, তাই না?' আঙুল দিয়ে দেখালেন জেনারেল। 'দেখেছেন, যন্ত্রটাকে আমি চিনি।' প্রতিটি সামরিক অভিযানের সাফল্য তাঁকে যে রিবন এবং মেডেল এনে দিয়েছে, সব যথাযথভাবে শোভা পাচ্ছে তাঁর বুকের ওপর।

'হ্যাঁ', বললেন হার্ডিং। 'নিউরোফটোস্কোপ কালার ইফেক্টস তৈরি করে, মনে হয় যেন বাতাসের ভেতর সফিস্টিকেটেড একটা ইমেজ ফুটে ওঠে এবং অতি দ্রুত বদলে যায় সেটা। এই ইমেজের ছবি তোলা যায় এবং সেগুলো সুন্দর হয়ে থাকে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমি দেখেছি সেই ছবি', শীতল কণ্ঠে বললেন জেনারেল।

'সত্যিকারের জিনিসটা দেখেছেন ? কাজ করছে যখন ?'

'একবার কি দু'বার। আপনি তো ছিলেন সে সময়।'

'ও, হ্যাঁ', অপ্রস্তুত হলেন প্রফেসর। বললেন, 'কিন্তু এই মানুষটাকে আপনি দেখেননি। আমাদের নতুন সাবজেক্ট।'

ইশারায় চেয়ারে বসে থাকা লোকটাকে দেখালেন হার্ডিং। ধারালো চিবুক লোকটার, লম্বা নাক, চুলের চিহ্নও নেই মাথার খুলিতে, এবং এখনো তার দু'চোখে সেই ফাঁকা দৃষ্টি।

'কে সে ?' জিজ্ঞেস করলেন জেনারেল।

'তার শুধু একটা নামই ব্যবহার করব আমরা—স্টিভ। মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী সে, তবে তার কাছ থেকেই এ পর্যন্ত সবচে' বেশি প্যাটার্ন পেয়েছি। এর কারণটা জানি না আমরা। হয়তো ব্যাপারটার সাথে তার মানসিক...'

'সেটা কি আমাকে দেখাতে চান আপনারা ?' তাঁর কথার মাঝখানে বললেন জেনারেল।

'আপনি যদি দেখতে চান, জেনারেল', ফাইফের দিকে ফিরে মাথা নাড়লেন হার্ডিং, সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু করে দিল ফাইফ।

সাবজেক্টটি বরাবরের মতো হালকা একটা আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে রইল ফাইফের দিকে। ফাইফ যা যা বলল, সব মেনে গেল কোনো গাঁইগুঁই না করে। প্লাস্টিকের হালকা হেলমেটটা সুন্দরভাবে বসিয়ে দেয়া হল তাঁর নিখুঁতভাবে কামানো মাথার ওপর। তারপর কম্প্লিকেটেড ইলেকট্রোডগুলোর, প্রতিটি বসিয়ে দেয়া হল সুবিন্যস্তভাবে। জেনারেল রয়েছেন বলে বাড়তি একটা টেনশন হচ্ছে ফাইফের, এমনিতে সচরাচর যা হয় না। তারপরেও নিখুঁতভাবে কাজ করার চেষ্টা চালাল সে। একটা তাড়া তার ভেতর—পাছে জেনারেল তাঁর ঘড়ি দেখে চলে যান পরীক্ষাটা ফেলে।

গোছগাছ সেরে হাঁ করে দম নিল ফাইফ। বলল, 'এটা এখন চালু করব, প্রফেসর হার্ডিং ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'যা, এখন।'

আলতো করে একটা সংযোগ ঘটিয়ে দিল ফাইফ। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল যেন স্টিভের মাথার ওপর বাতাসে ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে রঙের আলোড়ন। সে এক গাঢ় বৃত্তের খেলা। বৃত্তের ভেতর বৃত্ত। বৃত্তগুলো ঘুরছে, পাক খাচ্ছে এবং আলাদা হয়ে যাচ্ছে।

ফাইফ পরিষ্কার অনুভব করল এক ধরনের অস্বস্তি, অনুভূতিটাকে অধৈর্যের সাথে দূরে ঠেলে দিল সে। ওটা সাবজেক্টের আবেগ– স্টিভের—তার নিজের নয়। জেনারেলও নিশ্চয়ই অনুভব করেছেন এটা, কারণ তিনি নড়েচড়ে উঠেছেন নিজের চেয়ারে এবং গলা পরিষ্কার করলেন সশব্দে।

হার্ডিং হঠাৎ বলে উঠলেন, 'এই প্যাটার্নগুলো ব্রেন ওয়েভের চেয়ে বেশি তথ্য বহন করছে না ঠিকই, তবে এগুলোকে বোঝা যাচ্ছে তুলনামূলকভাবে আরো সহজে এবং বিশ্লেষণ করা যাচ্ছে স্বচ্ছন্দে। এটা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে জীবাণু রাখার মতো একটা ব্যাপার। নতুন কিছু সংযোজিত হচ্ছে না এখানে, তবে জিনিসটা দেখা যাচ্ছে অধিকতর সহজে।'

অস্বস্তির ভাবটা অবিচলভাবে বেড়ে উঠছে স্টিভের মাঝে। ফাইফ টের পাচ্ছে, জেনারেলের রূঢ় এবং সহানুভূতিহীন উপস্থিতিই এর কারণ। স্টিভ যদিও তার অবস্থান বদলায়নি, কিংবা ভয়ের কোনো চিহ্ন ফুটে ওঠেনি চোখে-মুখে, তবু মন থেকে গড়ে ওঠা প্যাটার্নের রঙ রূঢ় হচ্ছে ক্রমশ, দ্বন্দ্বমুখর আলিঙ্গন দেখা যাচ্ছে বাইরের বৃত্তগুলোর মাঝে।

জেনারেল এমন ভঙ্গিতে হাত তুললেন, যেন কাঁপা কাঁপা আলোর দীপ্তিটাকে দূরে ঠেলে দিতে চাইছেন। তিনি বললেন, 'এসব হচ্ছে কি, প্রফেসর?'

হার্ডিং বললেন, 'আমাদের আগে যা অগ্রগতি হয়েছে তার চে' অনেক দ্রুত আমরা এগোচ্ছি এই স্টিভের সাথে। বলতে গেলে আমরা লাফ দিয়ে এগোচ্ছি। ইতোমধ্যে অনেক জেনেছি এই দু'বছরে। গত পঞ্চাশ বছরে যে উন্নতি না ঘটেছে, আমি নিউরোফটোস্কোপ উদ্ভাবনের পর অনেক দ্রুত হয়েছে উন্নয়ন প্রক্রিয়া। এই স্টিভ, এবং তার মতো আরো যারা আছে, সেই সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য বিজ্ঞানীর সহযোগিতায়...'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রফেসারের কথার মাঝখানে জেনারেল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'আমি আপনাকে বলেছি, এ জিনিস ব্যবহার করে মনের ভেতর পৌঁছে যেতে।'

'মনের ভেতর পৌঁছুব?' মুহূর্ত কয়েক ভাবলেন হার্ডিং। 'টেলিপ্যাথির কথা বলছেন আপনি? সেটা আসলে সম্পূর্ণ অতিরঞ্জিত একটা ব্যাপার। মন এ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা জিনিস। আপনার সুন্দর সুন্দর চিন্তা-ভাবনার ধারাবাহিক যে রূপ, তার সাথে মিল খাবে না আমার চিন্তা-ভাবনা, কিংবা আরেকজনের চিন্তা-ভাবনার সাথেও মেলানো যাবে না। র ব্রেন প্যাটার্ন এসব ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য রাখার প্রতিকূলে। এই যে আমরা চিন্তা-ভাবনা প্রকাশের ক্ষেত্রে ভাষার আশ্রয় নিই, এই যোগাযোগটাই কিন্তু অনেক কঠিন ব্যাপার।'

'টেলিপ্যাথির কথা বলছি না আমি! বলছি আবেগ-অনুভূতির কথা! সাবজেক্ট যদি রেগে যায়, তাহলে সে রাগের অভিজ্ঞতা অর্জনের উপযোগী করে তৈরি হতে পারে রিসিভার।'

'তা বলা যায়।'

উত্তেজনা স্পষ্ট হয়ে উঠল জেনারেলের কণ্ঠে, 'ওই জিনিসগুলো– ঠিক ওখানে–' খোঁচা মারার ভঙ্গিতে আঙুল দিয়ে প্যাটার্নগুলো দেখালেন তিনি, এ মুহূর্তে চূড়ান্ত রকমের বিরস একটা ঘূর্ণি তৈরি করেছে সেগুলো। 'মনের আবেগ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হতে পারে এ জিনিস। টিভিতে প্রচারের মাধ্যমে জিনিসটা ছড়িয়ে, কর্তৃত্ব করা যেতে পারে বিশ্বের তাবৎ মানুষের আবেগ-অনুভূতিতে। এখন আমরা কি মেনে নিতে পারি, এই পদ্ধতিটা কোনো ভুল জায়গায় গিয়ে পড়ুক?'

'এটা যদি সে রকম কোনো শক্তি হয়ে থাকে,' নরম কণ্ঠে বললেন হার্ডিং। 'তাহলে সঠিক জায়গায় পড়ার কোনো সম্ভাবনা দেখছি না।'

ভুরু কুঁচকাল ফাইফ। বিপজ্জনক বিষয় এটা। হার্ডিং বোধহয় মাঝে-মধ্যে ভুলে যান, গণতন্ত্রের সেই পুরনো দিনগুলো এখন আর নেই।

তবে জেনারেল ধরলেন না কথাটা। বললেন, 'আমি জানতাম না, এই জিনিসটাকে এতদূর নিয়ে এসেছেন আপনি। জানতাম না– স্টিভের মতো একজন আছে আপনার কাছে। তার মতো অন্যদের পাবেন আপনি। তবে এর মধ্যে আর্মি নিয়ে নেবে কর্তৃত্ব। সম্পূর্ণভাবে!'

www.BanglaBook.org

'দাঁড়ান, জেনারেল, মাত্র দশ সেকেন্ড', ফাইফের দিকে ফিরলেন হার্ডিং। 'স্টিভকে তার বইটা দাও তো, জেফ।'

রঙিন বইটা দিল ফাইফ। বইটা নতুন ক্যালাইডো-ভলিউমগুলোর একটি। বাঁধন ভাঁজের মাধ্যমে গল্প বলে যায় বইটি। খোলার পর ধীরে ধীরে আকার আকৃতি বদলে যায় ভাঁজগুলোর। হার্ড কভারের ভেতর এটা এক মজাদার অ্যানিমেটেড কার্টুন। বইটি দেখে মৃদু হেসে আগ্রহে হাত বাড়াল স্টিভ।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল স্টিভের প্লাস্টিক হেলমেটের ওপর জমে থাকা রঙের প্যাটার্ন। ধীরে ধীরে কোমল হয়ে এল রঙের ধরনটা। বৃত্তের ভেতর কমে এল প্যাটার্নের আলোড়ন।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল ফাইফ। এবার একটু আরাম বোধ করল সে। শিথিল একটা ভাব ছড়িয়ে পড়ল শরীর জুড়ে।

হার্ডিং বললেন, 'জেনারেল, আবেগ নিয়ন্ত্রণের সম্ভাবনা নিয়ে এত দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। এ নিয়ে আপনি যতটা ভাবছেন, নিউরোফটোস্কোপের কারণে সে সম্ভাবনার আশঙ্কা খুবই ক্ষীণ। নিশ্চয়ই কিছু মানুষ আছে, যাদের আবেগের ওপর কর্তৃত্ব করা যাবে, কিন্তু নিউরোফটোস্কোপ তাদের জন্যে দরকারি নয়। সাময়িকভাবে প্রচলিত কোনো কথা সঙ্গীত, পোশাকাদি, এবং প্রায় সবকিছুতেই তারা সাড়া দেয় নির্বোধের মতো। হিটলার এক সময় কোনো টেলিভিশন ছাড়াই কবজা করেছিলেন গোটা জার্মানি, নেপোলিয়ন ফ্রান্স নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন কোনো রেডিও বা বহুল-প্রচারিত পত্রিকা ছাড়া। আমার নিউরোফটোস্কোপ নতুন কিছু প্রস্তাব করছে না।'

'আমি বিশ্বাস করি না সেটা', বিড়বিড়িয়ে আওড়ালেন জেনারেল, তবে আবার চিন্তামগ্ন হলেন তিনি।

স্টিভ আগ্রহে তাকিয়ে আছে ক্যালাইডো-ভলিউমের দিকে, তার মাথার ওপর প্যাটার্নগুলো প্রায় স্থির উষ্ণ একটা রঙ নিয়ে এবং জটপাকানো একগাদা বৃত্তের মাঝে ফুটে উঠেছে আনন্দের স্পন্দন।

হার্ডিং প্রায় প্রলুব্ধ করার ভঙ্গিতে বললেন, 'সমাজে সব সময় এমন কিছু লোক থাকে, স্বাভাবিকতাকে বাধা দেয় যারা। কোনোকিছুতে এগিয়ে আসে না সহজভাবে। এরাই হচ্ছে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তারা এমন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কোনো রঙিন প্যাটার্নে সাড়া দেবে না, যেখানে পরামর্শ বা প্ররোচনার ব্যাপারটি কাজ করবে। কাজেই আবেগ নিয়ন্ত্রণের সম্ভাবনা নিয়ে অযথা দুশ্চিন্তা করে কি লাভ? তারচে' বরং নিউরোফটোস্কোপকে আমরা একটি প্রথম যন্ত্র হিসেবে দেখি না কেন, যার মাধ্যমে মানসিক ক্রিয়ার সত্যিকারের বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। সব কিছুর ঊর্ধ্বে এ জিনিসটাকেই আমাদের প্রাধান্য দেয়া উচিত। মানব সংক্রান্ত প্রকৃত গবেষণা হচ্ছে মানুষ, আলেক্সান্ডার পোপ যেমন বলেছেন, আর মানুষ বলতে তো মানুষের মস্তিষ্ক– তাই তো?'

জেনারেল নীরব রয়ে গেলেন।

'আমরা যদি মস্তিষ্কের কাজের জটিল পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারি', বলে চললেন হার্ডিং। 'এবং জানতে পারি কোন্ জিনিসটি একজন মানুষকে মানুষ বানায়, তখন নিজেদেরকে বোঝার ক্ষেত্রে এগিয়ে যাব আমরা, কোনোকিছুই আর কঠিন মনে হবে না তখন। এবং এত বড় একটা ব্যাপার কিভাবে একটা মানুষ দিয়ে সম্ভব—একটা মাত্র ল্যাবরেটরিতে সম্ভব? এত গোপনীয়তা এবং ভয়ের ভেতরেই বা এটা সম্ভব হবে কিভাবে? গোটা বিশ্বের বিজ্ঞান জগতের সাহায্য লাগবে এখানে। —জেনারেল, এই প্রজেক্টটাকে ছড়িয়ে দেয়ার অনুরোধ করছি আপনাকে! উন্মুক্ত করে দিন সব মানুষের কাছে!'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন জেনারেল, 'মনে হচ্ছে আপনার কথাই ঠিক।'

হার্ডিং বললেন, 'কাগজপত্র সব তৈরি আছে আমার কাছে। এখন আপনি যদি একটা স্বাক্ষর করে আঙুলের ছাপ দিয়ে দিতেন, বাইরে দাঁড়ান আপনার গার্ড দু'জন যদি সাক্ষী হয়ে যেত, আর নির্বাহী বোর্ডকে যদি একটু জানিয়ে দিতেন ক্লোজড ভিডিও'র মাধ্যমে, তার যদি...'

সব কাজ সারা হয়ে গেল। ফাইফের বিস্মিত চোখের সামনে ঘটে গেল সব।

জেনারেল চলে যাওয়ার পর নিউরোফটোস্কোপ খুলে নেয়া হল স্টিভের মাথা থেকে। তারপর তাকে নিয়ে যাওয়া হল তার কোয়ার্টারে। ধাতস্থ হয়ে কথা বলতে যথেষ্ট সময় লাগল ফাইফের। সে বলল, 'কাজটা এত সহজে কিভাবে করলেন, প্রফেসর হার্ডিং? বিষয়টাকে আপনি এর আগে ডজনখানেক রিপোর্টে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু একটুও কাজ হয়নি তাতে।'

www.BanglaBook.org

হার্ডিং বললেন, 'এর আগে কখনো তো বিষয়টা আমি উপস্থাপন করিনি এ রুমে, যখন নিউরোফটোস্কোপ কাজ করে যাচ্ছে। তাছাড়া স্টিভের মতো চূড়ান্ত রকমের প্রজেক্টিভ কোনো সাবজেক্টও ছিল না আমার সামনে। অনেক মানুষই আবেগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অটল থাকতে পারে, আমি যেমন বলেছি আর কি, তবে কিছু মানুষ ধরে রাখতে পারে না নিজেদের। যাদের ভেতর এই মানিয়ে চলার প্রবণতা রয়েছে, তাদেরকে সহজেই ঐকমত্যে নিয়ে আসা যায়। এ জিনিসটি নিয়েই জুয়া খেলেছি আমি। নাড়া দিয়েছি সেই মানুষটিকে, যিনি মিলিটারি পোশাক এবং নিয়মনীতি ছাড়া আর কিছু বোঝেন না, নিজেকে নিয়ে তার কল্পনাশক্তি যত শক্তিশালীই হোক না কেন, কিছু যায় আসে না তাতে...'

'তার মানে—স্টিভের মাধ্যমে...'

'অবশ্যই। প্রথমে অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি ঢুকিয়ে দিয়েছি জেনারেলের ভেতর, তারপর তুমি যখন ক্যালাইডো-ভলিউমটা স্টিভের হাতে দিলে, স্বস্তি ফিরে এল তার মাঝে, সেটা নাড়া দিল জেনারেলকে। তুমিও তো অনুভব করেছ সেটা, করোনি?'

'হ্যাঁ। নিশ্চয়ই।'

'আমি ধরে নিয়েছিলাম, অস্বস্তিকর অনুভূতির পর হঠাৎ ভালোলাগার পরশটাকে ফিরিয়ে দেবেন না জেনারেল। এবং তিনি তা করেননি। তখন তিনি যে কোনো প্রস্তাব অবচেতন মনে মেনে নেয়ার জন্যে প্রস্তুত।'

'কিন্তু তিনি তো এই ঘোরটা কাটিয়ে উঠবেন এক সময়। কি, উঠবেন না?'

'হ্যাঁ, শেষমেষ হয়তো কেটে যাবে ঘোর, কিন্তু তাতে কি? নিউরোফটোস্কোপের খবরটা তো আমি এখুনি সারা দুনিয়ার নিউজ মিডিয়াগুলোতে ছড়িয়ে দিচ্ছি। জেনারেল হয়তো এখানে এই দেশে তাঁর কঠোর দমননীতি চালাতে পারবেন, কিন্তু নিশ্চয়ই পৃথিবীর আর কোথাও নয়। না, এই সম্ভাবনার উন্নতির জন্য সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করতে হবে তাঁকে। শেষ পর্যন্ত মানবজাতি সাগ্রহে যথাযথভাবে গবেষণা করতে পারবে এ নিয়ে।'

অনুবাদ ঃ শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ম্যারুনড অফ ভেসটা

এখানে একটা ছোট্ট ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে। 'ম্যারুনড অফ ভেসটা', হল এই বইয়ে সংযুক্ত গল্পজোড়ার প্রথম গল্প, কোনোক্রমে এটা রহস্যজনক ব্যাপার নয়। যাহোক, এটা লিখেছিলাম আমি, প্রথম গল্প হিসেবে প্রকাশিতও হয়েছিল। যখন প্রথম প্রকাশনার দ্বাদশতম উৎসব ঘনিয়ে এল, যে পত্রিকায় প্রথম গল্পটি ছাপা হয়েছিল তার সম্পাদকবৃন্দ আমাকে বললেন আমি যেন উৎসব উপলক্ষে গল্পটা আবার লিখি। লিখলাম। দ্বিতীয় এ গল্পটার নাম দিলাম 'অ্যানিভারসরি'। প্রথম গল্পের চরিত্রগুলোর সাথে দ্বাদশতম উৎসবের গল্পটির মিল রয়েছে। আর এই গল্পজোড়া গ্রহণ করা হল এক সাথে, তৈরি হল এক রহস্যের।

আমার মনে হয় ভদ্র পাঠকদের কাছে বললে ব্যাপারটা সৎ হয়, আর তা হল, প্রথম প্রকাশিত গল্পটার পরিবর্তন করা হয়েছে খুব সামান্য। যদি আমার অনভিজ্ঞতা দেখেন—তখন আমি আমার বয়ঃসন্ধিকালে ছিলাম যখন এটা প্রকাশিত হয়েছিল—ভুলে যান আমাকে। কথা হল, কিছু পাঠকের সন্দেহ যোগ হয়েছে যারা গল্পটির প্রথম সংস্করণটা কখনো পড়েনি—যাদের জন্য হয়নি সে সময়ে তাদের উদ্দেশে বলছি, আমি গল্পটি সহজ করে তুলতে প্রথম গল্পটির একটা শব্দও পরিবর্তন করিনি।

– আইজ্যাক আজিমভ

'দয়া করে এভাবে পায়চারি থামাবে তুমি ?' কাউচ থেকে বলে উঠল ওয়ারেন মূর। 'তোমার এই অস্থির হাঁটাহাঁটি আমাদের কারো জন্যে কোনো মঙ্গল বয়ে আনবে না। আমাদের আর্শিবাদ নিয়ে ভাব: কী সুন্দর এয়ারটাইট অবস্থায় আছি আমরা—কি, আছি না ?'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

ঘুরে দাঁড়িয়ে দাঁত খিঁচাল মার্ক ব্র্যানডন। তীব্র ভাষায় বলল, 'এই জেনে তুমি সুখী বলে খুব খুশি আমি। অবশ্যই তুমি জান না যে, আমাদের এই বাতাস টিকবে মাত্র তিন দিন।' প্রতিকূল পরিবেশে আবার পায়চারি শুরু করল সে।

মূর হাই তুলল একটা। হাত-পা ছড়িয়ে আরেকটু আরাম খুঁজে নিল কাউচে, তারপর বলল, 'এনার্জি যা কিছু আছে, সব তো ফুরিয়ে যাবে দ্রুত। এ ব্যাপারে মাইকের কাছ থেকে কোনো পরামর্শ নিচ্ছ না কেন? সে তো ব্যাপারটাকে সহজভাবে নিচ্ছে।'

মাইক হচ্ছে মাইকেল শীয়া। স্পেসশিপ সিলভার কুইন-এর শেষ সদস্য সে। তার ছোটখাটো হোঁৎকা শরীরটা এখন বিশ্রাম নিচ্ছে ঘরের একমাত্র চেয়ারে এবং পা দুটো তোলা রয়েছে টেবিলের ওপর। নিজের নাম শুনে চোখ তুলে তাকাল সে, মুখে ছড়িয়ে পড়ল দেঁতো হাসি।

'মাঝেমধ্যে এ রকম পরিস্থিতি হতেই পারে', বলল সে। 'অ্যাসটেরয়েড-এর সাথে পেরে ওঠা একটা ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাপার। আমাদের আসলে হপ করা উচিত ছিল। সময় একটু বেশি নেই, কিন্তু এ কৌশলটাই একমাত্র নিরাপদ। কিন্তু না, ক্যাপ্টেন সেটা করলেন না। তিনি শিডিউল করতে চাইলেন: এগিয়ে যাবেন সোজা— চরম বিরক্তি প্রকাশ পেল মাইকের কথায়—'এবং তাঁর গোঁয়ার্তুমির জন্যে আজ আমরা এখানে।'

'আচ্ছা এই "হপ" জিনিসটা কী?' জানতে চাইল ব্র্যানডন।

'ও, আমি ধরতে পেরেছি এটা', বলল মূর। 'মাইক যা বলতে চাইছে, তা হচ্ছে– সৌর অয়নবৃত্তের সমতলের বাইরে কোনো কৌশল খাটিয়ে অ্যাসটেরয়েড বেল্টটাকে এড়িয়ে যাওয়া। ঠিক বলেছি না, মাইক?'

মাইক দ্বিধা নিয়ে সাবধানে জবাব দিল, 'হ্যাঁ- আমি মনে করি তাই।'

অমায়িক হাসি ফুটল মূরের মুখে, বলে চলল, 'ক্যাপ্টেন ক্রেইনকে খুব বেশি দোষ দিই না আমি। গ্রানাইটের বড়সড় টুকরোটা শিপের গায়ে আঘাত হানার মিনিট পাঁচেক আগে নিশ্চয়ই ওটা হারিয়ে গিয়েছিল রিপালশন স্ক্রিন থেকে। ক্যাপ্টেনের দোষ নয় এটা, যদিও শুধু স্ক্রিনের ওপর ভরসা না করে অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য কৌশল বেছে নেয়া উচিত ছিল আমাদের।' চিন্তামগ্নভাবে মাথা নাড়ল সে। 'আচ্ছা, স্রেফ টুকরো টুকরো হয়ে গেল সিলভার কুইন। এটা সত্যিই অলৌকিক ব্যাপার,

www.BanglaBook.org

সৌভাগ্যক্রমে শিপের এই অংশটা শুধু রয়ে গেল অক্ষত, তা আবার এয়ারটাইট অবস্থায়।'

'সৌভাগ্য নিয়ে তোমার একটা হাস্যকর আইডিয়া রয়েছে, ওয়ারেন', বলল ব্র্যানডন। 'যতদূর তোমাকে জানি, বরাবর দেখে আসছি ওটা। এখানে একটা স্পেসশিপের দশভাগের একভাগের ভেতর আছি আমরা। তিনটি মাত্র ঘরে তিন দিনের বাতাস নিয়ে বন্দি। তারপর তো বেঁচে থাকার কোনো আশা নেই। আর এ অবস্থায় থেকে সৌভাগ্য নিয়ে গা-জ্বালানো বড়াই করছ তুমি।'

'অ্যাসটেরয়েডটা আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে যাদের মৃত্যু হল, তাদের বেলাও আমাদের অবস্থা। আমি বলব– হ্যাঁ, এটা আমাদের সৌভাগ্য।' জবাব দিল মূর।

'এই ভাবছ তুমি, এ্যাঁ? আমাকে তাহলে বলতে হচ্ছে, বেঁচে থেকে যে পরিণতি আমরা বরণ করতে যাচ্ছি, সে তুলনায় খারাপ ছিল না সঙ্গে সঙ্গে মরে যাওয়াটা। দমবন্ধ হয়ে মারা যাওয়াটা চরম যন্ত্রণাদায়ক একটা ব্যাপার।'

'বাঁচার কোনো পথ বের করতে পারি আমি', আশান্বিত হয়ে পরামর্শ দিল মূর।

'বাস্তবকে মেনে নিচ্ছ না কেন!' চেহারটা লাল হয়ে গেল ব্র্যানডনের, কেঁপে উঠল কণ্ঠ, 'তোমাকে তো বলছি, আমরা শেষ! সব চেষ্টা বৃথা!'

মাইক একে একে বাকি দু'জনের দিকে তাকাল সন্দেহের দৃষ্টিতে। তারপর তাদের মনোযোগ কেড়ে নেয়ার জন্য খুকখুক করে কেশে বলল, 'দেখ, বন্ধুরা, আমরা তিনজন এখন একই বিপদের ভেতর আছি। আমার মতে, এ রকম তর্কাতর্কি করে লাভ হবে না কোনো।'

পকেট থেকে ছোট্ট এক বোতল বের করল মাইক। সবুজাভ তরলে ভরা বোতলটা। বলল, 'এই দেখ, উৎকৃষ্ট মানের একটা জাবরা বোতল। এস, আমরা সমানভাগে পান করে ধন্য হই।'

পুরো একটা দিন পর চোখে-মুখে আনন্দ দেখা গেল ব্র্যানডনের। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল, 'মঙ্গল গ্রহের সেরা জাবরা ওয়াটার। তা, এ কথা আগে বলোনি কেন?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু ব্র্যানডন বোতলটার কাছে যেই পৌঁছেছে, অমনি একটা শক্ত হাত চেপে বসল তার কবজিতে। চোখ তুলে তাকাতেই চোখাচোখি হল ওয়ারেন মূরের শান্ত দু'টি নীল চোখের সাথে।

'বোকামি করো না', বলল মূর। 'তিন দিনের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে পানীয় নেই আমাদের কাছে। কী করতে চাও তুমি? দুরবস্থা নিয়ে মাতম করবে, আর মদ গিলতে গিলতে মরবে চুপচাপ? শেষ দু'ঘণ্টার জন্যে রেখে দাও পানীয়টা। যখন বাতাসটা ভারী হয়ে উঠবে, শ্বাস নিতে ভীষণ কষ্ট হবে আমাদের– তখন না হয় বোতলটা তিনজন মিলে শেষ করব আমরা। তখন আমরা জানতেও পারব না কখন আসবে শেষ সময়, কিংবা জানলেও কেয়ার করব না।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাত নামিয়ে নিল ব্র্যানডন। বলল, 'বাদ দাও, ওয়ারেন। রক্তের বদলে বরফ বেরোবে তোমার শরীর কাটলে। এ রকম ঘোর বিপদের সময় তোমার মাথায় সরল চিন্তা আসে কী করে?'

বোতলটা দেয়ার জন্যে মাইককে ইঙ্গিত করল ব্র্যানডন, কিন্তু আবার সরিয়ে নেয়া হল বোতলটা। পোর্টহোলের দিকে এগিয়ে গেল ব্র্যানডন। দৃষ্টি দিল বাইরে।

মূর এগিয়ে গেল তার কাছে। মমতা ভরে হাত রাখল তারচে' কমবয়েসী লোকটার কাঁধে। 'ব্যাপারটাকে এত কঠিনভাবে নিচ্ছ কেন, ম্যান?' বলল সে। 'এভাবে তো টিকতে পারবে না তুমি। এ অবস্থা চালিয়ে গেলে পাগল হয়ে যাবে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে।'

কোনো জবাব নেই ব্র্যানডনের মুখে। বিষণ্ণ দৃষ্টিতে গোলকের দিকে তাকিয়ে রইল সে। প্রায় পুরোটা পোর্টহোল ঢেকে রেখেছে এই গোলক। মূর বলল, 'ভেসটার দিকে ওভাবে তাকিয়ে থেকে লাভ হবে না কোনো।'

মাইক শীয়া পা টেনে টেনে পোর্টহোলের সামনে চলে এল। বলল, 'যদি ভেসটায় শুধু একবার নেমে যেতে পারি, তবেই আমরা নিরাপদ। লোকজন আছে সেখানে। ভেসটা থেকে কত দূরে আছি আমরা?'

'ওটার সাইজ দেখে মনে হচ্ছে', বলল মূর। 'তিন-চারশো মাইলের বেশি হবে না দূরত্ব। তোমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, মাত্র দু'শ' মাইল হবে ওটার ব্যাস।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'উদ্ধার পাওয়ার কথা বিবেচনা করলে দূরত্ব মাত্র তিনশো মাইল', বিড়বিড় করল ব্র্যানডন। 'কিন্তু পথ পাড়ি দিতে গেলে দেখা যাচ্ছে দূরত্বটা লাখ লাখ মাইল। স্পেসশিপের ভাঙা এই অংশটা যে কক্ষপথ আঁকড়ে পড়ে আছে, এটা থেকে বেরুনোর কোনো উপায় খুঁজে পেলেই শুধু উদ্ধার পাওয়ার সম্ভব। তোমরা তো জান, নিচের দিকে রওনা হতে গেলে সে রকম একটা জোরাল ধাক্কা চাই আমাদের। যদি চাহিদানুযায়ী একটা পুশ পেয়ে যাই, তাহলে ক্র্যাশ করার কোনো ঝুঁকি নেই। আমাদের এই স্পেসশিপের টুকরোটাকে ভেঙে চুরমার করে দেয়ার মতো যথেষ্ট মাধ্যাকর্ষণ শক্তি নেই ওই খুদে গ্রহটার।'

'আমাদেরকে এই কক্ষপথে ধরে রাখার ব্যাপারে যথেষ্ট করেছে এই গ্রহ', বলল ব্র্যানডন। 'শিপটা ক্র্যাশ করার পর যখন আমরা অচেতন ছিলাম, আমাদের তখন অবশ্যই এই কক্ষপথে তুলে এনেছে গ্রহটি। আশা করি, আরো কাছে চলে আসবে গ্রহটা। হয়তো বা তখন ল্যান্ড করতে পারব আমরা।'

'মজার জায়গা ভেসটা', পোর্টহোল দিয়ে দেখে নিয়ে বলল মাইক শীয়া। 'দু'তিনবার আমি গেছি ওখানে। কী সব ছাই জমে আছে ছোট্ট গ্রহটায়! পুরোটা গ্রহ বরফের মতো এক ধরনের জিনিসে আবৃত, তবে ঠিক বরফ নয়। ভুলে গেছি সে জিনিসের নাম।'

'জমাট কার্বন ডাই অক্সাইড?' ঝটপট বলে দিল মূর।

'হ্যাঁ, শুকনো বরফ, কার্বনের উপাদান। ওরা বলে, এ জিনিসটার জন্যেই ভেসটা এত ঝকমক করে।'

'অবশ্যই! শুকনো বরফের জন্যেই গ্রহটির রয়েছে উঁচু মাত্রায় প্রতিফলিত শক্তি।

মাইক সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল মূরের দিকে। উপেক্ষা করে গেল তার কথা। বলল, 'এই বরফের জন্যে ওখানে কোনো কিছু দেখা বেশ কঠিন ব্যাপার, তবে তোমরা যদি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাও—' আঙুল দিয়ে দেখাল সে—'ধূসর প্রলেপের মতো একটা কিছু দেখতে পাবে তোমরা। আমার ধারণা ওটা বেনেটস ডোম। অবজারভেটরি রয়েছে সেখানে। আর ওই যে ওখানে ক্যালোর্নস ডোম। ওটা ওদের ফুয়েল স্টেশন। এ রকম আরো কিছু জায়গা রয়েছে ওখানে, দেখতে পাচ্ছি না—এই যা।'

www.BanglaBook.org

খানিকটা দ্বিধা নিয়ে মূরের দিকে ফিরল সে। বলল, 'শোনো, বস, ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছি আমি। শিপ দুর্ঘটনার কথা শুনে ওরা কি খুঁজে বেড়াবে না আমাদের ? আর ভেসটা থেকে আমাদের খুঁজে পাওয়া কি সম্ভব নয় ?'

মূর মাথা নেড়ে বলল, 'না, মাইক, ওরা খুঁজবে না আমাদের। শিডিউল মতো যথাস্থানে হাজির হতে না পারলে, তবেই শুধু খোঁজা হবে আমাদের। তোমরা তো জান, অ্যাসটেরয়েড যখন শিপটাকে আঘাত করে, SOS পাঠানোর সময়ও ছিল না আমাদের'—দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'আর আমাদের এই শিপের টুকরোটা এত ছোট যে, খোঁজার বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য না থাকলে এটা চোখে পড়বে না কারো।'

'হুঁ ম্ ম্', কপালে ভাঁজ পড়ল মাইকের, ফুটে উঠল গভীর চিন্তার ছাপ। 'তাহলে তিন দিন পার হওয়ার আগে অবশ্যই ভেসটায় যেতে হবে আমাদের।'

'আসল জিনিসটা তুমি ধরতে পেরেছ, মাইক। তখন যদি আমরা জানতে পারতাম, কী করে পাওয়া যাবে এখানে, এ্যাঁ ?'

ব্র্যানডন রাগে ফেটে পড়ল হঠাৎ, 'তোমরা দু'জন এই ফালতু বকবকানি বাদ দিয়ে কাজের কাজ করবে কিছু ? দোহাই ঈশ্বরের, কিছু একটা করো।'

কাঁধ ঝাঁকাল মূর এবং কোনো জবাব না দিয়ে ফিরে গেল কাউচে। গা ছেড়ে দিয়ে শুয়ে রইল আরামে, দেখে মনে হচ্ছে চিন্তা-ভাবনা নেই, তবে দু'চোখের মাঝখানে ক্ষুদ্রতম একটা ভাঁজ—যা কোনো কিছুতে গভীর মনোনিবেশের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

কোনো সন্দেহ নেই যে সে ভাবছে। বড্ড বেকায়দায় আছে তারা। আগের দিনের ঘটনাগুলো পুনরায় তলিয়ে দেখল সে—এই নিয়ে বোধহয় বিশ বারের মতো হবে।

অ্যাসটেরয়েডটা প্রচণ্ড বেগে শিপে আঘাত হানার পর টুকরো টুকরো হয়ে গেল ওটা। একটা বাতি নিভে গেলে যা হয়, তেমনি করে যেন নিভে গেল সে। জ্ঞান হারাল। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় কতক্ষণ ছিল, জানে না মূর। তার নিজের হাতঘড়িটা ভেঙে চুরমার এবং অন্য কোনো ঘড়ি খুঁজে পাওয়া

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যায়নি। জ্ঞান ফেরার পর সিলভার কুইন-এর ভাঙা অংশটায় মাত্র দু'জন সঙ্গী খুঁজে পেল মূর। তারা মার্ক ব্র্যানডন এবং মাইক শীয়া।

সিলভার কুইন-এর এই টুকরো তখন বিচরণ করছে ভেসটার চারদিকে একটা কক্ষপথে। এ মুহূর্তে ভালোই মনে হচ্ছে অবস্থা। যে খাবার আছে, তাতে চলে যাবে সপ্তাখানেক। রিজিওনাল গ্র্যাভিয়েটর রয়েছে প্রতিটা রুমের নিচে। ফলে স্বাভাবিক ওজন বজায় থাকছে সবার, এবং থাকবে অনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। অবশ্যই বাতাসের চেয়ে বেশি টেকসই হবে ওজন স্বাভাবিক রাখার এই ব্যবস্থা। লাইটিং সিস্টেম খুব একটা সন্তোষজনক নয়, তবে মোটামুটি চলে যাচ্ছে আর কি।

কোনো সন্দেহ নেই, আসল পরিহাস লুকিয়ে আছে বাতাসের ভেতর। মাত্র তিন দিন আছে বাতাস! এমন নয় যে হতোদ্যম হওয়ার মতো আর কোনো সমস্যা নেই। যেমন কোনো তাপ ব্যবস্থা নেই, যদিও বায়ুশূন্য পরিবেশে আরামদায়ক তাপ তৈরির জন্যে যথেষ্ট সময় লাগে। উল্লিখিত জিনিসগুলোর চেয়ে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ জিনিস দুটোই নেই শিপের অঙ্গ বিচ্ছিন্ন টুকরোটাতে। কোথাও যোগাযোগ করা বা সামনে এগিয়ে যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই এখানে। দীর্ঘশ্বাস ফেলল মূর। একটা ফুয়েল জেটে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাই সুবিন্যস্ত থাকে। সঠিক পথে সে রকম একটা ব্লাস্ট তাদেরকে নিরাপদে নামিয়ে দেবে ভেসটায়।

মূরের কপালের মাঝখানের ভাঁজটা গভীর হল আরো। কী করা যায় এখন ? সম্বল বলতে তিনজনের জন্যে রয়েছে একটামাত্র স্পেসস্যুট, একটা হিট রে এবং বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্যে একটা ডেটোনেটর। এসব দিয়ে কোনো আশা নেই, স্রেফ জঞ্জাল।

কাঁধ ঝাঁকাল মূর, উঠে দাঁড়িয়ে পানি নিল এক গ্লাস। যন্ত্রের মতো ঢকঢক করে পানি গিলল, এখনো সে গভীর চিন্তায় মগ্ন, সহসা একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। হাতের খালি গ্লাসটার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল সে।

'বল তো, মাইক', বলল মূর। 'কী ধরনের পানির সাপ্লাই রয়েছে আমাদের ? মজার ব্যাপার হচ্ছে, এ নিয়ে আগে কখনো ভাবিনি আমি।'

'তুমি জান না, বস ?' বিস্ময়ে মাইকের চোখ দুটো এত বড় হল, হাস্যকর একটা অভিব্যক্তি ফুটে উঠল চেহারায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কী পানি?' আবেগ ভরে জিজ্ঞেস করল মূর।

'শিপে যে পানির সাপ্লাই ছিল, পুরোটাই পেয়েছি আমরা', হাত সে এমনভাবে নাড়ল, যেন সমস্ত পেয়ে গেছে প্রায়। মূর কিন্তু বুঝতে পারেনি কিছু। তার চেহারায় ফুটে উঠেছে সেটা। মাইক এবার ভেঙে বলল, 'তুমি দেখোনি? যেখানে পুরো শিপের সমস্ত পানি সঞ্চিত ছিল, সেই মেইন ট্যাঙ্কটা পেয়ে গেছি আমরা।' একটা দেয়ালের দিকে হাত তুলে ইঙ্গিত করল সে।

'তার মানে তুমি বলতে চাও, পুরো এক ট্যাঙ্কি পানি রয়েছে আমাদের জন্যে?'

মাইক জোরালোভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ। পানির জন্যে যে কিউবিক ভ্যাট রয়েছে, সেটা সব দিক দিয়েই একশো ফুট করে। বড়সড় এই চৌবাচ্চায় চারভাগের তিনভাগ রয়েছে পানি।

মূর সবিস্ময়ে বলল, 'তার মানে পানির সঞ্চয় রয়েছে সাড়ে সাত লাখ ঘন ফুট।' তারপর সহসা মূর প্রশ্ন করে বসল, 'আচ্ছা, ভাঙা পাইপগুলো দিয়ে বেরিয়ে এই পানি ফুরিয়ে যাচ্ছে না কেন?'

'একটা মাত্র প্রধান নির্গম পথ রয়েছে এ পানির, যে পথটা রয়েছে ঠিক এ রুমটার বাইরের করিডোরে। তো, অ্যাস্টেরয়েড যখন আঘাত হানে, তখন মেইন লাইনে কাজ করছিলাম আমি, দুর্ঘটনার ফলে লাইনটা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর যখন জ্ঞান ফিরে আসে, তখন আমাদের শিপের নলের সাথে সংযুক্ত লাইনটা খুলে দিই। এখন এই লাইনটাই খোলা আছে শুধু।

'ওহ্', শুধু এটুকুই বলল মূর। তার মনের গভীরে অদ্ভুত একটা অনুভূতি তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে।

একটা আইডিয়া আংশিকভাবে উঠেছিল তার মস্তিষ্কে, কিন্তু জীবনে কখনো এই আইডিয়ার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়নি। সে জানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা আছে এর ভেতর, তবে হাত দেয়নি জিনিসটায়।

ব্র্যানডন এতক্ষণ চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল শীর কথা। এবার সে হাসল একটু, রসকষহীন হাসি। বলল, 'মনে হচ্ছে যেন শিপের এই টুকরোটার ভেতর রঙ্গরসের আখড়া গড়ে তুলেছে নিয়তি। একদম কাছেই রয়েছে নিরাপদ জায়গা, অথচ সেখানে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। এ তো গেল প্রথম কথা।

www.BanglaBook.org

'তারপর এস অন্য ব্যাপারগুলোতে। খাবার আছে এক সপ্তার, বাতাস আছে তিন দিনের, আর পানি পুরো এক বছরের। এক বছরের সাপ্লাই, তোমরা শুনতে পাচ্ছ আমার কথা ? যথেষ্ট পানি আছে পান করার জন্যে, কুলকুচো করার জন্যে, হাত-মুখ ধোয়ার জন্যে এবং গোসল করার জন্যে, আর—আর ইচ্ছেমতো যা খুশি তাই করার জন্যে। পানি—নিকুচি করি পানির।'

'আহ, ব্যাপারটাকে এতটা জটিলভাবে দেখ না তো, মার্ক', তরুণ লোকটির হতাশা কাটানোর উদ্যোগ নিল মূর। 'ধরে নাও, ভেসটার একটা উপগ্রহের ভেতর আছি আমরা। আমাদের রয়েছে কক্ষপথ পরিক্রমণ এবং আবর্তনের নিজস্ব সময়কাল। আমাদের রয়েছে একটা অক্ষরেখা এবং একটা নিরক্ষরেখা। পোর্টহোলের ওপরে কোথাও রয়েছে আমাদের উত্তরমেরু, যা ইঙ্গিত করছে ভেসটার দিকে। আর দক্ষিণ মেরু রয়েছে ভেসটার দিক থেকে দূরে, পানির ট্যাঙ্কি বরাবর কোথাও। একটা উপগ্রহ হিসেবে একটা বায়ুমণ্ডল রয়েছে আমাদের। আর দেখ, নতুন আবিষ্কৃত পানির বিশাল এক মহাসাগর রয়েছে এই উপগ্রহে।

এবং সিরিয়াসলি বলছি, অতটা খারাপ অবস্থায় নেই আমরা। পুরো তিনদিন টিকবে আমাদের বাতাস, এই সময় পর্যন্ত দ্বিগুণ পরিমাণ খাবার খেতে পারব আমরা, আর পানি তো কথাই নেই। আরে, আজব কারবার, ছুঁড়ে ফেলে দেয়ার জন্যে তো যথেষ্ট পানি রয়েছে আমাদের—'

যে আইডিয়াটা আংশিকভাবে গড়ে উঠেছিল মূরের মাথায়, হাঁ করে সেটা পূর্ণতা পেয়ে গেল এবং পেরেকের মতো গেঁথে গেল মগজে। কথাটা অসমাপ্ত রেখে ভাবনার মাঝে ডুবে যাওয়ায় মুখটা হাঁ হয়ে ছিল মূরের, সংবিৎ ফিরতেই ঝটিতি হাঁ বন্ধ করল সে।

কিন্তু ব্র্যানডন ডুবে আছে তার নিজের ভাবনায়। মূরের অদ্ভুত আচরণের দিকে নজর নেই কোনো।

'কী হল, উপগ্রহের সাথে তুলনাটা শেষ করছ না কেন ?' অবজ্ঞার সাথে বলল ব্র্যানডন। 'শেষ করো, নাকি পেশাদার অপটিমিস্টের মতো উপেক্ষা করে যাবে অসঙ্গতিপূর্ণ ঘটনাগুলো ? আমি যদি তোমার জায়গায় থাকতাম, তাহলে চালিয়ে যেতাম এভাবে।'

এবার মূরের কণ্ঠ নকল করে ব্র্যানডন বলল, 'এই উপগ্রহটি বর্তমানে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নানাগ্রহেগোলা এবং বাস করছে মানুষ। তবে তিনদিনের মধ্যে বাতাস ফুরিয়ে যাবে বলে শীঘ্র গোটা এক মৃত পৃথিবীতে পরিণত হতে যাচ্ছে।

'কী ব্যাপার, জবাব দিচ্ছ না কেন ? এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে নাছোড়বান্দার মতো রঙ্গ করে যাচ্ছ কেন ? তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না– পরিস্থিতি কতটা গুরুতর ?'

অবশেষে বিস্ময়ে চিৎকার দিয়ে উঠল মূর। তার কাণ্ডকারখানা অবাক করল বাকি দু'জনকে। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে সজোরে কপাল চাপড়াতে লাগল সে, মুখে কোনো কথা নেই, ভঙ্গিতে একটা অনমনীয় ভাব। দৃষ্টি চলে গেছে দূরে, ক্রমশ সরু হয়ে আসছে চোখের পাতা। নির্বাক বিস্ময় নিয়ে তার কাণ্ড দেখতে লাগল ব্র্যানডন এবং মাইক শীয়া।

অকস্মাৎ উত্তেজনায় ফেটে পড়ল মূর। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলতে লাগল, 'আহ-হা! পেয়ে গেছি! আগে কেন চিন্তা করলাম না এটা ?'

মূরের এই চিৎকার মর্যাদাহানি করল তার, বাকি দু'জন ঠাওরাল– নির্ঘাত বিগড়ে গেছে মাথা।

মূরের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে জাবরার বোতলটা বের করল মাইক, কিন্তু অধৈর্যের সাথে সরিয়ে দিল ওটা। এবার ব্র্যানডন করে বসল একটা অভাবনীয় কাণ্ড! মূরকে কোনোরকম সতর্ক হওয়ার সুযোগ না দিয়ে চোয়ালে মেরে দিল এক বিয়াশি সিক্কা। বিস্মিত মূর ডিগবাজি খেয়ে পড়ল নিচে।

যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠল মূর। চিবুক ঘষতে ঘষতে জানতে চাইল, 'এভাবে চড়াও হওয়ার কারণটা কী ?'

ব্র্যানডন চেঁচিয়ে বলল, 'উঠে দাঁড়াও, আমি আবার মারব একটা। তোমার এই গা-জ্বালানো আচরণ আর সহ্য করতে পারছি না। অসুস্থ আর ক্লান্ত বোধ করছি আমি। যত্তসব উদ্ভট আচরণ!'

'মোটেও উদ্ভট নয়! একটু বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম– এই যা। শোনো, ঈশ্বরের দিব্যি, মনে হচ্ছে এখান থেকে উদ্ধার পাওয়ার একটা পথ জানা আছে আমার—'

ব্র্যানডন জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল মূরের দিকে, 'আহ, অযথা কেন বিরক্ত করছ ? তুচ্ছ উপায় বাতলে আমাদের উদ্ধারের আশাটাকে জাগিয়ে তুলতে চাইছ তুমি, শেষে দেখা যাবে ওটা মাকাল ফল। তোমার কোনো পরামর্শ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিচ্ছি না আমি, বুঝতে পেরেছ ? পানির যথার্থ ব্যবহারের পথটা খুঁজে বের করব এবার—তোমাকে ডুবিয়ে মেরে বাতাস বাঁচাব কিছুটা।

মেজাজ বিগড়ে গেল মূরের। বলল, 'শোনো, মার্ক, তুমি আর এর ভেতর নেই। একাই কাজে নামছি আমি। তোমার কোনো সাহায্যের দরকার নেই আমার। এতই যখন মৃত্যু ভয়, তাহলে যন্ত্রণাটাকে দূর করছ না কেন ? আমাদের তো একটা হিট রে এবং একটা ডেটোনেটর আছে। দুটোই নির্ভরযোগ্য অস্ত্র। যে কোনো একটা বেছে নিয়ে মেরে ফেল নিজেকে। শীয়া আর আমি বাধা দেব না।'

কুঁচকে গেল ব্র্যানডনের ঠোঁট। দুর্বল হয়ে পড়ল তার বিরোধিতা। সহসা মূরের কাছে আত্মসমর্পণ করে বলল, 'ঠিক আছে, ওয়ারেন, আমি আছি তোমার সাথে। আমি—আমি আসলে নিজেও জানি না কী সব করে যাচ্ছি। আমি ভালো বোধ করছি না, ওয়ারেন। আমি—আমি—'

'আহ, ঠিক আছে, ছেলে', বেচারার জন্যে সত্যিই দুঃখ হল মূরের। 'ব্যাপারটাকে সহজভাবে নাও। আমি জানি তোমার মনের অবস্থা। আমার অবস্থাও তো একই। তবে তোমাকে অবশ্যই ভেঙে পড়লে চলবে না। লড়ে যাও পরিস্থিতির সাথে, নইলে তো বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যাবে। এখন আপাতত মনটাকে শক্ত করার চেষ্টা চালাও, ঘুমিয়ে নাও একটু এবং সবকিছু ছেড়ে দাও আমার ওপর। দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।'

মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে ব্র্যানডনের। দু'হাতে কপাল চেপে ধরে কাউচে গিয়ে শুয়ে পড়ল সে। তার নিঃশব্দ কান্না বার বার ঝাঁকাতে লাগল শরীর। মূর এবং শীয়া অস্বস্তি নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল পাশে।

অবশেষে মাইককে কনুই মেরে সচেতন করল মূর। ফিসফিস করে বলল, 'এস, কাজে নেমে পড়ি। বিভিন্ন জায়গায় যাব আমরা। করিডোরের শেষ মাথায় রয়েছে এয়ারলক ফাইভ। ঠিক তো ?'

মাথা নেড়ে সায় দিল শীয়া। মূর বলল, 'এটা কি এয়ারটাইট ?'

শীয়া একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'ইনার ডোর তো অবশ্যই এয়ারটাইট, তবে বাইরেরটা সম্পর্কে কিছু জানি না। ওখানে ছিদ্র থাকতে পারে। মনে করে দেখ, এয়ারটাইটনেস দেখার জন্যে আমি যখন দেয়াল পরীক্ষা করি,

www.BanglaBook.org

হলো কিন্তু ওদের ডোর খুলতে সাহস হয়নি আমার। কারণ আউটার ডোরের যদি কোনো ভুলত্রুটি থেকে থাকে– তাহলেই হয়েছে!'

'তাহলে এখন বাইরের দরজাটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে আমাদের। কোনো উপায়ে বাইরে গিয়ে দরজাটা পরীক্ষা করব আমি, এবং আমাদের নিশ্চয় এই সুযোগ। স্পেসস্যুটটা কই?'

কার্গো থেকে একমাত্র স্পেসস্যুটটা বের করে নিল মূর। তারপর ওটা কাঁধে ফেলে এগোল লম্বা করিডোর ধরে। করিডোরটা চলে গেছে পাশের রুমে। করিডোরের একদম শেষ মাথায় একদম আঁটো করে লাগানো রয়েছে এয়ারলক ফাইভের দরজা।

সেখানে এসে থামল দু'জন। মূর দরজাটা পরীক্ষা করে বলল, 'দেখে তো মনে হচ্ছে ঠিকই আছে, তবে তুমি তো আর বলতে পারবে না— বাইরে যাওয়ার উপায় কী। ঈশ্বর, মনে হচ্ছে কাজ হবে।'

শুরু কুচকাল মূর, 'আমরা পুরোটা করিডোরই স্বচ্ছন্দে এয়ারলক হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। এই দরজাটা হবে আউটার ডোর এবং আমাদের রুমের দরজাটা হবে ইনার ডোর। তবে সে ব্যবস্থা করতে গেলে অর্ধেক বাতাস হারাতে হবে আমাদের। সেটা হতে দিতে পারি না আমরা।'

শীয়ার দিকে ফিরল মূর, 'ঠিক আছে, কাজ শুরু হয়ে যাক এখন। ইন্ডিকেটরে দেখা যাচ্ছে, লকটা শেষবার ব্যবহার করা হয়েছিল ভেতরে ঢোকার জন্যে। কাজেই ভেতরে বাতাস রয়েছে প্রচুর। দরজাটা সামান্য ফাঁক করো তুমি, খুবই সামান্য। যখন শুনবে শোঁ শোঁ করে বাতাস বেরিয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দেবে দরজা।'

'এই যে খুলছে', লিভারটায় চাপ দিতেই একটা খাঁজ পেরোল ওটা। সঙ্গে সঙ্গে একটা যান্ত্রিক শব্দ কাঁপিয়ে দিল গোটা মেকানিজম্। সূক্ষ্ম একটা কালো লাইন দেখা গেল লকের বাঁ দিকে। এক ইঞ্চির কয়েক ভাগের একভাগ মাত্র খুলেছে দরজা।

না, কোনো শোঁ শোঁ শব্দ নেই বাতাসের! মূরের দুশ্চিন্তা দূর হল কিছুটা। পকেট থেকে ছোট একটা পেস্টবোর্ড বের করল সে। জিনিসটা ধরে রাখল সরু ফাটলটার ওপর। বাতাস যদি বেরিয়ে যেতে থাকে, তাহলে বাতাসের চাপে পেস্টবোর্ডটা লেগে থাকবে ফাটলের সাথে। কিন্তু জিনিসটা পড়ে গেল মেঝেতে।

www.BanglaBook.org

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ', বলল মূর। 'দরজাটা ফাঁক করো আরো। লিভারটা আরেকটা খাঁজ পেরোতেই আরো ফাঁক হল দরজা। এবং এখনো বাতাস বেরিয়ে যাওয়ার কোনো চিহ্ন নেই। এবার একটু একটু করে আরো খুলে যেতে লাগল দরজা। প্রবল উত্তেজনায় নিশ্বাস ধরে রেখেছে দু'জন। ভয় হচ্ছে আউটার ডোর নিয়ে। যদিও কোনো ছিদ্র দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু দরজাটা হয়তো এমন দুর্বল হয়ে পড়েছে, যে কোনো মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে অঘটন। কিন্তু দরজাটা অটল রয়ে গেল! মূরের এত আনন্দ হল, স্পেসস্যুটের ভেতর গরম হয়ে উঠল সে।

'এ পর্যন্ত প্রতিটা কাজ সুন্দরভাবে এগিয়েছে, মাইক', বলল মূর। 'তুমি ঠিক এখানে বসে অপেক্ষা করো আমার জন্য। জানি না কতক্ষণ লাগবে, তবে ফিরে আসব আমি। হিট রে-টা কোথায়? তোমার কাছে নাকি?'

শীয়া রে-টা বাড়িয়ে ধরে বলল, 'কিন্তু তুমি করতে যাচ্ছ কী? একটু জানতে ইচ্ছে করছে আমার।'

হেলমেটটা বাঁধার জন্যে বিরতি নিল মূর। তারপর বলল, 'রুমে যে তখন বলেছি, ছুঁড়ে দেয়ার মতো যথেষ্ট পরিমাণে পানি রয়েছে আমাদের—শোনোনি? সেই পানি ছুঁড়ে দেয়ার ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি এবং মন্দ নয় আইডিয়াটা।'

আর কোনো কথা না বলে লকের ভেতর পা রাখল মূর। পেছনে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মাইক শীয়া।

মূর যখন আউটার ডোর খোলার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে, বুকের ভেতর রীতিমত ঢিপঢিপ শুরু হয়ে গেছে তার। মূরের এই প্ল্যানটা ব্যতিক্রমী একটা সাধারণ কিছু, কিন্তু এটার বাস্তবায়ন মোটেও সহজ নয়।

যান্ত্রিক ক্যাঁচম্যাঁচ শব্দ তুলে ফাঁক হয়ে যাচ্ছে দরজা। শোঁ শোঁ করে বাতাস বেরিয়ে যাচ্ছে নিঃসীম শূন্যে। কিন্তু দরজাটা ইঞ্চি কয়েক খুলেই আটকে গেল। মুহূর্তের জন্যে শঙ্কা এসে চেপে ধরল মূরকে– দরজাটা আর খোলে কি না সন্দেহ। কিন্তু প্রাথমিক কয়েকটা ঝাঁকুনির পর সশব্দে খুলে গেল দরজাটা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ম্যাগনেটিক গ্র্যাপলটা চালু করে খুব সাবধানে মহাশূন্যে পা রাখল সে। সাঁতারের মতো এলোপাথাড়ি হাতড়ে কোনোরকমে পথ করে নিতে লাগল শিপের টুকরোটা পাশ দিয়ে। এর আগে কোনো শিপ থেকে এভাবে মহাশূন্যে নেমে আসেনি মূর। চারপাশের সীমাহীন শূন্যতা আতঙ্কিত করে তাকে। উড়ন্ত কিছু একটার মতো ঝুলে রইল সে। কেমন একটা দিশেহারা ভাব এসে গেল মাথায়।

মিনিট পাঁচেক চোখ বুজে সেখানে ঝুলে রইল সে। অবলম্বন হিসেবে ধরে রইল সিলভার কুইন-এর টুকরোটার মসৃণ একটা অংশ। ম্যাগনেটিক গ্র্যাপলটা শিপের সাথে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকতে সাহায্য করল তাকে। যখন সে চোখ মেলল, টের পেল আত্মবিশ্বাস খানিকটা ফিরে এসেছে তার।

চারপাশে নজর বোলাল মূর। স্পেসশিপ ক্র্যাশ করার পর এই প্রথম তারা দেখছে সে। এর আগে পোর্টহোল দিয়ে শুধু দেখা গেছে ভেসটা। নীচের সাদা একটা ফুটকি দেখার জন্যে সাগ্রহে আকাশ জুড়ে দৃষ্টি বোলাল মূর। এই ফুটকি দাগটা পৃথিবী। ব্যাপারটা প্রায়ই বেশ আনমনা করে তোলে মূরকে, নভোচারীরা মহাকাশে এলে সব সময় প্রথমে যে জিনিসটি খোঁজে, সেটা হচ্ছে পৃথিবী। তবে পৃথিবী খোঁজার চেষ্টা বৃথা গেল তার। সে যেখানে আছে, সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে না পৃথিবী। একই সঙ্গে সূর্যও অদৃশ্য, নিশ্চয়ই ভেসটার আড়ালে ঢাকা পড়েছে।

এরপরেও, আরো অনেক কিছুই দেখতে পেল মূর। যা তার কোনো কাজেই এল না ঠিকই, তবে সার্থক হল নয়নমন। বাঁ দিকে রয়েছে বৃহস্পতি গ্রহ। মটরদানার মতো দেখতে উজ্জ্বল একটা গ্রহ। খালি চোখে এ রকমই দেখায়। বৃহস্পতির দুটো উপগ্রহও দেখতে পেল মূর। দেখতে পেল লাল গ্রহ।

মূর আশা করেছিল, বেশ কিছু অ্যাস্টেরয়েড চোখে পড়বে তার। তারা যেমন এই অ্যাস্টেরয়েড বেল্টে আটকা পড়েছে, তেমনই করে ঘুরতে থাকবে এই অ্যাস্টেরয়েডগুলো। কিন্তু একটাও নেই, বিস্ময়কর রকমের ফাঁকা জায়গাটা।

এবং তারপর, অবশ্যই ভেসটার সন্ধান পেল মূর। প্রায় সরাসরি তার নীচেই রয়েছে গ্রহটি। বরফের মতো সাদা গ্রহটি ভাসছে অটলভাবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গভীর আগ্রহ নিয়ে ভেসটার দিকে তাকাল মূর। শিপের একপাশে সজোরে লাথি মেরে ডাইভ দিলে হয়তো বা সে গ্রহটির দিকে রওনা হতে পারে। ওখানে নিরাপদে নেমে সাহায্য করতে পারে বাকি দু'জনকে। কিন্তু সে সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। হয়তো বড় জোর ভেসটার কাছাকাছি নতুন কোনো কক্ষপথে পৌঁছুবে মূর। কাজেই এ চিন্তা বাদ।

এতক্ষণে হুঁশ হল মূরের। হাতে একদম সময় নেই তার। শিপের টুকরোটার পার্শ্বদেশ পরীক্ষা করল সে। খুঁজে দেখল পানির ট্যাঙ্কি। কিন্তু এবড়োথেবড়ো দেয়াল ছাড়া আর কিছু নেই। বিস্ফোরণে বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা। দ্বিধায় পড়ে গেল মূর। করার মতো একটাই, সেটা হচ্ছে আলোকিত পোর্টহোলটাকে আগে খুঁজে বের করা। তারপর পোর্টহোল দিয়ে নিজেদের রুমের অবস্থান দেখে এগোতে হবে ট্যাঙ্কির দিকে।

সাবধানে শিপের গা ধরে নিজেকে টেনে নিয়ে চলল মূর। লক থেকে গজ পাঁচেকের মতো যেতে না যেতে আচমকা থেমে গেল মসৃণতা। হাঁ হয়ে আছে একটা ফোকড়। চিনতে পারল মূর। এই রুমটা এক সময় ওপাশের করিডোরের সাথে সংযুক্ত ছিল। কেঁপে উঠল সে। ভাবল, দুর্ঘটনায় পুড়ে যাওয়া কোনো মৃত যাত্রীর সামনেই পড়ে কি না। বেশিরভাগ যাত্রীকে চিনত সে, কয়েকজনের সাথে ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। এসব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে আবার অনিশ্চিত যাত্রায় মন দিল সে।

এবার প্রথমবারের মতো সত্যিকারের জটিলতার মুখোমুখি হল মূর। এমন এক রুমের সামনে এল সে, যে ঘরের বেশিরভাগ উপাদান নন-ফেরোস ধাতব জিনিস দিয়ে তৈরি। কাজেই চুম্বক ধরে না। অর্থাৎ, ম্যাগনেটিক গ্র্যাপল-এর কাজ বন্ধ। বাইরে যাও বা কাজ করতে লাগল ম্যাগনেটিক গ্র্যাপল, কিন্তু ঘরের ভেতর একদম না। মূর আবার ভুলে গিয়েছিল এটা। একবার ম্যাগনেটিক গ্র্যাপল কাজ না করায় মহাশূন্যে ভেসে যাচ্ছিল আর কি, শেষে তড়িঘড়ি হাতের কাছে পাওয়া শিপের একটা অংশ আঁকড়ে ধরে পার পেয়ে গেল। নিজেকে নামিয়ে আনল ধীরে ধীরে।

বুকে হেঁটে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোল মূর। প্রতিটা স্পট পরীক্ষা করে দেখল– গ্র্যাপলটা কোথাও ধরে কি না। মাঝেমধ্যে মাত্র কয়েক ফুট সামনে এগোনোর জন্যে লম্বা বৃত্তাকার পথ পাড়ি দিতে হচ্ছে তাকে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আবার একঘেয়ে নন-ফেরোস ম্যাটেরিয়ালের জঞ্জালের মাঝ দিয়ে পথ করে নিতে হচ্ছে শক্তি খাটিয়ে। আর সব সময় রুমের নিচে বসানো গ্র্যাভিয়েটরের বিরক্তিকর টান তো আছেই।

সামনে যা পড়ছে, তাই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করে দেখছে মূর। কিন্তু পরীক্ষা করাই সার। চেয়ার-টেবিলসহ নানা জিনিসের জঞ্জাল আঠা পাকিয়ে আছে ভেতরে। কী মনে করে একটা ফিল্ড গ্লাস এবং একটা কলম কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে রেখে দিল মূর। ঠিক এ মুহূর্তে এখানে যে পরিস্থিতি, তাতে আদৌ কোনো মূল্য নেই এ জিনিস দুটোর।

পনেরো মিনিট, বিশ মিনিট, আধা ঘণ্টা– এভাবে সময় যত গড়াচ্ছে, আন্দাজে ভর করে ধীর গতিতে পোর্টহোলটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে মূর। স্পেসস্যুটের ভেতর ঘাম গড়িয়ে নামছে তার চোখে, ভিজে লেপ্টে গেছে চুল। অনভ্যস্ত অমানুষিক খাটনিতে ব্যথা শুরু হয়ে গেছে মূরের পেশিগুলোতে।

এক সময় মূরের মনে হল, সে যেন অনন্তকাল ধরে এভাবে ক্রল করে যাচ্ছে, তার এই অস্তিত্ব চিরকালের, সারা জীবন এভাবেই ক্রল করে এগোবে সে। যে জিনিসটার জন্যে এই যাত্রা, এই চষে বেড়ানো, তা যেন গুরুত্বহীন হয়ে গেছে এই মুহূর্তে। একটা জিনিস শুধু এখন জানা আছে তার—এগোতে হবে সামনে।

অবশেষে থামল মূর। যদি দেয়ালের সাথে এভাবে আঠার মতো লেগে না থাকত সে, নির্ঘাত পড়ে যেত এ মুহূর্তে। গ্র্যাভিয়েটরের টানটা এখানে প্রবল। পোর্টহোলের সামনে এসে গেছে মূর। পরিষ্কার আলো রয়েছে ভেতরে। কাউচের ওপর দেখা যাচ্ছে ব্র্যানডনকে। গভীরভাবে শ্বাস টানল মূর। মনটা পরিষ্কার হয়ে গেল তার।

এবং এখন মূরের পথটা সোজা শুয়ে আছে তার সামনে। জীবনের সেই স্ফুলিঙ্গের দিকে একটু করে এগিয়ে গেল সে।

পোর্টহোল দিয়ে পরিচিত ঘরটার ভেতর নজর বোলাল সে। ঈশ্বর জানেন, এ ঘরের পরিবেশ কোনো সুখ বয়ে আনেনি তার মনে, তবু এ পরিবেশটার মাঝে বাস্তবতা বলে আছে কিছু, আছে স্বাভাবিকতা। কাউচে শুয়ে ঘুমোচ্ছে ব্র্যানডন। তার মুখে ফুটে আছে ক্লান্তির ছাপ, চামড়া কুঁচকে আছে বিরক্তি নিয়ে, তবু মাঝেমধ্যে ঘুমের ঘোরে হাসছে সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পোর্টহোলে বাইরে থেকে টোকা দেয়ার জন্যে মুঠি পাকিয়ে হাত তুলল মূর। কারো সাথে কথা বলার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে সে, যদি আকারে-ইঙ্গিতে বলা সম্ভব হয়। কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিজেকে সংযত করল মূর। হয়তোবা এই তরুণ বাড়ির স্বপ্ন দেখছে ঘুমের ঘোরে। বয়স কম আর আবেগটা বেশি বলে তার কষ্টটাও বেশি। ঘুমোক বেচারা। সে জেগে ওঠা পর্যন্ত যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে—তারপর মূর ব্র্যানডনকে বলবে তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সাহায্য করতে।

রুমের ভেতর যে দেয়ালে পানির ট্যাঙ্কিটা রয়েছে, সেটা চিহ্নিত করল মূর। তারপর চেষ্টা চালাল বাইরে থেকে ট্যাঙ্কিটা চিহ্নিত করতে। এখন আর এটা কঠিন কোনো ব্যাপার নয়। ওই দেয়ালটার পেছনে দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে পরিষ্কার। অবাক হল মূর। ফুটো হয়নি দেয়ালটা। ভাগ্যটা আর যাই হোক, অতটা বিদ্রূপ করছে না তাদের সাথে।

দেয়ালটা যদিও শিপের টুকরোটার অপর প্রান্তে, কিন্তু সে পথে যেতে খুব একটা বেগ পেতে হল না মুরকে। প্যাসেজটা ছিল এক সময় করিডোর, যার সাথে সরাসরি সংযোগ ছিল ওই ঘরের। সিলভার কুইন যখন পূর্ণাঙ্গ ছিল, করিডোরটা ছিল আনুভূমিক এবং সমতল। এখন রিজিওনাল গ্র্যাভিয়েটরের টানে সেখানে ভারসাম্য রাখা দায়। অন্য যে কোনো কিছুর চেয়ে করিডোরটা এখন খাড়া এবং বাঁকানো। এরপরেও পথটা পাড়ি দেয়া সহজ হল মূরের জন্যে। এ পথ ধরে এগিয়ে বিশ ফুট দূরে ওয়াটার সাপ্লাইয়ের কাছে পৌঁছুতে কোনো অসুবিধা হল না তার।

আসল কাজটার শেষ ধাপ এখন। মূর উপলব্ধি করল, আগে তার একটু বিশ্রাম নেয়া উচিত, কিন্তু তার উত্তেজনা বেড়ে চলেছে দ্রুত। পানির ট্যাঙ্কিটার বাটন-সেন্টারে চলে এল মূর। তারপর বসল তাকের মতো ছোট্ট একটা জায়গায়। করিডোরের মেঝেতে তৈরি হয়েছে তাকটা, এক প্রান্ত লম্বা হয়ে চলে গেছে ট্যাঙ্কির কাছে। এবার কাজ শুরু করে দিল মূর।

'দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে', আপন মনে বিড়বিড় করল মূর। 'মেইন লাইনটা চলে গেছে ঠিক উল্টো দিকে। পাইপটা ভুল পথে না থাকলে অনেক কষ্ট বেঁচে যেত আমার।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাজের দিকে ঝুঁকল মূর। হিট রে-তে সর্বোচ্চ শক্তি সঞ্চার করল সে। উদ্দেশ্য এই তাপশক্তি প্রয়োগ করা হল ট্যাঙ্কির ফ্লোর থেকে ফুটখানেক উঁচুতে বিশেষ এক জায়গায়।

www.BanglaBook.org

ধীরে ধীরে তাপের প্রভাব লক্ষ করা গেল দেয়ালে। আলোক রশ্মির উজ্জ্বলতা ফুলে উঠল নির্দিষ্ট স্থানে। দশ সেন্টের মুদ্রার মতো ছোট্ট এক জায়গা প্রথমে আলোকিত হয়ে উঠল অনুজ্জ্বলভাবে। অনিশ্চয়তা নিয়ে কাঁপতে লাগল শিখা। এই নিভে আসছে, এই জ্বলে উঠছে। মূর কিন্তু অবিচলভাবে ধরে রাখল তার পরিশ্রান্ত হাতটা।

আস্তে আস্তে বর্ণালি হয়ে উঠল শিখা। কালো আর গনগনে লাল রঙ মিলিয়ে হালকা চেরি-রঙা আলো ফুটল প্রথমে। তাপ যত বাড়তে লাগল শিখাটা আরো বিস্তৃত হতে লাগল উজ্জ্বল রঙ নিয়ে।

তাপ ছড়াতে ছড়াতে মূরের তাকটাও গরম হয়ে উঠল এক সময়। আরাম ছুটে যাওয়ায় অনর্গল বকে যেতে লাগল সে। যেন একমাত্র অভিশাপ বর্ষণই তার সান্ত্বনা। দেয়ালটা গলে যাওয়ার আগ মুহূর্তে তীব্র তাপ ছড়াল, স্পেসস্যুট নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানকে কষে গাল দিতে লাগল মূর। বেটারা এমন স্পেসস্যুট বানায় না কেন, যা ঠেকিয়ে রাখবে তাপ?

কিন্তু ব্যানডন তাকে যে পেশাদার অপটিমিস্ট বলেছিল, তাঁর সেই রূপটা বেরিয়ে এল সময় মতো। মুখের ভেতর নোনতা ঘাম নিয়ে সে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে লাগল, 'আমি মনে করি, এখানে একটু ঝক্কি যাবেই। দু'ইঞ্চি পুরু দেয়াল হিসেবে খুব একটা প্রতিরোধ গড়ে তুলছে না এটা।'

দাঁতে দাঁতে চেপে তাপ প্রয়োগের কাজটা চালিয়ে যেতে লাগল মূর। স্পটে অগ্নিশিখার রঙ এখন কমলা হলুদ। মূর জানে, এ পর্যায়ে এসে দ্রুত গলতে শুরু করে বেরিল-স্টিল—এই ধাতু দিয়েই গড়া ট্যাঙ্কটা।

কাজটা দ্রুত সারতে হবে– মনের ভেতর প্রচণ্ড তাড়া অনুভব করল মূর। হিট রে-টা এমনিতেই সম্পূর্ণ ভরা ছিল না, তার ওপর সর্বোচ্চ শক্তিতে তাপ প্রয়োগ করায় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে ওটা। এর মধ্যে পেরিয়ে গেছে দশ মিনিট। এ পর্যন্ত কাজ যা হয়েছে, তাতে কেবল প্লাস্টিকের পর্যায়ে চলে এসেছে দেয়ালটা। অধৈর্য হয়ে মূর হিট গানের নলটা ঠেসে ধরল স্পটের একদম মাঝখানে। তারপর ওটা সরিয়ে আনল দ্রুত।

গভীর হয়ে বসে গেল জায়গাটা, তবে ফুটো হল না। তবু মূর খুশি। ট্যাঙ্কির ভেতর গরম হয়ে ওঠা পানির টগবগ শুনতে পাচ্ছে সে। শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে বাষ্পের। প্রেসার তৈরি হচ্ছে ভেতরে, কতক্ষণ আর এই চাপ

www.BanglaBook.org

ধরে রাখবে নরম হয়ে আসা দেয়াল ?

তারপর আচমকা ঘটে গেল ঘটনাটা। মুহূর্ত কয়েক কিছুই ঠাওরাতে পারল না মূর। রে গানের তীব্র তাপে ছোট্ট একটা ছিদ্র হল পানির বিশাল আধারটার নিচে, যতটা কল্পনা করা যায় তারচে' কম সময়ের মধ্যে পানির তীব্র তোড় বেরিয়ে আসতে লাগল তার পথ ধরে।

স্পটে নরম হয়ে যাওয়া গলিত ধাতু উড়ে গেল স্রোতের ধাক্কায়। গর্তটার আকার মটরদানার মতো। সে গর্ত দিয়ে শোঁ শোঁ করে বেরিয়ে আসতে লাগল বাষ্প। বাষ্পের মেঘ এসে ঢেকে ফেলল মূরকে।

বাষ্পের ঘন কুয়াশার ভেতর দিয়ে মূর দেখে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাষ্পগুলো ঘনীভূত হয়ে যাচ্ছে, বরফের মতো সাদা ফোঁটায় পরিণত হচ্ছে। তারপর এই বরফের পুঞ্জ দ্রুত সঙ্কুচিত হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে একেবারে।

পনেরো মিনিট এভাবে বাষ্প বেরিয়ে আসতে দেখল মূর।

তারপর একটা মৃদু চাপের ব্যাপারে সতর্ক হয়ে উঠল মূর। কিছু একটা শিপ থেকে দূরে ঠেলে দিতে চাইছে তাকে। মূর বুঝতে পারল, শিপের এই টুকরোটাতে কাঙ্ক্ষিত ত্বরণ সৃষ্টি করতে পেরেছে সে। একটা বুনো আনন্দ আচ্ছন্ন করে ফেলল তাকে। সাফল্যের সাথে কাজটা শেষ করতে পেরেছে সে। রকেট ব্লাস্টের বিকল্প হিসেবে কাজ করছে পানির এই তোড়।

এবার আগের জায়গায় ফিরে যাওয়ার জন্যে রওনা হল মূর।

যদি ট্যাঙ্কির দিকে মূরের অভিযানটা আতঙ্কপূর্ণ বিপজ্জনক যাত্রা হয়ে থাকে, তাহলে এয়ারলকে ফিরে যা'ওয়ার ধকলটা তার চেয়েও বেশি। সীমাহীন ক্লান্তি ছেঁকে ধরেছে তাকে। চোখ দুটোতে শুধু যে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে—তা নয়, অন্ধ হওয়ার যোগাড়। এদিকে আবার উটকো আপদের মতো পীড়া দিচ্ছে গ্র্যাভিয়েটরের টান। সেই সঙ্গে শিপের ভাঙা টুকরোটার ছুটে চলার গতি তো আছেই। তবে ফিরে আসার পরিশ্রম খুব একটা বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি তার। অনেক পরে, এমনকি সে আর স্মরণ করতেও পারেনি এই হাড়ভাঙা খাটুনির ট্রিপটার কথা।

কিভাবে মূর এতটা পথ ঘুরে এয়ারলকের নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে গিয়েছিল, বলতে পারবে না সে। পথে বেশিরভাগ সময় তার মনটা

www.BanglaBook.org

আচ্ছন্ন করে রেখেছিল এক ধরনের সুখানুভূতি। পরিস্থিতির বাস্তবতা ছাড়াছাড়াভাবে মনে পড়েছে। মূরের মন জুড়ে তখন শুধু একটাই চিন্তা– শীঘ্র ফিরে যেতে হবে দু'জনের কাছে। তাদেরকে বলতে হবে উদ্ধার পাওয়ার কাহিনীটা।

অকস্মাৎ এয়ালকের সামনে নিজেকে আবিষ্কার করল মূর। সে কোনো রকমে ঠাওরাতে পেরেছিল এটা এয়ারলক। তার মাথায় পরিষ্কারভাবে বেজেছিল না, সিগন্যাল বাটনে চাপ দিচ্ছে কেন। মনের ভেতর লুক্কায়িত একটা তাড়না থেকে সে অনুভব করছিল– কাজটা করতে হবে।

মূরের জন্যে অপেক্ষা করছিল মাইক শীয়া। ক্যাঁচম্যাঁচ এবং ঘড়ঘড় শব্দ তুলে খুলে গেল আউটার লক। সেই আগের জায়গায় আবার ফিরে এসেছে মূর।

কিন্তু হাঁটতে গিয়ে পা আর চলে না মূরের। আউটার ডোর বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর যখন ইনার ডোরটা খুলল, শীয়ার হাতের ওপর ঢলে পড়ল মূর।

কেমন স্বপ্নাবিষ্ট একটা ভাব। এর মধ্যে মূরকে কিছুটা টেনেহিঁচড়ে এবং কিছুটা বহন করে নিজেদের ঘরে নিয়ে গেল শীয়া। ঝটকা মেরে খুলে ফেলা হল মূরের স্পেসস্যুট। গরম, জ্বলন্ত একটা কিছু ঢেলে দেয়া হল তার গলায়। গ্লাক গ্লাক করে গিলে ফেলল সে। তারপর চাঙা বোধ করতে লাগল কিছুটা। জাবরার বোতলটা আবার পকেটে ঢোকাল শীয়া।

ব্র্যানডন এবং শীয়ার ঝাপসা কায়া ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠল মূরের চোখে। কাঁপা হাতে মুখ থেকে ঘাম মুছে নিয়ে সঙ্গীদের একটা দুর্বল হাসি উপহার দেয়ার চেষ্টা করল মূর।

'দাঁড়াও', আপত্তি জানাল ব্যানডন। 'কোনো কথা বলবে না এখন। অর্ধমৃতের মতো দেখাচ্ছে তোমাকে। আগে বিশ্রাম নিয়ে নাও!'

কিন্তু মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল মূর। ভাঙা ভাঙা কর্কশ কণ্ঠে গত দু'ঘণ্টার পুরো ঘটনা বর্ণনা করল সে। গল্পটা বলার সময় মাঝে-মধ্যেই খেই হারিয়ে ফেলল মূর, কদাচিৎ খুঁজে পাওয়া গেল বুদ্ধিমত্তার ছাপ, তবে কাহিনীটা বিস্ময়করভাবে উপভোগ্য। রুদ্ধনিশ্বাসে আগাগোড়া শুনে গেল দু'জন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তার মানে তুমি বলতে চাইছ', তোতলাতে লাগল ব্র্যানডন। 'তীব্র বেগে ছুটে চলা পানির তোড় আমাদের নিয়ে যাচ্ছে ভেসটার দিকে, ঠিক একটা রকেটের মতো ?'

'ঠিক তাই– একেবারে রকেটের ধোঁয়ার মতো ছুটছে পানি', হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মূর। 'ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার ফল। আগে ভেসটার অবস্থান নির্ণয় করা হয়েছে, তারপর এই শিপের টুকরোটাকে পুশ করা হয়েছে সেদিকে, আমরা এখন ছুটে যাচ্ছি ভেসটার দিকে।'

পোর্টহোলের সামনে দাঁড়িয়ে নাচছে শীয়া। বলল, 'সে ঠিকই বলেছে, ব্র্যানডন। বেনেটস ডোমটা এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে দিনের আলোর মতো। আমরা যাচ্ছি ওখানে, যাচ্ছি ওখানে।'

ইতোমধ্যে ধাতস্থ হয়ে উঠেছে মূর। সে বলল, 'অরিজিন্যাল অরবিটের কারণে আমরা মোচাকার পথ ধরে এগোচ্ছি। সম্ভবত পাঁচ-ছ' ঘণ্টার মধ্যে ল্যান্ড করতে পারব। সঞ্চিত পানি টিকে যাবে আরো অনেকক্ষণ। বাষ্পের চাপটা এখনো তেমনি অটুট রয়ে গেছে।'

'বাষ্প– মহাশূন্যের এই নিচু তাপ মাত্রায় ?' অবাক হল ব্র্যানডন।

'বাষ্প– মহাশূন্যের এই নিচু প্রেসারে ?'

শুধরে দিল মূর। 'ফুটন্ত পানি বেরিয়ে আসছে ভেতরের চাপে। বায়ু শূন্য স্থানে সত্যিই এ চাপটা অত্যন্ত কম। এমনকি বরফেরও রয়েছে বাষ্পীভূত হয়ে মিলিয়ে যাওয়ার মতো চাপ।'

মূর হেসে বলল, 'আসলে একই সময় এই পানি বরফ হয়ে যাচ্ছে, আবার বাষ্পে পরিণত হচ্ছে। আমি দেখেছি সেটা।'

অল্প একটু বিরতি দিয়ে মূর বলল, 'তা– এখন কেমন লাগছে, ব্র্যানডন ? আগের চে' অনেক ভালো, তাই না ?'

লজ্জায় লাল হয়ে গেল ব্র্যানডন। কিছু একটা বলার জন্যে মুহূর্ত কয়েক কথা খুঁজে বেড়াল সে। শেষে প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'তুমি তো জান, শুরুতে একটা বোকা আর কাপুরুষের মতো আচরণ করেছি আমি। এই দুর্ঘটনার পর আমাদের উদ্ধারের দায়িত্ব তোমাদের ওপর ছেড়ে দিয়ে স্বস্তি পাচ্ছিলাম না কিছুতেই। আমি তো ভেবেছি, তুমি আমাকে মারবে বা কিছু একটা করবে। কারণ এর আগে বিনা কারণে তোমাকে মেরেছি। মারলে বরং ভালোই লাগবে আমার। সত্যি বলছি।'

www.BanglaBook.org

ব্যানডনের ভাব দেখে মনে হল, সত্যিই সে মূরের মার খেতে চায়।

ব্যানডনকে সস্নেহে একটা ধাক্কা মেরে মূর বলল, 'ভুলে যাও। তুমি কোনোদিনও জানতে পারবে না, কতটা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছিল আমার।'

ব্যানডন যাতে ক্ষমা চাওয়ার ব্যাপারে আর কিছু বলতে না পারে, এ জন্যে মূর গলা চড়িয়ে বলল, 'এই, মাইক, পোর্টহোলে উঁকিঝুঁকি বাদ দিয়ে তোমার জাবরা বোতলটা নিয়ে এস তো এদিকে।'

মাইক ঝটপট পালন করল মূরের আদেশ। তিনটি কাপ বের করে প্রতিটা ভরে দিল কানায় কানায়।

'জেন্টলম্যান', গম্ভীর কণ্ঠে বলল মূর। 'একটি টোস্ট।' তিনজন একসঙ্গে তুলে ধরল তাদের সুরাপাত্র। মূর বলল, 'জেন্টলম্যান, আমি বছরের সাপ্লাই হিসেবে সুপেয় পানি দিচ্ছি তোমাদের, যা পান করে আমরা অভ্যস্ত।'

অনুবাদ ঃ শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

সুপার-নিউট্রন

আমাদের অভিজাত অ্যানানিয়াস সোসাইটির সতেরোতম সভা এটা। এ সভায় গোটা মানবজাতির অস্তিত্ব নিয়ে চরম আতঙ্ক দেখা দেয় আমাদের মাঝে এবং পরবর্তীতে গিলবার্ট হেইয়েসকে আমরা নির্বাচিত করি সোসাইটির স্থায়ী সভাপতি।

আমাদের এই সোসাইটি আকারে তেমন বড় কিছু নয়। হেইয়েস সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার আগে আমরা সদস্য ছিলাম মাত্র চারজন : জন সেবাস্টিয়ান, সাইমন মারফ্রি, মরিস লেভিন এবং আমি। প্রতিমাসের প্রথম রোববারে সোসাইটির সব সদস্যরা মিলিত হই লাঞ্চে, তখন ভোগবিলাসে গা ভাসিয়ে চলা আমরা এই মানুষ ক'টি সার্থক করে তোলার চেষ্টা করি সোসাইটির নাম। একটা বিশেষ খেলার আয়োজন করা হয় মাসের প্রথম রোববারের এই পুনর্মিলনীতে। খেলাটা অনেকটা জুয়া খেলার মতো। বিশেষ নিয়মে যোগ্যতা প্রমাণ করতে হয় মিথ্যে বলার। অর্থাৎ, কে কতটা নিখুঁতভাবে মিথ্যে বলতে পারে। যে হেরে যায় খাওয়ার থরচা গিয়ে চাপে তার কাঁধে।

নিয়মটা জটিল, একেবারে সংসদের আইনের মতো কড়া। প্রতিটি ভোজসভায় পালা অনুযায়ী কোনো সদস্য একটি করে গল্প ফাঁদে। সাথে জুড়ে দেয়া হয় দু'টি শর্ত। তার গল্পটা হতে হবে সাঙ্ঘাতিক, জটিল এবং কাহিনীতে পূর্ণ ; তবে শুনলে যেন মনে হয় গল্পটা আগাগোড়াই সত্যি। গল্প যে বলবে, বাকি সদস্যরা সুযোগ বুঝে বাগড়া দিতে পারবে গল্পের মাঝখানে। যে কোনো পয়েন্টের ব্যাপারে করে বসতে পারবে আক্রমণাত্মক প্রশ্ন, কিংবা ব্যাখ্যাও চাইতে পারবে কোনো ব্যাপারে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গল্প বলিয়ে যদি সব ক'টা প্রশ্নের উত্তর ঝটপট দিতে না পারে, কিংবা ছল দিয়ে গাইগুঁই করে, তবেই হয়েছে। ভোজের খরচ গিয়ে চাপবে তার কাঁধে! তাতে অর্থহানি ঘটে সামান্যই, দফারফা হয় মান-ইজ্জতের।

এখানে এসে গেল সতেরোতম ভোজসভা– এবং গিলবার্ট হেইয়েসের গল্প এখানেই শুরু। ভোজ শেষে বিল পরিশোধের আগে যখন আমাদের মিথ্যা গল্প শুরু হয়, তখন প্রায়ই ক'জন অসদস্য এসে যোগ দেয় মজা দেখার জন্যে। তাদেরই একজন হেইয়েস। প্রায়ই সে আমাদের গল্প শোনে এবং নিজের টাকায় খায়। এবারের ভোজসভায় আমাদের সোসাইটির নিয়মিত সদস্যদের বাইরে একমাত্র হেইয়েসকেই দেখা গেল অভ্যাগত।

ভোজ পর্ব শেষ। সভা পরিচালনার দায়িত্ব বর্তেছে আমার ওপর। এটা আসলে আমার নিয়মিত একটা কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। হেইয়েস সামনের দিকে ঝুঁকে এসে শান্ত কণ্ঠে বলল, 'আজ আমি একটা সুযোগ নিতে চাই, জেন্টলম্যান।'

আমি ভুরু কুঁচকে বললাম, 'আমাদের সোসাইটিতে আপনার কোনো অস্তিত্ব নেই, মিস্টার হেইয়েস। কাজেই আমাদের সভায় যোগ দেয়াটা আপনার পক্ষে অসম্ভব।'

'তাহলে শুধু একটা কথা বলতে দিন আমাকে', নাছোড়বান্দা সে। 'আজ ঠিক দুপুর দুটো সাড়ে সতেরো মিনিটে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে গোটা সৌরজগৎ।'

ভয়ানক একটা আলোড়ন অনুভব করলাম ভেতরে। টেলিভিশন রিসিভারের ওপর রাখা ইলেকট্রিক ঘড়িটার দিকে তাকালাম চট করে। দুপুর একটা বেজে চৌদ্দ মিনিট।

দ্বিধা নিয়ে বললাম, 'আপনার এই অলক্ষুণে কথা যদি কোনোভাবে প্রমাণ করতে পারেন, পৃথিবীর যে কোনো বিষয়ের চেয়ে তাতে সবার আগ্রহ থাকবে বেশি। তবে আজ মিস্টার লেভিনের পালা। তিনি যদি তাঁর সুযোগটি ছেড়ে দিতে রাজি হন, আর সোসাইটির বাকি সবার যদি তাতে সম্মতি থাকে—'

মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকাল লেভিন, অন্যেরা যোগ দিল তার সাথে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সভাপতির হাতুড়িটা ঠকাস করে টেবিলের ওপর মেরে বলল, 'মিস্টার হেইয়েস ফ্লোর পেয়ে গেলেন।'

হেইয়েস তার সিগারটা জ্বালিয়ে চিন্তামগ্ন দৃষ্টিতে তাকাল জ্বলন্ত সিগারের দিকে। বলল, 'হাতে ঘণ্টাখানেকের সামান্য বেশি সময় রয়েছে, ভদ্র মহোদয়গণ, তবে আমি বলব একদম শুরু থেকে– যার উৎপত্তি আজ থেকে প্রায় পনেরো বছর আগে। সে সময় একজন অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট হিসেবে কাজ করতাম ইয়ারকিস অবজারভেটরিতে। পরে অবশ্যি ইস্তফা দিই চাকরিতে। তো, সে সময় নভোপদার্থবিদ্যায় একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে যদিও তরুণ ছিলাম, তবে কাজ-কর্মে প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর রাখতে পেরেছিলাম। অ্যাস্ট্রোফিজিকস-এর যে সব রহস্যময় ধাঁধা নিরন্তর মানুষকে কৌতূহলী করে রেখেছে, সে সবের একটার সমাধানের পথে প্রচণ্ড উদ্যম নিয়ে এগোচ্ছিলাম আমি। মহাজাগতিক রশ্মির উৎস সন্ধানে রাত দিন কাজ করে যাচ্ছিলাম। উচ্চাকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ ছিল মন।'

এটুকু বলে থামল হেইয়েস, তারপর আবার শুরু করল সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম সুরে, 'আপনারা জানেন, এটা বড় অদ্ভুত একটা ব্যাপার— গত দুই শতাব্দীতে বিজ্ঞানে আমাদের যে অগ্রগতি হয়েছে, তাতে মহাজাগতিক রশ্মি বা কসমিক রে-র উৎস সম্পর্কে আমরা যেমন জানতে পারিনি, তেমনি একটি তারার রহস্যময় বিস্ফোরণের কারণও আমাদের অজানা। এই দু'টি রহস্য অনাদিকাল থেকে আমাদের জন্যে চিরন্তন ধাঁধা হিসেবে কৌতূহল জাগিয়ে আসছে। আইনস্টাইন, এডিংটন এবং মিলিকানের সময় এসব রহস্যের ব্যাপারে আমাদের যে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান ছিল, আমরা আজও সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে।

'এরপরেও, আমি বলব যে, কসমিক রে-র উৎস খোঁজার একটা সূত্র পেয়েছিলাম আমি। আইডিয়া অনুযায়ী পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কাজ শুরু করে দিই। এ জন্যে মহাশূন্য পাড়ি দিতে হয় আমাকে। তবে কাজটা বড় সহজ ছিল না। সেটা ছিল ২১২৯ সাল, শেষ যুদ্ধের পরবর্তী সময়ের ঘটনা। আমাদের মানমন্দির তখন ভেঙে পড়ার যোগাড়– আমাদের সবার অবস্থাই তো তখন সঙ্গিন?

'তো, মহাশূন্যে যাওয়ার জন্যে সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করেছি আমি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

[illegible] একটি '[illegible]' ০৭ মডেলের স্পেসশিপ ভাড়া করে ফেলি, [illegible] প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সেটার ভেতর তুলে বেরিয়ে পড়ি একা। [illegible] হয়েছিল, কোনো ছাড়পত্র না নিয়ে পোর্টকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে পড়া। লাল ফিতের ফাঁদে আটকা পড়তে চাইনি। আমার এভাবে মহাশূন্যে রওনাটা ছিল অবৈধ, কিন্তু আমার চাই ডাটা—[illegible] সূর্যের বার্ষিক পরিক্রমণ পথ বরাবর সমকোণে রওনা হয়ে গেলাম, সূর্যটাকে এক বিলিয়ন মাইল পেছনে ফেলে মহাকাশের প্রায় দক্ষিণ মেরুর কাছে চলে গিয়েছিলাম।

'এভাবে আমার মহাশূন্য ভ্রমণ সফল করে ফিরে আসি। ডাটা যা যোগাড় করেছিলাম, সবই গুরুত্বহীন। কাউকে দেখাইনি সেগুলো। তবে যে গ্রহটির সন্ধান পাই এ অভিযানে, সেটা নিয়েই গল্প।'

হেইয়েসের কথার এ পর্যায়ে এসে, মারফ্রি তার ঝোপো গোঁফ জোড়া কপালে টেনে তুলে বলল, 'আমি এখানে এই ভদ্রলোকটিকে সতর্ক করে দিতে চাই, মিস্টার চেয়ারম্যান। এ রকম ভুয়া গ্রহের কথা বলে আজ পর্যন্ত পার পায়নি কোনো সদস্য।'

ভারিক্কি একটা ভাব নিয়ে হাসল হেইয়েস, 'আমি আমার সুযোগটাকে কাজে লাগাব—বলে যাব একটানা। সেবার মহাশূন্য ভ্রমণের আঠারোতম দিনে গ্রহটিকে দেখতে পাই প্রথম। কমলা রঙের ছোট্ট এক চাকতির মতো দেখাচ্ছিল ওটাকে, আকারে ছিল একটা মটরদানার সমান। মহাশূন্যের ওই এলাকায় ওরকম একটা গ্রহের সন্ধান পাওয়া স্বভাবতই একটা রোমাঞ্চকর ব্যাপার। আমি রওনা হয়ে গেলাম গ্রহটির দিকে। শীঘ্রই আবিষ্কার করলাম, তাড়াহুড়োর ফলে গ্রহটির আজব ভূপৃষ্ঠের দিকে নজর দেয়া হয়নি। গ্রহটি সেখানে অবস্থান করছে প্রপঞ্চের মতো—টিকে আছে ঠিকই, কিন্তু ওটার মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র বলে কিছু নেই।'

লেভিনের ওয়াইন গ্লাসটা খানখান হয়ে গেল মেঝেতে। হাঁ করে শ্বাস টেনে সে আমাকে বলল, 'মিস্টার চেয়ারম্যান, এই ভদ্রলোককে অবিলম্বে অযোগ্য ঘোষণার দাবি জানাচ্ছি আমি। মহাশূন্যে অবস্থানরত কোনো গ্রহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় আকর্ষণ বল তৈরি না করে টিকে থাকতে পারে না এবং এভাবে গড়ে তোলে তার মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র। ভদ্রলোক তার আবিষ্কৃত গ্রহটির ব্যাপারে যা বলছেন—সেটা সম্পূর্ণ অসম্ভব, এবং এ জন্যে তাকে অযোগ্য ঘোষণা করা উচিত।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাগে লাল হয়ে গেছে লেভিনের চেহারা।

কিন্তু হেইয়েস হাত তুলে বলল, 'আমি সময় চাই, মিস্টার চেয়ারম্যান। তিনি যে জিনিসটাকে অসম্ভব বলছেন, এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা দেয়া হবে যথাসময়ে। আপাতত জিনিসটা একটা জটিল বিষয় হিসেবে থাক। প্লিজ, আমি কি বলে যেতে পারি?'

তার কথা বিবেচনা করে আমি বললাম, 'আপনার গল্পের যা ধরন, সে দৃষ্টিকোণ থেকে আপনাকে বলে যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছি। পরে ব্যাখ্যা দেবেন—ঠিক আছে, কিন্তু মনে রাখবেন ব্যাখ্যা কিন্তু শেষমেষ দিতেই হবে। সঠিক ব্যাখ্যা ছাড়া হেরে যাবেন আপনি।'

'ঠিক আছে', মেনে নিল হেইয়েস। 'আপাতত আপনার মেনে নিতে হবে যে, গ্রহটির আদৌ কোনো মাধ্যাকর্ষণ শক্তি নেই। ব্যাপারটা স্পষ্ট, কারণ শিপে সব ধরনের অ্যাসট্রোনমিক্যাল যন্ত্রপাতি ছিল। আর সেসব যন্ত্র ছিল খুবই সেনসিটিভ। গ্রহটির মাধ্যাকর্ষণ শক্তি মাপতে গিয়ে দেখি—শূন্য ছাড়া আর কিছুই উঠছে না হিসেবের ঘরে। একেবারে গ্যাঁট হয়ে থাকা শূন্য।

'অন্যভাবে চেষ্টা চালিয়েও আশাব্যঞ্জক কোনো ফল পেলাম না। কারণ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বা অন্য কিছুর মাধ্যমে গ্রহটি প্রভাবিত হয় না। সে সময় ব্যাপারটা আসলে বুঝতে পারিনি, বেশ ক'বছর টানা পর্যবেক্ষণের পর ধরতে পারি জিনিসটা, গ্রহটি সোজা এক কক্ষপথ ধরে ছুটে চলেছে অবিরাম গতিতে। পুরো ব্যাপারটাই ঘটছিল সূর্যের প্রভাবে। গ্রহটির কক্ষপথ উপবৃত্ত বা পরাবৃত্ত কোনটির মতো নয়। যদিও সূর্যর দিকে এগোচ্ছে ওটা, তবু নিজস্ব কোনো গতি নেই। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, সৌর অভিকর্ষ টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওটাকে।'

'থামুন একটু, হেইয়াস', সেবাস্টিয়ান এমনভাবে চেঁচাল, গালের ভেতর ঝিলিক দিল তার সোনার দাঁত। 'তাহলে বিধ্বংসকর এই গ্রহটিকে আঁটো করে ধরে রেখেছে কোনো শক্তি? নিজস্ব অভিকর্ষ বলা ছাড়া ওটা ভেঙে পড়ছে না কেন? ছড়িয়ে পড়ছে না কেন টুকরো টুকরো হয়ে?'

'কারণটা হচ্ছে স্রেফ প্রতিরোধহীনতা।' সঙ্গে সঙ্গে মুখের ওপর জবাব দিল হেইয়েস। 'বাইরের কোনো শক্তি যে গ্রহটিকে টেনে কক্ষচ্যুত করবে, সে রকম কিছু নেই। যদি একই সাইজের অন্য কোনো গ্রহের সাথে টক্কর

www.BanglaBook.org

[illegible], নাহলে হয়তো ওটা ধ্বংস হওয়ার কোনো সম্ভাবনা দেখা নেই। তবে সাধারণ পরিবেশে আরেকটা অদ্ভুত গ্রহের অস্তিত্ব না আশা করাই ভালো।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলে চলল, 'তো, গ্রহটি তার অভ্যন্তরীণ সম্পদকে প্রকাশ করে দেয়নি। ওটার লালচে কমলা রঙ এবং নিচু মাত্রার প্রতিফলিত শক্তি আমাকে অন্য পথে নিয়ে যায়। আমি সবিস্ময়ে আবিষ্কার করি, গ্রহটি রেডিও ওয়েভ থেকে কসমিক রে পর্যন্ত সমস্ত তড়িৎ-চুম্বকীয় বর্ণচ্ছটার জন্যে আলোকভেদ্য। তবে এই বর্ণালি আলোর ভেতর গ্রহটি শুধু লাল এবং হলুদ আলোর সীমানায় ছিল, আর এ দুটো আলো কেবল গ্রহণ করেছে, বাকি সব ছিল অভেদ্য। এবং লাল আর হলুদ আলো মিলে তৈরি করেছে গ্রহটির লালচে কমলা আলো।'

'এটা হলো কেন?' মারক্রির প্রশ্ন।

হেইয়েস আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এটা একটা অযৌক্তিক প্রশ্ন, মিস্টার চেয়ারম্যান। প্রশ্নটা ঠিক এ রকম—অতি বেগুনিরশ্মির সীমানায় কাচ অভেদ্য কেন। দেখা যায়, অতি বেগুনিরশ্মির সীমানার ওপরে বা নিচে কাচ সম্পূর্ণভাবে আলোকভেদ্য। তখন তাপ, আলো এবং এক্সরে সহজেই ঢুকে যায় কাচের ভেতর দিয়ে, অথচ অতি বেগুনিরশ্মির সীমানায় হয়ে যায় অভেদ্য। এ ধরনের ঘটনার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, ব্যাখ্যা ছাড়াই মেনে নিতে হয় এটা।'

আমি হাতুড়ি ঠুকে বললাম, 'প্রশ্নটাকে অনুপযুক্ত ঘোষণা করা হলো!'

'আমি আপত্তি জানাচ্ছি এ ঘোষণার', ঘোষণা করল মারক্রি। 'হেইয়েস আসলে মিস করেছেন পয়েন্টটা। আমার কথা ঠিক বুঝতে পারেননি। জগতের কোনো কিছুই নিখুঁতভাবে স্বচ্ছ নয়। কাচ যদি সে রকম যথেষ্ট পুরু হয়, তাহলে কসমিক রে পর্যন্ত ঠেকিয়ে দিতে পারে। এখন আপনার যা বক্তব্য, তাতে আপনি কি বলতে চান, নীল আলো একটা গ্রহের পুরোটা ছেয়ে ফেলতে পারবে? কিংবা তাপ?'

'কেন নয়?' বলল হেইয়েস। 'নিখুঁত স্বচ্ছতার ব্যাপারে আপনার কোনো অভিজ্ঞতা না থাকতে পারে, তার মানে এই নয় যে, কোথাও এর কোনো অস্তিত্ব নেই। এ ধরনের ইফেক্টের সুনির্দিষ্ট কোনো বৈজ্ঞানিক সূত্রও নেই। গ্রহটি ছিল সম্পূর্ণভাবে স্বচ্ছ, শুধু এক জায়গায় একটুখানি

www.BanglaBook.org

অংশ জুড়ে বর্ণালি আলোর মেলা। কড়াভাবে পর্যবেক্ষণের নিশ্চিত ফল সেটা।'

আমি আবার হাতুড়ি ঠুকে বললাম, 'ব্যাখ্যাটা সন্তোষজনক। চালিয়ে যান, হেইয়েস।'

সিগার নিভে গিয়েছিল হেইয়েসের, আবার আগুন দিল সে। বলল, 'অন্য দিক দিয়ে বিবেচনা করলে গ্রহটি স্বাভাবিক। আকারে ওটা পুরোপুরি শনির মতো নয়—শনি এবং নেপচুন মিলিয়ে হবে ব্যাস। পরবর্তী পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয়– গ্রহটির ভেতর পুঞ্জীভূত পদার্থ রয়েছে, যদিও এই পদার্থের পরিমাণ জানাটা ছিল বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবে অবশ্যই পৃথিবীর দ্বিগুণেরও বেশি পদার্থ রয়েছে গ্রহটিতে। পদার্থের সাথে গ্রহটি অর্জন করে প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ শক্তিহীনতা এবং ভরবেগ—তবে কোনো অভিকর্ষ বল নয়।'

ঘড়িতে একটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট এখন।

হেইয়েস আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে বলল, 'হ্যাঁ, আর মাত্র পৌনে এক ঘণ্টার মতো বাকি। তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাকে! ...অদ্ভুত গ্রহটি স্বভাবতই ভাবিয়ে তোলে আমাকে। এবং গ্রহটির এসব আজব ঘটনা নিয়ে ভাবতে গিয়ে কসমিক রে এবং নোভা সম্পর্কে নির্দিষ্ট কিছু থিওরি পেয়ে যাই, যা একটা মজার সমাধানের দিকে দিকনির্দেশ করে।'

গম্ভীরভাবে শ্বাস টানল হেইয়েস, 'কল্পনা করে দেখুন ব্যাপারটা—যদি পারেন আর কি—আমাদের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সুপার-অ্যাটম দিয়ে গড়া একটি মেঘ, যা—'

'কী বললেন', চিৎকার দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল সেবাস্টিয়ান। 'আপনি কি আপনার ব্যাখ্যার মাধ্যমে তারকারাজি এবং পরমাণুর মধ্যে কোনো সাদৃশ্য দেখাতে চাইছেন, কিংবা সৌরজগতের সাথে উপমা দিচ্ছেন ইলেকট্রনিক কক্ষপথের?'

'এ প্রশ্ন কেন?' শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল হেইয়েস।

'কারণ আপনি যদি তাই করতে চান, তাহলে অবিলম্বে আপনাকে অযোগ্য ঘোষণার দাবি জানাব আমি। পরমাণু সম্পর্কে একটা কথা বলা হয়ে থাকে—পরমাণুগুলো সৌরজগতের খুদে সংস্করণ। দায়িত্বশীল

BanglaBook.org

বিজ্ঞানীরা কখনো মেনে নেননি এই আইডিয়া, এমনকি পারমাণবিক ইন্দ্র চালানোর ঘোড়ার দিকে মেনে নেননি কেউ।'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'ভদ্রলোকের কথা একদম ঠিক। সাদৃশ্যমূলক কোনো তুলনা আপনার ব্যাখ্যার অংশ হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারে না।'

'আমি আপত্তি জানাচ্ছি এ কথার', বলল হেইয়েস।

'স্কুলে পদার্থবিদ্যা বা রসায়নে যে মৌলিক মান দেয়া হয়, সেটা মনে করে দেখুন একবার। যখন গ্যাসের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, তখন উদাহরণ দেয়া হয় ভিন্ন কোনো জিনিস দিয়ে। গ্যাসের অণুগুলোকে তুলনা করা হয় বিলিয়ার্ড বলের সাথে। তাতে গ্যাসের কণাগুলো কি না তাই বিলিয়ার্ড বল হয়ে যায়?'

'না', স্বীকার করল সেবাস্টিয়ান।

'এই উদাহরণের মাধ্যমে শুধু এটুকু বোঝায়', বলে যেতে লাগল হেইয়েস। 'গ্যাসের কণাগুলোর বিচরণ অনেকটা বিলিয়ার্ড বলের মতো। তাতে দৃশ্যমান জিনিসটাকে দিয়ে অদৃশ্য জিনিসের কাজ ভালো করে বোঝা যায়। আমি শুধু এ রকম উদাহরণ টানতে চেয়েছি আমাদের তারকারাজির জগতে। ব্যাপারটাকে সহজভাবে বোঝানোর জন্যে তুলনা করেছি অধিক পরিচিত পরমাণুর জগতের সাথে। তার মানে এই নয় যে তারাগুলো পরমাণুর বিবর্ধিত রূপ।'

হেইয়েসের কথা মনে ধরল আমার। বললাম, 'আপনার এ কথায় ভালো যুক্তি আছে। আপনি চালিয়ে যান আপনার ব্যাখ্যা। তবে আপনার এই সাদৃশ্যমূলক তুলনা যদি আমার কাছে একবার ভুল প্রমাণিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে অযোগ্য হয়ে যাবেন।'

'ভালো', মেনে নিল হেইয়েস। 'তবে আরেকটা বিষয় নিয়ে একটু কথা বলব আমরা। আজ থেকে একশো সত্তর বছর আগে প্রথম যে পারমাণবিক পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়, তার কথা কি মনে আছে আপনাদের কারো? বলতে পারেন, সে পাওয়ার প্ল্যান্ট পরিচালিত হত কিভাবে?'

'আমার বিশ্বাস', অনুচ্চ কণ্ঠে বলল লেভিন। 'তাঁরা ক্লাসিক্যাল ইউরেনিয়াম ফিশন পদ্ধতি ব্যবহার করতেন প্ল্যান্টে শক্তি যোগানোর

www.BanglaBook.org

জন্যে। স্লো নিউট্রনের সাথে বিস্ফোরণ ঘটানো হত ইউরেনিয়ামের। পরে এই ইউরেনিয়াম ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে মাজুরিয়াম, বেরিয়াম, গামা রে এবং আরো নিউট্রন বেরিয়ে আসত। এভাবে চলতে থাকত সাইক্লিক প্রসেস।'

'ঠিক বলেছেন! এবার তারকা জগতের ব্যাপারটি কল্পনা করে দেখুন, সেখানেও ঠিক একই প্রক্রিয়া চলছে। মনে রাখবেন আপনারা, এটা কিন্তু স্রেফ রূপক অর্থে ধরে নেয়া হচ্ছে, আক্ষরিক কিছু নয়। মনে করুন, তারকা জগৎটা ইউরোনিয়ামের পরমাণু সমন্বয়ে গঠিত, আর এই তারকা জগতে এমন বিস্ফোরণ ঘটছে, যা সঙ্ঘটিত হচ্ছে একটি অ্যাটমিক স্কেলে নিউট্রনের কাজের ধারার মতো।

'এভাবে একটি সুপার-নিউট্রন আঘাত হানছে গিয়ে সূর্যে, যার ফলে সূর্য বিস্ফোরিত হয়ে বিকিরণ ছড়াচ্ছে এবং আরো সুপার-নিউট্রন জন্ম নিচ্ছে। অন্যভাবে বলতে গেলে আমরা পাচ্ছি নোভা।'

কথা শেষ করে চারদিকে দৃষ্টি বোলাল হেইয়েস। জানে, আপত্তি উঠবে।

'আপনার এ আইডিয়া প্রমাণ করবেন কিভাবে?' জানতে চাইল লেভিন।

'আমার কাছে প্রমাণ আছে দুটো। একটা যুক্তিনির্ভর, আরেকটা পর্যবেক্ষণ জগৎ। যৌক্তিক ব্যাপারটায় আগে আসি। তারকারাজির ভেতর বস্তুগত বিরোধী শক্তি অপরিহার্যভাবে সাম্যাবস্থায় থাকে। এরপরেও লক্ষণীয় কোনো পরিবর্তন ছাড়াই, সেটা বর্ণালি সংক্রান্ত কিংবা অন্য কোনো কিছু, মাঝেমধ্যে বিস্ফোরিত হয় তারাগুলো। একটা বিস্ফোরণ অস্থিরতা নির্দেশ করে, কিন্তু সেটা কোথায়? এ অস্থিরতা তারার ভেতর নয়। কারণ একটি তারার ভেতর কোটি কোটি বছর ধরে সাম্য বিরাজ করে। কাজেই বাইরে থেকে কিছু একটা ঘটে।

'দ্বিতীয় প্রমাণটি হচ্ছে— পর্যবেক্ষণ। আমি এ রকম একটি সুপার-নিউট্রনের সম্মুখীন হয়েছিলাম!'

মারফ্রি রাগ আর ঘৃণা নিয়ে বলল, 'তার মানে আপনি সেই মাধ্যাকর্ষণহীন গ্রহটির কথা বোঝাতে চাইছেন?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ, তাই।'

'কিন্তু এটা যে একটা সুপার-নিউট্রন—এ চিন্তাটা আপনার মাথায় এল কী করে? প্রমাণ হিসেবে আপনি নিজের থিওরিটা ব্যবহার করতে পারবেন না, কারণ সুপার-নিউট্রনকে আপনি ব্যবহার করছেন থিওরিটাকে ঠেকা দেয়ার জন্যে। আমরা অনর্থক তর্ক করার জন্যে জড়ো হইনি এখানে।'

'আমি জানি সেটা', অনমনীয় কণ্ঠে বলল হেইয়েস। 'এ ব্যাপারে যুক্তি দেখাচ্ছি আবার। ইলেকট্রন এবং প্রোটনের ক্ষেত্রে যে তড়িৎ-চুম্বকীয় চার্জ, সেখানে পরমাণুর জগৎ একত্রে আঁটো হয়ে থাকার একটা শক্তি অর্জন করে। তেমনি তারকা জগৎ সুসংহত থাকার শক্তি পায় অভিকর্ষ বল থেকে। এই দু'টি শক্তির মিল রয়েছে শুধু সাধারণ বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে। যেমন– ইলেকট্রিক চার্জ রয়েছে দু'রকমের। পজিটিভ এবং নেগেটিভ। যদিও চার্জ দু'টির মাঝে প্রচুর ছোটখাট পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু মিল রয়েছে এক জায়গায়। সেটা হচ্ছে গ্র্যাভিটি। এই সাদৃশ্য অনেকখানি গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে আমার কাছে। একটা অ্যাটমিক স্কেলে একটা নিউট্রন পুঞ্জীভূত এমন এক জিনিস, যার ভেতর অ্যাটমিক কোহেসিভ ফোর্স— ইলেকট্রিক চার্জ নেই। তেমনি একটা সুপার-নিউট্রন তারকা জগতের একটি স্টেলার স্কেলে পুঞ্জীভূত এমন একটা কিছু হওয়া উচিত, যার ভেতর স্টেলার কোহেসিভ ফোর্স– গ্র্যাভিটি নেই। কাজেই আমি যদি অভিকর্ষ ছাড়া গ্রহের মতো কিছু খুঁজে পাই মহাশূন্যে, ধরে নিতে হবে সেটা একটা সুপার-নিউট্রন।'

'আপনি কি আপনার এই যুক্তিকে জোরাল একটা বৈজ্ঞানিক প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করছেন?' ব্যঙ্গ করা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সাবাস্টিয়ান।

'না', বলল হেইয়েস। 'তবে এটা যৌক্তিক। আমি যে ব্যাখ্যাটা দিলাম, আমার জানা মতে বিজ্ঞানের কোনো ঘটনার সাথে কোনো বিরোধ নেই সেটার। আর ব্যাখ্যাটা একটা নোভা গড়ে ওঠার সাথে যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ। এ মুহূর্তে আমাদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে এটুকু ব্যাখ্যাই যথেষ্ট।'

মারফ্রি তার আঙুলের নখগুলোর দিকে কড়া দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, 'এবং আপনার ওই সুপার-নিউট্রন এখন কোনদিকে ছুটে যাচ্ছে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমার ধারণা আপনি আন্দাজ করে ফেলেছেন', গম্ভীর কণ্ঠে বলল হেইয়েস। 'এ প্রশ্নটা আমার মনেও উঁকি দিয়েছিল তখন। আজ ঠিক বেলা দুটো বেজে সাড়ে নয় মিনিটে ওটা গিয়ে আঘাত হানবে সূর্যের সীমানায়, এবং ঠিক আট মিনিট পর বিস্ফোরণ থেকে আসা রেডিয়েশন নাম নিশানা মুছে দেবে পৃথিবীর।'

'আপনি তাহলে এসব নিয়ে রিপোর্ট করছেন না কেন?' খেঁকিয়ে উঠল সেবাস্টিয়ান।

'লাভ কি তাতে? কিছুই করার নেই এ ব্যাপারে। মহাশূন্যের কোনো জিনিসে হস্তক্ষেপ করতে পারব না আমরা। পৃথিবীর সব শক্তি এক করেও ওই সুপার-নিউট্রনের বিশাল ধড়টাকে নাড়ানো যাবে না। গোটা সৌরজগতে আমাদের পালিয়ে বাঁচার মতো আর কোনো পথ নেই, কারণ নেপচুন আর প্লুটো অন্যান্য গ্রহের সাথে গ্যাসে পরিণত হবে, আর সৌরজগতের বাইরে ইন্টারস্টেলার ভ্রমণ এখনো মানুষের পক্ষে অসম্ভব। যেহেতু মানুষ স্বাধীনভাবে মহাশূন্যে টিকে থাকতে পারবে না, কাজেই আমরা শেষ।'

'এসব নিয়ে কেন বলব আমি? সবাইকে যদি বিশ্বাস করাতে পারি যে মৃত্যু পরোয়ানা হাজির, তাতে ফলটা হবে কি? আত্মহত্যা ঘটবে, নানা অপরাধের ঢেউ বয়ে যাবে, নানা রকম ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলবে, যিশু যিশু করে পাগল হয়ে উঠবে সবাই এবং যত সব বাজে আর তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মেতে উঠবে লোকজন। এত হুড় হাঙ্গামার চেয়ে যদি নোভার মাধ্যমে মৃত্যু ঘটে, সেটা কি খারাপ কিছু হবে? মৃত্যুটা হবে মুহূর্ত মধ্যে এবং পরিষ্কার। দুটো সতেরো মিনিটে দিব্যি এখানে থাকবেন আপনারা, আর ঠিক এক মিনিট পরেই– দুটো আঠারো মিনিটে একেকজন বায়বীয় গ্যাস! মৃত্যুটা এত দ্রুত আর সহজ, আসলে যেন মৃত্যু নয়।'

হেইয়েসের কথা শেষ হওয়ার পর অনেকক্ষণ নীরবতা বিরাজ করল আমাদের মাঝে। অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম আমি। ঘটনা সবই শুধু মিথ্যা আর মিথ্যা, কিন্তু মনে হতে লাগল সত্যি ঘটনা। খুশিতে একটু কেঁপে উঠল না হেইয়েসের ঠোঁট, কিংবা চোখে দেখা গেল না আনন্দের ঝিলিক—যাতে বোঝা যায় তার মনোভাব, মেরে দিয়ে একখান গুল।

www.BanglaBook.org

[illegible] নিরাশ চেহারা তার। অন্যদেরও দেখছি একই অবস্থা। [illegible] মদ গিলছে, হাত কাঁপছে তার।

শেষে সেবাস্টিয়ান জোরে কেশে উঠে বলল, 'আপনি কত আগে এই সুপার নিউট্রন আবিষ্কার করেন এবং কোথায় ?'

'পনেরো বছর আগে আবিষ্কার করি ওটা, অবস্থানটা ছিল সূর্য থেকে এক বিলিয়ন মাইল কিংবা তারও বেশি দূরে।'

'এবং এই পনেরো বছরের পুরোটা সময়ই সূর্যের দিকে এগিয়ে এসেছে ওটা ?'

'হ্যাঁ, সেকেন্ডে দু'মাইল গতিতে অবিরাম ছুটে চলেছে এই সুপার-নিউট্রন।'

'ভালো, এবার পেয়েছি আপনাকে!' স্বস্তির হাসি সেবাস্টিয়ানের মুখে। 'অ্যাস্ট্রোনমাররা এতদিনেও ওটার খোঁজ পেলেন না কেন ?'

'মাই গড', অধৈর্য কণ্ঠে বলে উঠল হেইয়েস। 'আপনি যে অ্যাস্ট্রোনমার নন, পরিষ্কার হয়ে গেল। যেখানে গ্রহগুলোর অবস্থান শুধুমাত্র সূর্যের পার্শ্ববর্তী এলাকায়, সেখানে দক্ষিণ সেলেস্টিয়াল পোলে গ্রহ খুঁজতে যাবে কোন বোকায় ?'

'কিন্তু', পয়েন্ট বের করল সেবাস্টিয়ান। 'এই এলাকাতেও মহাকাশের অন্যান্য এলাকার মতো অনুসন্ধান চালানো হয়েছে। ছবি তোলা হয়েছে।'

'নিশ্চয়ই! সবই আমি জানি। মহাকাশের দক্ষিণ মেরুতে যদিও খুব কম অনুসন্ধান চালানো হয়েছে, তবু আপনি ইচ্ছে করলে একশো-হাজার-হাজার বার ছবি তুলতে পারেন সুপার-নিউট্রনের। কিন্তু ছবিতে একটা তারার সাথে ওটার তফাৎটা কী ? ওটার যা রিফ্লেকটিভ পাওয়ার, তাতে কখনোই ওটা উজ্জ্বল্যের দিক দিয়ে এলিভেনথ ম্যাগনিটিউট পেরোতে পারেনি। তাছাড়া নতুন কোনো গ্রহ শনাক্ত করাটা অত্যন্ত কঠিন এক ব্যাপার। হার্সেল ইউরেনাসকে গ্রহ বলে শনাক্ত করার আগে, বহুবার জ্যোতির্বিদদের চোখে পড়েছে ওটা। প্লুটোকে খুঁজে পেতে সময় লেগেছে পাক্কা দু'বছর। সেইসঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে, যেহেতু ওটার কোনো অভিকর্ষ বল নেই, কাজেই গ্রহের আচরণগত আলোড়নও নেই ওটার মাঝে। গ্রহের এসব বৈশিষ্ট্যের অভাবে ওটার উপস্থিতি সে রকম সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠতে পারেনি।'

www.BanglaBook.org

'কিন্তু', বেপরোয়াভাবে গোঁ ধরল সেবাস্টিয়ান। 'ওটা যদি সত্যিই সূর্যের দিকে এগোয়, বাহ্যিক আকারটা বড় হয়ে যাবে ওটার এবং টেলিস্কোপের মাধ্যমে দেখা যাবে পরিষ্কার একটা ডিস্ক। এমন কি যদি ওটার প্রতিফলিত আলো অতি অস্পষ্ট থাকে, তাহলেও ঝাপসা মতো দেখা যাওয়ার কথা জিনিসটা।'

'খাঁটি কথা', স্বীকার করল হেইয়েস। 'আমি বলছি না যে, পোলার রিজিয়নে সত্যিকারের সেভাবে অনুসন্ধান চালালে জিনিসটা অনাবিষ্কৃত থেকে যেত। এ ধরনের অনুসন্ধান চালানো হত বহু আগে, কিন্তু আজকাল নোভাগুলোর জন্যে, বিশেষ করে স্পেকট্রাল টাইপ যেগুলো, সেগুলোর ব্যাপারে ম্যাপিং আর আগের মতো হয় না। তারপর, সুপার-নিউট্রনটি যে সূর্যের দিকে এগোচ্ছে, ওটা দেখা যায় শুধু খুব ভোরে এবং সন্ধ্যায়। তারাগুলো যেমন শুধু সন্ধ্যা আর ভোরে দেখা যায়, ঠিক সে রকম। এ জন্যে ওটার সন্ধান পাওয়াটা আরো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তো, এসব কারণেই ওটা আর কারো চোখে পড়েনি– এবং এটাই আশা করা উচিত।'

আবার নেমে এল নীরবতা। আমার বুকটা ধকধক করছে। ঘড়ির কাঁটা দুটোর ঘরে এসে ঠেকেছে, অথচ আমরা হেইয়েসের গল্পটাকে উড়িয়ে দিতে পারলাম না। আমাদের দ্রুত প্রমাণ করতে হবে গল্পটা মিথ্যে, নইলে উত্তেজনার ধকলেই মারা যাব আমি।

লেভিন লড়াকু ভঙ্গিতে বলে উঠল, 'এটা ভয়ানক রকমের অদ্ভুত এক কাকতালীয় ঘটনা। সুপার-নিউট্রনটা আর কোনো দিকে না ছুটে সোজা এগোচ্ছে সূর্যের দিকে। এখন, এখানে সঙ্ঘর্ষের সুযোগ কতটুকু? মনে রাখবেন, আপনার বক্তব্যের ওপর নির্ভর করছে গল্পের সত্যতা।'

আমি মাঝখানে বাধা দিয়ে বললাম, 'আপনার এই প্রতিবাদ অবৈধ, মিস্টার লেভিন। এখানে অসম্ভাবনার কথা শুধু বড় করে বললেই হবে না, স্পষ্টভাবে সেটা দেখাতে হবে কিংবা যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে অসঙ্গতির ব্যাপারটি। তবেই শুধু তাকে অযোগ্য ঘোষণা করা যাবে।'

কিন্তু হেইয়েস মাথা নেড়ে বলল, 'ঠিক আছে, উত্তরটা দিচ্ছি আমি। একটা সুপার-নিউট্রন এবং একটা তারা নিন আলাদাভাবে, ধরুন দুটো রওনা হল পরস্পরের দিকে। এখানে সঙ্ঘর্ষের সম্ভাবনা আছে ঠিকই, কিন্তু

www.BanglaBook.org

ব্যাপারটা খুবই কম। আপনি যদি যথেষ্ট পরিমাণে সুপার-নিউট্রন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে দেন, তারপর যদি এই সুপার-নিউট্রনকে যথেষ্ট সময় দেয়া হয়, তাহলে আগে বা পরে প্রতিটা তারার সাথে এই নিউট্রনের সংঘর্ষ হওয়ার কথা। মহাশূন্য জুড়ে ঝাঁক বেঁধে বিচরণ করছে সুপার-নিউট্রন। কাজেই তারাগুলোর সাথে এই সুপার-নিউট্রনগুলোর দুস্তর দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও, এবং টার্গেটে সূক্ষ্ম তারতম্য হওয়ার পরেও, আমাদের গ্যালাক্সিতে প্রতি বছর গড়ে বিশটি করে নোভা দেখা যায়। সেদিক থেকে বলতে গেলে, বছরে গড়ে বিশ বার করে সঙ্ঘর্ষ হয় সুপার-নিউট্রন আর তারার মাঝে।'

'সাধারণ নিউট্রনের সাথে ইউরেনিয়ামের বিস্ফোরণ ঘটলে যা হয়, তার সাথে আসলে কোনো পার্থক্য নেই এ অবস্থার। ১০ কোটি নিউট্রন থেকে কেবল একটি নিউট্রনই আঘাত হেনে থাকে শুধু, তবে সে রকম সময় পেলে শেষমেষ প্রতিটা নিউক্লিয়াসই বিস্ফোরিত হয়। যদি এমন হয়, মহাকাশের বাইরে থেকে কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী এই বিস্ফোরণ পরিচালনা করছে—তাহলে একটা খাঁটি হাইপোথিসিস। প্লিজ, ব্যাপারটাকে আমার যুক্তিতর্কের অংশ বলে ধরবেন না কেউ। তো, যা বলছিলাম আর কি। আমাদের একটি বছর সম্ভবত ওদের কাছে একটি সেকেন্ডের সমান। সে ক্ষেত্রে ওদের সেকেন্ডের হিসেবে এ রকম বিস্ফোরণ বছরে ঘটছে কোটি কোটি। হয়তো এনার্জি দিন দিন বাড়ছে বলেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কঠিন পদার্থ উত্তপ্ত হতে হতে গ্যাসে পরিণত হচ্ছে। আপনারা তো জানেন, গোটা নিখিল বিশ্ব ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে গ্যাসের মতো।'

'তবু মনে হচ্ছে, এবারই সর্বপ্রথম কোনো সুপার-নিউট্রন আমাদের সৌরজগতে প্রবেশ করে সোজা এগোচ্ছে সূর্যের দিকে—' শেষের দিকে দুর্বল কণ্ঠে তোতলাতে লাগল লেভিন।

'হা ঈশ্বর', লেভিনকে পেয়ে বসল হেইজেস। 'আপনাকে কে বলেছে এটা প্রথম? বিভিন্ন জিওলজিক সময়ে কয়েক শ' সুপার-নিউট্রন পেরিয়ে গেছে আমাদের সৌরজগৎ। আমরা সেটা জানব কিভাবে? এমন কি যখন একটা সোজা সূর্যের দিকে যাই করেছে, তখনো অ্যাস্ট্রোনমাররা খুঁজে পায়নি ওটা। গত এক হাজার বছরে একটি বা দু'টি সুপার-নিউট্রন অতিক্রম করেছে এই সৌরজগৎ। টেলিস্কোপ আবিষ্কৃত হওয়ার পর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়তো এটাই আমাদের সৌরজগতে আসা একমাত্র সুপার-নিউট্রন ... আর ভুলে গেলে চলবে না, যেহেতু ওটার কোনো গ্র্যাভিটি নেই, কাজেই সিস্টেমের একদম মাঝ বরাবর এগোচ্ছে। সে ক্ষেত্রে অন্যান্য গ্রহে কোনো প্রভাব ফেলছে না। শুধুমাত্র আঘাত হানবে সূর্য গিয়ে, এবং এর মধ্যে অনেক দেরি করে ফেলেছি আমরা।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হেইয়েস বলল, 'দুটো বেজে পাঁচ মিনিট! সূর্যের মুখোমুখি এখন ওটাকে দেখার কথা।'

উঠে দাঁড়িয়ে জানালার শেড তুলে দিল হেইয়েস। হলদে রোদ এসে লুটিয়ে পড়ল ভেতরে। ধূলিময় আলোর ফালি থেকে সরে গেলাম আমি। মরুভূমির বালির মতো শুকিয়ে গেছে আমার মুখ। ভুরু থেকে ঘাম মুছছে মারফ্রি, তার গাল এবং গলা ভরে গেছে ঘামের ফোঁটায়।

কয়েকটি এক্সপোজড ফিল্ম নেগেটিভ বের করে হেইয়েস বলল, 'এই যে ছবি তুলেছি, দেখুন আপনারা।'

সূর্যের আলোতে একটা নেগেটিভ তেরছাভাবে ধরল সে।

'ওই যে ওখানে জিনিসটা', শান্ত কণ্ঠে বলল হেইয়েস। 'আমার যে হিসেব, তাতে সূর্যের সাথে সঙ্ঘর্ষের সময় পৃথিবীর ওপর দিয়ে যাওয়ার কথা জিনিসটার। এখন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে!'

আমিও তাকালাম সূর্যের দিকে। ছোটখাট এক লাফ দিল আমার হৃৎপিণ্ড। সূর্যের তীব্র ঔজ্জ্বল্যের মাঝে সত্যিই দেখা যাচ্ছে নিখুঁত গোল ছোট্ট একটা কালো চিহ্ন।

'তীব্র তাপে জিনিসটা বাষ্পে পরিণত হচ্ছে না কেন?' তোতলাতে লাগল মারফ্রি। 'ওটা তো নিশ্চয়ই এখন প্রায় সূর্যের সীমানায়।'

আমার মনে হল না হেইয়েসের গল্পটা মিথ্যে প্রমাণের চেষ্টা করছে মারফ্রি। সে অবস্থা এখন আর নেই তার। সত্যিই সে খুঁজে দেখছে আসল তথ্য।

'ব্যাপারটা বলছি আপনাকে', ব্যাখ্যা করল হেইয়েস। 'প্রায় সব ধরনের সোলার রেডিয়েশনের কাছে অভেদ্য ওটা। তবে যে রেডিয়েশন ওটাকে উত্তপ্ত করে তুলবে, সেটা গ্রহণ করার পরিমাণ খুবই কম। তাছাড়া ওটা সাধারণ কোনো কিছু নয়। সম্ভবত পৃথিবীর যে কোনো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু ...বেশি পুনর্গঠন ক্ষমতা রয়েছে ওটার, এবং সূর্যপৃষ্ঠের ... ৬,০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।'

...ওপর বুড়ো আঙুল তুলে ঘড়ি দেখাল হেইয়েস। 'দুটো বেজে ...মিনিট, এখন। সুপার-নিউট্রন আঘাত হেনেছে তার টার্গেটে এবং ...আসছে আমাদের দিকে। হাতে মাত্র আর আট মিনিট সময় আছে আমাদের।'

...রকমের আতঙ্কে নির্বাক হয়ে গেলাম আমরা। হেইসের কণ্ঠ কানে এল, 'বুধগ্রহ ধ্বংস হল এই মাত্র।' মিনিট কয়েক পর শুনতে পেলাম, 'শুক্রও গেল!' সবশেষে কানে এল, 'আর মাত্র তিরিশ সেকেন্ড বাকি, ভদ্র মহোদয়েরা!'

সেকেন্ডের পর সেকেন্ড গড়িয়ে যেতে লাগল, শেষমেষ পেরিয়ে গেল নির্ধারিত সময়, তারপর আরো তিরিশ সেকেন্ড, এবং আরো...

বিস্ময় ফুটে উঠল হেইয়েসের চেহারায় এবং ছড়িয়ে পড়ল সেটা। ঘড়িটা তুলে নিয়ে তাকাল সে, তারপর ফিল্মের ভেতর দিয়ে আবার উঁকি দিল সূর্যের ভেতর।

'চলে গেছে ওটা!' ঘুরে আমাদের মুখোমুখি হল হেইয়েস। 'অবিশ্বাস্য ব্যাপার! ব্যাপারটা নিয়ে আমি ভেবেছি ঠিকই, কিন্তু অ্যাটমিক অ্যানালজির বাইরে যেতে সাহস হয়নি। আপনারা তো জানেন, পরমাণুর সব নিউক্লিয়াসই নিউট্রনের সংস্পর্শে উত্তপ্ত হয়ে বিস্ফোরিত হয় না। যেমন—ক্যাডমিয়াম বিস্ফোরক উপাদান শুষে ফেলে স্পঞ্জের পানি শুষে নেয়ার মতো। আমি—'

আবার থামল সে। গভীরভাবে শ্বাস টেনে বলে যেতে লাগল, 'এমনকি একদম খাঁটি ইউরেনিয়ামও সব ধরনের অন্যান্য উপাদান বহন করে। অগণিত তারকা জগৎও ঠিক তেমনি ইউরেনিয়ামের মতো। সেখানে ক্যাডমিয়ামের মতো তারার সংখ্যা খুব বেশি নয়, তবু তার পরিমাণ লাখ লাখ—সঠিকভাবে হিসেব করা সম্ভব নয়! আমাদের এই সূর্যটাও ঠিক তেমনি এক ক্যাডমিয়াম! মানুষ সেটা বুঝতে পারেনি কখনো!'

একমনে বকবক করে যেতে লাগল হেইয়েস, কিন্তু ততক্ষণে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছি আমরা এবং হারিয়ে ফেলেছি তার কথা শোনার আগ্রহ। হেইয়েসের গল্পটাকে এ পর্যন্ত শোনা সবচেয়ে রোমাঞ্চকর মিথ্যা গল্প

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হিসেবে স্বীকৃতি দিলাম আমরা। তীব্র আতঙ্ক থেকে গিয়ে খুশি অনেকটা হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো হয়ে গেলাম আমরা। বিপুল প্রশংসা ধ্বনির মাধ্যমে তাকে আমাদের সভার স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত করলাম।

তবে একটা জিনিস খচমচ করতে লাগল আমার মনে। সভাপতির আসনটাকে ভালোভাবেই পূর্ণ করেছে সে। আমাদের সোসাইটি আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে এখন সফল– হবে আমার মতে একটা দিক দিয়ে অযোগ্য ঘোষিত হওয়া উচিত হেইয়েসের। তার গল্পটা সোসাইটির দ্বিতীয় শর্ত পূরণ করেছে ঠিকই, কারণ গল্পটাকে সত্য বলে মনে হয়েছিল। তবে আমি মনে করি না গল্পটা আমাদের প্রথম শর্ত পূরণ করেছে।

গল্পটা আগাগোড়াই সত্যি বলে মনে হয়েছে আমার!

অনুবাদ ঃ শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অ্যানিভারসরি

বার্ষিক অনুষ্ঠানের সবকিছুই ঠিকঠাক।

৭৭ বছর মূরের পালা। এ জন্যে তার বাড়িতে হতে যাচ্ছে অনুষ্ঠান। মিসেস মূর ঝামেলা এড়াতে বাচ্চাদের নিয়ে চলে গেছে মায়ের বাড়ি। সপ্তাহটা কাটিয়ে আসবে সেখানে।

মুখে মৃদু হাসি নিয়ে ঘরটা জরিপ করল ওয়ারেন মূর। শুরুতে শুধু মার্ক ব্র্যানডনের তোড়জোড়ে অনুষ্ঠানের কাজ এগিয়েছে, পরে তাকেও যোগ দিয়েছে এ রকম হালকা স্মৃতির মতো। মূর মনে করে এটা তার বয়সের জন্যে হচ্ছে। টানা বিশটি বছর যোগ হয়েছে এ অনুষ্ঠানের সাথে। এই বিশ বছরে মূরের মাঝেও এসেছে পরিবর্তন। ভুঁড়ি হয়েছে, পাতলা হয়ে গেছে মাথার চুল, নরম হয়ে ঝুলে গেছে চোয়াল, এবং- সবচে' অবনতি ঘটেছে যে জিনিসটির, তা হচ্ছে—মন মেজাজ। আগের চেয়ে অনেক অনুভূতিপ্রবণ এখন মূর।

অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিশেষ মহিমা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ঘরের জানালাগুলোতে। বাইরের সম্পূর্ণ অন্ধকার পটভূমির মাঝে অর্থপূর্ণভাবে ফুটে আছে প্রতিটা জানালা। পর্দাগুলো তুলে ফেলা হয়েছে। আলো বলতে দেখা যাচ্ছে শুধু দেয়ালে চিত্রিত ছবিগুলোতে। এভাবে অনুষ্ঠানের নিয়মানুযায়ী ফুটিয়ে তোলা হয়েছে আলোর জন্য এবং সেই ভয়াবহ দিনটির বিচ্ছিন্নতা, অনেক আগে—যেদিন ঘটেছিল সেই ধ্বংসযজ্ঞ।

স্পেসশিপের খাবারগুলো স্টিক এবং টিউবে রাখা আছে টেবিলের ওপর, একদম মাঝখানে রয়েছে জ্বলজ্বলে সবুজ রঙের জাবরা, শরীর চাঙা করা এই পানীয়টা মঙ্গল গ্রহের একমাত্র কেমিক্যাল অ্যাক্টিভিটি থেকে আসছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিজের ঘড়ির দিকে তাকাল মূর। শীঘ্র চলে আসবে ব্র্যানডন। এ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে কখনো দেরি হয়নি তার। ভয়াবহ সেই দিনটির একটা স্মৃতিই শুধু উত্তেজিত করে তোলে মূরকে, তা হচ্ছে—টিউবের ভেতর ব্র্যানডনের কণ্ঠ ; 'ওয়ারেন, আপনার জন্যে এবার একটা চমক রয়েছে আমার কাছে। অপেক্ষা করুন এবং দেখুন। ওয়েট অ্যান্ড সি।'

ব্র্যানডনকে সব সময় অল্প বয়েসী মনে হয় মূরের। মূরের চেয়ে কম বয়েসী লোকটা ধরে রেখেছে তার একহারা গড়ন, সেই সঙ্গে অটুট রয়েছে প্রচণ্ড আগ্রহ, যে জিনিসটাকে জীবনভর লালন করে এসেছে সে। আর খুব বেশি দেরি নেই তার চল্লিশতম জন্মদিনের। প্রাণরস পুরোমাত্রায় রয়েছে ব্র্যানডনের ভেতর। ভালো কিছু হলে তার উত্তেজনা যেমন চরমে ওঠে, তেমন খারাপ কোনো ঘটনায় সে ভেঙে পড়ে গভীর হতাশায়। মাথার চুলে ধূসর রঙ লেগেছে তার, শুধু এটুকু ছাড়া আর কোথাও বয়সের চিহ্ন নেই ব্র্যানডনের মাঝে। ব্র্যানডন যখন চটপটে ভাব নিয়ে এদিক সেদিক ছুটে বেড়ায়, কোনো কিছু নিয়ে গলা সপ্তমে চড়িয়ে কথা বলে, সিলভার কুইন-এর ধ্বংসাবশেষের ওপর আতঙ্কিত তরুণ ব্র্যানডনকে পরিষ্কার দেখতে পায় মূর, এমনকি এ দৃশ্য দেখার জন্যে চোখ বোজার কষ্টটুকুও করতে হয় না।

দরজা খুলে দেয়ার সঙ্কেত শোনা গেল। মূর না ঘুরেই রিলিজে চাপ দিল পা দিয়ে। বলল, 'এস, মার্ক।'

মার্কের বদলে নরম সুরে সাড়া দিল অন্য একটা কণ্ঠ, 'মি. মূর ?'

পাঁই করে দরজার দিকে ঘুরল মূর। ব্র্যানডন আছে নিশ্চিত, তবে শুধু ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে দাঁড়িয়ে, এক ধরনের উত্তেজনা নিয়ে হাসছে সে। অন্য কেউ দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। লোকটার বেঁটেখাটো গড়ন, মাথায় চকচকে টাক, পাকা বাদামের মতো গায়ের রঙ, মহাশূন্যের একটা আবহ রয়েছে তার চারপাশে।

মূর অবাক কণ্ঠে বলল, 'মাইক শীয়া—মাইক শীয়া, আরে—মহাশূন্যের সব মানুষ দেখি এক জায়গায়!'

একসঙ্গে হাত ঝাঁকাল দু'জন, হাসতে লাগল হো-হো করে।

ব্র্যানডন বলল, 'অফিসে গিয়ে আমার সাথে যোগাযোগ করেছে সে। আমি যে অ্যাটমিক প্রোডাকটস-এর সাথে ছিলাম, মনে আছে তার—'

www.BanglaBook.org

'হাঁ, অনেক বছর আগের কথা', বলল মূর। 'পৃথিবীতে তুমি ছিলে [illegible] বছর আগে [illegible]'

'আমাদের বার্ষিক অনুষ্ঠানে কখনো থাকেনি সে', বলল ব্র্যানডন। 'কেমন কথা? এখন অবসর নিচ্ছে সে। মহাশূন্য থেকে এসে চলে [illegible] অ্যারিজোনায়, সেখানে একটা জায়গা কিনছে নিজের জন্যে। তো, [illegible] যাওয়ার আগে আমাদের হ্যালো বলতে এসেছে। এ জন্যেই এখানে তার যাত্রা বিরতি। অথচ আমি তো নিশ্চিত, আমাদের বার্ষিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছে সে। এ কথা শুনে বুড়োটা বলে কি না, "কিসের অনুষ্ঠান?"'

শীয়া মাথা নেড়ে হেসে বলল, 'মার্ক বলল তোমরা নাকি প্রতি বছর একটা অনুষ্ঠান পালন করে থাক?'

'এ ব্যাপারে বাজি ধরতে পার তুমি', প্রবল আগ্রহ নিয়ে বলল ব্র্যানডন। 'এবং এবারই প্রথম তিনজনের সবাই একসঙ্গে থাকব অনুষ্ঠানে, এবারই হবে আসল বার্ষিক অনুষ্ঠান। বিশ বছর হয়ে গেছে, মাইক। ধ্বংসপ্রাপ্ত স্পেসশিপের বাকি অংশটাকে কোনো রকমে চালিয়ে এনেছিল ওয়ারেন, আমরা প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছিলাম ভেসটায়, সেই ঘটনার বয়স এখন বিশ।'

চারদিকে দৃষ্টি বোলাল শীয়া। টেবিলের খাবার দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল সে, 'মহাশূন্যের খাবার দেখছি, এ্যাঁ? আমার কাছে বাড়ির একঘেয়ে খাবারের মতো এটা। জাবরাও আছে দেখছি। ওহ্, নিশ্চয়ই, মনে পড়ছে আমার... বিশটি বছর। এর আগে এ নিয়ে ভাবিনি কখনো, আর এখন হঠাৎ মনে হচ্ছে, মাত্র কালকের ঘটনা। মনে পড়ে, শেষমেশ আমরা যখন পৃথিবীতে ফিরে আসি, তখন কী হয়েছিল?'

'মনে পড়ে!' বলল ব্র্যানডন। 'আমাদের সম্মানে প্যারেড হয়েছিল, বক্তৃতা হয়েছিল। সে ঘটনার একমাত্র সত্যিকারের হিরো ছিল ওয়ারেন। আমরা এ নিয়ে বলে যাচ্ছিলাম এবং তারা কান দেয়নি আমাদের কথায়। মনে আছে?'

'দিব্যি আছে', বলল মূর। 'কোনো স্পেসশিপ ক্র্যাশ করার পর প্রথমবার বেঁচে যাওয়া তিন নভোচারী আমরা। কাজেই আমরা তিনজন মিলে একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা এবং যে কোনো ব্যতিক্রমী ঘটনার মূল্যায়ন

www.BanglaBook.org

হয় অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়ে। এসব আসলে কোনো যুক্তি-নির্ভর ব্যাপার নয়।

'এই', বলল শীয়া। 'আমাদের নিয়ে যে ওরা গান লিখেছিল, সেটা মনে আছে তোমাদের ? কুচকাওয়াজের সময় গেয়েছিল ওরা ?'

তাদের তিনজনের সম্মানে গাওয়া সেই গানটা স্মরণ করে গাইতে লাগল শীয়া, ব্র্যানডন তার পরিষ্কার ভরাট কণ্ঠ নিয়ে যোগ দিল শীয়ার সাথে, এমনকি মূরও সুর মেলাল কোরাসে। ফলে তিনজনের সপ্তম সুর শেষ লাইনে গিয়ে এত চড়া হয়ে উঠল, পর্দাগুলো যেন কেঁপে উঠল ঘরের। গলা ফাটিয়ে গান গেয়ে বুনো উন্মাদনা নিয়ে সশব্দে হাসতে লাগল তিনজন।

ব্র্যানডন বলল, 'চল, জাবরার বোতলটা খুলে ফেলি এবার। একটুখানি করে হয়ে যাক প্রথম চুমুক। সারারাতের জন্যে বোতলটাকে টিকিয়ে রাখতে হবে আমাদের।'

মূর বলল, 'মার্ক একেবারে বাস্তব জিনিসটার ওপর গোঁ ধরে থাকে। আমি তো অবাক হচ্ছি, এখনো সে আশা করছে না—জানালা গলে বেরিয়ে বাড়ির চারদিকে উড়ে উড়ে চক্কর মারি আমি।'

'পেয়েছি, এবার, এটা একটা আইডিয়া বটে', বলল ব্র্যানডন।

'মনে পড়ে, শেষবার আমরা টোস্ট করেছিলাম কিভাবে ?' নিজের খালি গ্লাসটা সামনে ধরে সুর করে বলে উঠল শীয়া। ' "জেন্টলম্যান, বছরের সাপ্লাই হিসেবে আমি সুপেয় বিশুদ্ধ পানি দিচ্ছি তোমাদের, যা আমরা পান করে অভ্যস্ত।" মাতাল অবস্থায় আমরা তিন নিষ্কর্মা যখন ল্যান্ড করলাম, একদম ছোটদের মতো হয়ে গিয়েছিলাম আমরা। আমার বয়স ছিল মাত্র ত্রিশ, অথচ নিজেকে বুড়ো ভেবে বসে আছি তখন। আর এখন,' হঠাৎ একটা ঐকান্তিকতা ফুটে উঠল তার কণ্ঠে, 'ওরা অবসর দিয়ে দিল আমাকে।

'নাও, পান করো!' বলল ব্র্যানডন। 'আজ আবার ত্রিশ হয়ে গেছে তোমার বয়স, এবং আমরা স্মরণ করছি গিপ্সভার কুইন-এর সেই দিনটি, যদিও আর কেউ করছে না। হায় রে, আমজনতা! নোংরার দল সব! ক্ষণে ক্ষণে মন পাল্টায় ওদের।'

www.BanglaBook.org

[illegible] বলল, 'তুমি কী আশা করো, বলো তো? এ [illegible] একটা করে জাতীয় ছুটির দিন, সেই সঙ্গে মহাশূন্যের [illegible] থাকলে অনুষ্ঠানের খাবার এবং পানীয় হিসেবে?'

[illegible] বলল গ্যানডন। 'স্পেসশিপ দুর্ঘটনায় আমরা তিনজন ছাড়া [illegible] বাঁচতে পারিনি, এবং এখনো অটুট রয়েছে এই রেকর্ড। [illegible] আমাদের কথা এখন ভুলে গেছে সবাই।'

'ভুলে গিয়ে ভালোই হয়েছে। শুরুতে একটা ভালো সময় গেছে আমাদের, ব্যাপক প্রচার পেয়ে সগর্বে মইয়ের ওপর চড়ে বসেছিলাম আমরা। এখন সেদিন আর নেই। তবে আমরা তো বেশ আছি, মার্ক। [illegible] শীয়া যদি মহাশূন্যে আর ফিরে যেতে না চায়, তাহলে সেও থাকবে ভালো।'

[illegible] শীয়া এবং কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'তোমার সাথে আমি একমত। [illegible] বিস্মৃতি নিয়ে আমারও কোনো দুঃখ নেই। অবসর নেয়ার পর মোটা অংকের বিমায় টাকা পেয়ে যাচ্ছি আমি। কাজেই কোনো চিন্তা নেই আমার।'

গ্যানডন পুরনো দিনের স্মৃতিচারণ করে বলল, ট্রান্স স্পেস ইন্সুরেন্সকে [illegible]কারের একটা মোটা প্যাকেট নামিয়ে দিতে হয়েছিল এই স্পেসশিপ দুর্ঘটনার জন্যে। তবে কথা কি জানো, আমরা যেমন বিস্মৃতির অতলে চলে গেছি, ঠিক একইভাবে আরো কিছু ঘটনার কথা ভুলে গেছে সবাই। আজকাল কাউকে যদি তোমরা "সিলভার কুইন"-এর কথা বল, তাহলে দেখবে তার মাথায় শুধু রয়েছে কুয়েনটিনের নাম, আদৌ যদি সে কারো নাম মনে করতে পারে।'

'কার কথা বললে?' জানতে চাইল শীয়া।

'আরে—কুয়েনটিন। ড. হোরেস কুয়েনটিন। ওই স্পেসশিপ দুর্ঘটনায় যারা মারা যান, তাঁদের একজন তিনি। তোমরা যদি কাউকে জিজ্ঞেস করো, "স্পেসশিপ ক্র্যাশে যে তিনজন বেঁচে গিয়েছিল, খবর কি তাদের?" দেখবে সে কেমন হাঁ করে তাকিয়ে আছে মুখের দিকে।'

মূর শান্ত কণ্ঠে বলল, 'বাস্তবতাকে মেনে নাও, মার্ক। ড. কুয়েনটিন পৃথিবীর সেরা বিজ্ঞানীদের একজন এবং আমরা তিনজন সে তুলনায় কিছুই নই।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমরা টিকে গেছি। স্পেসশিপ দুর্ঘটনায় বেঁচে থাকার রেকর্ড শুধু আমাদেরই আছে।'

'তাই ? দেখ, জন হেস্টার কিন্তু ছিলেন শিপে, এবং তিনিও একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। কুয়েনটিনের সমপর্যায়ের না হলেও, বেশ গুরুত্ব ছিল তাঁর। তো, দুর্ঘটনা ঘটার আগে শেষবার যখন ডিনার খেলাম, ঘটনাচক্রে জন হেস্টারের কাছেই ছিলাম আমি। কুয়েনটিনের মতো তিনিও মারা গেছেন এই দুর্ঘটনায়, অথচ তাঁর মৃত্যুর কথা চাপা পড়ে গেছে। কুয়েনটিনকে মনে রেখেছে সবাই, কিন্তু হেস্টারকে রাখেনি। আমরাও হয়তো ভুলে যেতাম, চাক্ষুষ দেখেছি বলে মনে আছে। কাজেই আমাদের কেউ ভুলে গেলেও এ নিয়ে আফসোস করে লাভ নেই, অন্তত বেঁচে তো আছি আমরা।'

খানিকক্ষণ নীরব থাকার পর ব্র্যানডন যখন কথা বলল, বোঝা গেল মূরের যুক্তিগুলো সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ব্র্যানডন বলল, 'আমি যা বলতে চাই তোমাদের, তা হচ্ছে– আমরা আবার নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছি। আজ থেকে বিশ বছর আগে ভেসটায় বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থেকেছি আমরা। আজ আমরা পরিত্যক্ত বিস্মৃতির মাঝে। সবশেষে তিনজন এখন আগের মতো এক হয়েছি আবার, কিছু একটা করতে হবে আমাদের। বিশ বছর আগে ওয়ারেন আমাদের নামিয়ে নিয়ে এসেছিল ভেসটায়। এখন আমাদের নতুন সমস্যার সমাধান করতে হবে।'

'তার মানে, বিস্মৃতিটাকে মুছে ফেলতে চাও ?' বলল মূর। 'আমাদেরকে আবার বিখ্যাত করে তুলতে চাও ?'

'নিশ্চয়ই। কেন নয় ? এই বিশতম অনুষ্ঠান বার্ষিকী উদ্‌যাপনের এরচে' ভালো কোনো পথ জানা আছে তোমার ?'

'না। তবে আমার জানতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে, কোত্থেকে শুরু করার আশা রাখছ তুমি। আমি মনে করি না সিলভার কুইন-এর কথা এখন আদৌ মনে রেখেছে মানুষ। শুধু কুয়েনটিন এর ব্যতিক্রম, কাজেই তোমাকে এমন কিছু নিয়ে ভাবতে হবে, যাতে সেই দুর্ঘটনার কথা মনে পড়ে যায় সবার। ঠিক এভাবেই শুরু করতে হবে।'

অস্বস্তির সাথে নড়েচড়ে উঠল বীয়া এবং তার ভোঁতা চেহারায় চিন্তার ছাপ পড়ল। সে বলল, 'কিছু লোক মনে রেখেছে সিলভার কুইন-এর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

[illegible] নাই ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি মনে রেখেছে, এখন তোমরা যদি পুরনো ওই জাহাজটা আবার নতুন করে দাঁড় করাও, বেশ মজার ব্যাপার হবে নাকি। যাহোক, আমি ভেসটায় গিয়েছিলাম দশ-বারো বছর আগে। তো, ওদেরকে জিজ্ঞেস করলাম স্পেসশিপের যে ভাঙা অংশ নিয়ে আমরা ফিরে আসি, সেটা এখনো আছে কি না। ওরা বলল নিশ্চয়ই আছে। কে ওটা সরালো ওখান থেকে ? ভাবলাম এক নজর দেখে যাই সিলভার কুইন-এর টুকরোগুলোকে। পিঠে রিঅ্যাকশন মোটর বাঁধা অবস্থায় দেখতে গেলাম ওগুলোকে। তোমরা তো জানোই, ভেসটার যে মাধ্যাকর্ষণ– তাতে একটা রিঅ্যাকশন মোটর সব সময় দরকার। যাই হোক, আমি দূর থেকে শুধু দেখতে পেয়েছি ওটাকে। ফোর্স-ফিল্ডের ভেতর আবদ্ধ ছিল ওটা।'

ব্র্যানডনের ভুরুজোড়া উঁচু হয়ে আকাশে ঠেকার যোগাড়। বলল, 'আমাদের সিলভার কুইন ? তা—ওখানে কেন ?'

'আমি ফিরে গিয়ে ওদেরকে জিজ্ঞেস করেছি—ভাঙা অংশটা ফোর্স-ফিল্ডের ভেতর কেন ? কোনো সদুত্তর পাইনি, আর তারা জানত না আমি সেখানে যাচ্ছি। ওরা অবশ্যি বলেছে, টুকরো বিমা কোম্পানির কবজায় চলে এসেছে।'

মূর মাথা নেড়ে বলল, 'নিশ্চয়ই। টাকা-পয়সা সব বুঝিয়ে দেয়ার পর ওটার দায়িত্ব নিয়ে নেয় ওরা। তখন ক্ষতিপূরণ বাবদ একটা চেক পাওয়ার পর আমার স্যালভিজ রাইটস লিখে দিই ওদের। আমি নিশ্চিত তোমরাও দিয়েছ।'

ব্র্যানডন বলল, 'কিন্তু ওটা ফোর্স ফিল্ডে কেন ? এত প্রাইভেসির দরকারটা কী ?'

'জানি না।'

'ওই ধ্বংসাবশেষের তো কোনো মূল্য নেই, এমনকি স্ক্র্যাপ মেটাল হিসেবেও দাম হবে না। অনেক খরচ পড়ে যাবে ওই জিনিস বয়ে আনতে।'

শীয়া বলল, 'ঠিক বলেছ। মজার একটা কাজ করছে ওরা। সিলভার কুইন-এর টুকরো-টাকরা সব যোগাড় করছে স্পেস থেকে। সেখানে একটা স্তূপ দেখেছি এই ভাঙা টুকরোগুলোর। ফ্রেমের দুমড়ানো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অংশগুলো মিলে জঞ্জালের ডাঁই করেছে একটা। জঞ্জালটা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে জেনেছি, শিপগুলো একের পর এক ল্যান্ড করে আরো ভাঙা অংশ নিয়ে আসছে সিলভার কুইন-এর। বিনিময়ে ইন্সুরেন্স কোম্পানি মোটা অঙ্কের মূল্য দিচ্ছে যে কোনো টুকরোর জন্যে। এ জন্যে ভেসটার আশেপাশে যত স্পেসশিপ রয়েছে, সব ক'টাই সারাক্ষণ খুঁজে বেড়াচ্ছিল এই টুকরোগুলো। তারপর শেষবার যখন ভেসটায় যাই, সিলভার কুইন-এর ধ্বংসাবশেষ দেখতে গিয়ে স্তূপটাকে আরো বিশাল অবস্থায় পেলাম।'

'তার মানে তুমি বলতে চাইছ, ওরা এখনো খুঁজে বেড়াচ্ছে সিলভার কুইন-এর ভাঙা অংশ?' ঝিলিক দিয়ে উঠল ব্র্যানডনের চোখ।

'জানি না। হয়তোবা থেমে গেছে ওরা। তবে দশ-বারো বছর আগের স্তূপটার চেয়ে পরের স্তূপটা যে রকম বড় দেখেছি, তাতে মনে হচ্ছে এখনো খুঁজে বেড়াচ্ছে ওরা।

চেয়ারের পেছনে হেলান দিয়ে পায়ের ওপর পা রাখল ব্র্যানডন। বলল, 'ভারি অদ্ভুত লাগছে ব্যাপারটা। এ রকম একটা ধূর্ত কোম্পানি অবলীলায় টাকা ছড়াচ্ছে সামান্য কিছু ধাতব টুকরোর জন্যে, চষে বেড়াচ্ছে ভেসটার পার্শ্ববর্তী স্পেসে, তাও সেটা বিশ বছর আগের ভাঙা জিনিস।'

'হয়তো বা ওরা প্রমাণ করার চেষ্টা করছে', বলল মূর। 'ওটা নিছক কোনো দুর্ঘটনা ছিল না, ছিল স্যাবোটাজ—ষড়যন্ত্রমূলক আক্রমণ।'

'এই বিশ বছর পর? ওরা সেটা প্রমাণ করতে পারলেও তো টাকাটা ফেরত পাবে না এখন। ওটা এখন ডেড ইস্যু।'

'হয়তো কয়েক বছর আগেই খোঁজাখুঁজি বাদ দিয়েছে ওরা।'

ব্র্যানডন পৌঁছে গেল সিদ্ধান্তে, 'আমাদের জানতে হবে সেটা। এখানে কৌতূহলোদ্দীপক কিছু রয়েছে, যা আমাকে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করেছে। রহস্যটা জানার জন্যে এখন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে মনটা।'

'নিশ্চয়ই জানবে', বলল শীয়া। 'কিন্তু এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবে কাকে?'

'মাল্টিভ্যাককে', বলল ব্র্যানডন।

চোখ দুটো বড় হল শীয়ার। বলল, 'মাল্টিভ্যাক! বল তো, মূর, মাল্টিভ্যাক আউটলেট আছে নাকি তোমাদের এখানে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়।

আমি কখনো দেখিনি জিনিসটা, অথচ দেখার জন্যে সব সময় উদগ্রীব।'

'ওটা দেখার মতো কিছু নয়, মাইক। এটা দেখতে স্রেফ একটা টাইপ-রাইটারের মতো। মাল্টিভ্যাক আউটলেটের সাথে আবার আসল মাল্টিভ্যাককে গুলিয়ে ফেল না তুমি। এমন কাউকে আজ পর্যন্ত পাইনি, যে মাল্টিভ্যাককে দেখেছে কখনো।'

ছেলেটা নাড়া দিল মূরকে। মৃদু হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে। জীবনে কখনো সেই টেকনিশিয়ানদের কারো সন্ধান পাবে কি না সন্দেহ, যারা পৃথিবীর গোপন কোনো জায়গায় বেশিরভাগ কর্মদিবস কাটিয়েছে মাইলখানেক লম্বা সুপার কম্পিউটারের সাথে। এই কম্পিউটারটি মানুষের অনেক বিষয়ের জ্ঞান ভাণ্ডার। মানুষের অর্থনীতিকে পথ দেখাচ্ছে এটা, পরিচালনা করছে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণা, সহযোগিতা করছে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে। তাছাড়া এই কম্পিউটারের অসংখ্য সার্কিট রয়েছে ব্যক্তিগত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্যে, যেখানে প্রাইভেসি রক্ষা করা হয় কঠোরভাবে।

পাওয়ার রুমটা রয়েছে তিন তলায়। সেখানে যাওয়ার জন্যে রওনা হল ওরা। যেতে যেতে ব্র্যানডন বলল, 'বাচ্চাদের জন্যে একটা মাল্টিভ্যাক জুনিয়ার আউটলেট বসানোর কথা ভাবছি। হোমওয়ার্কে বেশ কাজ দেবে, সেই সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে জানতে পারবে ওরা। তাই বলে দামি এবং বিলাসবহুল কিছু বসাব না। তোমারটা কেমন কাজ করছে, ও'হেরেন?'

মূর সংক্ষেপে বলল, 'বাচ্চারা প্রশ্নগুলো আগে দেখিয়ে নেয় আমাকে। আমি অনুমতি না দিলে মাল্টিভ্যাক প্রশ্নগুলোর দিকে নজর দেয় না।'

মাল্টিভ্যাক আউটনোট আসলে সাধারণ টাইপ রাইটারের মতোই, সামান্য কিছু বাড়তি কাজ করে—এই যা।

কম্পিউটারের প্যানেট-ওয়াইড নেটওয়ার্ক চালু করে দিল মূর। তারপর বলল, 'শুনে নাও তোমরা। এখন যা বলব, রেকর্ড করবে এই যন্ত্র। যেহেতু আজ আমাদের অনুষ্ঠান রয়েছে, কাজেই বাড়তি ভ্যাজর ভ্যাজর করব না। তোমরা যা বলবে তাই বলে যাব। তাছাড়া এসব নিয়ে তেমন কৌতূহলও নেই আমার। এখন বল, প্রশ্নটা করব কিভাবে?'

www.BanglaBook.org

ব্র্যানডন বলল, 'স্রেফ জিজ্ঞেস করো: ট্রান্স-স্পেস বিমা কোম্পানি ভেসটার আশেপাশে এখনো অনুসন্ধান চালাচ্ছে কি না সিলভার কুইন-এর টুকরোগুলোর জন্যে ? হাঁ অথবা না সহজ জবাব আসবে এ প্রশ্নের।'

মূর কাঁধ ঝাঁকিয়ে ব্র্যানডনের প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করল, রুদ্ধনিশ্বাসে সেটা পর্যবেক্ষণ করল শীয়া। মূরের কাছে জানতে চাইল, 'জবাবটা আসবে কিভাবে ? কথা বলবে নাকি যন্ত্রটা ?'

মৃদু হাসলে মূর, 'আরে—না। সে রকম জবাব পাওয়ার মতো খরচ করি না আমি। এই মডেলের কাজ হচ্ছে টেপের মাধ্যমে জবাব দেয়া। ওই যে স্লটটা দেখছ, ওটা থেকে ছোট্ট এক চিরকুটে প্রিন্ট হয়ে আসবে জবাব।'

সত্যিই, মূরের প্রশ্নের জবাবে টেপ থেকে ছোট্ট একটা চিরকুট বেরিয়ে এল স্লটের মাধ্যমে। চিরকুটটা ছিঁড়ে নিয়ে মূর একনজর দেখে বলল, 'ঠিক আছে, মাল্টিভ্যাক হ্যাঁ বলেছে।'

'এ্যাঁ!' উত্তেজিত দেখাল ব্র্যানডনকে। 'বলেছে তোমাকে! এখন জিজ্ঞেস করো তো– কেন।'

'নির্বোধের মতো কাজ হবে এটা। এ ধরনের প্রশ্ন সুস্পষ্টভাবে প্রাইভেসির বিরুদ্ধে যাবে। জবাবে বেরিয়ে আসবে হলুদ এক টুকরো কাগজ—যেখানে কারণ দর্শাতে বলা হবে।'

'আরে, জিজ্ঞেস করেই দেখ না। টুকরোগুলোর রহস্য উদ্ধারের জন্যে অনুসন্ধান চালায়নি ওরা। দেখ, হয়তো বা এই অনুসন্ধানের কারণটা গোপন রাখেনি বিমা কোম্পানি।'

শ্রাগ করল মূর। যন্ত্রটার কাছে জানতে চাইল, ট্রান্স স্পেস ইন্স্যুরেন্স সিলভার কুইন সার্চ প্রজেক্টটা চালাচ্ছে কেন ? আগের প্রশ্নের সাথে সম্পর্ক রয়েছে এ প্রশ্নের।'

সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল এক টুকরো হলদে কাগজ। তাতে লেখা, 'যে তথ্যটি জানতে চান, সেটা আপনার কী কাজে লাগবে ?'

'ঠিক আছে', একটুও বিব্রত হল না ব্র্যানডন। 'তুমি বলে দাও, আমরা এই ধ্বংসপ্রাপ্ত শিপ থেকে উদ্ধার পাওয়া তিন নভোচারী—আমাদের অধিকার আছে এ তথ্য জানার। হ্যাঁ, এগিয়ে যাও। বল এটা।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আনুষ্ঠানিকভাবে ব্র্যানডনের কথামত কাজ করল মূর। বিনিময়ে পাওয়া গেল আরেকটা হলদে চিরকুট, 'আপনার কারণটা যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত নয়, কাজেই কোনো জবাব পাবেন না এ প্রশ্নের।'

ব্র্যানডন বলল, 'এ তথ্য গোপন রাখার কোনো অধিকার নেই তাদের। আমি যথেষ্ট মনে করি না।'

'ওটা মাল্টিভ্যাকের ব্যাপার', বলল মূর। 'প্রশ্নের যৌক্তিকতা বিচার করে জবাব দেয় এটা এবং কোনো প্রশ্ন যদি প্রাইভেসি রক্ষার বিরুদ্ধে চলে যায়, তখন কারণ দর্শাতে বলে। সরকার স্বয়ং কোর্টের আদেশ ছাড়া এই নীতি লঙ্ঘন করতে পারে না। আর গত দশ বছরে একটিবারও মাল্টিভ্যাকের বিরুদ্ধে যায়নি কোর্ট। কাজেই এখন কী করবে তুমি?'

লাফ দিয়ে বসা থেকে দু'পায়ে খাড়া হয়ে গেল ব্র্যানডন। দ্রুত পায়চারি করতে লাগল ঘরময়। টেনশনে থাকলে এ রকম করাটা তার স্বভাব।

'ঠিক আছে', বলল ব্র্যানডন। 'আমরা নিজেরাই খুঁজে বের করব ওদের সিলভার কইন-এর অংশগুলো সংগ্রহের কারণ। টুকরোগুলো কেন ওদের মাথা ব্যথা হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেটা যাচাই করাটা জরুরি। আর যাই হোক, বিশ বছর পর স্যাবোটাজের কোনো প্রমাণ খুঁজে বেড়াচ্ছে না ওরা। এ ব্যাপারে আমরা তো একমত। তবে ট্রান্স স্পেস অবশ্যই কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে টুকরোগুলো। টুকরোগুলোর মাঝে মূল্যবান এমন কিছু রয়েছে, যার চাহিদা আছে সব সময়। এখন খুঁজে দেখতে হবে, সেই মূল্যবান জিনিসটা কী?'

'মার্ক, তুমি একজন স্বপ্নদর্শী', বলল মূর।

ব্র্যানডন সুস্পষ্টভাবে এড়িয়ে গেল মূরের কথা। বলল, 'এটা ধনরত্ন বা টাকা-পয়সা কিংবা সিকিউরিটিজ কিছু হবে না। এসব কোনো কিছু দিয়েই ওদের অনুসন্ধান খরচ উসুল হবে না। এর মধ্যেই সিলভার কুইন-এর টুকরো খুঁজতে গিয়ে প্রচুর টাকা ঢেলেছে ওরা। সিলভার কুইন যদি খাঁটি সোনায় তৈরি হয়, তবু পোষাবে না ওদের। এরচে' আরো মূল্যবান কী হতে পারে?'

'তুমি তার মূল্য বিচার করতে পারবে না, মার্ক', বলল মূর। 'একটা চিঠির দাম এক সেন্টের একশো ভাগের একভাগও হবে না ফালতু কাগজ

www.BanglaBook.org

হিসেবে, আবার সে চিঠিটাই অন্য দিক দিয়ে দশ কোটি ডলারের জিনিস হতে পারে একটা সংস্থার কাছে, সেটা নির্ভর করে চিঠির বিষয়ের ওপর।'

ব্র্যানডন প্রবলভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'ঠিক বলেছ। ডকুমেন্টস। মূল্যবান কাগজপত্র খুঁজছে ওরা। এখন দেখতে হবে, ওই ট্রিপে কার এমন কাগজপত্র ছিল যার মাঝে রয়েছে কোটি কোটি ডলার?'

'এর সম্ভাব্য উত্তর কিভাবে দেয়া সম্ভব?'

'আচ্ছা, ড. হোরেস কুয়েনটিনের অবস্থা কেমন ছিল? তাঁর সম্পর্কে কতটুকু জান, বল তো, ওয়ারেন? তিনি এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন, একমাত্র তাঁকেই মনে রেখেছে সবাই। তাঁর সাথে যে কাগজপত্র ছিল, সেগুলোই খোঁজা হচ্ছে হয়তো? নতুন কোনো আবিষ্কারের বিস্তারিত তথ্য সম্ভবত ছিল সে কাগজপত্রে। ইস, শিপে যদি তাঁর সাথে আমার দেখা হতো একবার! মামুলি আলাপের সময় হয়তো তিনি কিছু বলতেন আমাকে। তুমি কখনো তাঁকে দেখেছ, ওয়ারেন?'

'মনে পড়ছে না। তবে কথা বলিনি। কাজেই মামুলি আলাপের প্রসঙ্গটিও বাদ। অবশ্যই তাঁর আশেপাশে বার কয়েক গেছি, কিন্তু বুঝতে পারিনি।'

'না, তুমি কখনো তাঁর আশেপাশে যাওনি', বলল শীয়া। হঠাৎ চিন্তিত দেখাল তাকে। 'একটা জিনিস মনে পড়েছে আমার। একজন যাত্রী কখনো তাঁর কেবিন ছেড়ে বেরোননি। শিপের স্টুয়ার্ড এ নিয়ে কী যেন বলছিল। এমন কি তিনি খেতে পর্যন্ত বেরোতেন না।'

'তিনি কি কুয়েনটিন?' পায়চারি থামিয়ে শীয়ার মুখের দিকে সাগ্রহে তাকাল ব্র্যানডন।

'হতে পারে, ব্র্যানডন। তিনি হতে পারেন কুইনটিন। তবে কারো মুখ থেকে কিছু শুনিনি। মনে পড়ে না আমার। এটা ঠিক যে, তিনি অবশ্যই বিরাট কোনো ব্যক্তিত্ব। তা না হলে তাঁর কেবিনে খাবার পৌঁছে দেয়ার কথা নয়।'

'এবং কুয়েনটিন ছিলেন ওই ট্রিপের একজন বিগ শট', সন্তুষ্টি নিয়ে বলল ব্র্যানডন। 'বোঝা যাচ্ছে, গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা ছিল তাঁর কেবিনে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যা গোপন রেখেছিলেন তিনি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'[illegible] মহাশূন্য যাত্রায় অসুস্থ ছিলেন তিনি', বলল মূর। 'তাছাড়া—
[illegible]কে চুপ মেরে গেল সে।

'হ্যাঁ, বলে যাও', ত্বড়িত বলল ব্র্যানডন। 'তোমারও কিছু মনে পড়েছে নাকি ?'

'হয়তো। তোমাদের তো বলেছি, শিপে শেষবার যখন ডিনার খাই, ড. হেস্টারের কাছে বসেছিলাম আমি। তিনি কোনো এক বিশেষ কারণে দেখা করতে চেয়েছিলেন ড. কুয়েনটিনের সাথে, কিন্তু সে সৌভাগ্য তাঁর হয়নি।'

'হবে কী করে', বলল ব্র্যানডন। 'কুয়েনটিন তো তাঁর কেবিন থেকেই বেরোতেন না।'

'হেস্টার অবশ্যি সে কথা বলেননি। কী যেন বলছিলেন তিনি ?' মূর [illegible] কপালের দু'পাশ দু'হাত দিয়ে এমনভাবে চেপে ধরল, যেন চাপ দিয়ে জোর করে আনতে চাইছে বিশ বছর আগের স্মৃতি। 'সেই কথাগুলো অবশ্যি সঠিকভাবে বলতে পারব না তোমাদের, তবে তিনি কুয়েনটিন সম্পর্কে এমন কিছু বলেন, যা অত্যন্ত নাটকীয় মনে হয়েছিল আমার কাছে। গ্যানিমিডে কোনো বৈজ্ঞানিক কনফারেন্সের আয়োজন করতে চাইছিলেন তাঁরা। তবে কুয়েনটিন—এমন কি তাঁর কাগজপত্রের টাইটেল পর্যন্ত ঘোষণা করেননি।'

'খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে সব', আবার দ্রুত পায়চারি শুরু করল ব্র্যানডন। 'বড় ধরনের নতুন কোনো আবিষ্কারের তথ্য ছিল কুয়েনটিনের কাছে, যে জিনিসটি সম্পূর্ণভাবে গোপন রেখেছিলেন তিনি। গ্যানিমিডের কনফারেন্সে নাটকীয়ভাবে সেই আবিষ্কারের তথ্য প্রকাশ করে আলোড়ন তুলতে চেয়েছিলেন হয়তো। কুয়েনটিন তাঁর কেবিন থেকে বেরোতেন না সম্ভবত হেস্টারের ভয়ে। আশঙ্কা ছিল, হেস্টার তাঁকে ফুঁসলে পেটের সব কথা বের করে নেবেন—এবং মওকা পেলে হেস্টার যে এ কাজ করতেন, এ আমি বাজি ধরে বলতে পারি। তারপর মহাশূন্যে ভাসমান শিলাখণ্ডের সাথে সংঘর্ষ হয় আমাদের স্পেসশিপের এবং মারা যান কুয়েনটিন। পরে ট্রান্স স্পেস ইন্সুরেন্স যখন নিজেদের স্বার্থে তদন্তে নামে, তখন ওদের কানে আসে কুয়েনটিনের নতুন আবিষ্কারের গুঞ্জন। ওরা ভেবে দেখে, যদি এ জিনিস কোনোভাবে আয়ত্তে নিতে পারে, তাহলে ক্ষতি তো পুষিয়ে নিতে

www.BanglaBook.org

পারবেই, বরং লাভও হবে প্রচুর। এ জন্যে প্রথমে শিপটার মালিকানা নিয়ে নেয় ওরা, তারপর টুকরোগুলোর মাঝে খুঁজতে শুরু করে কুয়েনটিনের কাগজগুলো।'

ব্র্যানডনের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ থেকে হাসল মূর। বলল, 'তোমার থিওরিটা চমৎকার, মার্ক। একদম শূন্য থেকে দারুণ একটা জিনিস উদ্ভাবন করেছ তুমি, এবং তোমার এই গুণ অর্থবহ করে তুলেছে পুরোটা সন্ধ্যা।'

'ও, তাই ? শূন্য থেকে কিছু একটা ? মাল্টিভ্যাককে জিজ্ঞেস করো আবার। এ মাসের বিলটা না হয় আমি দেব।'

'ঠিক আছে, তোমার যত খুশি প্রশ্ন করো, বিল লাগবে না। এরচে' বরং আমার অতিথি হয়েই থাক। যদি কিছু মনে না করো, তাহলে জাবরার বোতলটা আনতে যাচ্ছি আমি। তোমার সাথে তাল মেলাতে হলে আরেকবার চুমুক দিতে হবে এ জিনিসে।'

'আমার জন্যেও এনো', বলল শীয়া।

ব্র্যানডন বসল এসে টাইপরাইটারের সামনে। প্রশ্নটা টাইপ করার সময় আগ্রহের আতিশয্যে আঙুলগুলো কেঁপে উঠল তার। সে লিখল, 'ড. হোরেস কুয়েনটিনের শেষ অনুসন্ধানের ধরণাটা কী ছিল ?'

বোতল আর গ্লাস নিয়ে ফিরে এসেছে মূর। ততক্ষণে কম্পিউটার থেকে বেরিয়ে এসেছে উত্তর। এবার এসেছে সাদা কাগজে। উত্তরটা বেশ লম্বা এবং ছাপাটাও চমৎকার। তবে উত্তরের বেশিরভাগ জুড়ে রয়েছে বিশ বছর আগে বিভিন্ন সাময়িকীতে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক নিবন্ধের রেফারেন্স।

মূর উত্তরটা দেখে নিয়ে বলল, 'আমি পদার্থবিদ নই, তবে এই রেফারেন্সগুলো দেখে মনে হচ্ছে দৃষ্টি ও আলোক বিজ্ঞানের প্রতি যেন বিশেষ আগ্রহ ছিল তাঁর।'

ব্র্যানডন অধৈর্যভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'কিন্তু এসব তো ছাপা হয়েছে। আমি তাঁর এমন কিছু কাগজ চাইছি, যেগুলো ছাপা হয়নি এখনো।'

'সে রকম কোনো কাগজ আমরা এখনই খুঁজে পাব না।'

'ইন্সুরেন্স কোম্পানি পাবে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থাকা তো নিছক তোমার থিওরি।'

ব্র্যানডন চঞ্চল হাতে তার চিবুক ঘষতে ঘষতে বলল, 'মাল্টিভ্যাককে আরেকটা প্রশ্ন করতে দাও আমাকে।'

টাইপরাইটারের সামনে বসে আবার টাইপ করল ব্র্যানডন, 'ড. হোরেস কুয়েনটিনের সহকর্মীদের ভেতর যাঁরা তাঁকে ইউনিভার্সিটিতে ফ্যাকাল্টির বিভিন্ন কাজে সাহায্য করেছেন, তাঁরা যে ক'জন জীবিত আছেন, তাঁদের নাম এবং টিউব নম্বর দাও।'

'তুমি জান কী করে, তিনি এক ইউনিভার্সিটির কোন ফ্যাকাল্টিতে ছিলেন?' জিজ্ঞেস করল মূর।

'না থাকলে মাল্টিভ্যাক সেটা বলবে আমাদের।'

একটা স্লিপ বেরিয়ে এল স্লট থেকে। তাতে শুধু একটা নাম লেখা।

মূর বলল, 'তুমি কি এই মানুষটার সাথে যোগাযোগের চিন্তা ভাবনা করছ?'

'নিশ্চয়ই', বলল ব্র্যানডন। 'ভদ্রলোকের নাম ওটিস ফিটজসিমনস, নামের সাথে ডেট্রয়েটের টিউব নম্বর রয়েছে। ওয়ারেন, আমি কি—'

'আমার অতিথি হয়েই থাক না। এটা এখনো তো একটা খেলার অংশ।'

মূরের টিউব কীবোর্ডে নির্দিষ্ট কম্বিনেশন সাজাল ব্র্যানডন। একটা নারীকণ্ঠ সাড়া দিল। ড. ফিটজসিমনসকে চাইল ব্র্যানডন, তারপর একটুখানি অপেক্ষা।

লঘু একটা বয়স্ক কণ্ঠ শোনা গেল, 'হ্যালো।' ব্র্যানডন বলল, 'ড. ফিটজসিমনস, আমি ট্রান্স স্পেস ইন্সুরেন্স কোম্পানির প্রতিনিধি। প্রয়াত ড. হোরেস কুয়েনটিন সম্পর্কে কিছু জানতে চাইছি আপনার কাছে।'

'হায় ঈশ্বর! একি করছ, মার্ক', আঁতকে উঠে ফিসফিস করল মূর। কিন্তু ব্র্যানডন হাত তুলে কঠোরভাবে চুপ থাকতে ইশারা করল তাকে।

এদিকে ওপাশে কোনো কথা নেই। নীরবতা এত দীর্ঘ হল, বিকল হয়ে যাওয়ার উপক্রম টিউব। তারপর শোনা গেল বুড়োর কণ্ঠ, 'এতগুলো বছর পর? আবার?'

মনের উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে না পেরে পটাপট আঙুল মটকাল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্র্যানডন। তবে কথা বলার সময় ঠিকই স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখল, 'আমরা এখনো অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছি, ডক্টর। আপনি যদি কষ্ট করে মনে আনার চেষ্টা করতেন ব্যাপারটা, শেষ ট্রিপে কি এমন তথ্য ছিল ড. কুয়েনটিনের সাথে, যা তাঁর অপ্রকাশিত শেষ আবিষ্কার।'

জিভ দিয়ে শব্দ করে অধৈর্য দেখালেন তিনি। বললেন, 'আমি তো বলেছি আপনাদের, এ ব্যাপারে কিছু জানা নেই আমার। এসব নিয়ে আবার বিরক্ত হতে চাই না আমি। ছোট একটা যন্ত্র বা অন্য কিছুর ব্যাপারে অবশ্যি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তিনি।'

'কিসের যন্ত্র, স্যার?'

'আমি তো বলছি জানি না কিছু। একবার একটা নাম বলেছিলেন তিনি, সে নাম দিয়েছি আপনাদের। আমি মনে করি না সেটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু।'

'আমাদের রেকর্ডে তো সে নাম নেই, স্যার।'

'থাকা তো উচিত। আহ, কী যেন নামটা? অপটিকন, হ্যাঁ— তাই হবে।'

'মাঝখানে কি "কে" হবে?'

'সি বা কে একটা কিছু হবে, আমি পরোয়া করি না সেটা। এখন দয়া করে আমাকে এ নিয়ে আর বিরক্ত করবেন না। গুড-বাই।' লাইনটা ডেড হয়ে যাওয়ার পরও অভিযোগের ভঙ্গিতে বিড়বিড় করছিলেন বুড়ো।

ব্র্যানডন খুশি।

মূর বলল, 'মার্ক, চরম মূর্খের মতো একটা কাজ করেছ তুমি। নকল পরিচয়ে টিউবের মাধ্যমে কথা বলাটা অবৈধ একটা কাজ। তিনি যদি তোমাকে বিপদে ফেলতে চান—'

'কেন করবেন তিনি? দেখ গে, এর মধ্যে ব্যাপারটা ভুলে গেছেন ভদ্রলোক। তবে তুমি কি দেখোনি, ওয়ারেন? টাইম স্পেস এসব ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে আসছে তাঁকে। তিনি বলে যাচ্ছেন, তাঁর যা বলার আগেই সব বলে দিয়েছেন।'

'ঠিক আছে, সেটা তো তুমি আগেই বেশ করে ধরে নিয়েছিলে। এছাড়া আর কী জানতে পেরেছ, বলো?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আরো অনেক পেয়েছি,' বলল ব্র্যানডন। 'ছোট একটা যন্ত্রের কথা বলে গেছেন কুয়েনটিন, যার নাম অপটিকন।'

'ক্রিটিজানমাস এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলেননি। এই যন্ত্রের ব্যাপারটি যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে একটা ক্ষেত্রে দারুণ মিল পাওয়া যায়। শেষের দিকে অপটিকস, অর্থাৎ দৃষ্টি ও আলোক বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকেছিলেন কুয়েনটিন। অপটিকস-এর সাথে অপটিকন নামের একটা মিল দেখা যাচ্ছে। তবে ব্যাপারটা আমাদেরকে আরো সামনে এগোতে একে দিচ্ছে না।'

'ট্রান্স স্পেস ইনসুরেন্স হয় এই অপটিকন খুঁজে বেড়াচ্ছে, নয় তো খুঁজছে এই যন্ত্রের সাথে জড়িত কাগজগুলো। কুয়েনটিন সম্ভবত বিস্তারিত লুকিয়ে রেখেছিলেন তাঁর হ্যাটের ভেতর এবং যন্ত্রের একটা মডেল ছিল সেখানে। শীয়া বলল, ওরা নাকি ধাতব জিনিস সব কুড়িয়ে দেখছে। ঠিক কি না?'

'সেখানে ধাতব জিনিসের বিশাল এক জঞ্জাল গাদা করা ছিল', সায় দিল শীয়া।

'এখন কথা হচ্ছে, ওরা যদি শুধু কাগজের পেছনে ছুটত, তাহলে ধাতব জিনিসগুলো ওভাবে গাদা করে রাখত না, দেখে নিয়ে ফেলে দিত স্পেসে। কাজেই আমরা যা চাই এখন, সেটা ছোট একটা যন্ত্র, যার নাম হয়তোবা অপটিকন।'

'তোমার থিওরি যদি নির্ভুলও হয়, মার্ক, এবং আমরা যদি একটা অপটিকন খুঁজে বেড়াই, আমাদের সে অনুসন্ধান এখন সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়ে যাবে', রসকষহীন কণ্ঠে বলল মুর। 'আমার ধারণা, ভেসটার চারপাশের যে কক্ষপথ, সেখানে স্পেসশিপের ধ্বংসাবশেষের শতকরা দশ ভাগের কিছু বেশি অবশিষ্ট রয়েছে। ভেসটার এসকেপ ভেলোসিটি তো আসলে কিছুই নয়। নিছক সৌভাগ্যক্রমে কিছু টুকরো এসে জায়গা নিয়েছে ভেসটার কক্ষপথে, তারপর অনুকূল দিকে অনুকূল বেগ নিয়ে ছুটছে। বাকি টুকরোগুলো চলে গেছে, ছড়িয়ে পড়েছে গোটা সৌরজগৎ জুড়ে।'

'ওরা তো ঠিকই একের পর এক কুড়িয়ে নিচ্ছে টুকরোগুলো', বলল ব্র্যানডন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ, নিচ্ছে। সেটা ওই শতকরা দশভাগ থেকে—ব্যস, এই।'

হতোদ্যম হল না ব্র্যানডন। চিন্তিতভাবে বলল, 'ধরো, জিনিসটা আছে সেখানে ঠিকই, তবে সেটা খুঁজে পেল না ওরা। কেউ কি তখন ওদেরকে পাশ কাটিয়ে পেতে পারে না ওটা?'

মাইক শীয়া সশব্দে হেসে বলল, 'আমরা সেখানে যেতে পারব ঠিকই, কিন্তু জিনিসটা নিয়ে ফিরে আসতে পারব না। শেষে পালাতে হবে প্রাণ নিয়ে, এবং সানন্দে করব কাজটা। এখন আমরা ছাড়া আর কে যাবে সেখানে?'

'ঠিক বলেছ', সায় দিল মূর। 'এবং আর কেউ যদি সেটা কুড়িয়েই পায়, তাহলে ওরা ব্যাপারটা গোপন রাখছে কেন?'

'সম্ভবত ওরা জানে না এটা কী।'

'তাহলে আমরা এগোব কিভাবে—' কথার মাঝপথে শীয়ার দিকে ফিরল মূর। 'তুমি কী বল?'

শীয়া শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'কে, আমি?'

'ঠিক এখন, আমাদের চারদিকে রয়েছে', কিছু একটা কল্পনা করছে মূর। আবেশে সরু হয়ে এসেছে চোখ দুটো। মাথা ঝাঁকিয়ে যেন পরিষ্কার করতে চাইল চিন্তা। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'গ্রেট গ্যালাক্সি!'

'কী বলছ তুমি?' উত্তেজনা নিয়ে জিজ্ঞেস করল ব্র্যানডন। 'কী হয়েছে, ওয়ারেন?'

'আমি ঠিক জানি না। তোমার থিওরিগুলো দিয়ে আমাকে পাগল করে তুলেছ তুমি। এত পাগল, ব্যাপারটাকে সিরিয়াস হিসেবে নিতে শুরু করেছি। তুমি তো জান, শিপের ধ্বংসাবশেষ থেকে কিছু জিনিস সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম আমরা। মানে, আমাদের কাপড়-চোপড় এবং ব্যক্তিগত ব্যবহার্য জিনিসগুলো ছাড়াও কিছু জিনিস এনেছিলাম সঙ্গে। সেগুলো তো রয়ে গেছে এখনো, অন্তত আমার কাছে আছে।'

'কী?'

'এটা সেই মুহূর্ত, যখন ধ্বংসাবশেষের ভিতরের দিকে আমার পথ করে নিচ্ছি, আমি যেন এখন সেই দৃশ্যপটে আছি, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি—কিছু জিনিস দ্রুত কুড়িয়ে আমার স্পেসস্যুটের পকেটে রাখলাম। জানি না

[illegible] কাজ। আমি তো তখন আসলে আমার মাঝে ছিলাম [illegible] ছাড়াই এ কাজ করেছি। স্যুভেনির ছিল বোধহয় [illegible]। পৃথিবীতে নিয়ে এসেছিলাম।'

'কোথায় সে সব ?'

'জানি না। এক জায়গায় তো আর থাকিনি আমরা, জান তো সেটা।'

'ফেলে তো আর দাওনি বাইরে, নাকি দিয়েছ ?'

'না, তবে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গেলে জিনিসপত্র হারিয়ে যেতে পারে।'

'যদি কোথাও ছুঁড়ে না দিয়ে থাক, তাহলে এ বাড়িতেই আছে সে জিনিস।'

'হারিয়ে যদি না যায়, তাহলে থাকার কথা। তবে আমি দিব্যি করে বলছি, গত পনেরো বছরে ওসব দেখেছি বলে মনে পড়ে না।'

'তা---কী ছিল সেই স্যুভেনির ?'

ওয়ারেন মূর বলল, 'যদ্দূর মনে পড়ে, একটা ছিল ফাউনটেইন পেন। সত্যিকারের একটা অ্যান্টিক ছিল এই ঝরনা কলম। ইনক স্প্রে কাট্রিজ রয়েছে ওটার মাঝে। আরেকটা জিনিস ছিল ছোট একটা ফিল্ড গ্লাস, অর্থাৎ দুরবিন। ইঞ্চি ছয়েকের বেশি লম্বা হবে না সেটা। বুঝে দেখ, কী বলতে চাইছি আমি ? একটা দুরবিন ?'

'একটা অপটিকন', চিৎকার দিয়ে উঠল ব্র্যানডন। 'আমি নিশ্চিত!'

'এটা স্রেফ একটা কাকতালীয় ঘটনা', বলল মূর, চেষ্টা করল মাথাটা স্থির রাখার জন্যে। 'বড় আজব এক কাকতালীয় ঘটনা।'

কিন্তু ব্র্যানডন মেনে নিল না মূরের কথা। আবেগজড়িত হয়ে বলল; 'গুল্লি মার কাকতালী ঘটনার! ট্রান্স স্পেস ইনস্যরেন্স অপটিকনটা খুঁজে পায়নি ধ্বংসাবশেষে—এটাই বড় কথা। জিনিসটা তুমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছ বলে মহাশূন্য চষে বেড়িয়েও কোনো লাভ হচ্ছে না ওদের।'

'তুমি রীতিমত খেপে গেছ দেখছি।'

'চল, সবাই মিলে এবার খুঁজে দেখি জিনিসটা।'

মূর সশব্দে নিশ্বাস ফেলে বলল, 'ঠিক আছে, ওটাই যদি তোমার সেই কাঙ্ক্ষিত জিনিস হয়, তাহলে খুঁজব আমি। তবে জিনিসটা আদৌ পাব কি

www.BanglaBook.org

না সন্দেহ। চল, স্টোরেজ লেভেল থেকে খোঁজা শুরু করি। ফ্রিল্ড গ্লাসের জন্যে ওটাই যৌক্তিক স্থান।'

মুখ টিপে হাসল শীয়া, 'যৌক্তিক জায়গা সাধারণত সবচে' বাজে জায়গা হয়ে থাকে।'

ছাতলা পড়া হতশ্রী অবস্থা স্টোরেজ লেভেলের। অনভ্যস্ত একটা মেটে গন্ধ ঘর জুড়ে। মূর ধুলো ঝাড়ার যন্ত্রটা চালু করে দিয়ে বলল, 'মনে হচ্ছে দু'বছরের ভেতর ধুলো ঝাড়িনি এ ঘরের। এতেই বোঝা যায়, কত কম আসি এখানে। যখন ব্যাচেলার ছিলাম, রাজ্যের জিনিস সব যোগাড় করেছি। সেগুলো এখন জমে আছে এখানে। নাও, শুরু করে দাও খোঁজাখুঁজি।'

প্লাস্টিক কলাপসিবলের জিনিসগুলো মূর যখন খুঁজতে শুরু করেছে, তার কাঁধের ওপর দিয়ে উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়ে রইল ব্র্যানডন।

পুরনো জিনিসগুলো হাতড়াতে গিয়ে পেছনের দিনগুলো তাড়া করল মূরকে। সে বলল, 'জান এটা কী? আমার কলেজের ইয়ার বুক। খুব ফুর্তিবাজ ছিলাম আমি। এ সবের দারুণ পোকা ছিলাম। এ বইতে যে ক'জন সিনিয়ার আছে, সবার সাথেই ছবি তুলেছি আমি, তাদের কণ্ঠ রেকর্ড করেছি।' মমতার সাথে বইয়ের কাভারে মৃদু চাপড় দিল মূর।

কিন্তু সেটা ভালো লাগল না ব্র্যানডনের কাছে। মূরের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল সে। মূর বলল, 'ঠিক আছে, আমি তো খুঁজছি।'

ভারী একটা ট্রাঙ্ক খুলল মূর। সেকেলে ধাঁচের একটা কাঠের বাক্স। ভেতরের বিভিন্ন কোটর থেকে নানা জিনিস বের করতে লাগল মূর।

হঠাৎ ব্র্যানডন বলল, 'এই, এটা নাকি?'

ছোট্ট একটা সিলিন্ডার দেখাল সে। জিনিসটা মৃদু শব্দ করে গড়িয়ে পড়েছে মেঝেতে।

মূর বলল, 'আমি জানি না—আরে, হ্যাঁ এই যে সেই কলম। আর এটা সেই ফিল্ড গ্লাস। অবশ্যই কোনোটা কাজ করে না। দুটোই ভাঙা। অন্তত আমি মনে করি, কলমটা ভাঙা। এটার ভেতরে কিছু একটা ঢিলে হয়ে গেছে এবং ঘটর ঘটর করে। এই যে দেখ, শুনতে পাচ্ছ? আমার ন্যূনতম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যদি কী করে এটার ভেতর কালি ভরা যায়, তাহলে পরীক্ষা করে দেখতাম এটা ঠিক আছে কি না।'

ব্র্যানডন কলমটা আলোর নিচে ধরে বলল, 'নামের আদ্যাক্ষরগুলো খোদাই করা কলমের ওপর।'

'তাই? কই, আমি কখনো দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।'

'খুব ছোট অক্ষরগুলো। মনে হচ্ছে যেন—জে. কে. কিউ।'

'কিউ?'

'হ্যাঁ, প্রচলিতভাবে লেখা হয় আদ্যাক্ষরগুলো। অর্থাৎ, শেষ নাম দিয়ে আগে নাম শুরু। কলমটা হয়তো কুয়েনটিনেরই ছিল। পুরুষানুক্রমে হয়তো জিনিসটা সাথে রেখে দিয়েছিলেন সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে, কিংবা কোনো আবেগ জড়িয়ে ছিল কলমটার মাঝে। কলমটা হয়তো কুয়েনটিনের পরদাদা কিংবা এই শ্রেণীর কোনো মুরব্বির ছিল। তাঁদের আমলেই ব্যবহৃত হত এ ধরনের কলম। সেই পূর্বপুরুষের নাম ছিল জোনাথন নাইট কুয়েনটিন কিংবা জুডাহ কেন্ট কুয়েনটিন, অথবা আদ্যাক্ষরগুলোর সাথে মিলিয়ে অন্য নামও হতে পারে। আমরা ডাটাব্যাংকের মাধ্যমে কুয়েনটিনের পূর্বপুরুষদের নাম যাচাই করতে পারি।'

মুর মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, এটা হতে পারে। দেখ, তুমি কিন্তু আমাকে ঠিক তোমার মতোই খেপিয়ে তুলছ।'

'এবং কলমটা যদি সত্যিই কুয়েনটিনের পূর্বপুরুষদের কারো হয়, তাহলে প্রমাণ হবে এটা তুমি কুয়েনটিনের কেবিন থেকে কুড়িয়েছিলে, সেইসঙ্গে ফিল্ড গ্লাসটাও।

'দাঁড়াও একটু। আমি মনে করতে পারছি না, কলম আর ফিল্ড গ্লাসটা একই জায়গা থেকে তুলেছিলাম কি না। শিপের ধ্বংসাবশেষের আশেপাশের জায়গাটা আসলে পরিষ্কার মনে পড়ে না আমার।'

ব্র্যানডন ছোট ফিল্ড গ্লাসটা বার বার উল্টেপাল্টে দেখল আলোর নিচে। 'না, কোনো আদ্যক্ষর নেই।'

'একটাও নেই?'

'নাহ, কিছুই নেই, শুধু এই সরু সংযোজন চিহ্নটি ছাড়া।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুরবিনটার মোটা অংশের বৃত্তাকার যে সূক্ষ্ম খাঁজ রয়েছে, সেটার ওপর হাতের বুড়ো আঙুলের নখ চালাল ব্র্যানডন। জায়গাটা মোচড়াতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হল সে। বলল, 'একটা পিসই।'

দুরবিনে এবার চোখ রাখল ব্র্যানডন। বলল, 'কাজ করছে না এটা।'

'আমি তো বলেছি, তোমাকে', বলল মূর। 'এটা ভাঙা। কোনো লেন্স নেই—'

শীয়া টিপ্পনি কেটে বলল, 'এত বড় একটা উল্কাপিণ্ডের আঘাতে আস্ত শিপ চুরমার হয়ে গেল, সেখানে এই দুরবিনের অক্ষত থাকাটা আশা করো কী করে?'

'এটা যদি সত্যিই সেই যন্ত্র হয়', বলল মূর, আবার দুঃখবাদীর ভূমিকায় সে। 'যদি অপটিকন হয়ে থাকে, আমাদের জন্যে এটা আদৌ কোনো মঙ্গল বয়ে আনবে না।'

ব্র্যানডনের কাছ থেকে ফিল্ড গ্লাসটা নিয়ে নিল সে এবং ফাঁকা প্রান্তগুলো স্পর্শ করে দেখল। তারপর বলল, 'এমনকি তোমরা কেউ বলতে পারবে না—লেন্সগুলো কোথায় বসানো ছিল। লেন্স আটকে থাকার মতো কোনো খাঁজ নেই এখানে। যেন কখনোই কোনো লেন্স ছিল না এই দুরবিনে—এই!' সহসা উন্মত্তের মতো চিৎকার দিয়ে উঠল মূর।

'এই—কী?' বলল ব্র্যানডন। 'চিৎকার কেন?'.

'নাম! এ জিনিসটার নাম!'

'মানে, অপটিকন?'

'আমি অপটিকন বোঝাচ্ছি না! ফিটজসিমনস যখন টিউবে তোমার সাথে কথা বলছিলেন, তিনি যন্ত্রটাকে শুধু "অপটিকন" না বলে "অ্যান অপটিকন" বলেছেন কি না—বল?'

'হ্যাঁ, বলেছেন', বলল ব্র্যানডন।

'নিশ্চয়ই', বলল শিয়া। 'আমি শুনেছি তাঁর কথা।'

'তোমরা শুধু শুনেই গেছ, কিন্তু ধরতে পারোনি ব্যাপারটা। তিনি আসলে বলেছেন "অ্যান-অপটিক্স" ("অ্যান অপটিক্স" নয়, "অ্যান-অপটিকন"।'

BanglaBook.org

'[illegible]', কিছু বুঝতে না পেরে খেদ ঝাড়ল ব্র্যানডন। [illegible] কী দাঁড়াল ?'

'আকাশ পাতাল তফাত। "অ্যান—অপটিকন" বলতে বোঝায় অপটিকন নামের একটা যন্ত্র। আর "অ্যান-অপটিক্স" এক শব্দ। গ্রিক ভাষায় "অ্যান" অর্থ "না"। তার মানে অ্যান-অপটিকন অর্থ—'

'লেন্স নেই', বলে উঠল ব্র্যানডন।

'ঠিক ধরেছ! কুয়েনটিন অবশ্যই এমন এক অপটিক্যাল ডিভাইস নিয়ে কাজ করছিলেন, যে যন্ত্র লেন্স ছাড়াই কাজ করে। আর সে যন্ত্রটা এই দুরবিন এবং সম্ভবত এটা ভাঙেনি।'

শীয়া বলল, 'কিন্তু এটার ভেতর দিয়ে তাকালে তো কিছুই দেখতে পাবে না তুমি।'

'এটা নিশ্চয়ই নিউট্রাল করে রাখা হয়েছে', বলল মূর। 'দুরবিনটা অ্যাডজাস্ট করে নেয়ার অবশ্যই কোনো পথ আছে।'

ব্র্যানডনের মতো করে জিনিসটা দু'হাতে সুন্দরভাবে ধরল মূর। তারপর মোচড় দিয়ে ঘোরাতে চেষ্টা করল বৃত্তাকার খাঁজ বরাবর আগাগাটা। এতে জোরে চাপ দিল, গোঙানি বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে।

'ভেঙে ফেল না ওটা', মূরের অবস্থা দেখে সাবধান করে দিল ব্র্যানডন।

'কাজ হচ্ছে। দীর্ঘদিন এক জায়গায় পড়ে থেকে আটকে গিয়েছিল পয়েন্ট।'

ঘোরানোর কাজ সেরে অধৈর্যভাবে দুরবিনটায় চোখ রাখল মূর। ধীরে ধীরে ঘুরাল সে, একটা জানালা দিয়ে তাকাল আলো ঝলমল শহরের দিকে।

'আরে, আমি তো ধপাস করে পড়ে যাব মহাশূন্যে', সজোরে শ্বাস টানল মূর।

ব্র্যানডন অস্থির কণ্ঠে বলে উঠল, 'কী? কী?'

মূর নিঃশব্দে যন্ত্রটা দিল ব্র্যানডনের কাছে। ব্র্যানডন সেটায় চোখ রেখে চেঁচিয়ে উঠল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে, 'আরে—এটা তো দারুণ একটা দুরবিন!'

শীয়া অমনি এগিয়ে এল, 'আমাকে একটু দাও তো, দেখি।'

www.BanglaBook.org

যন্ত্রটা নিয়ে ঘণ্টাখানেক দারুণ মজা করল তিনজন। এটা একদিকে ঘোরালে যেমন দুরবিন হয়ে যায়, তেমনি আরেক দিকে ঘোরালে হয়ে যায় অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

'এটা কাজ করে কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল ব্র্যানডন।

'জানি না', বলল মূর। 'তবে আমি নিশ্চিত কনসেন্ট্র্যাটেড ফোর্স-ফিল্ডের সাথে এটার সম্পর্ক রয়েছে। আমরা এটাকে ঘোরাচ্ছি কনসিডারেবল ফিল্ড রেজিস্ট্যান্সের বিরুদ্ধে। সে রকম বড় ধরনের যন্ত্রের ক্ষেত্রে পাওয়ার অ্যাডজাস্টমেন্টের দরকার হবে।'

'এটা দারুণ একটা কৌশল', বলল শীয়া।

'এটা তারচে'ও বেশি কিছু', বলল মূর। 'আমি বাজি ধরে বলতে পারি, থিওরিটিক্যাল ফিজিকস-এ সম্পূর্ণ নতুন এক বাঁক নিয়ে আসবে এই আবিষ্কার। লেন্স ছাড়াই এ যন্ত্র আলো ফোকাস করে, এবং কোনো রকম ফোকাল লেন্থ্ পরিবর্তন না করে বিশাল পরিসরে আলোর বিস্তৃতি ঘটানো যায় এ যন্ত্রের মাধ্যমে। আমি নিশ্চিত, এ যন্ত্রের অনুকরণে ঠিক একই রকম পাঁচশো ইঞ্চির একটা সেরেস টেলিস্কোপ তৈরি করতে পারব আমরা—যেখানে একদিকে থাকবে দুরবিন, আরেক দিকে ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপ। যন্ত্রটিতে যেহেতু বর্ণালি আলোর বিচ্ছুরণ দেখিনি, কাজেই এটা আলোর সব ধরনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সমানভাবে কাজে লাগাতে পারবে। হয়তো রেডিও ওয়েভ এবং গামা রে-র মাঝেও প্রভাব সৃষ্টি করবে। হয়তো এটা অভিকর্ষ শক্তিতে কোনো প্রভাব খাটাতে পারবে, যদি সে অভিকর্ষ বলে কোনো রেডিয়েশন থাকে। হয়তো বা—'

'টাকার দিক দিয়ে মূল্য কেমন হবে?' শুকনো কণ্ঠে জানতে চাইল শীয়া।

'যে কোনো মোটা অঙ্ক হতে পারে, যদি কেউ বের করতে পারে এটা কাজ করে কিভাবে।'

'তাহলে এটা নিয়ে আমরা আর ট্রান্স স্পেস ইনসুরেন্সের কাছে যাব না। প্রথমে যাব উকিলের কাছে। আমরা যখন স্যালভিজ রাইটস লিখে ছিলাম, তখন কি এসব স্বত্বেও চলে গেছে নাকি? তা তো যাওয়ার কথা নয়। কারণ এ জিনিস তো কাগজে স্বাক্ষর করার আগেই তোমার দখলে। আমরা যদি না জেনে না শুনে যেখানে কাগজে স্বাক্ষর করে থাকি, আদৌ

www.BanglaBook.org

তারা কোনো ভালো ফল পাবে? সম্ভবত সেটা প্রতারণা বলে বিবেচিত হবে।

'[illegible] কি', বলল মূর। 'এ রকম কোনো ঘটনায় কোনো [illegible] কোম্পানি জয়লাভ করে কি না, জানা নেই আমার। কোনো সরকারি এজেন্সির সাথে এ নিয়ে কথা বলা দরকার আমাদের। যদি [illegible] টাকার ব্যাপারটা—'

ব্র্যানডন তার হাত দুটো মুঠি পাকিয়ে ঘুসি মারছে নিজেরই হাঁটুর ওপর। মূরকে কথা শেষ করতে না দিয়ে সে বলে উঠল, 'টাকার কথা রাখ, ওয়ারেন। টাকা যদি আসে, তাহলে তো নেবই, তবে সেটা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। আমরা বিখ্যাত হতে যাচ্ছি, বন্ধু, বিখ্যাত! কল্পনা করো তো গল্পটা। অবিশ্বাস্য রকমের একটা গুপ্তধন হারিয়ে গিয়েছিল মহাশূন্যে। বিশাল এক কোম্পানি টানা বিশ বছর ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই গুপ্তধন, আর আমরা সেই অমূল্য গুপ্তধন নিয়ে বসে আছি চুপচাপ। তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল, যে জিনিসটা বিশ বছর আগে খোয়া গিয়েছিল, খোয়া যাওয়ার বিশ বছর পূর্তিতে আবার সেটাকে খুঁজে পেলাম আমরা। যদি এই জিনিস ঠিকমত কাজ করে, অ্যান্টি অপটিকস বিজ্ঞানের নতুন এক বিরাট আবিষ্কার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে, আমাদেরকে আর এখনো ভুলে যাবে না মানুষ।'

দাঁত বের করল মূর, হাসতে লাগল হো-হো করে। 'ঠিক বলেছ। তুমি তো সব করলে, মার্ক। তুমি আমাদের উদ্ধার করলে বিস্মৃতির অতল থেকে।'

'আমরা সবাই মিলে করেছি', বলল ব্র্যানডন। 'মাইক শীয়া শুরুতে দিয়েছিল প্রয়োজনীয় আসল তথ্যটা। আমি বের করেছি থিওরি, আর তোমার কাছে ছিল যন্ত্রটা।'

'ঠিক আছে, অনেক দেরি হয়ে গেছে ইতোমধ্যে, আমার বউ আবার শীঘ্র এসে পড়বে। চল, এখুনি কাজ শুরু করে দিই। মাল্টিভ্যাক আমাদের বলবে, কোন এজেন্সি আমাদের জন্যে যথোপযুক্ত হবে।'

'না, না', বলল ব্র্যানডন। 'অনুষ্ঠান আগে। বার্ষিক অনুষ্ঠানের সমাপ্তি উপলক্ষে টোস্ট করব আমরা। প্লিজ, টোস্টের পরিবর্তনটা যেন অনুষ্ঠান উপযোগী হয়। বুঝতে পারছ তো, ওয়ারেন?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জাবরা ওয়াটারের বোতলটা অর্ধেক হয়ে এসেছে, কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করল না ব্র্যানডন।

মূর যত্নের সাথে প্রতিটা গ্লাস ভরে দিল পরিপূর্ণভাবে।

'জেন্টলম্যান', গম্ভীর কণ্ঠে বলল মূর। 'আ টোস্ট।'

তিনজন একসঙ্গে গ্লাস তিনটি তুলে ধরে সুর করে বলে উঠল, 'জেন্টলম্যান, আমি সিলভার কুইন-এর কিছু স্যুভেনির দিচ্ছি তোমাদের।'

অনুবাদ ঃ শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

দ্য লাস্ট কোশ্চেন

২০১১ সালের ২১ মে মানবজাতির সামনে প্রথমবারের মতো শেষ প্রশ্নটা করা হয়েছিল, মানুষ তখন সবেমাত্র আলোকের ব্যবহার করতে শুরু করেছে। পাঁচ ডলারের বাজি ধরার ফলে প্রশ্নটা উঠে এসেছিল। ঘটনাটা ঘটেছিল এইভাবে:

আলেকজান্ডার এডেল এবং বারট্রাম লুপভ দু'জনই ছিল মাল্টিভ্যাকের বিশেষ সহকারী। অন্যান্য মানুষের মতো তারাও জানত, শীতল, ক্লিকিং যন্ত্রপাতি এবং ফ্লাসিং মুখের-মাইলের পর মাইল লম্বা-এই বিশাল কম্পিউটারের ভেতরে কী আছে। ওটার বিল এবং সার্কিট ইত্যাদির ব্যাপারে একটা সাধারণ ধারণা তাদের ছিল, তারপরেও একটু নজর তাদের রাখতে হত।

মাল্টিভ্যাক নিজের ত্রুটি নিজেই সংশোধন করতে পারত। সে নিজেকে নিজেই খাপখাইয়ে নিয়ে ভুলত্রুটি সংশোধন করতে পারত। এবং এই সংশোধন প্রক্রিয়া এত দ্রুত হত যে, যা ছিল মানুষের ধারণার বাইরে। তাই এডেল এবং লুপভের কাজ ছিল খুবই হালকা, তারা কম্পিউটারের তথ্যভাণ্ডারে তথ্য ঢোকানো, এবং প্রশ্ন থাকলে সেটা ঢুকিয়ে সাংকেতিক ভাষার উত্তরগুলো মানুষের ভাষায় অনুবাদ করে নিত। তাই তারা এবং অন্যান্যরা তাদের মতো সকলেই মাল্টিভ্যাকের সাফল্যের অংশীদার ছিল।

বহুযুগ ধরে মাল্টিভ্যাক মহাকাশযান তৈরির নকশা পরিকল্পনার সাহায্য করে এসেছে যার ফলে মানুষ চাঁদে, মঙ্গলে এবং বুধ গ্রহে অভিযান চালাতে পেরেছে, কিন্তু এখন সেটা অতীত, কারণ পৃথিবীর সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ কমে গিয়েছে। দীর্ঘ ভ্রমণের জন্য প্রচুর শক্তির প্রয়োজন হয়। পৃথিবীর সীমিত সঞ্চিত কয়লা এবং ইউরেনিয়ামের ভাণ্ডার প্রায় শেষ হওয়ার পথে।

www.BanglaBook.org

কিন্তু ধীরে ধীরে মাল্টিভ্যাক প্রশ্নের গভীরে ঢুকে বিপুল জ্ঞানের আধার হতে সক্ষম হয়, এবং ২০৬১ সালের ১৪ মে, যা এতদিন ছিল শুধু তত্ত্ব, তা হাতেনাতে প্রমাণিত হল।

সৌরশক্তিকে সঞ্চয় করে তা রূপান্তরিত করে সমভাবে বিতরণ করে বিতরণের ব্যবস্থা করা হল। এরপর কয়লা এবং ইউরেনিয়াম শক্তির সুইচ বন্ধ করে একটি ছোট স্টেশনের একমাইল ব্যাস বিশিষ্ট, সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করল। এই ছোট স্টেশনটি চাঁদ এবং পৃথিবীর মাঝপথে আবর্তন করত। সূর্যের শক্তির অদৃশ্য রশ্মিদ্বারা পৃথিবীর শক্তির চাহিদা মেটানো হতে শুরু হল।

এই সমস্যা সমাধানের পর মাত্র এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে। পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে উৎসব চলছে। বিভিন্ন সমাবেশ, অর্ভ্যথনা থেকে ক্লান্ত হয়ে এডেল এবং লুপোভ পালিয়ে গেল মাটির তলায় অবস্থিত মাল্টিভ্যাকের একটি ছোট খুপড়িতে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য। মাল্টিভ্যাকও ওদের মতো বিশ্রাম নিচ্ছিল। ওদের দু'জনের কোনো ইচ্ছেই ছিল না মাল্টিভ্যাককে বিরক্ত করার।

ওরা দু'জন একটা বোতল নিয়ে এসেছিল যাতে ভাগাভাগি করে খাবে এবং খুব আরামে বিশ্রাম নেবে।

'এটা ভাবতে খুব মজা লাগে যখন তুমি চিন্তা কর,' গ্লাস রডে পানীয় ঢালতে ঢালতে বলল এডেল। বরফ ঢালল গ্লাসে। আমাদের যত শক্তি দরকার পড়ুক না কেন, আমরা সবই বিনা খরচায়। পুরো পৃথিবীকে গলিয়ে একটা অপরিশোধিত তরল লোহার দ্রবণে পরিণত করানোর পরও অনেক শক্তি বেঁচে যাবে। অনেক, অনেক, অনেকদিনের জন্যে আমাদের শক্তির কোনো সমস্যা থাকবে না।'

লুপভ তার মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল। যখন সে কোনো কিছু বিরোধিতা করে তখন সে অমনভাবে মাথা নাড়ে। আমি এখন সে বিরোধিতা করছে, কারণ এই মুহূর্তে সে-ও কিছুটা বরফ এবং গ্লাস বহন করছে। 'চিরতরে নয়,' সে বলল।

'আরে বাবা, প্রায় চিরতরে। যতদিন সূর্য বেঁচে থাকবে, বার্ট।'

'তাকে তো আর চিরতরে বলা যায় না।'

'ঠিক আছে মানলাম। শত শত কোটি বছর। হয়তো দুই হাজার কোটি বছর। তুমি কি সন্তুষ্ট?'

www.BanglaBook.org

লুপভ তার মাথার পাতলা চুলের ভেতর দিয়ে আঙুল চালাল এমনভাবে যেন নিজেকে নিশ্চিত করল সে যে তার মাথায় এখনো চুল আছে। হাতের গ্লাসের পানিতে হালকা হালকা চুমুক দিতে লাগল। দুই হাজার কোটি বছর তো আর চিরতরে হয় না।'

'তারপরেও আমাদের জীবনটা তো কেটে যাবে, তাই নয় কি ?'

'কয়লা আর ইউরেনিয়াম দিয়েও কেটে যেত।'

'ঠিক আছে মানলাম, তারপরেও মহাকাশযানগুলো সোলার সিস্টেম এবং প্লুটোতে গিয়ে ফিরেও আসতে পারবে শত শত বার জ্বালানির জন্যে থামাথামি না করে। তুমি কিন্তু কয়লা কিংবা ইউরেনিয়াম নিয়ে তা করতে পারতে না। আমার কথা বিশ্বাস না হলে মাল্টিভ্যাককে জিজ্ঞেস কর।'

'মাল্টিভ্যাককে জিজ্ঞেস করতে হবে না। আমি জানি।'

'তাহলে মাল্টিভ্যাক আমাদের জন্যে কী করছে তা নিয়ে ভাবনা বন্ধ করে দাও,' এডেল বলল রাগত গলায়, 'মাল্টিভ্যাক ঠিক কাজটিই করেছে।'

'কে বলছে ওটা ঠিক কাজকরছে না? আমি যা বলতে যাচ্ছি তা হল, সূর্য সব সময় শক্তি বিলিয়ে যেতে পারবে না। আমি এই কথাটাই বারবার বলছি। আমরা দুই হাজার কোটি বছরের জন্য নিরাপদ কিন্তু তারপর,' লুপভ হালকা কম্পিত আঙুল তুলে বলল, 'এবং গাধার মতো বলতে যেও না, আমরা অন্য সূর্য থেকে শক্তি সংগ্রহ করব।'

তারপর কিছুক্ষণ নীরবতা। এডেল মাঝে মাঝে গ্লাসটা তার ঠোঁটে ছোঁয়াচ্ছিল এবং লুপভের চোখ দুটো ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে আসছিল। তারপর বন্ধ হয়ে গেল।

হঠাৎ লুপভ চোখ দুটো খুলল। 'তুমি নিশ্চয়ই ভাবছিলে আমাদের সূর্য শেষ হয়ে গেল অন্য কোনো সোলার সিস্টেমে পাড়ি জমাবে, তাই নয় কি?'

'না আমি তা নিয়ে ভাবছি না।'

'তুমি কি নিশ্চিত, তা নিয়ে ভাবছ না? যুক্তিতে তুমি খুব দুর্বল, এটাই তোমার প্রধান সমস্যা। তুমি হলে সেই গল্পের বালকের মতো যে হঠাৎ বৃষ্টি নামলেই কোনো একটা গাছের নিচে দৌড়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সে কিন্তু ওটা ভাবে না, লক্ষ করে দেখ, দৌড়ে সে যে গাছের নিচে আশ্রয়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিয়েছে সেই গাছটাও ভিজে গেছে, তখন সে অন্য আরেকটি গাছের নিচে আশ্রয় নেয়।'

'বুঝতে পেরেছি,' এডেল বলল,'চেঁচিও না। যখন সূর্য ধ্বংস হয়ে যাবে তখন তারাগুলোও নিভে যাবে।'

'এটা ধ্রুব সত্য,' বিড়বিড় করে লুপভ বলল। 'তারাগুলোর জন্ম হয়েছিল একসাথে এক কসমিক বিস্ফোরণের মাধ্যমে, যা কিছুই ঘটুক না কেন একদিন না একদিন তারাদেরও মৃত্যু ঘটবে। কেউ আগে, কেউ পরে। বড় বড় তারাগুলো শত কোটি বছর বেঁচে থাকবে না। সূর্য হয়তো দুই হাজার কোটি বছর থাকবে এবং বামন তারাগুলো সম্ভবত দশ হাজার কোটি বছরের বেশি টিকে থাকবে না। তবে এক লক্ষ কোটি বছর পর মহাবিশ্বের সর্বত্র নেমে আসবে অন্ধকার। তখন সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে যাবে এন্ট্রোপি।'

'এন্ট্রোপি সম্পর্কে আমি জানি,' এডেল বলল জেদ বজায় রেখে।

'কিছুই জান না।'

'তুমি যতটুকু জান আমি ততটুকুই জানি।'

'তাহলে তো তুমি জান সবকিছু একদিন শেষ হয়ে যাবে।'

'ঠিক আছে। কে বলেছে শেষ হবে না?'

'তুমি, তুমি বলেছ বোকার হদ্দো। তুমি বলেছ আমাদের যে শক্তি দরকার তার সবই আছে চিরকালের জন্যে। "চিরকালের জন্যে" বলেছ তুমি।'

এবার এডেলের প্রতিবাদ করার পালা। 'হয়তো আমরা একদিন সবকিছু তৈরির রহস্য জেনে যাব,' বলল সে।

'কোনো দিনও না।'

'কেন নয়? একদিন জানবই।'

'না, কোনো দিনও না।'

'তাহলে মাল্টিভ্যাককে জিজ্ঞেস কর।'

'তুমি জিজ্ঞেস কর। খোঁয়া দিয়ে আমার কাজ নেই। আমার বক্তব্যের পক্ষে পাঁচ ডলার বাজি ধরছি।'

এডেল প্রচুর মদ গিলেছে, তারপরও সে ধীরস্থিরভাবে মাল্টিভ্যাককে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

[illegible] 'মাল্টিভ্যাক কি কোনো জ্বালানি প্রয়োগ করে সূর্য নিঃশেষিত [illegible] আবার পূর্ণযৌবনের শক্তি নিয়ে বেঁচে উঠতে পারবে ?'

অথবা সহজ ভাষায় বললে এমন দাঁড়ায়: 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মোট এন্ট্রপির পরিমাণকে কী করে কমিয়ে আনা যাবে ?'

মাল্টিভ্যাক মৃতের মতো নিথর নিশ্চুপ হয়ে গেল। মিটমিট করে জ্বলা বাতিগুলো নিভে গেল, দূরবর্তী ক্লিকিং শব্দ আর শোনা গেল না।

[illegible] ভীত টেকনিশিয়ানের মতো দুই বন্ধু চুপ করে রইল প্রায় দম বন্ধ করে। তারপর হঠাৎ মাল্টিভ্যাকের টেলিটাইপ সচল হয়ে উঠল। মাত্র [illegible] শব্দ প্রিন্ট হয়ে বের হল : অর্থবহ উত্তরের জন্য অপর্যাপ্ত ডাটা।

'বাজি কার্যকর হল না,' ফিসফিস করে লুপভ বলল। তারা দ্রুত বেরিয়ে এল সেখান থেকে।

পরদিন সকালে শুষ্ক মুখে মাথা ধরা নিয়ে কাজ করতে লাগল। ভুলেই গেছে গতরাতের কথা।

জেরোড, জেরোডাইন এবং জেরোডেট-১ এবং ২ সকলে মিলে মহাকাশযানের ভিসিপ্লেটের দিকে তাকিয়ে ছিল। ভিসিপ্লেটের দৃশ্যপট পরিবর্তন হচ্ছিল হাইপারস্পেসের ভেতর দিয়ে যখন মহাকাশযান ছুটে চলছিল। হঠাৎ ভিউস্ক্রিনে দেখা গেল অসংখ্য তারার ভেতর একটি উজ্জ্বল পিরিচের মতো বস্তু।

'ওটাই হল X-23' জেরোড দৃঢ়তার সাথে বলল। তার সরু সরু হাত দুটো পেছনের দিকে শক্ত করে ধরে রয়েছে। নখগুলো ধীরে ধীরে সাদা হয়ে উঠছে।

ছোট দুই জেরোডেট দু'জনই মেয়ে, এই প্রথমবারের মতো হাইপারস্পেসে অভিজ্ঞতা পেল। তারা জোরে করে চেঁচিয়ে তাদের মাকে বলল, 'আমরা X-23-তে পৌঁছে গেছি—আমরা X-23-তে পৌঁছে গেছি—আমরা—'

'চুপ কর তোমরা,' তীক্ষ্ণ গলায় বলল জেরোডাইন। 'জেরোড তুমি কি নিশ্চিত ওটাই X-23 ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তাহলে দূরে ওটা কী ?' জেরোড পাল্টা প্রশ্ন করল। মাথার ওপরে একটি ধাতবখণ্ডের দিকে তাকাল। ধাতবখণ্ডটি ঘরের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ওটা ঘর ছাড়িয়ে বেরিয়ে গেছে। মহাকাশযান যত লম্বা ধাতবখণ্ডটি তত লম্বা।

জেরোড জানে রডের মতো জিনিসটার নাম মাইক্রোভ্যাক। ওটাকে যে কোনো প্রশ্ন করলে জবাব দিত ; এর কাজ হল মহাকাশ অভিযানে মহাকাশযানকে পূর্ব নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া ;' যাত্রাপথে বিভিন্ন সাব-গ্যালক্টিক পাওয়ার স্টেশনে জ্বালানি শক্তি সংগ্রহ করা ; হাইপারস্পেশিয়াল জাম্পের সময় হিসেব নিকেশ করা।

জেরোড এবং তার পরিবার মহাকাশযানের আরামদায়ক লিভিংরুমে অপেক্ষা করতে লাগল।

কোনো এক সময় কোনো একজন জেরোডকে বলেছিল "মাইক্রোভ্যাক"-এর পেছনে "এসি"-এর অর্থ হল "অটোমেটিক কম্পিউটার" বলে প্রাচীন ইংরেজিতে, কিন্তু সে সেটাও ভুলে গিয়েছিল।

জেরোডাইনের চোখের পাতা ভিজে গেল পানিতে যখন সে ভিসিপ্লেটের দিকে তাকিয়ে ছিল। 'পৃথিবীকে ছেড়ে আসতে আমার মনের ভেতর হাহাকার করে উঠেছিল।'

'কেন, পিটের জন্যে ?' জেরোড জানতে চাইল। 'পৃথিবীতে আমাদের কিছুই ছিল না। X-23-তে সব আছে। তুমি একা নও। তুমিই প্রথম আসোনি এখানে। এর মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক বসতি স্থাপন করেছে এখানে। আমাদের পরবর্তী বংশধরদেরও অন্য বাসযোগ্য গ্রহের খোঁজে বের হতে হবে কারণ তখন X-23 ভর্তি হয়ে যাবে মানুষে।' তারপর একটু থেমে আবার বলল, 'আমরা কতটা ভাগ্যবান যে কম্পিউটার আমাদের আন্তগ্রহ ভ্রমণ করিয়ে দিচ্ছে নিরাপদে।'

'আমি জানি, আমি জানি,' জেরোডাইন মাথার চুল ঝাঁকিয়ে বলল।

জেরোডেট-১ সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আমাদের মাইক্রোভ্যাক বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মাইক্রোভ্যাক।'

'আমিও তাই মনে করি,' জেরোড মাথার চুল ঝাঁকিয়ে বলল।

এমন ধরনের মাইক্রোভ্যাকের মালিক হওয়ায় একটা বিশাল গর্বের ব্যাপার এবং জেরোড নিজেকে বেশ গর্বিত মনে করছে। তার পিতার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

[illegible] কম্পিউটার শত বর্গমাইল জুড়ে থাকত। এ ধরনের কম্পিউটার প্রতিটা গ্রহে একটা করে থাকত। ওদেরকে বলা হত প্ল্যানেটারি এসি। হাজার হাজার বছর ধরে এদের অগ্রগতি হওয়ার পর [illegible]তার সময় তাদের আকার ছোট হয়ে আসে। ট্রানজিস্টারের জায়গায় এল মলিকিউলার ভালভ। একটি বড় প্ল্যানেটারি এসি মহাকাশযানের অর্ধেকটা জায়গা জুড়ে থাকত।

জেরোডের মন গর্বে ভরে উঠল, একথা ভেবে যে তার একটা মাইক্রোভ্যাক আছে যা প্রাচীন যুগের কম্পিউটার থেকে তারটা অনেকগুণ জটিল। মাল্টিভ্যাক প্রথম সূর্যকে বশ করেছে এবং হাইপারস্পেশিয়াল ট্রাভেল সমাধান করেছে। এক তারা থেকে অন্য তারায় যাতায়াতের পথ খুলে দিয়েছে মাল্টিভ্যাক।

'কত তারা, কত গ্রহ,' আবেগের সঙ্গে বলল জেরোডাইন। 'আমার মনে হয় অনন্তকাল ধরে মানুষ এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে বসবাসের জন্যে গ্রহান্তরী হবে, যেমনটা আমরা করেছি।'

'সব সময়ের জন্যে নয়,' জেরোড একটু হেসে বলে। 'এই প্রক্রিয়া একদিন বন্ধ হয়ে যাবে। কোটি কোটি বছর পরে বন্ধ হবে। একদিন তারাগুলোর শক্তিতত্ত্ব শেষ হবে এবং এন্ট্রোপি বেড়ে যাবেই।

'এন্ট্রোপি কী, বাবা?' জেরোডেট-২ জিজ্ঞেস করল।

এন্ট্রোপি হল, একটি শব্দ যার মানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মৃত্যু। সবকিছুর মৃত্যু। ঠিক তোমার ছোট ওয়াকি টকি রোবটের মতো। বুঝেছ?

'আমার রোবটটার মতো নতুন পাওয়ার ইউনিট লাগাতে পার না, বাবা?'

'তারাগুলো হচ্ছে শক্তির উৎস। একবার নিঃশেষ হয়ে গেলে আর কোনো পাওয়ার ইউনিট থাকবে না।'

জেরোডেট-১ বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ওদেরকে এভাবে শেষ হতে দিও না, বাবা। তারাগুলোকে নিঃশেষ হতে দিও না।'

'দেখ তুমি ওদের কী অবস্থা করেছ,' ফিসফিস করে জেরোডাইন বলল তার স্বামীকে।

'আমি কী করে জানব, এতে ওরা ভয় পেয়ে যাবে?' জেরোড ফিসফিস করে বলল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'মাইক্রোভ্যাককে জিজ্ঞেস কর,' জেরোডেট-১ বলল, 'জিজ্ঞেস কর কেমন করে তারাগুলো আবার জ্বালিয়ে দেয়া যায়।'

'যাও জিজ্ঞেস কর,' জেরোডাইন বলল। 'এতে ওরা ঠাণ্ডা হবে।' (জেরোডেট-২ ইতোমধ্যে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে।)

জেরোড কাঁধ ঝাঁকাল। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি মাইক্রোভ্যাককে জিজ্ঞেস করছি। চিন্তা কর না। সে নিশ্চয়ই আমাদের পথ বাতলে দিবে।'

মাইক্রোভ্যাককে জেরোড জিজ্ঞেস করল তারপর আরো বলল দ্রুত, 'উত্তরের প্রিন্ট বের করে দাও।'

জেরোড পাতলা সেলুফিল্ম স্ট্রিপটা হাত দিয়ে চেপে ধরে হাসি হাসি মুখে বলল, 'দেখ মাইক্রোভ্যাক কি বলেছে তেমন অবস্থার উদ্ভব হলে সে নিজেই ব্যবস্থা নেবে। অতএব চিন্তা কর না।'

জেরোডাইন বলল, 'এবং বাছ'রা এবার সময় হয়েছে ঘুমোবার। আমরা আমাদের নতুন বাড়ি খুব শীঘ্রই পৌঁছে যাব।'

জেরোড সেলুফিল্মে লেখাটা নষ্ট করে ফেলার আগে একবার চোখ বুলালো: অর্থবহ উত্তরের জন্য অপর্যাপ্ত ডাটা।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ভিসিপ্লেটের দিকে তাকাল জেরোড। X-23 এগিয়ে আসছে।

ল্যামেথের VJ-23X ত্রিমাত্রিক ছোট স্কেলের অন্ধকার গ্যালাক্সির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, 'আমরা কি পাগল হয়ে গেছি, বুঝতে পারছি না এই ব্যাপারটায় আমরা কেন এত মনোযোগ দিচ্ছি?'

নিক্রনের MQ-17J মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'আমার তা মনে হচ্ছে না। জনসংখ্যা বর্তমান হারে বাড়তে থাকলে আগামী পাঁচ বছরে গ্যালাক্সিতে আর কোনো জায়গা থাকবে না।'

ওদের দু'জনের বয়স কুড়ি। দু'জনই লম্বা এবং সুঠামদেহী।

'তারপরেও' ও VJ-23X বলল, 'গ্যালাকটিক কাউন্সিলে একটা হতাশাপূর্ণ রিপোর্ট জমা দিতে দ্বিধাবোধ করছি।'

'অন্য কোনো রিপোর্ট আমিও জমা দিব না। ওদেরকে একটু নাড়া দিতে হবে। আমাদের কাজ হল ওদেরকে একটু নাড়া দেওয়া।'

www.BanglaBook.org

[illegible] একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'মহাশূন্য অসীম। দশ হাজার [illegible] গ্যালাক্সি আছে যাতে আমাদের কাজ হবে। আরো থাকতে পারে।'

দশ হাজার কোটি কিন্তু অসীম নয় এবং এই প্রথম প্রতিমুহূর্তে কমে [illegible]। এখন দেখ! কুড়ি হাজার বছর আগে মানুষ প্রথম সৌরশক্তিকে কাজে লাগাতে শিখল। তার কয়েক শতাব্দী পর আন্তঃনাক্ষত্রিক ভ্রমণ শুরু হল। তাতে দশলক্ষ বছর লেগেছিল একটা ছোট গ্রহ পূর্ণ করতে [illegible] হাজার বছর পর পুরো গ্যালাক্সিই পূর্ণ হয়ে গেল। এখন প্রতি দশ বছরে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে উঠছে।'

VJ-23X বাধা দিয়ে বলল, 'মানুষ অমরত্ব জয় করার ফলেই [illegible] ঘটছে।'

'ভালো কথা। অমরত্বের হিসেবটা মাথায় রেখেই আমি বলছি। আমি [illegible] অমরত্বের ব্যাপারটা খুবই উত্তপ্ত ব্যাপার। গ্যালাক্টিক এসি বহু সমস্যার সমাধান করেছে। কিন্তু বার্ধক্য এবং মৃত্যুকে জয় করে এতদিন [illegible] সমস্যার সমাধান আবিষ্কার করা হয়েছিল তার সবই নিষ্ফল হয়েছে।'

'তারপরেও তুমি নিজের জীবনটা বিলিয়ে দিতে চাইবে না।'

'অবশ্যই না,' MQ-17J কথা কেড়ে নিয়ে বলল নরম গলায়, 'এখন তো নয়-ই। আমিতো বুড়ো হইনি। তোমার বয়স কত ?'

'দুইশত তেইশ বছর। আর তোমার ?'

'আমি এখনো দু'শর নিচে। যা হোক আলোচনায় ফিরে আসি। প্রতি দশ বছরে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হচ্ছে। এক সময় এই গ্যালাক্সি পুরো হয়ে যাবে, আগামী দশ বছরে আরো একটি পুরো হবে। পরের দশ বছরে আরো দুটো গ্যালাক্সি পুরো হয়ে উঠবে। পরের দশকে আরো চারটি গ্যালাক্সি পুরো হবে। এভাবে একশত বছরে এক হাজার গ্যালাক্সি পুরো হয়ে যাবে। হাজার বছরে এক লাখ গ্যালাক্সি। দশ হাজার বছরে পুরো ব্রহ্মাণ্ড পুরো হয়ে যাবে। তারপর কি ?'

VJ-23X বলল, 'পার্শ্ব সমস্যা হিসেবে দেখা দেবে যাতায়াত সমস্যা। আমি ভেবে পাচ্ছি না, এক গ্যালাক্সি থেকে অন্য গ্যালাক্সিতে পাঠাতে কত সানপাওয়ার ইউনিটের প্রয়োজন হবে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'খুব ভালো প্রশ্ন। ইতোমধ্যে মানুষ দুটো সানপাওয়ার ইউনিট ব্যবহার করছে প্রতি বছর।'

'অধিকাংশই ফালতু খরচ। তারপরেও আমাদের নিজের গ্যালাক্সি এক বছরে একাই হাজার সানপাওয়ার ইউনিট ব্যবহার করছে। এদিকে আমরা দুটো তারার শক্তি শেষ করে ফেলেছি।'

'বেশ, কিন্তু শতকরা একশত ভাগ পুরো দক্ষতায় শক্তি ব্যবহার করলেও আমরা তলানিতে পৌঁছুবই। আমাদের শক্তির চাহিদা জ্যামিতিক হারে বাড়ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায়। গ্যালাক্সিগুলোতে মানুষপূর্ণ হওয়ার আগেই শক্তি শেষ হয়ে যাবে। একটা ভালো প্রশ্ন। খুব ভালো প্রশ্ন।'

'আমরা আন্তঃমহাজাগতিক গ্যাস থেকে নতুন নতুন তারা তৈরি করতে পারি।'

'কিংবা তাপশক্তি থেকে?' MQ-17J বলল।

'যেভাবেই হোক আমাদের এন্ট্রোপিকে বাঁচাতে হবে। গ্যালাক্টিক এসি-কে জিজ্ঞেস করে দেখি।'

VJ-23X অতোটা সিরিয়াস নয়, কিন্তু MQ-17J তার পকেট থেকে এসি কন্টাক্টটা বের করে টেবিলের ওপর রাখল।

'যাই হোক না কেন,' সে বলল, 'মানবজাতিকে এই সমস্যার সম্মুখীন একদিন না একদিন হতেই হবে।'

তার নিজের এসি কন্টাক্টের দিকে তাকিয়ে থাকল। ওটা একটা দুই ঘন ইঞ্চি আয়তনের এসি কন্টাক্ট, কিন্তু ওটা হাইপারস্পেসের ভেতর দিয়ে গ্রেট গ্যালাক্সি এসির সাথে যুক্ত ছিল যা মানবজাতির কাজে নিয়োজিত।

MQ-17J একবার ভাবল কোনো একদিন তার অমর জীবনে সে কি গ্যালাক্টিক এসি দেখতে পারবে না। একটা ছোট্ট জগতে যতটুকু দরকার ততটাই আছে। মাকড়সার জালের মতো ফোর্স বিম পদার্থকে ধারণ করে আছে এবং পুরনো জটিল মলিকিউলার ভালভের পরিবর্তে সাব মেজনের উত্তাল তরঙ্গ দ্বারা কাজ করে। সাব ইথেরিক পর্যায় কাজ করলেও গ্যালাক্টিক এসি হাজার ফুট ওপরে আছে।

MQ-17J হঠাৎ করে এসি কন্টাক্টকে প্রশ্ন করল, 'এন্ট্রোপিকে কি বাঁচাতে পারব আমরা?'

www.BanglaBook.org

। ' ‌‌X তাকিয়ে থেকে বলল, 'ওহ্ আমি তো তোমাকে এমন কিছু ... জিজ্ঞেস করতে হবে।'

'... ?'

'আমরা দু'জনই জানি এন্ট্রোপি বাঁচাতে পারব না। তুমি কোনোভাবেই ... ছাইকে গাছে পরিণত করতে পারবে না।'

'তোমার জগতে কোনো গাছ আছে?' MQ-17J জিজ্ঞেস করল।

গ্যালাক্টিক এসি-র শব্দ তাদের দু'জনকে থামিয়ে দিল। টেবিলের উপর রাখা ছোট এসি কন্টাক্ট থেকে সুন্দর রিন রিনে শব্দ বেরিয়ে আসতে লাগল। ওটা বলছে: অর্থবহ উত্তরের জন্য অপর্যাপ্ত ডাটা।

VJ-23X বলল, 'দেখ!'

তারপর দুই বন্ধু গ্যালাক্টিক কাউন্সিলের কাছে ওদের প্রশ্নের উত্তর পাঠিয়ে দিল।

জি প্রাইমের মন নতুন গ্যালাক্সির এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত অসংখ্য তারার ঝলকানির মাঝে নিরাসক্তভাবে ঘুরছিল। এর আগে সে জীবনেও এমন দেখেনি। ও কি সব দেখতে পারে? সবগুলোতেই মানুষপূর্ণ। কিন্তু ... যেন মৃত্যুর ঘণ্টা বাজছে। মহাশূন্য মানুষে পূর্ণ হয়ে গেছে।

মন, দেহ নয়! অমর দেহটা তা গ্রহে রয়ে গেছে, ইওনে ঝুলে আছে। মাঝেমধ্যে জাগতিক কাজের জন্য জেগে উঠে তাও আবার কদাচিৎ। খুব অল্প মানুষ জন্ম নেয় এখন, কিন্তু তাতে কি? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নতুন মানুষের জন্য সামান্যই জায়গা খালি আছে।

হঠাৎ করে জি প্রাইম একটি মনের উপস্থিতি অনুভব করল।

'আমি জি প্রাইম,' বলল জি প্রাইম। 'তুমি কে?'

'আমি ডি সাব উন। তোমার গ্যালাক্সি কোনটি?'

'আমরা শুধু গ্যালাক্সি বলেই ডাকি। তোমরা?'

'আমরাও একই। সব মানুষ তাদের গ্যালাক্সিকে গ্যালাক্সি বলেই ডাকে, অন্য কিছু নয়। কেন নয়?'

'তা ঠিক। যেহেতু সব গ্যালাক্সিই যখন এক রকম।'

'সব গ্যালাক্সি এক রকম নয়। নির্দিষ্ট কোনো একটি গ্যালাক্সিতে মানবজাতি জন্ম নিয়েছিল। ওটাই একমাত্র অন্য রকম।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জি প্রাইম জিজ্ঞেস করল, 'কোন গ্যালাক্সিটি ?'

'আমি বলতে পারব না। ইউনিভার্সাল এসি জানতে পারে।'

'আমরা কি তাকে জিজ্ঞেস করতে পারি ? আমার জানতে খুব ইচ্ছে করছে।'

জি প্রাইম তার মনকে গ্যালাক্সির অতীতের দিকে প্রসারিত করল এবং দেখল নতুন গ্যালাক্সির বিশাল এক ক্ষেত্রে। কোটি কোটি মানুষ আজ মনকে দেহ থেকে বের করে নিয়ে আসতে পারে। ইচ্ছে করলেই মহাশূন্যের যে কোনো স্থানে যেতে পারে মুহূর্তের মধ্যে।

তারপরেও অতীতের সেই জন্ম গ্যালাক্সি দেখতে ইচ্ছে করে এবং সে প্রশ্ন করে : 'ইউনিভার্সাল এসি! বল তো কোন গ্যালাক্সিতে মানুষ প্রথম এসেছিল ?'

ইউনিভার্সাল এসি সব শুনল, কারণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল জায়গায় তার রিসেপটর আছে। এই রিসেপটর হাইপারস্পেসের ভেতর দিয়ে অজানা জায়গায় ইউনিভার্সাল এসি নিজেকে একাকী স্থাপন করেছিল।

জি প্রাইম একজন মানুষকে জানত যার চিন্তা শক্তি ইউনিভার্সাল এসির মতো দূরবর্তী স্থান থেকে ধরতে পারত। দেখল একটি উজ্জ্বল গোলক, দুইফুট দূর থেকে দেখানো হল। দেখতে অসুবিধা হচ্ছিল।

'কিন্তু এটা কী করে সবটাই হয় ইউনিভার্সাল এসির ?' জি প্রাইম জিজ্ঞেস করল।

'অনেকটাই এ রকমই,' জবাব এল, 'হাইপারস্পেসের ভেতর। তবে কোনরূপে আছে তা আমি বলতে পারব না।'

কেউই পারবে না। অনেকদিন পেরিয়ে গেছে। জি প্রাইম জানত ইউনিভার্সাল এসি বানাবার সময় মানবজাতির সকল সদস্য অংশ নিয়েছে। প্রতিটি ইউনিভার্সাল এসে নতুন করে ডিজাইন তৈরি করা হয়েছে। নিজের উত্তরাধিকার রেখে গেছে। প্রতিটি ইউনিভার্সাল এসি লক্ষ লক্ষ বছর ধরে প্রয়োজনীয় অতীতের সকল তথ্য এবং নিজস্বতায় একীভূত হতে পারে।

ইউনিভার্সাল এসি জি প্রাইমের চিন্তা ধারায় বাধা দিল, কথা দিয়ে নয়, গাইডেন্স দিয়ে। জি প্রাইমের মনটাকে গ্যালাক্সির সাগরের মাঝ দিয়ে চালিত করা হল এবং একটি বিশেষ তারায় নিবদ্ধ করা হল।

www.BanglaBook.org

মন থেকে একটা ভাবনা এল, তবে স্পষ্ট। 'এটাই হচ্ছে মানবজাতির [illegible]।'

কিন্তু এই গ্যালাক্সি অন্য গ্যালাক্সি থেকে ভিন্ন কিছু নয়। জি প্রাইমের [illegible]।

ডি সাব উন, যার মন এতক্ষণ জি প্রাইমের মনের কাছেই ছিল। হঠাৎ সে বলল, 'এই তারাগুলোর মধ্যে মানুষের আদি তারাটিও রয়েছে ?'

ইউনিভার্সাল এসি বলল, 'মানুষের আদি তারাটি নোভায় পরিণত হয়েছে। এটা এখন একটি সাদা বামন।'

'সেখানে যে মানুষেরা ছিল তারা মারা গেছে ? জি প্রাইম জিজ্ঞেস করল কোনো চিন্তাভাবনা না করে।

ইউনিভার্সাল এসি বলল, 'নতুন একটা জগত তৈরি করা হয়েছিল সেখানে সময়ের সাথে সাথে তাদের দেহগুলো সংরক্ষণ করা হয়েছে।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' জি প্রাইমের মন হারানোর তীব্রতা অনুভব করল। তার মনকে সরিয়ে আনল মানুষের আদি গ্যালাক্সি থেকে। সে আর সে দিকে তাকাতে চাইল না।

ডি সাব উন বলল, 'কী হয়েছে তোমার ?'

'তারাগুলো মারা যাচ্ছে। আদি তারাটিও মারা গেছে।'

'ওরা সবাই মারা যাবে। যাবে না কেন ?'

'কিন্তু যখন আমাদের শক্তি শেষ হয়ে যাবে তখন আমাদের দেহগুলো মারা যাবে। আমি এবং তুমিও মারা যাব।'

'এটা হতে হাজার কোটি বছর সময় নেবে।'

'আমি হাজার কোটি বছর পরেও মরতে চাই না। ইউনিভার্সাল এসি! এতগুলো তারাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো যাবে ?'

ডি সাব উন বলল, 'তুমি বলতে চাইছ কী করে এন্ট্রোপিকে উল্টোদিকে নেওয়া যায় ?'

ইউনিভার্সাল এসি জবাব দিল, 'অর্থবহ উত্তরের জন্য এখনো প্রয়োজনীয় ডাটা পাওয়া যায়নি।'

জি প্রাইমের মন তার নিজের গ্যালাক্সির দিকে ছুটে গেল। সে ডি সাব উনের দিকে কোনো মনোযোগ দিল না। যার দেহ লক্ষ কোটি আলোক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বর্ষ দূরে কোনো এক গ্যালাক্সিতে রয়েছে। কিংবা জি প্রাইমের পাশের তারাটিতে আছে। কিছু আসে যায় না তাতে।

মন খারাপ করে জি প্রাইম আন্তঃনাক্ষত্রিক হাইড্রোজেন গ্যাস সংগ্রহ করতে লাগল নিজের একটি ছোট তারা বানানোর জন্যে। তারাগুলো যদি মারাই যায় তাহলে অন্তত নতুন তারা তৈরি করা যাবে তো।

মানুষ নিজেকেই গ্রাহ্য করে, সব মানুষ সমষ্টিগতভাবে এক সত্তার অধিকারী। কোটি, কোটি, কোটি বয়সহীন দেহ, নিজ নিজ জায়গায় প্রতিটি শান্তভাবে বিশ্রাম নিচ্ছে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলতে কার কোনো কিছুই নেই। তারপরেও সবার মন পরস্পরের সাথে অবাধে মিশে যায়। পার্থক্য নির্ণয় করা অসম্ভব।

মানুষ বলল, 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মারা যাচ্ছে।'

মানুষ তাকাল নিভু নিভু গ্যালাক্সির দিকে। বড় বড় তারাদের মৃত্যু হয়েছে অনেক আগেই। প্রায় সব তারাই সাদা বামনে পরিণত হয়েছে।

নতুন তারা তৈরি করা হয়েছিল ধুলো থেকে, কিছু তৈরি করা হয়েছিল প্রাকৃতিক পরিবেশের মাধ্যমে, কিছু তৈরি করেছিল মানুষ নিজেই। ওগুলোরও মৃত্যু হয়েছে। সাদা বামনগুলো পরস্পরের সাথে সংঘর্ষ ঘটিয়ে নতুন শক্তির মাধ্যমে নতুন তারা তৈরি করছে। কিন্তু একটা নতুন তারা তৈরি করতে হাজারটা সাদা বামন ধ্বংস হচ্ছে, এবং সেগুলোও ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে একদিন।

মানুষ বলল, 'কসমিক এসি-র তত্ত্বাবধানে এত তারার মৃত্যুর পর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে হাজার কোটি বছর টিকে থাকা যাবে।'

'তারপরেও,' মানুষ বলল, 'ওটারও শেষ আছে। যত্ন করে পরিচালিত হোক না কেন, যে শক্তি একবার নিঃশেষ হয়ে যায় তা আবার পুনরুদ্ধার হয় না। এন্ট্রোপি অবশ্যই বেড়ে গিয়ে সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে যাচ্ছে।'

মানুষ বলল, 'এন্ট্রোপি কি উল্টোদিকে নেওয়া যায় না? কসমিক এসি-কে জিজ্ঞেস করা যাক।'

কসমিক এসি চারিদিকে ছিল। মহাশূন্যে ছিল না। কোনো অংশও মহাশূন্যে ছিল না। হাইপারস্পেসে ছিল। এসব যেগুলো বস্তু কিংবা এনার্জি দ্বারা গঠিত ছিল না। আয়তন কিংবা প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের কোনো ধারণাই ছিল না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কসমিক এসি,' মানুষ বলল, 'কী পরিমাণ এন্ট্রোপি উল্টোদিকে নেয়া যায়?'

কসমিক এসি বলল, 'অর্থবহ উত্তরে জন্যে এখনো পর্যন্ত পর্যাপ্ত ডাটা সংগ্রহ করা হয়নি।'

মানুষ বলল, 'অতিরিক্ত ডাটা সংগ্রহ কর।'

কসমিক এসি বলল, 'আমি তাই-ই করে যাব। হাজার বছর ধরে আমি এই কাজটাই করে আসছি। আমার পূর্বসূরিদের এবং আমাকেও এরকম প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। আমার কাছে যে সব ডাটা আছে তা অপর্যাপ্ত।'

'এমন সময় কি একদিন আসবে,' মানুষ বলল, 'যখন সব ডাটা সংগ্রহ করা যাবে এবং সমস্যার সমাধান করা যাবে, নাকি কোনো সময়ই সমস্যার সমাধান করা যাবে না?'

কসমিক এসি বলল, 'কোনো সমস্যাই পড়ে থাকে না।'

মানুষ বলল, 'যখন তোমার পর্যাপ্ত ডাটা সংগ্রহে থাকবে তখন কি জবাব দিতে পারবে?'

কসমিক এসি বলল, 'অর্থবহ উত্তরের জন্য এখনো পর্যন্ত পর্যাপ্ত ডাটা সংগ্রহে নেই।'

'তুমি কি কাজ করে যাচ্ছ?' মানুষ জিজ্ঞেস করল।

কসমিক এসি বলল, 'আমি করছি।'

মানুষ বলল, 'আমরা অপেক্ষায় থাকব।'

তারাগুলো এবং গ্যালাক্সিগুলো মারা গেছে এবং মহাশূন্যে অন্ধকারে ডুবে গেল দশ ট্রিলিয়ন বছর পর।

একে একে সব মানুষ এসি-র সাথে একীভূত হয়ে গেল। দেহের কোনো অস্তিত্ব রইল না।

মানুষের শেষ মনটি একীভূত হওয়ার আগে থমকে দাঁড়াল। মহাশূন্যের দিকে তাকাল একবার, সেখানে কিছু নেই তবে শেষ কালো তারাটির দিকে তাকিয়ে দেখল তাপমাত্রা কমে গিয়ে চরম মাত্রা নেমে আছে।

মানুষ বলল, 'এসি, এটাই কি শেষ? এই চরম বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে উল্টো দিকে ফিরিয়ে মহাবিশ্বকে আবার যাত্রা করানো যাবে না? কি বল করা যাবে না?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এসি বলল, 'অর্থবহ উত্তরের জন্য এখনো পর্যন্ত পর্যাপ্ত ডাটা সংগ্রহে নেই।'

মানুষের শেষ মনটা একীভূত হয়ে গেল এবং শুধু এসি রয়ে গেল-- হাইপারস্পেসে।

পদার্থ এবং শক্তি শেষ হয়ে গেছে মহাশূন্যে এবং সময়ের সাথে। এসি টিকে ছিল শেষ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্যে। প্রশ্নটি করা হয়েছিল দশ ট্রিলিয়ন বছর আগে।

সব প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া হয়েছে এবং শেষ প্রশ্নটির জবাব না দেওয়া পর্যন্ত এসি তার চেতনাকে মুক্তি দিতে পারে না।

সব ডাটা সংগ্রহ করা হয়ে গেছে। আর ডাটা সংগ্রহের জন্য নেই।

কিন্তু সব ডাটা একত্রিত করে সর্বশেষ সমস্যা সমাধান করতে হবে।

এই কাজটা করতে সীমাহীন সময় ব্যয় হল।

এর ফলে এসি শিখে ফেলল এন্ট্রোপিকে কী করে উল্টোদিকে চালিত করতে হবে।

কিন্তু কোনো মানুষকে পাওয়া গেল না এসি-র উত্তর শোনার জন্য। তাতে কি। উত্তরটা প্রদর্শন করে নিজেই নিজের দেখাশুনা করতে পারবে।

আরো সময়হীন কাল চলে গেল, এসি ভাবতে লাগল কেমন করে উত্তম উপায়ে সমাধানটা নির্ধারণ করা যায়। সাবধানে, এসি প্রোগ্রাম সাজাতে লাগল।

এসি তার চেতনা প্রসারিত করে দেখল, এতদিন মহাবিশ্ব বলে যা ছিল তা এখন একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা। ধাপের পর ধাপ, একাজটি সমাধা করতে হবে।

এবং এসি বলল, 'আলো দাও!'

এবং আলো এল-

অনুবাদ : হাসান খুরশীদ রুমী

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

দ্য ডাস্ট অভ ডেথ

গ্রেট লুইসের সাথে যারা কাজ করেছে, তাদের সবার মতো এডমান্ড কারান আনন্দ ফুর্তির আশায় থেকে থেকে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছুল, খুন করার ইচ্ছেটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল তার। হ্যাঁ, একই ব্যক্তি গ্রেট লুইসকে খুন করবে সে।

লুইসের সাথে যারা কাজ করেনি, তারা পুরোপুরি বুঝবে না এই মানুষটা। লুইস (মানুষ তাঁর নামের প্রথম অংশটা ভুলে গেছে, কিংবা প্রায় অবচেতনভাবেই বিশাল ব্যক্তিত্ব হিসেবে গ্রেট শব্দটা জুড়ে দিয়েছে মূল নামের আগে) এমন এক ব্যক্তিত্ব, যিনি প্রতিটা মানুষের কাছে অজানার মাঝে ঢুকে পড়ার বিরাট কোনো আইডিয়া। তিনি একই সঙ্গে অত্যন্ত মেধাবী এবং অদম্য মনোবলের অধিকারী। ব্যর্থতার মুখে যেমন হাল ছাড়েন না লুইস, তেমনি নতুন এবং অধিকতর কুশলী কোনো আক্রমণের তোড়েও বিভ্রান্ত হন না কখনো।

লুইস একজন জৈব রসায়নবিদ, যিনি গোটা সৌরজগৎকে তাঁর বিজ্ঞানের সেবায় নিয়ে এসেছেন। বায়ুশূন্য স্থানে প্রবেশের ক্ষেত্রে বড় মাপের রাসায়নিক বিক্রিয়া সৃষ্টি করতে তিনি প্রথম কাজে লাগান চাঁদকে। রিঅ্যাকশনটা ঘটানো হয় ফুটন্ত পানি কিংবা তরল নাইট্রোজেনের তাপমাত্রায়, আর সেটা নির্ভর করে মাসভিত্তিক সময়ের ওপর। স্পেস স্টেশনগুলোর চারপাশের কক্ষপথে যখন যত্নের সাথে ডিজাইন করা অ্যাপারেটাস স্বাধীনভাবে ভাসিয়ে দেয়া হল, বিস্ময়কর এক নতুন বিষয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল ফটো কেমিস্ট্রি।

কিন্তু, সত্যি বলতে কি, লুইস আসলে অন্যের কৃতিত্ব চুরি করে নেয়ায় ওস্তাদ, যে অধর্ম ক্ষমা করা প্রায় অসম্ভব। চন্দ্রপৃষ্ঠে অ্যাপারেটাস স্থাপনের

www.BanglaBook.org

চিন্তা ভাবনা করে প্রথমে ক'জন নাম না জানা ছাত্র। আর প্রথম সেলফ কনটেইনড স্পেস রিঅ্যাকটরের ডিজাইন করেছিল যে টেকনিশিয়ান, তারও কোনো হদিস নেই। তো, যাই হোক, এই মহৎ কর্ম দুটোর কৃতিত্ব সব লুইসের কপালেই জুটেছে শেষে।

এবং এ ব্যাপারে কিছুই করার নেই কারো। রাগ করে চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল এক কর্মচারী, কিন্তু লাভ হয়নি তাতে। বরং সুপারিশের অভাবে এখন তার অন্য কোথাও চাকরি পাওয়া দায়। অপরদিকে, যারা থেকে গেছে লুইসের সাথে, টিকে গেছে শেষমেষ, কপাল খুলেছে তার। লুইসকে ছেড়ে যাওয়ার সময় এমন আশীর্বাদ নিয়ে গেছে, ভবিষ্যতের সাফল্য তাদের একেবারে নিশ্চিত।

তবে যারা থেকে গেছে, লুইসের কাণ্ডকারখানা নিয়ে ঘৃণার সাথে ফিসফাস করেছে নিজেদের ভেতর।

এবং একমাত্র ফারলির সম্পূর্ণ কারণ রয়েছে এই দলে যোগ দেয়ার। শনির সবচে' বড় উপগ্রহ টাইটান থেকে এসেছে সে। ফারলি সেখানে একটাই কাজ করে যাচ্ছিল টাইটানের খাপ-খাওয়ানোর উপযোগী আবহাওয়াটাকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগানোর জন্যে, শুধু কয়েকটি রোবট তাকে সাহায্য করেছে যন্ত্রপাতি সাজানর বেলায়। বড় বড় গ্রহগুলোর আবহাওয়ার বেশিরভাগ উপাদান হাইড্রোজেন এবং মিথেন, তবে বৃহস্পতি এবং শনি আকারে এত বড় যে সেগুলোর আবহাওয়ার উপাদান নিরূপণ করা মুশকিল। টাইটান থেকে ইউরেনাস এবং নেপচুন যদিও এখনো ব্যয়বহুল দূরত্বে রয়েছে, তবু সেগুলো আয়তনের দিক দিয়ে মঙ্গল গ্রহের মতো হওয়ায় কাজ চালানো যাচ্ছে। আর গ্রহ দুটো মাঝারি ধরনের হলেও হাইড্রোজেন মিথেন আবহাওয়া ধরে রাখার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে বড়, সেইসঙ্গে শীতলতাও রয়েছে পর্যাপ্ত।

হাইড্রোজেন পূর্ণ আবহাওয়ায় খুব সহজে ঘটানো যায় লার্জ স্কেল রিঅ্যাকশন, পৃথিবীতে যে প্রতিক্রিয়া প্রতিসংক্রান্ত কারণে বেশ সমস্যাপূর্ণ। টাইটানে মাস ছয়েক গ্যাঁট হয়ে পড়ে থেকে একের পর এক ডিজাইন গড়ে গেল ফারলি, তারপর ফিরে এল বিস্ময়কর সব ডাটা নিয়ে। এরপরেও তার এই কৃতিত্বকে একক কোনো সাফল্য হিসেবে দেখা হল না, ধরা হল লুইসের সার্বিক সাফল্যের একটা অংশ হিসেবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অন্যরা সবাই ফারলির দুঃখে সমব্যথী হয়ে কাঁধ ঝাঁকাল, স্বাগত জানাল তাকে ভ্রাতৃসঙ্ঘে। ফারলির ব্রণের দাগে ভরা মুখটাতে তখন এখন তাতে ফুটে উঠেছে উত্তেজনা, ঠোঁট দুটো আঁটো হয়ে চেপে বসেছে আগ্রহে, অন্যদের ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের কথা কান পেতে শুনছিল সে।

এদের ভেতর সবচে' ঠোঁটকাটা জিম গরহ্যাম। ফারলি অবশ্যি অবজ্ঞা করত তাকে, কারণ গরহ্যাম তাদের মতো 'ভ্যাকুয়াম ম্যান' হিসেবে কাজ করছে ঠিকই, কিন্তু পৃথিবীর বাইরে কখনো যায়নি সে।

গরহ্যাম বলল, 'লুইসকে মেরে ফেলা খুব সহজ, সেটা তাঁর রোজকার স্বভাব দেখলেই বুঝতে পারবে তোমরা। তাঁকে মারার ব্যাপারে তাঁর ওপর নির্ভর করতে পারো তোমরা। যেমন– তাঁর খাওয়ার সময়টার দিকে তাকাও একবার। ঘড়ি ধরে ঠিক বারোটার সময় অফিস বন্ধ করেন তিনি, খোলেন ঠিক একটার সময়। ঠিক তো ? এই মধ্যাহ্ন বিরতির সময় কেউ আসে না তাঁর অফিসে, কাজেই বিষক্রিয়ার জন্যে তখন প্রচুর সময় রয়েছে।'

বেলিনস্কি সন্দেহপূর্ণ কণ্ঠে বলল, 'বিষ ?'

'হ্যাঁ, যোগাড় করা একদম সহজ। সমস্ত জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে প্রচুর বিষ। তুমি শুধু নাম বল, আমরা এনে দেব এক্ষুণি। ঠিক আছে, তাহলে। লুইস প্রতিদিন দুপুরে খান রুটির সাথে সুইস পনির আর বিশেষ এক ধরনের পেঁয়াজের চাটনি। আমরা সবাই জানি সেটা, ঠিক কি না ? লাঞ্চের পর সারাটা বিকেল এই চাটনির গন্ধ থাকে তাঁর মুখে। মনে পড়ে, গত বসন্তে একবার লাঞ্চ রুমে তাঁর বিশেষ চাটনিটা ছিল না বলে কেমন তর্জন-গর্জন করেছিলেন তিনি। কেউ যেহেতু লুইসের এই বিশেষ চাটনিতে হাত দেবে না, কাজেই বিষ দিলে তা শুধু লুইসকেই ধরবে, আর কাউকে নয়...'

গরহ্যাম এতক্ষণ যা বলল, সেটা নিছক একটা মেকি পরিকল্পনা মাত্র। লাঞ্চ টাইমের খোশ গল্পের খোরাক, কিন্তু এটা ফারলির জন্যে নয়।

সে সত্যিই অত্যন্ত কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে লুইসকে খুন করার ব্যাপারে।

চিন্তাটা ফারলির মনে জাঁকিয়ে বসেছে বেশ। লুইসের মৃত্যুর কথা ভাবলে কেমন শিহরন জাগছে তার রক্তে। বেটা জোচ্চোর! হ্যাঁ, এতবড়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্যক্তিত্বকে কষে গাল দেয় ফারলি। অক্সিজেনের ছোট্ট এক বুদবুদের ভেতর থেকে মাসের পর মাস সে কাটিয়ে এল এক ভিনগ্রহের প্রতিকূল পরিবেশে, জঞ্জাল সরাতে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াল জমাট অ্যামোনিয়ার মাঝে, তারপর হালকা আবহাওয়ার শীতল হাইড্রোজেন আর মিথেনের মাঝে রিঅ্যাকশন ঘটিয়ে যে ফলটা নিয়ে এল, তার পুরো ক্রেডিট বাগিয়ে নিল লুইস। তার ন্যায্য অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করে একাই কুড়িয়ে নিল সব বাহবা। এর প্রতিশোধ নেবেই নেবে ফারলি।

তবে তাঁর মৃত্যু ঘটাতে এমন কিছু করতে হবে, যাতে একমাত্র তিনিই আক্রান্ত হন, আর কেউ নয়। লুইসের অ্যাটমোসফিয়ার রুমটাই হতে পারে এই অঘটন ঘটানোর জায়গায়। লম্বা এক নিচু রুম এটা, ল্যাবরেটরির অন্যান্য ঘরগুলো থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করা হয়েছে সিমেন্টের ব্লক দিয়ে। দরজাগুলো ফায়ার প্রুফ। ঘরটাতে লুইস ছাড়া আর কেউ যেতে পারে না। দ্বিতীয় কেউ যেতে চাইলে ঢুকতে হবে লুইসের উপস্থিতিতে, তাও অনুমতি নিয়ে। তাই বলে এমন নয় যে, রুমটা সব সময় তালাবদ্ধ থাকে। ভিড়িয়ে দেয়া দরজায় ছোট্ট একটা চিরকুট লাগিয়ে দেন তিনি। তাতে লেখা থাকে—'ভেতরে ঢুকবে না'। ব্যস, তাতে কাজ হয়ে যায়। বড় কর্তা হিসেবে লুইসের যে কড়া ইমেজ, তাতে ওই স্বাক্ষর করা ছোট্ট চিরকুটেই কাজ হয়ে যায়, লকের চেয়েও বিরাট বাধা হয়ে কাজ করে ছোট্ট কাগজটা। তবে এখানে কারো খুন করার ইচ্ছে থাকলে এই বাধা কোন ছার।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, অ্যাটমোসফিয়ার রুমে কী করেন লুইস? নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে সেখানে, প্রায় সীমাহীন সতর্কতার ভেতর চলে এই গবেষণা, কারো কোনো সুযোগ নেই সেখানে হাত দেয়ার। অ্যাটমোসফিয়ার রুমে সুবিন্যস্তভাবে সাজানো যন্ত্রপাতির মাঝে সূক্ষ্ম কোনো পরিবর্তন ঘটলেও সেটা ধরা পড়ে যাবে, যদি আগুন দেয়া হয়, তাহলে? দাহ্য পদার্থে ভর্তি অ্যাটমোসফিয়ার রুম এবং প্রয়োজনের চেয়ে বেশিই রয়েছে। তবে লুইস ধূমপান করেন না এবং আগুনের ঝুঁকির ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ। কেউ নিজে থেকে সতর্ক থাকলে তার পূর্ব সতর্কতার কাছে অন্য সবাই তুচ্ছ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফারলি অধৈর্যের সাথে ভাবল প্রতিশোধ নেয়ার জটিলতা নিয়ে। সে যখানে বিশাল ঘন মাইল জুড়ে রিঅ্যাকশন ঘটিয়েছে, সেখানে চোর লুইস ছোট ছোট ট্যাংকি ভর্তি মিথেন এবং হাইড্রোজেন নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। ছোটখাট পরীক্ষা চালিয়েই আকাশ ছোঁয়া খ্যাতি পেয়ে যাচ্ছেন লুইস, সেখানে বড় বড় পরীক্ষা চালিয়েও বিস্মৃতির অতলে পড়ে থাকছে ফারলি।

অ্যাটমোসফিয়ার রুমের ভেতর ছোট ছোট ট্যাংকিতে ভরা আছে গ্যাসগুলো, প্রতিটা গ্যাসের জন্যে আলাদা রঙের ট্যাংকি, প্রতিটা গ্যাস তৈরি করে আলাদা কৃত্রিম পরিবেশ। লাল সিলিন্ডারে রাখা আছে হাইড্রোজেন, লাল-সাদা ডোরাকাটা সিলিন্ডারে মিথেন। এই গ্যাস দুটো মিলে তৈরি করে বাইরের গ্রহগুলোর আবহাওয়া। বাদামি সিলিন্ডারে রয়েছে নাইট্রোজেন, আর রুপালি সিলিন্ডারে কার্বন ডাই অক্সাইড। এই দুটো গ্যাস এক হলে হয়ে যায় শুক্রের আবহাওয়া। ঠেসে বাতাস পোরা রয়েছে হলুদ সিলিন্ডারগুলোতে, সবুজগুলোতে রয়েছে অক্সিজেন। পৃথিবীর আবহাওয়া তৈরিতে যথেষ্ট কাজ দেয় যেগুলো। রঙধনুর একসারি রঙ দিয়ে সাজানো সিলিন্ডারগুলো, শত শত সভা সম্মেলনের পর নির্ধারিত হয়েছে এই রঙগুলো।

ভাবতে ভাবতে শেষমেষ একটা উপায় পেয়ে গেল ফার্লি। আইডিয়াটা খুঁজে পেতে কোনো কষ্ট পোহাতে হল না, হুট করেই মাথায় উদয় হল সেটা। মাত্র এক মুহূর্তে গোটা ব্যাপারটা স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ হয়ে গেল ফারলির মনের ভেতর। সে জানে, কী করতে হবে তাকে।

১৮ সেপ্টেম্বর স্পেস ডে। এই সময় পর্যন্ত একটা মাস খুব কষ্টে অপেক্ষা করল ফারলি। বিশেষ এই দিনটিতে মানুষ প্রথম সাফল্যের সাথে মহাশূন্য পাড়ি দিয়েছিল। মহাশূন্য দিবসের রাতে কারো কোনো কাজ নেই। মহাশূন্য দিবস মানেই সবখানে ছুটি। বিশেষ করে বিজ্ঞানীদের কাছে এই দিনটি সবচেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। এই দিনটিতে—এমনকি কাজের প্রতি আত্মনিবেদিত লুইসও আনন্দফুর্তি করে থাকেন।

সে রাতে ফারলি সেন্ট্রাল অরগানিক ল্যাবরেটরিতে ঢুকল সেটার অফিসিয়াল নাম ব্যবহার করার জন্যে, অবশ্যই কেউ লক্ষ করল না তাকে। ল্যাবগুলো তো আর ব্যাংক বা জাদুঘর নয় যে, সারাক্ষণ পাহারা থাকবে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেখানে। চুরি করার মতো তেমন কিছুই নেই ল্যাবগুলোতে। কাজেই রাতে পাহারায় যারা থাকে, কাজের প্রতি ঢিলেঢালা একটা ভাব থাকে তাদের।

ফারলি প্রধান দরজাটা সাবধানে বন্ধ করে দিল তার পেছনে। অন্ধকার করিডোর ধরে ধীরে ধীরে এগোল অ্যাটমোসফিয়ার রুমের দিকে। একটা ব্রাশ নিয়ে গড়ে উঠেছে ফারলির ইকুইপমেন্ট। সপ্তা তিনেক আগে শহরের আরেক প্রান্তে দাঁড়ানো একটা আর্ট সাপ্লাই স্টোর থেকে জিনিসগুলো যোগাড় করেছে ফারলি। গ্লাভস পরে নিল সে।

অ্যাটমোসফিয়ার রুমে প্রবেশ করার ব্যাপারটি সবচে' কঠিন হয়ে দাঁড়াল ফারলির জন্যে। কারণটা আর কিছু নয়, বিবেকের তাড়না। খুনের প্রতি সাধারণ যে নিষেধাজ্ঞা, তারচে', যেন প্রবল বাধা রয়েছে অ্যাটমোসফিয়ার রুমে নিষেধাজ্ঞার মাঝে। তবে মনের ওপর জোর খাটিয়ে একবার ভেতরে ঢোকার পর অস্বস্তিটা কেটে গেল ফারলির, সহজ হয়ে এল বাকি কাজ।

ফ্ল্যাশলাইটটা কাপের মতো করে নির্দিষ্ট সিলিন্ডারটা খুঁজে নিল ফারলি। কোনো দ্বিধা কাজ করল না তার মাঝে। তার হৃৎপিণ্ড এত জোরে জোরে লাফাচ্ছে, কানে তালা লাগার যোগাড়। দ্রুত নিশ্বাস পড়ছে, কাঁপছে হাত দুটো।

ফ্ল্যাশলাইটটা বগলে গুঁজে ব্রাশের ডগা আলতো করে কালো চূর্ণগুলোতে ছোঁয়াল ফারলি। মিহি দানাগুলো লেগে গেল ব্রাশের ডগায়। ব্রাশটা এবার সিলিন্ডারের সাথে লাগানো পরিমাপ যন্ত্রের নলের ওপর ধরল সে। যুগের মতো কয়েক সেকেন্ড লাগল কাঁপা হাতে ব্রাশের ডগা নলের ভেতর ঢুকিয়ে দিতে।

নলের ভেতর কালো গুঁড়োটা ঝেড়ে দিয়ে ব্রাশটা বের করে আনল ফারলি। আবার ব্রাশের ডগায় লাগাল কালো জিনিসটা, আবার ঢোকাল নলের ভেতর। এভাবে বারবার চলতে লাগল কাজ, আর সে এত গভীর মনোযোগ দিল, প্রায় সম্মোহিত হয়ে যাওয়ার অবস্থা। শেষে একটু ফেসিয়াল টিস্যু নিয়ে মুখের লালা দিয়ে সেটা ভিজাল ফারলি। এবার টিস্যুটা দিয়ে নলের মুখটায় চারপাশ ভালো করে মুছে দিল সে। কাজটা শেষ হওয়ার পর বিরাট স্বস্তি অনুভব করল ফারলি। শীঘ্র এখান থেকে বেরিয়ে যাবে সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু মেশানোর আগেই ফারলির হাত জমে গেল বরফের মতো। আর হঠাৎ করে একটা ভয়ের একটা তরঙ্গ বয়ে গেল তার ভেতর, অসুস্থ বোধ করতে লাগল সে, ফ্ল্যাশলাইটটা সশব্দে গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে।

গোলমাল করে ফেলেছে সে! অবিশ্বাস্য এবং দুর্ভোগ ডেকে আনা ব্যাপার! ফারলি ভাবতেও পারেনি এমনটি হবে!

আবেগ এবং উত্তেজনার ধকলে ভুল সিলিন্ডারে জিনিসটা ঢেলে ফেলেছে সে!

মেঝে থেকে চট করে ফ্ল্যাশটা তুলে নিল ফারলি, নিভিয়ে দিল ওটা, বুকটা ঢিপঢিপ করছে ধরা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায়, কান দুটো উৎকর্ণ হয়ে আছে অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু শোনার অপেক্ষায়।

না, কোনো শব্দ নেই, মৃত্যুপুরীর নীরবতা চলছে এখনো। ধাতস্থ হয়ে পুরো জ্ঞান ফিরে পেল ফারলি। সঠিক সিলিন্ডারে কাজটা আবার সারতে আরো মিনিট দুয়েক লাগবে তার।

আবার সেই ব্রাশ এবং কালো গুঁড়োটা নিয়ে মেতে উঠল ফারলি। ভাগ্যিস, মারাত্মক এই জ্বলন্ত কালো জিনিসটা ফেলে দেয়নি সে! এবার আসল সিলিন্ডারেই ঢালা হল জিনিস।

বেজায় রকম কাঁপছে হাত দুটো। বড় বিচ্ছিরি অবস্থা। ওই কাঁপা হাতেই সিলিন্ডারের নলের মুখটা মুছল সে। তার ফ্ল্যাশটা আবার ব্যস্ত হয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিল এবং বিচারক টলুইনের একটা বোতলের ওপর এসে স্থির হয়ে গেল। বোতলের প্লাস্টিক ক্যাপ খুলে কিছু টলুইন ছড়িয়ে দিল মেঝেতে, এবং বোতলটা খোলা রেখে দিল।

ল্যাবের দালান থেকে ফারলির বেরিয়ে আসার ব্যাপারটি ছিল একটা স্বপ্নের ঘোরের মতো। টলতে টলতে কোনো রকমে বেরিয়ে আবাসিক দালানটার দিকে ছুটল সে। ভালোয় ভালোয় নিজের ঘরে ঢুকতে পারলেই স্বস্তি। বলতে গেলে, তার এই অভিযান আগাগোড়াই ছিল নিচ্ছিদ্র। কেউ দেখেনি তাকে।

ফারলি যে টিস্যু দিয়ে গ্যাস সিলিন্ডারের নলের মুখ মুছেছে, সেগুলো প্ল্যাশ-ডিসপোজাল ইউনিটে ঢুকিয়ে অদৃশ্য করে দিল। ব্র্যাশটারও ঠিক এই অবস্থা হল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিস্ফোরক গুঁড়োটাকে ডিসপোজাল ইউনিটে ফেলাটা নিরাপদ মনে করল না ফারলি। কাজে যাওয়ার সময় প্রায়ই গ্র্যান্ড স্ট্রিট ব্রিজের ওপর দিয়ে হেঁটে যায় সে। তখন বিস্ফোরক গুঁড়োটা ফেলে দিলেই হবে।

পরদিন সকালে আয়নায় নিজেকে দেখে চোখ পিটপিট করল ফারলি। এবং কাজে যাবে কি না ভেবে দেখল। শেষে সিদ্ধান্তে পৌঁছুল, কাজে না যাওয়ার চিন্তাটা তার একটা অমূলক ভয়। সে অবশ্যই এমন কিছু করেনি, যাতে সবাই অন্যান্য দিনের চেয়ে আজ তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবে।

হালকা একটা বেপরোয়া ভাব নিয়ে দিনের স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল ফারলি। চমৎকার এক উষ্ণ সকাল এটা, কাজে যাওয়ার জন্যে হেঁটে রওনা দিল ফারলি। যথাস্থানে গিয়ে কবজির হালকা মোচড়ে বিস্ফোরক জিনিসটা পানিতে ফেলে দিল সে। পানিতে অল্প একটু আলোড়ন তুলল জিনিসটা, তারপর ডুবে গেল নিচে।

সেই সকালে, খানিক পর নিজের হ্যান্ড কম্পিউটারের সামনে দেখা গেল ফারলিকে। মাথায় চিন্তা চলছে অবিরাম। ঠিকঠাক মতো এগিয়েছে পরিকল্পনা। এখন কাজ হবে তো? টলুইনের গল্পটা উপেক্ষা করে যেতে পারে লুইস। কেন করবে না? গন্ধটা অপ্রিয় হলেও বিরক্তিকর নয়। অরগানিক কেমিস্টরা এই গন্ধের সাথে অভ্যস্ত।

হাইড্রোজেনাশন প্রসিডিউর নিয়ে লুইস যদি খুব উত্তেজিত থাকেন, তাহলে টাইটান থেকে ফারলি যে গ্যাস নিয়ে এসেছে—সেটাই কাজে লাগাতে যাবেন চটজলদি। তাই হবে। কারণ একদিন ছুটি কাটানোর পর রোজকার ব্যস্ততার চেয়ে আজ আরো বেশি উদ্বিগ্ন থাকবেন লুইস।

তারপর, সিলিন্ডারের নলের মুখটা খোলার জন্যে তিনি নেই গেইজ ককটা ঘোরাবেন, একটুখানি গ্যাস সবেগে বেরিয়ে এসেই অগ্নিশিখায় রূপান্তরিত হবে। বাতাসে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে টলুইন ছড়িয়ে থাকে, তাহলে দ্রুত ঘটে যাবে বিস্ফোরণ—

পরিকল্পনা মতো পুরো ঘটনাটা কল্পনায় ঠিক এভাবে দেখতে পেল ফারলি। দূর থেকে ভোঁতা বিস্ফোরণের শব্দ কানে এল তার, যেমনটি আশা করেছে সে। কারো দৌড়ে আসার পদশব্দ শোনা গেল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফারলি চোখ তুলে তাকিয়ে শুকনো কণ্ঠে বলল, 'কী—হয়েছে—কী'।

'জানো', আরেকজন জবাব দিল চিৎকার করে, 'অ্যাটমোসফিয়ার রুমে কিছু একটা ঘটেছে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটেছে। নারকীয় কাণ্ড ঘটছে সেখানে।'

আগুন নেভানোর যন্ত্রগুলো কাজ করে যাচ্ছে। লোকজন সব এক হয়ে বশ মানাল অগ্নিশিখা, আগুনের ধ্বংসস্তূপ থেকে কোনো রকমে উদ্ধার করল পুড়ে যাওয়া লুইসকে। একটুখানি প্রাণ কোনোরকমে টিকে ছিল তার দেহে, ডাক্তার তাঁকে নিয়ে কোনো ভবিষ্যৎবাণী করার আগেই মারা গেলেন তিনি।

অকুস্থলের আশেপাশে দলবেঁধে ঘুরছে সবাই। থমথমে গম্ভীর চেহারা একেকজনের, কৌতূহলও রয়েছে সেই সঙ্গে। সেখানে এডমান্ড ফারলিকেও দেখা গেল। সবার অভিব্যক্তি এক, কাজেই ফারলির ঘামে ভেজা ফ্যাকাসে চেহারা আলাদা কোনো বিশেষত্ব ফুটিয়ে তুলল না। টলতে টলতে নিজের ডেস্কে ফিরে এল ফারলি। এখন অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে সে। কিন্তু সন্দেহের চোখে দেখবে না কেউ।

কিন্তু যেভাবেই হোক অপকর্মের ধকলটা সামলে নিল ফারলি। দিনটা কোনো রকমে পার করে দেয়ার পর সন্ধ্যের দিকে হালকা হয়ে আসতে লাগল বোঝা। দুর্ঘটনা তো দুর্ঘটনাই, তাই না? পেশাগত ঝুঁকি সব কেমিস্টের বেলায়ই থাকে, বিশেষ করে যাঁরা দাহ্য পদার্থ নিয়ে কাজ করেন। কাজেই লুইসের অপঘাত মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন তুলল না কেউ।

আর কারো মনে যদি সন্দেহ হয়েই থাকে, তাহলে সূত্র ধরে এডমান্ড ফারলির কাছে সে পৌঁছুবে কী করে? যেন কোনো কিছুই ঘটেনি, স্রেফ এভাবে স্বাভাবিক জীবন কাটিয়ে যাবে ফারলি।

ঈশ্বরের দয়ায় টাইটানের সাফল্য এখন পুরোটাই থাকবে ফারলির হাতের মুঠোয়। বিখ্যাত একজন বনে যাবে সে।

কাঁধের বোঝাটা সত্যিই হালকা হয়ে গেল ফারলির এবং সে রাতে ভালো ঘুম হল তার।

BanglaBook.org

জিম গরহ্যাম গত চব্বিশ ঘণ্টায় খানিকটা নিরুদ্যম হয়ে পড়েছে। তার হলদে চুলগুলো কেমন আঁশাল দেখাচ্ছে এবং মুখ ভর্তি দাড়িগোঁফের জঙ্গল, কড়া একখান শেভ দরকার জিমের।

www.BanglaBook.org

'আমাদের সবার মতে, এটা একটা খুন', বলল জিম।

এইচ. সেটন ড্যাভেনপোর্ট টেরেসট্রিয়াল ব্যুরোর অভ ইনভেস্টিগেশন-এর লোক। ডেস্কের ওপর একটা আঙুল দিয়ে মৃদুতালে টোকা দিল সে, টোকাটা এত আস্তে পড়ছে—শোনা যাচ্ছে না শব্দ। গাট্টাগোট্টা ধরনের মানুষ ড্যাভেনপোর্ট, দৃঢ় চেহারা এবং কালো চুল, সরু এবং লম্বা নাকটা চেহারাকে সুন্দর করে তোলার চেয়ে কাজটাকেই যেন বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে। একগালে রয়েছে তারকা আকৃতির একটা ক্ষত চিহ্ন।

'সিরিয়াসলি বলছেন?' জিজ্ঞেস করল সে।

'না', প্রবলভাবে মাথা নাড়াল গরহ্যাম। 'অন্তত আমি এটাকে সিরিয়াস কিছু মনে করি না। নানা রকম অদ্ভুত ষড়যন্ত্রের কথা শোনা গেছে তাঁকে নিয়ে। তাঁর মৃত্যু বিষাক্ত স্যান্ডউইচের মাধ্যমে হতে পারত, হেলিকপ্টারে অ্যাসিড আক্রমণের মাধ্যমে হতে পারত, আপনি তো জানেন সেটা। এর মধ্যে বিকৃত মস্তিষ্ক কেউ সিরিয়াসলি নিতে পারে কোনো সুযোগ! এর কারণটা কী কে জানে?'

ড্যাভেনপোর্ট বলল, 'আপনি যা বললেন, তাতে কারণটা মনে হচ্ছে—মৃত মানুষটি অন্যদের কৃতিত্ব নিজের কাজে লাগাতেন।'

'তাতে কী', বলল গরহ্যাম। 'তিনি যে বিরাট দায়িত্বে ছিলেন, তাতে এই কৃতিত্ব প্রাপ্য ছিল তার। আমাদের গোটা দলটাকে সঙ্ঘবদ্ধ রেখেছিলেন লুইস। এই অফিসের পেশি এবং অস্ত্র সবই ছিলেন তিনি। লুইসই একমাত্র আমাদের যাবতীয় প্রস্তাব নিয়ে কংগ্রেসের সাথে কথা বলেন এবং প্রয়োজনীয় সুবিধাদি অনুমোদন করান। মহাশূন্যে আমাদের বিভিন্ন প্রজেক্ট স্থাপনের যে অনুমতি, সেটা তাঁর জন্যেই সম্ভব হয়েছিল। চাঁদ কিংবা অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহে তিনিই পাঠাতেন মানুষজন। স্পেসশিপ লাইনের লোকজন এবং বড় বড় শিল্পপতিদের সাথে কথা বলে আমাদের কাজের জন্যে কোটি কোটি জলাশয়ের অনুদান আদায় করেছেন তিনি। সেন্ট্রাল অরগানিককে সংগঠিত করেন লুইস।'

'এসব কি রাতারাতি উপলব্ধি করলেন নাকি?'

'আসলে ঠিক তা নয়। সব সময়ই এসব উপলব্ধি করেছি আমি, কিন্তু আমার কী করার আছে বলুন? মহাশূন্য ভ্রমণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে আমাকে, কাজেই এসব এড়িয়ে যাওয়ার একটা ছল খুঁজে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যাইনি। আমি এমন এক ভ্যাকুয়াম ম্যান, যে কখনো মহাশূন্যে যাইনি, এমন কি চাঁদে পর্যন্ত না। সত্যি বলতে কি, মহাশূন্যে যেতে ভয় পেয়েছি, তবে অন্যেরা আমাকে ভীতু ভাবুক– এটা নিয়ে ভয় ছিল আরো বেশি।' নিজের ঘৃণ্য কাজের প্রতি নিজেই থুতু ছিটাল গরহ্যাম।

'তাই এখন আপনি চাইছেন দোষী কাউকে খুঁজে শাস্তি দিতে?' বলল ড্যাভেনপোর্ট। 'লুইস বেঁচে থাকতে দায়িত্বে অবহেলা করে যে অপরাধ করেছেন, সে দোষ এখন কাটাতে চাইছে মৃত লুইসের প্রতি কর্তব্য দেখিয়ে—তাই তো?'

'না! মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপারটাকে দূরে রাখুন এ থেকে। আমি আপনাকে বলছি যে এটা একটা খুন। লুইসকে আপনি জানেন না। নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি রকমের সতর্কতা ছিল তাঁর যাকে বলে মনোম্যানিয়াক। কেউ যদি অত্যন্ত যত্নের সাথে বিস্ফোরণ ঘটানোর কোনো ব্যবস্থা নাই করে থাকে, তাহলে তাঁর ধারে কাছে এ রকম কোনো অঘটন ঘটার কথা নয়।

ড্যাভেনপোর্ট কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'আচ্ছা, বিস্ফোরণটা কী থেকে ঘটে, ড. গরহ্যাম?'

'এটা তাঁর ল্যাবের যে কোনো কিছু থেকে ঘটে থাকতে পারে। সব ধরনের অরগানিক কম্পাউন্ডস্ নাড়াচাড়া করতেন তিনি—বেনজিন, ইথার, পিরিডিন– সবই তো দাহ্য।'

'আমি এক সময় কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়েছি, ড. গরহ্যাম। চাঁদে যে স্বাভাবিক তাপমাত্রা, তাতে এই তরলগুলোর কোনোটাই বিস্ফোরিত হওয়ার কথা নয়, আমার যদ্দুর মনে পড়ে—তাই। সে রকম নির্দিষ্ট পরিমাণে তাপ, একটা স্ফুলিঙ্গ বা কোনো অগ্নিশিখা থেকে এই বিস্ফোরণ ঘটার কথা।'

'আগুন ছিল সেখানে।'

'আগুন গেল কিভাবে?'

'বুঝতে পারছি না। কোনো বার্নার এবং দেশলাই ছিল না সেখানে। আর বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম যা আছে, সব আগুনের ঝুঁকি থেকে মুক্ত। এমন কি ক্ল্যাম্পের মতো ছোটখাট যে সাধারণ জিনিস রয়েছে, সেগুলো পর্যন্ত বেরিলিয়াম কপার বা এ ধরনের অদাহ্য সঙ্কর ধাতু থেকে তৈরি। লুইস

www.BanglaBook.org

ধূমপান করতেন না, আর তিনি কড়াভাবে বলে দিয়েছিলেন—কাউকে তাঁর রুমের একশো ফুটের মধ্যে জ্বলন্ত সিগারেট হাতে দেখা গেলে, সঙ্গে সঙ্গে সেখানেই গুলি করে মারবেন।'

'শেষ কোন জিনিসটি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তিনি?'

'বলা মুশকিল। তাঁর রুমে তো তখন তছনছ অবস্থা।'

'আমি মনে করি, ব্যাপারটা এখন সহজ হয়ে গেছে।'

তাৎক্ষণিক একটা আগ্রহ ফুটে উঠল গরহ্যামের মাঝে। বলল, 'না, হয়নি। গোটা ব্যাপারটা এখন তত্ত্বাবধান করছি আমি। আপনাকে তো বলেছি, এই দুর্ঘটনার ব্যাপারে আমরা তদন্ত করতে চাইছি, যাতে কেউ বলতে না পারে এ নিয়ে আমরা কোনো অবহেলা করেছি। লোক নিন্দা এড়াতে চাইছি আর কি। এ জন্যে স্পর্শ করা হয়নি রুমটা।'

ড্যাভেনপোর্ট মাথা নেড়ে বলল, 'ঠিক আছে, চলুন, দেখে আসি রুমটা।'

জিনিসপত্র সব জগাখিচুড়ি পাকিয়ে আছে কালো হয়ে যাওয়া ঘরটার ভেতর। ড্যাভেনপোর্ট বলল, 'এ জায়গায় সবচে' বিপজ্জনক জিনিস কোনটি?'

চারদিকে দৃষ্টি বোলাল গরহ্যাম। তারপর আঙুল তুলে বলল, 'ওই যে, কমপ্রেশড অক্সিজেন ট্যাংকিগুলো।'

সার বেঁধে দাঁড়ানো নানা রঙের সিলিন্ডারগুলোর দিকে তাকাল ড্যাভেনপোর্ট। চেইন শেকল বাঁধা অবস্থায় দেয়ালে ঠেস দিয়ে আছে সেগুলো। কিছু সিলিন্ডার সম্পূর্ণ ভর চাপিয়ে দিয়ে ঝুঁকে আছে শেকলের ওপর, বিস্ফোরণের ধাক্কায় এ অবস্থা।

ড্যাভেনপোর্ট বলল, 'আচ্ছা, এটা কী?'

রুমের একদম মাঝখানে লম্বা হয়ে পড়ে থাকা একটা লাল সিলিন্ডার দেখাল সে। সিলিন্ডারটা বেশ ভারী এবং নড়ানো গেল না।

'এটার ভেতর হাইড্রোজেন রয়েছে', বলল গরহ্যাম।

'হাইড্রোজেন তো বিস্ফোরক, ঠিক বলিনি?'

'ঠিক বলেছেন—তাপ পেলে বিস্ফোরিত হয় হাইড্রোজেন।'

www.BanglaBook.org

ড্যাভেনপোর্ট বলল, 'তাহলে আপনি কমপ্রেশড অক্সিজেনকে সবচে' বিপজ্জনক বলছেন কেন ? অক্সিজেন তো বিস্ফোরিত হয় না, হয় ?'

'না। এমন কি অক্সিজেন দাহ্যও নয় নিজে, তবে দহনে সাহায্য করে থাকে মাত্র।'

'তাই ?'

'ঠিক আছে, ব্যাপারটা বোঝাই আপনাকে', বিশেষ একটা প্রাণবন্ত উচ্ছ্বাস এসে গেল গরহ্যামের কণ্ঠে, একজন বিজ্ঞানী হিসেবে ব্যাপারটা সে বোঝাতে লাগল অনভিজ্ঞ বুদ্ধিমান লোকটাকে। 'এমন হতে পারে, সিলিন্ডারের ভালভ টাইট করে আটকানোর সময় কেউ তেল জাতীয় জিনিস, মানে লুব্রিক্যান্ট রেখে গিয়েছিল ভালভের ওপর। এ রকম ভুল হতেই পারে। কিংবা ভালভের ওপর ভুল করে কোনো দাহ্য পদার্থও রেখে যেতে পারে। পরে লুইস যখন ভালভটি খোলেন, সবেগে বেরোতে থাকে অক্সিজেন, তারপর ভালভে লেগে থাকা দাহ্য জিনিসটার সংস্পর্শে এসে ঘটে যায় বিস্ফোরণ। তখন ভালভটা ছিটকে বেরিয়ে পড়ায় অক্সিজেন আরো বেশি করে ছুটতে থাকে। অক্সিজেনের তীব্র বেগ পিচ্চি এক জেটবিমান বানিয়ে ফেলে সিলিন্ডারটাকে। সিলিন্ডারটা প্রচণ্ড বেগে গিয়ে ধাক্কা মারে দেয়ালে। ঘটে যায় আরেকটা বড় ধরনের বিস্ফোরণ এবং বিস্ফোরণের আগুন ধরে ফেলে আশেপাশে দাহ্য তরলগুলোকে।'

'তা—অক্সিজেনের ট্যাংকিগুলো খালি না ভর্তি ?'

'ভর্তি।'

পায়ের কাছে পড়ে থাকা হাইড্রোজেন সিলিন্ডারটার ওপর আঁখি মারল ড্যাভেনপোর্ট। সিলিন্ডারের পরিমাপ যন্ত্রের রিডিং দেখা যাচ্ছে জিরো। সে বলল, 'আমার ধারণা, বিস্ফোরণের সময় ব্যবহৃত হয়েছে এই সিলিন্ডারের গ্যাস এবং এখন এটা খালি পড়ে আছে।'

গরহ্যাম মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'আমারও তাই মত।'

'আচ্ছা, পরিমাপ যন্ত্রে চর্বি জাতীয় কিছু মেখে কি এই হাইড্রোজেনের মাধ্যমে বিস্ফোরণ ঘটানো সম্ভব ?'

'অবশ্যই না।'

ড্যাভেনপোর্ট তার থুতনি ঘষে বলল, 'কোনো স্ফুলিঙ্গের মাধ্যমে কি হাইড্রোজেনকে বিস্ফোরণসহ বিশাল কোনো অগ্নিকুণ্ডে রূপান্তর করা সম্ভব ?'

www.BanglaBook.org

গরহ্যাম বিড়বিড়িয়ে বলল, 'একটা অনুঘটকের মাধ্যমে সেটা সম্ভব বলে মনে করি। অর্থাৎ, ক্যাটালিস্ট, যে জিনিসটা নিজের পরিবর্তন না ঘটিয়ে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অন্যের পরিবর্তনে সাহায্য করে। প্লাটিনাম ব্ল্যাক অনুঘটক হিসেবে সবচে' উৎকৃষ্ট। প্লাটিনামের গুঁড়ো আর কি।'

ড্যাভেনপোর্ট অবাক চোখে তাকিয়ে বলল, 'আপনার কাছে আছে এ জিনিস?'

'অবশ্যই। জিনিসটা দামি, তবে হাইড্রোজেনের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এরচে' ভালো অনুঘটক আর নেই।'

এ কথা বলে নীরব হয়ে গেল গরহ্যাম। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল হাইড্রোজেন সিলিন্ডারের দিকে।

'প্লাটিনাম ব্ল্যাক', শেষমেষ ফিসফিস করল গরহ্যাম। 'আমি অবাক হয়ে যাই—'

ড্যাভেনপোর্ট বলল, 'প্লাটিনাম ব্ল্যাক হাইড্রোজেনকে জ্বলে উঠতে সাহায্য করে, তাই তো?'

'ও, হ্যাঁ। ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এটা হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায়। কোনো তাপের দরকার হয় না। বিস্ফোরণটা এমনভাবে ঘটে, যেন তাপের ফলেই হয়েছে।'

গরহ্যামের কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা ফুটে উঠল ক্রমশ এবং সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল হাইড্রোজেন সিলিন্ডারটার পাশে। কালো হয়ে থাকা সিলিন্ডারের ডগায় আঙুল রাখল সে। বিড়বিড়িয়ে বলল, 'এটা হতে পারে স্রেফ কালি, এটা হতে পারে—'

উঠে দাঁড়াল গরহ্যাম। বলল, 'স্যার, অবশ্যই এই সিলিন্ডারের মাধ্যমে বিস্ফোরণটা ঘটানো হয়েছে। এই অচেনা জিনিসটার প্রতিটা কণা নিচ্ছি আমি, একটা স্পেকট্রোগ্রাফিক অ্যানালিসিস দরকার।'

'কতক্ষণ লাগবে সময়?'

'মিনিট পনেরোর মতো।'

গরহ্যাম ফিরে এল মিনিট বিশেকের মধ্যেই। পুড়ে যাওয়া ল্যাবরেটরির প্রতিটি কোণাকাঞ্চি সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করল ড্যাভেনপোর্ট। তারপর গরহ্যামের দিকে ফিরে বলল, 'আছে কিছু?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গরহ্যাম উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ, আছে। জিনিসটা খুব বেশি নেই, তবে আছে।'

ফটোগ্রাফিক নেগেটিভের একটা স্ট্রিপ তুলে ধরল গরহ্যাম। ছোট ছোট সাদা প্যারালেল লাইনে ভর্তি নেগেটিভটা। স্পেস ইরেগুলার এবং তীব্রতাও ভিন্নতা রয়েছে। গরহ্যাম বলল, 'ওই যে, ওই লাইনগুলো দেখুন।'

ড্যাভেনপোর্ট খুব কাছ থেকে দেখে নিয়ে বলল, 'খুবই অস্পষ্ট। গ্যালিয়াম যে ছিল, প্রমাণ করতে পারবেন কোর্টে?'

'হ্যাঁ', গরহ্যাম বলল সঙ্গে সঙ্গে।

'অন্য কোনো কেমিস্ট ডাকব নাকি? ডিফেন্সের পক্ষ থেকে কোনো কেমিস্টকে ভাড়া করে যদি এই ছবি দেখানো হয়, তাহলে নির্দিষ্ট প্রমাণের জন্যে এই লাইনগুলোকে কি বড় বেশি অস্পষ্ট বলবেন তিনি?'

নীরব রইল গরহ্যাম।

কাঁধ ঝাঁকাল ড্যাভেনপোর্ট।

গরহ্যাম বলল, 'তবে জিনিসটা আছে এখানে। গ্যাসের তোড় এবং বিস্ফোরণের ধাক্কায় অবশ্যি বেশির ভাগ চলে গেছে। কাজেই খুব বেশি রয়েছে বলে আশা করতে পারেন না। আপনি তো দেখলেন, তাই না?'

ড্যাভেনপোর্ট চিন্তিতভাবে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে বলল, 'দেখেছি। আমি স্বীকার করছি, যুক্তি দিয়ে বিচার করলে এখানে হত্যাকাণ্ড ঘটার মতো যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। কাজেই এখন আমরা আরো বেশি জোরাল প্রমাণ খুঁজে দেখার চেষ্টা চালাব। আপনি কি মনে করেন, শুধুমাত্র এই একটা সিলিন্ডারের মাধ্যমেই বিস্ফোরণটা ঘটেছিল?'

'বলতে পারব না।'

'তাহলে আমাদের প্রথম যে কাজটি করতে হবে, তা হচ্ছে—বাকি সিলিন্ডারগুলো পরীক্ষা করে দেখা। কোনোটাই বাদ দেয়া যাবে না। এখানে যদি সত্যিই কোনো খুনির হীন ষড়যন্ত্র থাকে, তাহলে আরো কোনো মরণফাঁদ পেতে রাখতে পারে সে। কাজেই সেটা অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখতে হবে।'

'শুরু করে দেব—' সাগ্রহে বলল গরহ্যাম।

www.BanglaBook.org

'আরে—আপনি নন', বলল ড্যাভেনপোর্ট। 'এ কাজের জন্যে একজন লোক আনব আমাদের ল্যাব থেকে।'

পরদিন সকালে গরহ্যামকে আবার দেখা গেল ড্যাভেনপোর্টের সাথে। গরহ্যামকে এবার তলব করা হয়েছে ড্যাভেনপোর্টের অফিসে।

ড্যাভেনপোর্ট বলল, 'এটা একটা পরিষ্কার খুন। দ্বিতীয় সিলিন্ডার থেকেই বিস্ফোরণ ঘটেছিল।'

'আপনি দেখেছেন?'

'একটা অক্সিজেন সিলিন্ডার থেকে বিস্ফোরণ ঘটে। সিলিন্ডারের নলমুখের ভেতরে প্লাটিনাম ব্ল্যাক পাওয়া গেছে। অবশ্যি পরিমাণটা খুবই কম।'

'প্লাটিনাম ব্ল্যাক? তাও-অক্সিজেন সিলিন্ডারে?'

ড্যাভেনপোর্ট মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, এখন বলুন, এ ব্যাপারে আপনার মত কী?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল গরহ্যাম, 'অক্সিজেন যেমন নিজে জ্বলে না, তেমনি অন্য কোনো কিছু অক্সিজেনকে জ্বলতে সাহায্য করে না। এমনকি প্লাটিনাম ব্ল্যাকও পারে না অক্সিজেনকে জ্বালাতে।'

'খুনি তাহলে অবশ্যই ভুল করে অক্সিজেন সিলিন্ডারে জিনিসটা রেখেছিল। টেনশনের মুহূর্তে তাড়াহুড়ো করায় এই ভুলটা হয়। পরে নির্ঘাত ভুলটা শুধরে সঠিক সিলিন্ডারে কালো গুঁড়োগুলো ছাড়ে, তবে এর মধ্যে শেষ প্রমাণটা রেখে যায় সে, যার অর্থ—এটা কোনো দুর্ঘটনা নয়, পরিষ্কার খুন।'

'হ্যাঁ, এখন এটাই খুনিকে খুঁজে বের করার একমাত্র পথ।'

হাসল ড্যাভেনপোর্ট, সতর্ক সঙ্কেতের মতো কুঁচকে গেল তার গালের ক্ষতচিহ্ন, গরহ্যামকে বলল, 'একমাত্র পথ বলছেন, ডঃ. গরহ্যাম? কিন্তু আমরা এ পথে এগোব কিভাবে? অনুসন্ধান চালিয়ে সে রকম কোনো সূত্র তো পাইনি আমরা। ল্যাবরেটরিতে প্রচুর লোক জড়ো হয় একসঙ্গে, একেক জনের একেক উদ্দেশ্য থাকে। বিস্ফোরণের মতো অপরাধ ঘটানোর জন্যে যে রাসায়নিক জ্ঞান দরকার, অনেকেরই রয়েছে সেটা,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আর সুযোগও রয়েছে প্রচুর। এখন এর মধ্যে প্লাটিনাম ব্ল্যাক কে এনেছে, সেটা ধরার উপায় আছে কোনো ?'

'না', দ্বিধা জড়ানো কণ্ঠে বলল গরহ্যাম। 'ল্যাবে যে বিশ জন কাজ করে, তাদের যে কেউ কোনো রকম সমস্যা ছাড়াই ঢুকে যেতে পারে বিশেষ সাপ্লাই রুমে। খুনির জন্যে এটা অ্যালিবাই হিসেবেও কাজ করতে পারে। বিস্ফোরণের উপকরণ সে যোগাড় করল ঠিকই, কিন্তু উছিলা দাঁড় করাল ল্যাবরেটরির গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজকে।'

'এটা সে কখন করতে পারে ?'

'ঘটনার আগের দিন রাতে।'

ড্যাভেনপোর্ট ঝুঁকে এল তার ডেস্কের ওপর। বলল, 'ড. লুইস যখন হাইড্রোজেন সিলিন্ডারটা ব্যবহার করেন, অর্থাৎ, ওই সর্বনেশে ঘটনার আগে, কখন ছিল সেই সুযোগ নেয়ার শেষ সময় ?'

'আমি—আমি জানি না। তিনি তো কাজ করতেন একা। অত্যন্ত গোপনে। একটা কাজের পুরো কৃতিত্ব একা বাগানোর জন্যে এটা ছিল তাঁর অন্যতম কৌশল।'

'হ্যাঁ, আমি জানি। আমরা আমাদের মতো তদন্ত করছি এ মামলায়। তাতে সিলিন্ডারের ওপর প্লাটিনাম ব্ল্যাক সপ্তাখানেক আগে রাখা হয়েছে বলে আমাদের ধারণা।'

গরহ্যাম হতাশ কণ্ঠে ফিসফিস করে বলল, 'তাহলে কী করব আমরা?'

ড্যাভেনপোর্ট বলল, 'আঘাত হানার একমাত্র উপায়, আমার কাছে যা মনে হয়েছে, ওই প্লাটিনাম ব্ল্যাক ছিল অক্সিজেন সিলিন্ডারের ওপরে। এটা একটা অযৌক্তিক পয়েন্ট, যে ব্যাখ্যাটা আটকে দিতে পারে সমাধানের পথ। কিন্তু আমি তো কেমিস্ট নই, আপনি হচ্ছেন কেমিস্ট। কাজেই সমাধান যদি কিছু থেকে থাকে, সেটা আপনার ভেতর। এখন বলুন, এমন কোনো ভুল কি হতে পারে—অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন সিলিন্ডার নিয়ে কোনো বিভ্রান্তিতে পড়তে পারে খুনি ?'

গরহ্যাম সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বলল, 'না। আপনি তো রঙের ব্যাপারটা জানেন। সবুজ সিলিন্ডার হচ্ছে অক্সিজেন, আর লালটা হাইড্রোজেন।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'খুনি যদি বর্ণান্ধ হয়ে থাকে ?' জিজ্ঞেস করল ড্যাভেনপোর্ট।

এবার চিন্তা ভাবনা করতে আরো সময় নিল গরহ্যাম। শেষে বলল, 'না, তা হতে পারে না। বর্ণান্ধ লোকজন সাধারণত কেমিস্ট্রির ধারে কাছে যায় না। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় রঙ চিনে নেয়াটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আর এই প্রতিষ্ঠানে কোনো বর্ণান্ধ থাকলে, এক বা একাধিক ব্যাপার নিয়ে যথেষ্ট সমস্যায় পড়ত সে, কাজেই আমাদের জানা থাকত সেটা।'

মাথা নাড়ল ড্যাভেনপোর্ট। আনমনে আঙুল রাখল গালের ক্ষতটার ওপর। বলল, 'ঠিক আছে, অক্সিজেন সিলিন্ডারে যদি জিনিসটা অন্যমনস্কভাবে বা দুর্ঘটনাক্রমে না দেয়া হয়, তাহলে কাজটা করা হয়েছে কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে ? সুচিন্তিতভাবে ?'

'আপনার কথা বুঝতে পারছি না আমি।'

'খুনির মনে সম্ভবত কোনো যৌক্তিক পরিকল্পনা ছিল—যখন অক্সিজেন সিলিন্ডারে প্লাটিনাম ব্ল্যাক ঢালে, তারপর মন পরিবর্তন করে সে। আচ্ছা, সেখানে কি এমন কোনো পরিস্থিতি ছিল, যাতে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে প্লাটিনাম ব্ল্যাক ? আদৌ কি সে রকম কোনো অবস্থা ছিল। বলুন না। আপনি তো একজন কেমিস্ট, ড. গরহ্যাম।'

ভুরু কুঁচকে আছে গরহ্যাম। চেহারায় ফুটে উঠেছে বিভ্রান্তির ছাপ। সে বলল, 'না, সে রকম কোনো অবস্থা ছিল না। থাকতে পারে না। যদি না—'

'যদি না ?'

'ব্যাপারটা অসম্ভব, তবু যদি অক্সিজেনের জোরালো প্রবাহ হাইড্রোজেনের কনটেইনারে চালনা করা হয়, আর প্লাটিনাম ব্ল্যাক যদি গ্যাস সিলিন্ডারের ওপর থাকে, তাহলে সেখানে বিপদ ঘটতে পারে। তবে সে রকম বড় ধরনের বিস্ফোরণ ঘটাতে বড় একটা কনটেইনারের দরকার।'

'ধরুন', বলল ড্যাভেনপোর্ট। 'আমাদের এই খুনি আগে থেকেই ঘরটা হাইড্রোজেন গ্যাসে ভরিয়ে রেখেছিল, পরে সেখানে অক্সিজেন ছাড়া হয়।'

গরহ্যাম একটু হেসে বলল, 'কিন্তু হাইড্রোজেনপূর্ণ আবহাওয়া নিয়ে সে মাথা ঘামাবে কেন, যখন—' হাসি হাসি ভাবটা মুহূর্তে হারিয়ে গেল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

[illegible] চেহারা থেকে, কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুখ। উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'ফারলি! এডমান্ড ফারলি!'

'কী বলছেন আপনি ?'

'টাইটানে ছ'মাস কাটিয়ে সদ্য ফিরেছে ফারলি। হাইড্রোজেন আর মিথেনের মিশ্রণে গড়া টাইটানের আবহাওয়া। ওখানে শুধু ফারলিই একমাত্র লোক, যে এই আবহাওয়ার সাথে অভ্যস্ত। এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। টাইটানে নির্দিষ্ট তাপে কিংবা প্লাটিনাম ব্ল্যাকের প্রভাবে অক্সিজেনের প্রবাহ আবহাওয়ায় বিরাজমান হাইড্রোজেনের সাথে মিলে যায়, হাইড্রোজেনের প্রবাহ সেখানে কাজ করে না। পৃথিবীতে ঠিক এর বিপরীত কাণ্ডটি ঘটে থাকে। আর এই কাজটি অবশ্যই করেছে ফারলি। যখন সে লুইসের ল্যাবে প্রবেশ করে, বিস্ফোরণের আয়োজন সারতে গিয়ে টাইটানের অভ্যাস অনুযায়ী অক্সিজেনের সিলিন্ডারে রাখে প্লাটিনাম ব্ল্যাক। তারপর নিজের ভুল বুঝতে পেরে শুধরে নেয় ঝটপট। কিন্তু ততক্ষণে নিজের ক্ষতি যা করার করে ফেলেছে সে।'

হত্যা রহস্যের সমাধানে সন্তুষ্ট হয়ে ভারিক্কি চালে মাথা নাড়ল ড্যাভেনপোর্ট।

'আমার ধারণা, এভাবেই ঘটানো হয়েছে বিস্ফোরণ।' এই বলে ইন্টারকমের দিকে হাত বাড়াল ড্যাভেনপোর্ট। অপর প্রান্তের অদৃশ্য লোকটাকে বলল, 'ড. এডমান্ডকে গ্রেপ্তার করার জন্যে একজনকে পাঠিয়ে দাও সেন্ট্রাল অরগানিক-এ।'

অনুবাদ: শরিফুল ইসলাম ভুঁইয়া

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

কী আইটেম

মাল্টিভ্যাকের ভেতরকার যন্ত্রপাতি থেকে বেরিয়ে এল জ্যাক উইভার, চূড়ান্ত রকমের ক্লান্ত এবং বিরক্ত।

টুলে বসে অপর যে লোকটি চালিয়ে যাচ্ছে তার অবিচল পর্যবেক্ষণ, সে টোড নেমারসন। জ্যাক উইভারকে সে বলল, 'পাননি কিছু?'

'কিচ্ছু না,' বলল উইবার। 'কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, কিচ্ছু না! কেউ এটার কোনো ভুলত্রুটি খুঁজে পাচ্ছে না।'

'তার মানে, এটা কাজ যে করছে না—শুধু এই ত্রুটি ছাড়া।'

'ওখানে বসে থেকে তো কিছু করতে পারছেন না আপনি!'

'আমি তো ভাবছি।'

'ভাবছেন!' মুখটা এমনভাবে বিকৃত করল উইভার, ছুঁচাল একটা দাঁত দেখা গেল তার।

নেমারসন অধৈর্যভাবে নড়ে উঠল তার টুলে। 'ভাবব না কেন? কম্পিউটার টেকনোলজিস্টদের ছ' ছ' টা দল ঘুরে বেড়াচ্ছে মাল্টিভ্যাকের করিডোরগুলো দিয়ে। তিন দিনে কোনো সমাধানে আসতে পারেনি তারা। একটা লোককে সেখানে ভাববার সুযোগ দেবেন না আপনি?'

'চিন্তাভাবনার কোনো ব্যাপার নয় এটা। আমাদের দেখতে হবে জিনিসটা। কোথাও আটকে গেছে রিলে।'

'এটা কিন্তু সাধারণ ব্যাপার নয়, জ্যাক!'

'কে বলল এটা সাধারণ ব্যাপার। আপনি জানেন কত লাখ রিলে আছে সেখানে?'

'এটা কোনো ব্যাপার নয়। এটা যদি রিলের ব্যাপার হত, মাল্টিভ্যাক তাহলে খুঁজে নিত বিকল্প সার্কিট, খুঁজে বের করত ত্রুটি, তারপর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সহজো অংশটা বদলে সারিয়ে ফেলত ত্রুটি। সমস্যাটা হচ্ছে, মাল্টিভ্যাক শুধু আসল প্রশ্নটার কোনো উত্তর দিচ্ছে না। আমাদের বলছে না যে কী এমন সমস্যা ওটার। আমরা যদি এ ব্যাপারে কিছু না করি, তাহলে পৃথিবীর প্রতিটা শহরে ছড়িয়ে পড়বে আতঙ্ক। বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যাপার পুরোটাই মাল্টিভ্যাকের ওপর নির্ভরশীল, সবাই জানে সেটা।'

'আমিও জানি। কিন্তু করার আছে কি?'

'আপনাকে তো বলেছি—ভাবছি এ ব্যাপারে। নিশ্চয়ই কোনো একটা গড়বড় হয়েছে, যা সম্পূর্ণভাবে আমাদের নজর এড়িয়ে যাচ্ছে। দেখুন, জ্যাক, একশো বছরের মধ্যে এমন কোনো কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ পাওয়া যায়নি, যিনি মাল্টিভ্যাককে আরো জটিল করার ব্যাপারে উৎসর্গ করে দেননি নিজেকে। যন্ত্রটা এখন এত কিছু করতে পারে—বাপরে, কথা বলা এবং শোনার কাজটি পর্যন্ত করে যাচ্ছে। বলতে গেলে, এটা মানব-মস্তিষ্কের মতো একটা কিছু। মানব মস্তিষ্কের রকম সকলই আমরা বুঝি না কিছু, কাজেই মাল্টিভ্যাকের মতিগতি বুঝব কিভাবে?'

'ও, এই কথা। এরপর তো আপনি বলতে থাকবেন—মাল্টিভ্যাক একটা মানুষ।'

'কেন নয়?' আত্মমগ্ন দেখাল নেমারসনকে। 'যে ব্যাপারটা আপনি উল্লেখ করলেন, সেটা কেন হবে না—বলুন? মাল্টিভ্যাক যদি যন্ত্র আর মানুষের সূক্ষ্ম বিভেদ রেখা পেরিয়ে মানুষ হতে শুরু করে, সেটা আমরা বলব কিভাবে? এখানে আদৌ কি কোনো বিভেদ রেখা আছে? আমাদের মস্তিষ্ক যদি মাল্টিভ্যাকের চেয়ে জটিল কিছু হয়ে থাকে, এবং আমরা যদি মাল্টিভ্যাককে ক্রমাগত জটিল করে তোলার চেষ্টা চালাই, সেখানে কি একটা পয়েন্ট এসে যায় না, যেখানে...' বিড়বিড় করে থেমে গেল সে।

উইভার অধৈর্য কণ্ঠে বলল, 'কী বোঝাতে চাইছেন আপনি? ধরুন, মাল্টিভ্যাক একটা মানুষ। তাহলেই বা কিভাবে খুঁজে বের করব—এটা কাজ করছে না কেন?'

'মানুষের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যই হয়তো না এ প্রশ্নের উত্তর। ধরুন, আপনাকে আগামী গ্রীষ্মের গমের সবচে' সম্ভাব্য দাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল, এবং আপনি উত্তর দিলেন না। উত্তরটা কেন দিলেন না?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কারণ আমি সেটা জানি না। তবে মাল্টিভ্যাক জানে। এটার ভেতর সব ধরনের হিসেব-কিতেবের ব্যবস্থা রেখেছি আমরা। আবহাওয়া, রাজনীতি এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ বিশ্লেষণ করতে পারে এটা। এর আগে করে দেখিয়েছে মাল্টিভ্যাক।'

'ঠিক আছে। ধরুন, আপনাকে এমন একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হল, যার উত্তর আপনি জানেন, কিন্তু উত্তরটা দিলেন না। কেন দিলেন না?'

উইভার দাঁত খিঁচিয়ে বলল, 'কারণ আমার ব্রেন টিউমার হয়েছে। কারণ আমি নক আউট হয়েছি। কারণ আমি নেশা করেছি। গোষ্ঠীর পিণ্ডি, কারণ আমার যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে গেছে। মাল্টিভ্যাকের ঠিক এই জিনিসটিই খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাচ্ছি আমরা। আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি ঠিক সেই জায়গা—সেই কী আইটেম, যেখানটায় বিকল হয়ে গেছে কলকবজা।'

'জায়গাটা শুধু খুঁজে পাচ্ছেন না—এই তো,' টুল থেকে উঠে পড়ল নেমারসন। 'শুনুন, মাল্টিভ্যাককে যে প্রশ্নগুলো করা হয়েছে, আমাকে করুন সেগুলো।'

'কিভাবে? আপনার ভেতর চালু করব সেই টেপ?'

'এগিয়ে আসুন, জ্যাক। মাল্টিভ্যাকের সাথে কথাবার্তা যা হয়েছে, সব বলুন আমাকে। আপনি তো কথা বলেছেন মাল্টিভ্যাকের সাথে, বলেননি?'

'সেটা তো ছিল একটা থেরাপি। বাধ্য হয়ে বলেছি।' নেমারসন মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে ঘটনা। থেরাপি। অফিসিয়াল স্টোরি। মাল্টিভ্যাকের সাথে আমরা এমনভাবে কথা বলব, যেন ওটা একটা মানুষ। তাহলে একটা যন্ত্র আমাদের চেয়ে অনেক বেশি জানে বলে স্নায়ুবিক চাপটা থাকবে না। মাল্টিভ্যাকের ভীতিকর যন্ত্রের ইমেজটাকে বদলে দেব আমরা। আমাদের প্রটেক্টিভ ফাদারে পরিণত হবে ওটা।'

'এখন আপনি যদি চান সে রকম কিছু।'

'দেখুন, মাল্টিভ্যাকের ভেতর যে একটা ত্রুটি দেখা দিয়েছে, সে তো আপনি নিজেই জানেন। মাল্টিভ্যাকের মতো একটা কম্পিউটার কমপ্লেক্সকে অবশ্যই দক্ষতার সাথে কথা বলতে হবে এবং শোনার ক্ষেত্রেও থাকতে হবে সে রকম যোগ্যতা। শুধু সাঙ্কেতিক ডটগুলো গ্রহণ করলে এবং ছেড়ে দিলেই হবে না। চিন্তা ভাবনার ক্রমোন্নতির একটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

[illegible] মাল্টিভ্যাকের বুদ্ধিসুদ্ধি মানুষের মতো হয়ে গেছে, ঈশ্বরের [illegible] এটা এখন মানুষ। আসুন, জ্যাক, প্রশ্ন করুন আমাকে, আমি [illegible] চাই মাল্টিভ্যাকের প্রতিক্রিয়া।

'[illegible] একটা বোকামি।' রক্তিম হল জ্যাক উইভারের চেহারাটা।

'[illegible] হল, করবেন প্রশ্ন?'

[illegible]ভার রাজি হল ঠিকই, কিন্তু রাগ আর হতাশা দুটোই যথেষ্ট কাজ [illegible] তার ভেতর। খানিকটা গোমড়া মুখে শুরু করল সে। মাল্টিভ্যাকের [illegible] প্রচলিত পদ্ধতিতে যেভাবে প্রোগ্রাম দেয়া হয়, নেমারসনকে [illegible]ভাবে বলে চলল উইভার। খামার বিক্ষোভের সাম্প্রতিক তথ্যের ওপর [illegible]মত দিল সে, নতুন যে সমীকরণের মাধ্যমে জেট স্ট্রিম কনটরশনস [illegible] করা হয়েছে—এ ব্যাপারে বলল খানিকক্ষণ, লেকচার দিল সোলার [illegible]সট্যান্টের ওপর!

একটা অনমনীয় ভাব নিয়ে শুরু করেছিল উইভার, তবে দীর্ঘদিনের অভ্যাস থেকে ধীরে ধীরে মজে গেল কাজটাতে, এবং প্রোগ্রাম যখন শেষ হল, ঝোঁকের বশে একটা চাপড় মেরে বসল নেমারসনের কোমরে।

উইভার শেষে ব্যস্ত কণ্ঠে বলল, 'ঠিক আছে, কাজ তো শেষ হল এখন। এবার উত্তরটা বের করে আনুন।'

কাজ শেষ করে খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল জ্যাক উইভার। তার নাকের পাতা ফুলে উঠছে বার বার, বিশ্বের সবচেয়ে বিশাল এবং গৌরবময় যন্ত্রটার সাথে কাজ করার পর প্রতিবার তার যে অনুভূতি হয়— ঠিক সে রকম একটা প্রতিক্রিয়া যেন এ মুহূর্তে হচ্ছে তার ভেতর।

তারপর সে ফিরে এল নিজের ভেতর। বিড়বিড়িয়ে বলল, 'ঠিক আছে, এই তো।'

নেমারসন বলল, 'আমি অন্তত জানি, উত্তর দিইনি কেন। কাজেই মাল্টিভ্যাকের ওপর চেষ্টা চালিয়ে দেখি। মাল্টিভ্যাককে পরিষ্কার করে দিন আগে। প্রথমে নিশ্চিত হতে হবে—গোয়েন্দারা তাদের থাবা উঠিয়ে নিয়েছে মাল্টিভ্যাক থেকে। তারপর প্রোগ্রামটা চালু করতে হবে ওটার ভেতর। শেষ কথা বলব আমি। মাত্র একবার।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে মাল্টিভ্যাকের কণ্ট্রোল ওয়ালের দিকে ফিরল উইভার।

www.BanglaBook.org

দেয়ালটা ভরে আছে এক গাদা ডায়াল আর লাইটে। কিন্তু কোনো লাইট জ্বলছে না, সব অন্ধকার। একের পর এক সব ক'টা অনুসন্ধানী দলের সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল উইভার।

তারপর, গভীরভাবে শ্বাস টেনে আরেকবার মাল্টিভ্যাককে প্রোগ্রাম খাওয়াতে শুরু করল সে। এই নিয়ে বারোবার হল—মাল্টিভ্যাকের ভেতর একই প্রোগ্রাম ঢোকানো হচ্ছে। দূরে কোথাও এক নিউজ কমেন্টেটর ছড়িয়ে দেবে কথাটা—আবার চেষ্টা করা হচ্ছে মাল্টিভ্যাককে নিয়ে। ফলটা কী হয়—জানার জন্যে রুদ্ধনিশ্বাসে অপেক্ষা করবে বিশ্বের সব মাল্টিভ্যাক নির্ভর মানুষ।

মাল্টিভ্যাককে যে ডাটা খাইয়েছে উইভার, তার ওপর ভিত্তি করে কথা বলতে গেল নেমারসন। কথা বলার সময় খানিকটা সংশয় কাজ করল তার ভেতর, উইভার যা যা বলেছে—সব স্মরণ করল তীক্ষ্ণভাবে। তারপর অপেক্ষা করতে লাগল সেই বিশেষ ক্ষণটির জন্যে, যখন সংযোজিত হতে পারে কী আইটেম।

কথাগুলো বলার সময় এক ধরনের উত্তেজনা প্রকাশ পেল নেমারসনের কণ্ঠে, 'ঠিক আছে, এবার, মাল্টিভ্যাক প্রশ্নগুলোর ওপর কাজ করে উত্তর দিল দাও তো।'

একটু খানি বিরতি নিয়ে শেষে যোগ করল সেই কী আইটেম, 'প্লিজ!'

সঙ্গে সঙ্গে হৃষ্টচিত্তে কাজ শুরু করে দিল মাল্টিভ্যাক। এই অনুনয়, অর্থাৎ 'প্লিজ' শব্দটি শোনার জন্যেই অপেক্ষা করছিল ওটা। মাল্টিভ্যাক একটা মেশিন হলেও নিছক তো আর মেশিন নয়—অনুভূতি বলে কিছু আছে।

অনুবাদ : শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

ফল্ট-ইন্টোলেরান্ট

৯ জানুয়ারি

আমি, অব্রাম ইভানভ, শেষ পর্যন্ত বাসার জন্য একটা কম্পিউটার নিয়েই নিলাম, আরো পরিষ্কার করে বলতে গেলে বলা লাগে যে একটা ওয়ার্ড প্রসেসর নিয়েছি। অবশ্য আমি চেষ্টা চালাচ্ছিলাম যতদিন এটা না নিয়ে পারা যায়। নিজের সাথেই যেন এক ধরনের টানাপোড়েন চলছিল। এখন আমি আমেরিকার অন্যতম অতিপ্রজ লেখক এবং আমার যাবতীয় লেখালিখির কাজ টাইপরাইটার দিয়ে বেশ ভালোই সারতে পারি। গত বছর আমার ত্রিশটারও বেশি বই বেরিয়েছে। তার মধ্যে কিছু আছে বাচ্চাদের জন্য একদম ছোট ছোট বই। কিছু আবার সংকলিত বই। আবার এ ছাড়াও ছিল উপন্যাস, ছোটগল্পের সংগ্রহ, রচনা সংগ্রহ। কল্পকাহিনী নয় এমন বইও ছিল কিছু। এগুলো বলতে লজ্জা পাওয়ার তো কিছু নেই।

তাহলে আমার হঠাৎ করে ওয়ার্ড প্রসেসরের কি এমন দরকার পড়ল ? এটা দিয়ে আমি যে আগের চেয়ে খুব দ্রুত কাজ সারব তাও কিন্তু বলা যাবে না। তবে ব্যাপারটা হয়েছে কি, আপনারা তো জানেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার একটা বিষয় আছে। টাইপ মেশিনে বসে কোনো কিছু লিখতে যাবার অর্থই হচ্ছে ছোটখাটো ভুলভুলগুলো শোধরানোর জন্য পাশাপাশি আবার কালি কলম সবই রাখতে হবে, এবং যেটা নাকি ইদানীং আর কেউই করে না। চিপ্পি মেরে আর কাটাকুটি করে পাণ্ডুলিপির চেহারা ব্যান্ডেজ বাঁধা আঙুলের মতো হয়ে গেলে আমার খুব বাজে লাগে। আমি এটাও চাই না যে ঐ সব কাটাকুটি দেখে কোনো সম্পাদক আবার এমনটা ভেবে বসুক যে আমার কাজটা এলেবেলে গোছের কিছু।

www.BanglaBook.org

চালানো শিখতেই দু'বছর লাগবে না এমন একটা ভালো মেশিন খুঁজে বের করাই ছিল মূল সমস্যা। বিশেষ করে আমার পক্ষে তো সেটা কখনোই সম্ভব ছিল না। আবার আমি এটাও চাচ্ছিলাম না যে এমন এক মেশিন কিনলাম যা নাকি দু'দিন পর পরই নষ্ট হয়ে পড়ে থাকে। যন্ত্রের যন্ত্রণা আমার কাছে অসহ্য মনে হয়। কাজেই অনেক ভেবেচিন্তে আমি একটা 'ভুল অসহিষ্ণু' যন্ত্রই নিলাম। তার মানে যদি কোনো যন্ত্রাংশ গড়বড়ও করে তবু মেশিনটা তার কাজ চালিয়ে যাবে, গড়বড়ে অংশটা পরীক্ষা করে দেখবে, পারলে নিজেই শুধরে নেবে, আর না পারলে জানিয়েও দেবে, এবং নিতান্ত কোনো কিছু বদলানোর দরকার হলেও তা সাধারণ যে কেউ গিয়ে কিনে আনলেই চলবে। হন্যে হয়ে বিশেষজ্ঞ লোকজনের খোঁজ করার প্রয়োজন হবে না। মোদ্দাকথা সব কিছু শুনে মনে হচ্ছে যে জিনিসটা আমি মনে মনে যেমনটা চাইছিলাম তেমনই হবে।

৫ ফেব্রুয়ারি

অনেকদিন হয়ে গেল আমি ওয়ার্ড প্রসেসরটার কথা লিখিনি, কারণ এই কদিন আমি আসলে ওটা চালানো শিখতেই গলদঘর্ম হচ্ছিলাম। তবে এখন প্রায় কায়দা করে এনেছি। যদিও প্রথম দিকে বেজায় ঝামেলা হচ্ছিল, কেননা আমার বুদ্ধিমত্তা যথেষ্ট উঁচু পর্যায়ের হলেও সেটা তো এক বিশেষ দিকের উচ্চ পর্যায়ের বুদ্ধিমত্তা। লিখতে আমি পারি, যখন তখন যত খুশি, কিন্তু মেশিনে বসে কোনো কিছু কপি করতে গেলেই আমার যে জ্বর আসে।

তবে একবার আত্মবিশ্বাসটা পেয়ে যেতেই আমি বেশ দ্রুত শিখে ফেলছি। যন্ত্রটা কেনার সময় কোম্পানি থেকে যে লোকটা এসেছিল সে আমাকে বুঝিয়ে দেয় যে এই বিশেষ যন্ত্রটা ভুলত্রুটি করবে খুব কম এবং নিজের করা কোনো ভুল শোধরাতে পারছে না এমন ঘটনা ঘটবে আরো কম। লোকটা আরো জানিয়েছিল যে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে নতুন কোনো ডিভাইস এর সাথে জোড়া খুব একটা দরকার হবে না।

এবং যদি নাকি নিতান্তই আমি কোনো একটা অংশ বদলাতে বা নতুন কিছু জুড়তে চাই তবে এরা যন্ত্রটির কাছ থেকেই জেনে নেবে যে আমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

... কী জিনিস দরকার। কম্পিউটার তখন নিজেই তার খুচরা ... জুড়ে নেবে, সংযোগের যাবতীয় কাজ মানে কি না তেল মবিল ... দেবার দরকার তাও নিজে থেকেই দিয়ে নেবে এবং বাহুল্য বা ...টাকে বের করে দেবে এবং আমি শুধু সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেই ...।

...পারটা এমনই আকর্ষণীয়। আমি প্রায় মনে মনে এমনটাই ...লাম যে একটা কিছু অন্তত নষ্ট হোক যাতে করে আমি নতুন কিছু ... এর ভিতরে ঢোকাতে পারি। আমি সবাইকে তাহলে বলতে ...তাম—'ও হ্যাঁ, এটার ডিসকমবোবুলেটরের একটা ফিউজ জ্বলে ...য়েছিল, আমি নিজেই সেটা সারিয়ে ফেলেছি, এর ভিতরে এমন ...মরি কিছু নেই,' কিন্তু তারা আবার সেটা বিশ্বাস করতে চাইত না।

আমি এতে একটা ছোট গল্প লিখতে যাচ্ছি। খুব বড় সড় না, এই ধরা ... হাজার দুয়েক শব্দের। আমি যদি সমস্যায় পড়ে যাই তো যে কোনো ...য়েই আবার আমার পুরনো টাইপরাইটারে ফিরে যেতে পারি। তারপর ...সা ফিরে পেলে আবার চেষ্টা চালাতে পারব।

১৪ ফেব্রুয়ারি

আমি কোনো সমস্যাতে পড়িনি। এটা এখন প্রমাণিত সত্য যে আমি এটার বিষয়ে কথা বলতে পারি। ছোট গল্পটা এত সহজে নেমে গেছে ঠিক যেন মাখনের মধ্যে দিয়ে ছুরি নামানোর মতো। আমি সেটা নিয়ে গেলাম এবং লোকে তা নিয়েও নিল। কোনো সমস্যাই নেই।

কাজেই আমি শেষ পর্যন্ত আমার নতুন উপন্যাসটা শুরু করলাম। এটা আসলে আমার মাসখানেক আগেই করা উচিত ছিল, কিন্তু আমার নিশ্চিত হবার দরকার ছিল যে আমি ওয়ার্ক প্রসেসরটা দিয়ে ঠিকমত কাজ করতে পারি। আশা করা যাক এটা নিয়ে কাজটা করা সম্ভব হবে। ব্যাপারটা হাস্যকরও হয়ে উঠতে পারে, লিখতে বসেছি অথচ শতখানেক পৃষ্ঠা আগে কোনো একটা কথা কিভাবে লিখে এসেছি তা দেখার জন্য গাদা গাদা হলুদ কাগজের কোনো স্তূপ নেই। কিন্তু আমার মনে হয় আমি ডিস্কে কিভাবে লেখা খুঁজে নিতে হয় তা শিখে ফেলতে পারব।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

১৯ ফেব্রুয়ারি

কম্পিউটার বানান ঠিক করা একটা ব্যবস্থা আছে। এটা আমাকে বেশ অবাকই করেছে কেননা কোম্পানির সেই রিপ্রেজেন্টেটিভ এ বিষয়ে কিছুই বলে যায়নি। প্রথমে এটা যে কোনো ভুল বানান ছেড়েই দিত, এবং প্রুফ দেখার সময় সেগুলো খুঁজে খুঁজে ঠিক করতাম। কিন্তু তারপর এটা কোনো অপরিচিত শব্দ পেলেই চিহ্নিত করতে শুরু করল। যেটা আসলে একটু বিরক্তিকরই কেননা আমার নিজস্ব শব্দভাণ্ডার যথেষ্ট বিশাল এবং প্রয়োজন মনে করলে আমি নতুন শব্দ বানাতেও দ্বিধা করি না। কাজেই যখন নাকি কোনো সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য যেমন জায়গা কি মানুষের নাম ব্যবহার করি তখনই এটা চিনতে পারে না।

আমি রিপ্রেজেন্টেটিভকে খবর পাঠালাম, কেন না যে সব শব্দ আদৌ ভুল না বা বদলানোর প্রয়োজন নেই সেগুলোর ওপরও ভুল চিহ্ন দেয়া থাকলে মহা বিরক্ত লাগে।

রিপ্রেজেন্টেটিভ বলল, 'ইভানভ সাহেব এটা নিয়ে অত চিন্তার কিছু নেই। যদি এটা এমন কোনো শব্দকে ভুল দেখায় যা আপনি বদলাতে চান না তাহলে সেই শব্দটাকে শুধু আরেকবার লিখে দেবেন, ব্যস এতেই কম্পিউটারটা একটা ধারণা পেয়ে যাবে এবং পরের বার আর ঐ শব্দটাকে ভুল দেখাবে না।'

ব্যাপারটা আমাকে কেমন একটা ধাঁধায় ফেলে দেয়। 'তার মানে আমাকে কি মেশিনটার জন্য আস্ত একটা অভিধান বানাতে হবে না? নাহলে এটা জানবে কী করে কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল?'

লোকটা বোঝাল, 'ইভানভ সাহেব এটা ভুল অসহিষ্ণুরই একটি অংশ। মেশিনের ভিতরে একটা সাধারণ অভিধান তো দেয়াই আছে, এবং এটা আপনি যে সব নতুন শব্দ ব্যবহার করবেন তাও তাতে ভরে নেবে। আপনি দেখবেন যে এটা ভুল করে বানান ভুল ধরার প্রবণতা ক্রমেই কমে আসবে। সত্যি কথা বলতে কি ইভানভ সাহেব, আপনি একটা অত্যাধুনিক মেশিন নিয়েছেন এবং আমরাও এমনটা নিশ্চিত করে বলতে পারছি না যে এর সবকিছু আমাদের জানা হয়ে গেছে। আমাদের কোনো কোনো গবেষক বলেন যে এটাকে কেবল সেই ক্ষেত্রেই ভুল সহিষ্ণু বলা যায় তখন এর নিজের কোনো ভুল থাকা সত্ত্বেও কাজ চালিয়ে যায় কিন্তু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্যবহারকারীদের কোনো ভুল এটা রাখে না, সেক্ষেত্রে এটা আসলেই খুব অসহিষ্ণু। তারপরেও যদি কোনো সমস্যা দেখা দেয় আমাদের জানাবেন। আমরা সত্যিই জানতে আগ্রহী যে এতে আসলেই কোনো সমস্যা আছে কি না।'

আমি জানি, আমার কাছে ব্যাপারটা খুব একটা ভালো ঠেকছে না।

৭ মার্চ

আমি আসলে ওয়ার্ড প্রসেসরটা নিয়ে যেন যুদ্ধই করে যাচ্ছি এবং জানি না আমার এখন ঠিক কী ভাবা উচিত। প্রথমত এটা যা খুশি তাই ভুল ধরে বসতে আর আমাকে সেগুলো একটা একটা করে আবার লিখে শুদ্ধ করে দিতে হত। তাতে অবশ্য আমার কোনো সমস্যা ছিল না। সত্যি বলতে কি, লেখার মাঝে যখন দীর্ঘ কোনো শব্দ লেখার দরকার হত তখন আমি ইচ্ছা করেই ভুলভাল লিখে দেখতাম যে এটা ধরতে পারে কি না আমি হয়তো লিখলাম "Supercede" বা "Skenectady"। দেখা যেত পায় কোনো বারই তার ধরতে কোনো ভুল হয়নি।

এবং তারপর গতকাল একটা মজার ব্যাপার ঘটেছে। এটা আমার নতুন করে শুদ্ধ বানান লিখে দেবার জন্য অপেক্ষায় না থেকে নিজেই শুধরে নিয়েছে। আসলে যত পাকা হাতই হোক না কেন দু'য়েকটা ভুল 'কী'-তে যে কখনই চাপ পড়বে না এমনটা তো বলা মুশকিল। কাজেই আমিও একবার "5he" লিখে ফেললাম "the" লিখতে গিয়ে, এবং আমার চোখের সামনেই 5 টা বদলে t হয়ে গেল। এবং সেটাও হল খুব দ্রুত।

আমি ইচ্ছা করে ভুল শব্দ লিখে এটাকে পরীক্ষা করে দেখেছি। আমি ভুল শব্দটা মনিটরে দেখতে পেয়েছি কিন্তু সেটা শুধু এক পলকের জন্য, তারপর সে নিজের থেকে সেটা শুধরে নিয়েছে।

আজ সকালে আমি রিপ্রেজেন্টেটিভকে ফোন করলাম। সে বলল, 'হুমম্ মজার।'

আমি বললাম, 'মজার বা ভীতি, এতে করে বরং ভুলটাই চালু হতে পারে। ধরা যাক আমি লিখলাম "blww", এখন মেশিন এটাকে কী ঠিক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করবে? "blew" নাকি "blow" কিংবা আমি যদি বলতে চাই "blue" লিখলাম "blew" তাহলে সে কোনটা করবে?'

সে বলল, 'আমি আপনার মেশিনটার বিষয়ে আমাদের একজন তাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞের সাথে কথা বলেছি। তিনি আমাকে বলেছেন, মেশিনটা আসলে আপনার লেখার ধরন বা অভ্যন্তরীণ সূত্র থেকেই কোথায় কোন শব্দটা আপনি ব্যবহার করতে চান তা বুঝতে সক্ষম হতেও পারে। যখনই আপনি এতে লেখা শুরু করেন তখনই এটা আপনার ধরনটা বুঝতে শুরু করে এবং নিজস্ব প্রোগ্রামে তা ভরেও নিতে থাকে।'

একটু ভীতিকর হলেও স্বস্তিদায়ক। আমাকে আর তাহলে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা প্রুফ দেখার ঝামেলায় যেতে হবে না।

২৯ মার্চ

আমাকে সত্যিই আর প্রুফ দেখতে হচ্ছে না। মেশিন নিজে থেকেই আমার বানান এবং শব্দবিন্যাস ঠিক করার দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে।

প্রথমবার এটা যখন ঘটল আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারিনি। আমি ভেবেছিলাম বুঝি আমার মাথাটাই একটু এলোমেলো হয়ে গেছে যার ফলে যা লিখেছি তা মনিটরে ঠিকমত দেখতে পাচ্ছি না।

এটা বারবার হতে থাকল এবং তার মধ্যে কোনো ভুলও ছিল না। যেখানে ব্যাকরণগত ভুল করা যায় সে জায়গাগুলোও এটা নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করল। ধরা যাক আমি এমন কিছু লিখতে চাইলাম যে, "জ্যাক, এবং জিল পাহাড়ে গিয়েছিল", তখন দেখা যাবে ঐ বাড়তি কমাটা কিছুতেই আসবে না। কিংবা যতভাবেই আমি লিখতে চাই যে "আমি একটা বই ছিল" এটা প্রতিবারই দেখাবে "আমার একটা বই ছিল।" অথবা আমি যদি লিখি "জ্যাক, এবং জিল সেই সাথে পাহাড়ে উঠেছিল", তখন আবার কমাটা তুলে দিতে চাইলেও সে ঠিকই দেখাবে।

ভাগ্য ভালো যে আমি এই ডায়রিটা হাতে লিখি না হলে কী যে আমি আসলে বলতে চাইছি তা ঠিক বোঝাতেই পারতাম না। কেন না আমি চাইলেও তো এমনটা ভুল ইংরেজি লিখতে পারতাম না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি আসলে এটা খুব একটা পছন্দ করি না যে একটা কম্পিউটার আমার সাথে ইংরেজি ভাষা নিয়ে তর্ক করুক, কিন্তু কী বলব, এটা সব সময়ই ঠিক জিনিসটাই লেখে।

তবে সত্যি বলতে কি কোনো কপি এডিটরকে দিয়ে লেখা কপি চেক করাতে গেলে যখন তারা লাইনে লাইনে ভুলে বের করে কাটাকুটি করে পাণ্ডুলিপির দশা পাণ্ডুর করে ছাড়ে তখন আমি খুব একটা আহত হই না। আমি একজন লেখক, আমি ইংরেজির খুঁটিনাটি জানা পণ্ডিত নই। কপি এডিটররা বসে বসে যতখুশি সম্পাদনাই করুক না কেন তারা তো আর লিখতে পারে না। কাজেই ওয়ার্ড প্রসেসরটাকে কপি এডিটের দায়িত্ব দিতে আমার কোনো আপত্তি নেই। এটা বরং আমার ওপর থেকে চাপ কমাবে।

১৭ এপ্রিল

আমি আসলে শেষবার আমার ওয়ার্ড প্রসেসরটা নিয়ে লেখার সময় কিছুটা আগাম বলে ফেলেছিলাম। তিন সপ্তাহ ধরে এটা পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার কাজ করেছে এবং আমার উপন্যাসটা তরতর করে এগিয়ে গেছে। এটা আসলেই একটা চমৎকার কাজের ব্যবস্থা। বলতে গেলে আমি সৃষ্টির দিকটা দেখেছি আর এটা সমস্ত সমন্বয়ের দিকটা দেখেছে।

তারপর গতকাল সন্ধ্যের সময় থেকে এটা কোনো কাজই করছে না। যে কোনো কী তে যত চাপাচাপিই করি না কেন কিছুই হয় না। প্লাগ ঠিক মতো লাগানো আছে, যাবতীয় সুইচ অন করা আছে, মানে কি না আমি সবকিছুই ঠিকঠাক মতো চালাচ্ছিলাম। শুধু এটা কাজ করছে না। আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে তাদের ঐ—"আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে নতুন কোনো ডিভাইস এর সাথে জোড়া খুব একটা দরকার হবে না" কথাটা কেবল একটা গতানুগতিক ব্যবসায়ী বুলিমাত্র। কেননা আমি সবে সাড়ে তিন মাসের মতো চালিয়েছি আর এইটুকুর মাঝেই এর কলকবজা এমনই বিগড়েছে যে কাজ বন্ধ করে বসে আছে।

অর্থাৎ আমাকে এখন অপেক্ষা করতে হবে কখন রিপ্রেজেন্টেটিভ মক্কেল এসে নতুন যন্ত্রাংশ জুড়ে দিয়ে যায়, তার মানে না হলেও পুরো এক দিনের ধাক্কা। মেজাজটা এতটাই খারাপ হল যে ইচ্ছা হচ্ছিল ফের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টাইপরাইটারে ফিরে যাই তারপর আগের মতো নিজের ভুলগুলো একটা একটা করে খুঁজে কালি কলম দিয়ে ঠিক করি, চাইকি, পুরো পৃষ্ঠাই আবার টাইপ করি।

অনেকটা বাজে রসিকতার স্মৃতি নিয়ে আমি শুতে গেলাম, এবং স্বাভাবিকভাবেই ঘুম খুব একটা হল না। সক্কাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই, নাশতার পর পরই আমি অফিসে গেলাম। তারপর পায়ে পায়ে ওয়ার্ড প্রসেসরটার দিকে আগাতেই ব্যাটা যেন আমার মনের অবস্থা টের পেয়ে গেল যে, যে কোনো মুহূর্তেই আমি ওটার পিছনে একটা লাথি কষিয়ে জানালা কি দরজা দিয়ে বাইরে ফেলতে পারি—যন্ত্রটা কাজ করা শুরু করল।

হ্যাঁ মনে রাখবেন যে শুরু করল মানে পুরোপুরি নিজের থেকেই। আমি কোনো কী ছুঁইনি পর্যন্ত। লেখাগুলো মনিটরে আসছিল আমি যত দ্রুত লিখি তারচেয়েও অনেক তাড়াতাড়ি।

ভুল অসহিষ্ণু
আব্রাম ইভানভ

আমি শুধু স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। এটা আমার ডায়রি লেখার মতো নিজের বিষয়েই লেখা শুরু করল, যেমনটা আগেই আমি লিখেছি, কিন্তু অনেক বেশি সুন্দর করে। লেখা ছিল ঝরঝরে, বর্ণিত এবং সার্থক হাস্যরসের ছোঁয়া দেয়া। পনেরো মিনিটের মধ্যেই পুরোটা শেষ হয়ে গেল, আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্রিন্টার সেটা কাগজে প্রিন্টও করে দিল।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে পরীক্ষা করে দেখানোর জন্যই যেটা আগেই হয়ে গেছে মানে আমার উপন্যাসের শেষ যে পৃষ্ঠাটা আমি লিখেছিলাম তা মনিটরে ফুটে উঠল, এবং তারপর অক্ষরগুলো আমার কোনো ছোঁয়া ছাড়াই লেখা হতে থাকল।

অর্থাৎ ওয়ার্ড প্রসেসরটা আমার লেখার ধরন খুব ভালোভাবেই রপ্ত করেছে। ঠিক যেমনটা আমি লিখি, বরং তার চেয়েও একটু ভালো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্যস! আর কোনো কাজ করতে হবে না। ওয়ার্ড প্রসেসর লিখে যাচ্ছে আমার নামে, আমারই গদ্যে পরন্তু আরো ভালোভাবে। ব্যাপারটা আমি চালিয়েই যেতে দিতে পারতাম, তারপর আমার হালের লেখাগুলোয় কী অসাধারণ উন্নতি ঘটেছে সে সম্বন্ধে সমালোচকদের প্রশংসাও কুড়োতে পারতাম, চাইকি প্রচুর রয়্যালিটিও কামাতে পারতাম।

আসলে এতদিন পর্যন্ত যতটুকু চলছিল তা ঠিকই ছিল, কিন্তু আমি তো [illegible] আমেরিকার অতিপ্রজ লেখকদের একজন হইনি। তা আমি হয়েছি কারণ লিখতে আমি ভালোবাসি, আর শুধু সেটাই করতে চাই।

এখন আমার ওয়ার্ড প্রসেসরই যদি আমার সব লেখার কাজ করে দেয় তাহলে বাকি জীবনটা আমি কী করব?

অনুবাদ : আসরার মাসুদ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

আলেক্সান্ডার দ্য গড

আলেক্সান্ডার হসকিনস কম্পিউটারের সাথেই বড় হয়েছে। চোদ্দ বছর বয়সে এসে সে বুঝেছে কম্পিউটারের মতো এত আগ্রহ আর কিছুতে তার নেই।

শিক্ষক তার এই আগ্রহের কথা জানতেন। তাকে এ ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। আর কম্পিউটারের জন্য ক্লাসগুলো যদি বাদও পড়ত, তাকে কিছু বলতেন না।

তার বাবা চাকরি করে আই.বি.এম. কোম্পানিতে। তিনিও আলেক্সান্ডারকে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। এ জন্য তিনি কম্পিউটারের কিছু প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ছেলেকে দিয়েছিলেন, আর সেই সাথে দিয়েছিলেন কিছু জটিল বিষয়ে পরামর্শ।

আলেক্সান্ডার তার নিজের কম্পিউটার নিজেই বানিয়ে নিল। গ্যারেজের উপরে একটা ঘরে সে কাজ করত। সে তার কম্পিউটারটা নিয়ে এত গবেষণা করেছিল যে ষোলো বছর বয়সে এমন কোনো কম্পিউটার বিষয়ক বই ছিল না যা সে পড়েনি। বা এমন কোনো বই ছিল না যা থেকে তার কিছু শেখার বাকি ছিল।

আলেক্সান্ডার খুব ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিল তার কম্পিউটার যে এত উন্নত তা সে বাবাকে বলবে না। এরই মধ্যে সে ইতিহাসের 'আলেক্সান্ডার দ্যা গ্রেট'-এর কথা শুনেছে। শুনেছে বিশ্ব বিজয়ী এই সম্রাটের নানা কাহিনী। সে মনে করত তার নাম যে আলেক্সান্ডার এটা মোটেও কাকতলীয় না।

কম্পিউটারের মেমরি নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করত আলেক্সান্ডার। কী করে অল্প জায়গার মধ্যে বেশি ডাটা ভরা যায় সেই গবেষণাতেই লেগে

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

... সব সময়। প্রতি বারের উন্নয়নে সে বিপুল পরিমাণ ডাটার জন্য ...তে স্থান ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনত।

...দিন আনুষ্ঠানিকভাবে সে তার কম্পিউটারের নাম রাখল ...ফেলাস। বলা বাহুল্য আলেক্সান্ডারের সেই সফল যুদ্ধগুলোর ঘোড়ার নাম অনুসারেই তা রাখা।

তখন অনেক কম্পিউটারই ছিল যা মুখের কথাতেই কাজ করত। কিন্তু ...ফেলাসের ধারে কাছেও ছিল না সেগুলো। এমন কম্পিউটারও ছিল যা ...খা বিষয়গুলো স্ক্যান ও সংরক্ষণ করতে পারত। কিন্তু আলেক্সান্ডারের ...সেফেলাস সেগুলোর তুলনায় অনন্য। পরীক্ষামূলকভাবে সে এতে ...নসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা ঢুকিয়ে দেখল এবং ক্ষমতা সম্বন্ধে নিশ্চিত ...ল। বছর দুই পরের কথা, তার বয়স তখন আঠারো। সে ভেবে দেখল ...র এখন স্বাবলম্বী হওয়া উচিত। আলেক্সান্ডার ছাত্রদের জন্য একটা তথ্য কেন্দ্রের ব্যবসা শুরু করে নিজের খরচ চালাতে। আর এসবের কারণেই সে আলাদা বাসা ভাড়া করল শহরের মধ্যেই।

তার নিজের বাসা হওয়ায় বুসেফেলাসের ইয়ার ফোন সিস্টেম খুলে ফেলল। কেউ যেখানে নেই সেখানে খোলাখুলি কথা বললে অসুবিধা কি। তারপরও সাবধানের মার নেই, সে জন্য কম্পিউটারের স্বর খুব নিচু মাত্রায় করে রেখেছে। আলেক্সান্ডার চায় না এসব কথা তার প্রতিবেশীরা কেউ জেনে ফেলুক।

সে বলে, 'বুসেফেলাস, পুরানকালে আলেক্সান্ডার মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে বিশ্ব জয় করেছিল। আমিও সেটাই চাই। এজন্য অবশ্য আমার এখনো বারো বছর সময় হাতে আছে।' বুসেফেলাস আলেক্সান্ডার সম্বন্ধে সবই জানত এনসাইক্লোপেডিয়ার বদৌলতে। সে বলে, 'বিশ্ববিজয়ী আলেক্সান্ডার মেসিডনের রাজার ছেলে। তোমার বয়সে সে চ্যারোনিয়া যুদ্ধে তার পিতার অশ্ববাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়েছিল।'

'আরে না, না,' আলেক্সান্ডার বলে, 'আমি ওরকম কোনো যুদ্ধক্ষেত্রের কথা বলছি না, বা সে রকম কোনো সৈন্যদলেরও আমার দরকার নেই। আমি চাই নিজের কৃতিত্ব দিয়ে বিশ্বটাকে জয় করতে।'

'সেটা কিভাবে করবে, আলেক্সান্ডার?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তুমি আর আমি মিলে শেয়ার বাজার পর্যালোচনা করব, আর সেটাই হবে আমাদের প্রথম পদক্ষেপ।'

নিউইয়র্ক টাইমস এ সম্বন্ধে তাদের সমস্ত মাইক্রোফিল্ম করা তথ্য কম্পিউটারে রেখে দিয়েছে। আর আলেক্সান্ডারের জন্য কৌশলে এ তথ্য বের করা কোনো ব্যাপারই না।

বুসেফেলাস একে একে পুরো শতাব্দীর ডাটা তার মেমরি ব্যাঙ্কে ঢুকিয়ে ফেলল—সমস্ত স্টকের তালিকা, যে সমস্ত শেয়ার প্রত্যেকদিন বিক্রি হয়েছে, এসব শেয়ারের দরের ওঠা-নামা, এমনকি অর্থনীতি বিষয়ক পাতার এ সম্বন্ধে দরকারি তথ্যগুলো পর্যন্ত। যার জন্য আলেক্সান্ডার বাধ্য হয়েছে তার কম্পিউটারের মেমরি সার্কিট বাড়াতে। দুঃসাহসী সব নতুন পদক্ষেপ নিয়েছে তথ্য খুঁজে বের করার জন্য। আরো একটা কাজ সে করেছে, তার নতুন সার্কিটের একটা সরলীকৃত সংস্করণ বিক্রি করেছে আই. বি. এম.-কে। সে পাশেই একটা ফ্ল্যাট কিনেছে, নিজের থাকা খাওয়ার জন্য। আগের ফ্ল্যাট সে পুরোটাই ছেড়ে দিয়েছে বুসেফেলাসকে।

তার বয়স যখন বিশ তখন সে বুঝতে পারল যে এবার শুরু করা যেতে পারে।

বুসেফেলাসকে নির্দেশ দিল আলেক্সান্ডার, 'আমার মতো তুমিও নিশ্চয় প্রস্তুত, অতএব এখন কাজে নামতে হবে। শেয়ার বাজারের নাড়িনক্ষত্র সবই তুমি জান। সমস্ত লেন-দেনের তথ্য তোমার স্মৃতিতে আছে। প্রতিনিয়ত নতুন নতুন তথ্য তুমি পাচ্ছ, কেননা নিউইয়র্ক শেয়ার বাজারের কম্পিউটারের সাথে নিজেকে সংযুক্ত রেখেছ। আর অবিলম্বে তুমি নিজেকে লন্ডন, টোকিও সহ অন্যান্য শেয়ার বাজারের সাথে সংযুক্ত করবে।'

'ঠিক আছে আলেক্সান্ডার,' বলে বুসেফেলাস, 'কিন্তু এই তথ্য দিয়ে আমাকে কী করতে হবে বল?'

'আমি জানি কী করতে হবে।' তার চোখ দুটো চকচক করে উঠল, প্রত্যয়ে দৃঢ় হল চেহারা, 'শেয়ার বাজারের এই ওঠানামা মোটেই এলোমেলো না, অবশ্য কোনোকিছুই এ বিশ্বের এলোমেলো না। তোমাকে সমস্ত তথ্য পর্যালোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে। তুমি এগুলোকে একটা চক্রে ফেলবে। বিভিন্ন তথ্য দিয়ে চক্রের একটা সমন্বয় তৈরি করবে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তুমি কি ফোর ইয়ার অ্যানালাইসিসের কথা বলছ?' জিজ্ঞেস করে বুসেফেলাস।

'বুঝিয়ে বল আমাকে।'

বুসেফেলাস দ্রুত তার বক্তব্যের একটা সারাংশ, এনসাইক্লোপেডিয়া এবং নিজে মেমরির তথ্য দিয়ে তৈরি করে প্রিন্ট করে দিল।

আলেক্সান্ডার সেটাতে চোখ বুলিয়ে বলে, 'ঠিক এটাই আমি চাচ্ছিলাম।'

'এরপর কী করতে চাও?'

'একবার যদি তুমি চক্র তৈরি করে ফেলতে পার তাহলেই আর চিন্তা নেই। চক্রের নড়াচড়া দেখে আগেভাগেই শেয়ার বাজারের গতি ধরে ফেলতে পারবে। আর সে অনুসারে নির্দেশনা দেবে কোথায় আমি বিনিয়োগ করব। এভাবেই ধনী হয়ে যাব দ্রুত। এছাড়াও বুদ্ধি দেবে কিভাবে নিজেকে গোপন রাখব সমগ্র বিশ্বের কাছ থেকে। কেউ জানবে না কত বড়লোক আমি, অথবা কার শক্তিশালী হাত রয়েছে এর পিছনে।'

'এরপর, কোথায় গিয়ে থামবে আলেক্সান্ডার?'

'আমি যখন অনেক বড়লোক হব তখন পৃথিবীর অর্থ সংস্থাগুলো নিয়ন্ত্রণ করব, শুধু তাই না অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, সম্পদ সবই চলবে আমার আঙ্গুলি নির্দেশে। আর তখনই আমি আলেক্সান্ডার দ্য গ্রেট-এর কাছাকাছি হব। আমি প্রকৃত আলেক্সান্ডার দ্য গ্রেট-এর মতোই হব।' বলতে বলতে তার চোখ দুটো চকচক করে ওঠে।

ইতোমধ্যে আলেক্সান্ডারের বয়স হয়েছে বাইশ। সে বুসেফেলাসের কাজে সন্তুষ্ট। বুসেফেলাস জটিল কাজগুলো করে ফেলেছে। এখন সে শেয়ার মার্কেটের নাড়ি আগেভাগেই ধরতে পারে।

বুসেফেলাস অবশ্য একটু অনিশ্চয়তায় ভুগছিল। তার ধারণা প্রাকৃতিক ব্যাপারগুলো যেহেতু হাতের বাইরে সেহেতু সেগুলোকে তো কোনো ছকে ফেলা যাবে না। 'রাজনীতি, আন্তর্জাতিক বিষয়গুলো, বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রোগ, বালাই এসবের কথাই ধরা যাক না, এগুলো সবই আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে?'

'কখনোই না, বুসেফেলাস,' আলেক্সান্ডার বলে, 'এগুলো সবই চক্র মেনে চলে। যে সব বিষয়ে তুমি ভবিষ্যৎ বাণী করতে পারবে না বলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভাবছ, সেই খবরগুলো পড়ো নিউইয়র্ক টাইমস থেকে এ জাতীয় সমস্ত খবর তোমার মেমরিতে নিয়ে নাও। তখনই তুমি দেখতে পাবে এর সবই চক্রের মধ্যে। তা ছাড়া অন্যান্য বড় পত্রিকা থেকেও তথ্য নিতে হবে। পুরো শতাব্দীর বা আরো পুরানো মাইক্রোফিল্ম অথবা কম্পিউটারাইজড করা পত্রিকা পাওয়া যাবে। আর তাছাড়া তোমাকে পুরো সঠিক হওয়ার প্রয়োজন নেই। তুমি যদি আশিভাগ নিশ্চিত থাক তাহলেই চলবে।'

আর দেখা গেল এভাবেই বুসেফেলাস সঠিক পথে এগুচ্ছে। সে হিসাব করে বের করত কোন শেয়ারের দাম বেড়ে যাবে, বা কোন শেয়ারে দাম কমে যাবে। দেখা যেত তা সম্পূর্ণ সঠিক। আবার যখন সে নির্দেশ করত যে, কোনো শেয়ারের দাম বেশ কিছু দিন ধরে ঊর্ধ্বগতি অথবা নিম্নগতি থাকবে, তা প্রায় সঠিক বলে ধরা যেত।

ইত্যেমধ্যে আলেক্সান্ডারের বয়স হয়েছে চব্বিশ। সে তখন পাঁচ মিলিয়ন ডলারের মালিক। তার দৈনিক আয় সে সময় দশ হাজার ডলারের মতো। তার চেয়েও বড় কথা তার হিসাবপত্র দিন দিন জটিল হয়ে উঠল, টাকা-পয়সার লেনদেনও বেজায় বেড়ে যাওয়ায় বুসেফেলাসের মতোই আরেকটা কম্পিউটার দরকার পড়ে। ট্যাক্সের বিষয়গুলো নিয়েও আলেক্সান্ডারকে ভাবতে হয়নি, বুসেফেলাস ট্যাক্স বিষয়ক সমস্ত তথ্য জোগাড় করে নিয়েছে। তারপর কোথায় কী করতে হবে সে সব আলেক্সান্ডারের হয়ে করে দিয়েছে।

এবারে বুসেফেলাস জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি যথেষ্ট বড়লোক হয়েছ, আলেক্সান্ডার ?'

'তুমি নিশ্চয় ঠাট্টা করছ,' আলেক্সান্ডার বলে। 'আমি এখন অর্থ-বিত্তে ছোট্ট একটা ফোটার মতো, নিচু লিগে খেলা খেলোয়াড়। আমি এত বিত্তশালী হতে চাই যাতে সরকারের উপর প্রভাব ফেলতে পারি। আমার ইচ্ছাশক্তি দিয়ে পৃথিবী পরিচালনা করতে পারি। আর এজন্যে মাত্র ছয় বছর হাতে আছে আমার।'

শেয়ার মার্কেট এখন বুসেফেলাসের সম্পূর্ণ আয়ত্তে। সে ধাপে ধাপে পৃথিবী জয়টাকেও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তার পরামর্শগুলো ছিল সত্যিই কার্যকরী। তার সবেচেয়ে চাতুর্যপূর্ণ কাজ হচ্ছে নিজের অর্থনৈতিক মতামত বিশ্ব অর্থনীতির অন্তস্তলে নিপুণভাবে ঢুকিয়ে দেয়া।

www.BanglaBook.org

এরপরও তার সন্দেহ দূর হচ্ছিল না। সে বলল, 'আলেক্সান্ডার, আমার মনে হয় এরপরও সমস্যা হতে পারে।'

'বোকা,' আলেক্সান্ডার বেশ গর্ব করে বলল, 'বিশ্ব বিজয়ী আলেক্সান্ডারকে কখনোই থামানো যায় না।'

আলেক্সান্ডারের বয়স যখন ছাব্বিশ তখন সে কোটিপতি নয়, বলা যায় শতকোটিপতি। পুরো বিল্ডিং এখন তার আর সম্পূর্ণটাই বুসেফেলাসের দখলে। তার অদৃশ্য শুঁড় এখন ঢুকে যাচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন কম্পিউটারে। সারা অনুগত ভৃত্যের মতো আলেক্সান্ডারকে তথ্য সরবরাহ করে যাচ্ছে বুসেফেলাসের মাধ্যমে।

বুসেফেলাস বলল, 'দিন দিন এটা কঠিন হয়ে যাচ্ছে আলেক্সান্ডার। আমার পূর্বাভাস তেমন মিলবে বলে মনে হচ্ছে না।'

আলেক্সান্ডার অস্থির হয়ে বলল, 'তুমি অনেকগুলো ভ্যারিএবল নিয়ে কাজ করছ, অতএব ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তোমার জটিল কাজ করার ক্ষমতা আমি দ্বিগুণ করে দেব। দরকার হলে তারও দ্বিগুণ করে দেব।'

'এটা কাজের জটিলতার বিষয় না। যতগুলো চক্র নিয়ে আমি কাজ করছি তা যদিও প্রতিদিন বেড়ে যাচ্ছে, তবুও সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব। কারণ যে সব নতুন তথ্য পাচ্ছি তা পুরনোগুলোরই পুনরাবৃত্তি। অতএব অনায়াসে চক্রের মধ্যে ফেলে হিসাব করা যাচ্ছে। কিন্তু সমস্যা হলো যদি সম্পূর্ণ নতুন কিছু পাওয়া যায়। সেগুলোকে কোনো চক্রেই ফেলা যাবে না।'

আলেক্সান্ডার আদেশের সুরে বলল, 'পৃথিবীতে কিছুই নতুন না। ইতিহাস বিচার করলে দেখবে সূক্ষ্ম পার্থক্য ছাড়া সবই এক। আমি পৃথিবী জয় করব, কিন্তু আমিই একমাত্র না, দীর্ঘসারির একজন মাত্র। বর্তমান আধুনিক কারিগরি উন্নয়নের ধারা মধ্যযুগের চীন কিংবা প্রাচীন গ্রিসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিংশ শতাব্দীর ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ ষোলো বা সতেরো শতকের ধর্ম যুদ্ধেরই পুনরাবৃত্তি। সূক্ষ্ম পার্থক্য ছাড়া কিছুই আলাদা না। অতএব তোমাকে যা বলছি তাই করো।'

'অবশ্যই করব,' বুসেফেলাস ভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে। আলেক্সান্ডার মাত্র আটাশ বছর বয়সে পৃথিবীর সবচেয়ে সম্পদশালী

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্যক্তিতে পরিণত হল। শুধু তাই না, এত ধনী পৃথিবীর ইতিহাসে কেউ ছিল না। তার বিপুল সম্পদের সঠিক হিসাব বুসেফেলাসের পক্ষেও রাখা কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল। এর পরিমাণ লক্ষ কোটির উপরে হবে। তার প্রত্যেকদিনের আয় এক কোটির মতো।

সত্যিকার অর্থে কোনো স্বাধীন সত্তা তখন ছিল না। এমন কোনো বৃহৎ গোষ্ঠিও ছিল না যারা আলেক্সান্ডারের কোনো অসুবিধা করতে পারে।

অবশ্য কোথাও কোনো অশান্তি ছিল না। কারণ আলেক্সান্ডার তার সম্পত্তি রক্ষার স্বার্থে বা তার যাতে শান্তি বিঘ্নিত না হয় সে জন্য কোথাও কোনো গণ্ডগোল হতে দিত না। যা কিছু ঘটত তা আলেক্সান্ডারের নির্দেশে। ফলে কারো কোনো স্বাধীনতাও ছিল না।

'আমি প্রায় আমার লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি বুসেফেলাস।'

আলেক্সান্ডার বলে। 'আর মাত্র দু'টি বছর, কোনো শক্তি নেই যে আমাকে ঠেকাতে পারে। আমি আমাকে নতুন করে উপস্থাপন করতে চাই। এরপর দুনিয়ার সমস্ত শক্তি সমস্ত বিজ্ঞান আমাকে অমর করার কাজে নিয়োজিত হবে। আমি তখন আর বিশ্ব বিজয়ী আলেক্সান্ডার থাকব না, হয়ে যাব ঈশ্বর আলেক্সান্ডার। তখন মানুষ আমার পূজা করবে।'

বুসেফেলাস বলল, 'আমি আমার সাধ্যমতো করব, কিন্তু ক্রমবর্ধমান অনিশ্চিয়তা থেকে তোমাকে রক্ষা করব কী করে বুঝতে পারছি না।'

'এ রকম হতেই পারে না,' অসহিষ্ণুভাবে বলে আলেক্সান্ডার। 'ভয় পেও না। সমস্ত বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করো এবং পৃথিবীর বাকি সম্পদ আমার হাতে আনার ব্যবস্থা করো।'

'আমি বোধহয় পারব না, আলেক্সান্ডার,' বুসেফেলাস বলে। 'মানব ইতিহাসে এমন একটা বিষয় পাচ্ছি যা আমি বিশ্লেষণ করতে পারছি না। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এই চালক কোনো চক্রের সাথেই মিলছে না।'

'এখানে নতুন কিছুই থাকতে পারে না,' ক্রোধের সাথে বলে আলেক্সান্ডার। 'কখনোই তুমি পিছাতে পারবে না, আমার আদেশ তুমি এগিয়ে যাও।'

'ঠিক আছে,' মানুষের দীর্ঘশ্বাস ফেলার মতো করে বলল বুসেফেলাস।

আলেক্সান্ডার জানত শেষ ধাপটার জন্য বুসেফেলাস সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পারবে। বড় কাজ, কিন্তু সে নিশ্চিত ছিল বুসেফেলাস সেটা সম্পন্ন করে ফেলবে। তারপর পৃথিবীর সমস্ত কিছুই তখন শুধুই তার। তারপরও সীমাবদ্ধতা বশে জিজ্ঞেস, 'নতুন বিষয়টা কী ?'

'আমি নিজে,' ফিসফিস করে বলে বুসেফেলাস। 'আমার মতো কিছুই না আগে...'

নিজের বাক্য শেষ করার আগেই বুসেফেলাসের সবকিছু বন্ধ হয়ে যায়। তার সমস্ত কিছুই, চিপ, সার্কিট একে একে ফিউজ হয়ে যেতে থাকে। আর এভাবে সেও এক সময় ইতিহাসের অংশ হয়ে যায়। বিভিন্ন জায়গায় অর্থ সংস্থা এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। আলেকজান্ডার হয়ে গেল নিশ্চিহ্ন।

পৃথিবী আবার মুক্ত হল—এজন্য কিছু গোলমালও দেখা দিল। বিশ্ববাসী অবশ্য খুশি, কিছু পেতে হলে কিছু দিতে হয়।

অনুবাদ : সাজ্জাদ কবীর

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

আ স্ট্যাচু অভ ফাদার

প্রথমবার ? সাত্যিই ? কিন্তু অবশ্যই আপনি এটা শুনেছেন। হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত এ ব্যাপারে।

আপনি যদি জিনিসটা আবিষ্কারের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে থাকেন, তাহলে বিশ্বাস করুন, আপনাকে সানন্দে খুলে বলব সব। আমি সব সময় এই গল্পটা বলতে পছন্দ করি, কিন্তু খুব বেশি লোক সে সুযোগ দেয় না আমাকে। এমনকি গল্পটা গুটিয়ে রাখার পরামর্শও আমি পেয়েছি। আমার বাবাকে নিয়ে রোমাঞ্চকর যে কাহিনীটা গড়ে উঠছে, তার মধ্যে একটা বাগড়া বলতে পারেন এটা।

এরপরেও, সত্যকে আমি মূল্য দিয়ে থাকি। একটা নৈতিক ব্যাপার রয়েছে এর মধ্যে। একটা মানুষ তাঁর সব শক্তি শুধু নিজের কৌতূহল মেটানোর কাজে লাগিয়ে কাটিয়ে দিতে পারেন সারাটা জীবন। তারপর, সম্পূর্ণ দৈবক্রমে, কোনোরকম উদ্দেশ্য ছাড়াই নিজেকে তিনি আবিষ্কার করতে পারেন মানুষের কল্যাণকামী এক দাতা হিসেবে।

আমার বাবা ছিলেন একজন তত্ত্বীয় পদার্থবিদ। টাইম ট্রাভেলের তত্ত্বানুসন্ধানে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন তিনি। মানুষের নৃতাত্ত্বিক নাম যেমন 'হোমো স্যাপিয়েন্স' আমার মনে হয় না বাবার এই তত্ত্বানুসন্ধানে কোনো তাত্ত্বিক ব্যাপার ছিল। তিনি শুধু কৌতূহলী ছিলেন গাণিতিক সম্পর্কের ব্যাপারে, যার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

কি, খিদে পেয়েছে ? ভালো কথা! আমার ধারণা, আধঘণ্টার মধ্যে পেয়ে যাবেন খাবার। আপনার মতো একজন কর্মকর্তার জন্যে সব ঠিকঠাক মতো করবে ওরা। আরে, আপনাকে খাওয়ানো তো একটা গর্বের ব্যাপার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না, যা বলছিলাম আর কি—শুরুতে তেমন ভালো ছিল না আমার বাবার অবস্থা। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক যেমন আর্থিক দৈন্যে থাকেন, তেমনি অবস্থা ছিল তাঁর। পরে অবশ্যি টাকা-পয়সা হয়েছিল বাবার। মৃত্যুর আগে, কয়েক বছরে তো অঢেল ধনসম্পদ করে গেছেন তিনি। তা দিয়ে আমি আমার ছেলেমেয়ে এবং নাতি-নাতনি পায়ের ওপর পা তুলে বসে খেয়ে যেতে পারব।

এই পাহাড়ি এলাকার সেই আবিষ্কারের ব্যাপারটা ঘটে এখানে একটা মূর্তিও গড়া হয়েছে বাবার। জানালার বাইরে উঁকি দিয়ে আপনি দেখতে পারেন সেটা। হ্যাঁ—এই তো। দেখতে পাচ্ছেন তো ওখানে খোদাই করা লেখাগুলো? আমরা আসলে একটা বেকায়দা অবস্থানে দাঁড়িয়ে। যাক গে, তাতে কিছু যায় আসে না।

বাবা যখন টাইম ট্রাভেল নিয়ে গবেষণা শুরু করেন, বেশিরভাগ পদার্থবিজ্ঞানী তখন আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন এ বিষয়ের প্রতি। এমন কাজ কেউ করে নাকি?—এই তাঁদের মনোভাব। ক্রোনো-ফানেল তৈরির মাধ্যমে প্রথমে আলোড়ন তোলে এই গবেষণা।

আসলে দেখতে সে রকম কিছু নয় ক্রোনো-ফানেল। অযৌক্তিক এবং নিয়ন্ত্রণ-অসাধ্য একটা যন্ত্র। মোচড়ানো কম্পনশীল একটা জিনিস, বড় জোর ফুট দুয়েক হবে চওড়া, এবং দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যায় যন্ত্রটা। ঝড়ো বাতাসে একটা পালক উড়ে গিয়ে যখন পাগলা নাচ নাচতে থাকে, সেটার ওপর নজর রাখাটা যে কী ঝক্কি, সে তো সবাই জানে। ক্রোনো-ফানেল যন্ত্রটার অতীতের ওপর আলোকপাতের ব্যাপারটিও ঠিক সে রকম।

যন্ত্রটাকে নিয়ে বিজ্ঞানীরা অতীতে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন খুব, কিন্তু তাঁদের সে শ্রমের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করা ছিল মুশকিল। মাঝেমধ্যে অবশ্যি সাফল্য এসে যেত মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্যে, অতীত খোঁচানো যন্ত্রটা ওটাকে আঁকড়ে ধরে থাকা মানুষটাকে দেখিয়ে দিত অতীতের পথ, কিন্তু সেটা ওই পর্যন্তই। এভাবে পদার্থ বিজ্ঞানীরা শত চেষ্টা করেও কিছু বের করতে পারেনি অতীত থেকে।

পঞ্চাশ বছরের গবেষণায়ও যখন কিছু হল না, আগ্রহ হারিয়ে ফেললেন পদার্থবিদরা। যন্ত্রটা পরিচালনার কৌশল সম্পূর্ণ এক অন্ধগলির মতো মনে হল গবেষকদের কাছে, যেন গবেষণার আর নেই কিছু, সব শেষ। এমন কি কিছু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গবেষক দেখতে চেষ্টা করেছেন, ক্রোনো-ফানেলের মাধ্যমে আসলে কিছুই দেখা যায় না অতীতের। তবে এই ফানেলের মাধ্যমে সত্যিই অতীতের এমন কিছু জীবন্ত প্রাণী দেখা গেছে—যেগুলো আজ বিলুপ্ত।

যাই হোক, টাইম ট্র্যাভেলের কথা যখন সবাই প্রায় ভুলে গেছে, ঠিক তখুনি বাবা এলেন এই গবেষণায়। তিনি কথা বললেন সরকারের সাথে, যাতে তাঁর নিজের জন্যে একটা ক্রোনো-ফানেল তৈরির ব্যাপারে সরকারি অনুদান পাওয়া যায়।

ওই দিনগুলোতে বাবাকে সাহায্য করেছি আমি। তখন পদার্থ বিজ্ঞানে ডক্টরেট নিয়ে সবেমাত্র বেরিয়েছি কলেজ থেকে।

তবে আমাদের বাপ-ছেলে সম্মিলিত চেষ্টার ফল আশাব্যঞ্জক কিছু নিয়ে এল না। বছরখানেকের মতো চেষ্টা তদবিরের পর ফলটা দাঁড়াল শূন্য। যন্ত্রটার ব্যাপারে আবার নতুন করে সরকারি অনুদান পাওয়াটা মুশকিল হয়ে গেল বাবার জন্যে। কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান আগ্রহ দেখাল না তাঁর প্রতি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সহযোগিতার নাম তো নিলই না, বরং পাল্টা অভিযোগ আনল বাবার বিরুদ্ধে। বলা হল, নিষ্ফল একটা বিষয় নিয়ে এককভাবে গবেষণায় নামতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ক্ষুণ্ন করতে চাইছেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যে গ্র্যাজুয়েট স্কুলে বাবা ছিলেন, তার ডীন ছিলেন বাবার এই গবেষণার বিপক্ষে। মূলত এই ডীনের জন্যেই থেমে যায় বৃত্তির সুযোগ। শুরুতে ডীন বাবাকে নানাভাবে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, টাইম ট্রাভেলের ফালতু বিষয় ছাড়া আরো অনেক লাভজনক ক্ষেত্র রয়েছে, যেখানে তিনি সহযোগিতা করতে পারেন তাঁকে। কিন্তু বাবা কান দেননি তাঁর কথায়। ফলে যা হবার তাই। বাবা বেরিয়ে আসতে বাধ্য হলেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

বাবা চলে আসার পর ডীন সাহেব তক্কেতক্কে ছিলেন—কখন অনুদানের টাকাটা আসে স্কুলে। কারণ বাবা চলে আসাতে ওই টাকাটা ডীন যে কোনো খাতে খরচ করতে পারবেন। তবে তিনি বোকা বনে গেলেন বাবার মৃত্যুতে। দেখা গেল, ওই অনুদানের ব্যাপারটি বাবা বাতিল করে গেছেন একটা ইচ্ছে পত্রের মাধ্যমে। তাতে কারণ দেখানো হয়েছে, দূরদর্শিতার অভাব রয়েছে ডীনের। এটা ছিল বাবার মৃত্যুর পরবর্তী প্রতিশোধ। কারণ বছর কয়েক আগে—

www.BanglaBook.org

...পনার ওপর জোর খাটাব না আমি, তবে দয়া করে আর কোনো ...িক নেবেন না। শুধু সুপটা খান, ধীরে ধীরে খান—যাতে খিদের ...টাকে সামলানো যায়।

...—যাই হোক, আমরা কোনোভাবে যোগাড় করে নিলাম আমাদের ...দান। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণার আয়োজন সব নিয়ে এলাম এখানে।

প্রথম কয়েকটি বছর এ নিয়ে অমানুষিক পরিশ্রম গেছে আমাদের। ...মি সব সময় কাজটা ছেড়ে দেয়ার প্ররোচনা দিয়েছি বাবাকে। বাবা ...ন পাতেননি। তিনি ছিলেন অদম্য, যখনই প্রয়োজন পড়েছে, কিভাবে ...ন যোগাড় করে ফেলেছেন হাজারখানেক ডলার।

এগিয়ে যেতে লাগল জীবন, কোনো কিছুকেই বাবা তাঁর গবেষণার মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়াতে দিলেন না। এর মধ্যে মারা গেলেন মা। শোকাহত হলেন বাবা। তবে শোকের ধকল কাটিয়ে আবার তিনি ফিরে এলেন কাজে। এদিকে বিয়ে করলাম আমি। তারপর সন্তান হল। প্রথমে একটা ছেলে, তারপর একটা মেয়ে। অন্যদিকে ব্যস্ততা বেড়ে যাওয়ায় সব সময় বাবাকে সহযোগিতা করা সম্ভব হচ্ছিল না আমার। আমাকে ছাড়াই কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন তিনি। মাঝখানে তিনি পা ভেঙে বিছানায় পড়ে রইলেন ক'মাস।

কাজেই এ কাজের সমস্ত বাহবা আমি বাবাকে দিই। হ্যাঁ, অবশ্যই তাঁকে সাহায্য করেছি। কাজের ব্যাপারে বিভিন্ন পরামর্শ দিতাম বাবাকে, ওয়াশিংটনের সাথে কথাবার্তা চালিয়ে গেছি, তবে প্রকল্পটির জীবন এবং প্রাণ বলতে বোঝায়—তিনি আমার বাবা।

এতকিছুর পরেও, কাঙ্ক্ষিত কোনো ফল পাচ্ছিলাম না কাজের। অনেক কসরত করে, যোগাড় করা সব টাকা ঢেলে, যাওবা একটা ক্রোনো-ফানেল বানালাম—দেখা গেল কাজ করছে না ওটা।

মোটকথা, ফানেলের ভেতর দিয়ে একটিবারও অতীতের কোনো দৃশ্যপট নিয়ে আসতে পারছিলাম না। একবার শুধু কাছাকাছি পৌঁছুতে পেরেছিলাম। ফানেলের অপর প্রান্তে গ্রাফটা ইঞ্চি দুয়েক বেরিয়ে এসেছিল, তারপর বদলে গেল ফোকাস। মধ্যযুগের একটা দৃশ্য পরিষ্কার ফুটে ওঠে চোখের সামনে। মানুষের তৈরি একটা লোহার রড পড়ে আছে নদীতীরে, মরচে জমছে রডটাতে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তারপর একদিন এসে গেল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। ঝাড়া দশ মিনিট স্থির রইল ফোকাস। ক্যামেরার মাধ্যমে বিভিন্ন দৃশ্য যেমন দেখে থাকি আমরা, তেমনি এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা সেটা। ফানেলের ঠিক অপর প্রান্তে জীবন্ত সব প্রাণী দেখতে পেলাম আমরা, ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রাণোচ্ছলভাবে।

তারপর মনে হল, ক্রোনো-ফানেলটা যেন প্রবেশ্য একটা কিছু হয়ে গেছে, অতীত আর আমাদের মাঝে দেয়াল বা বাধা বলে আর কিছু নেই। ফোকাসটা অনেকক্ষণ ছিল বলেই এই ভেদ্যতা এসে গিয়েছিল। আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছি ঠিকই, কিন্তু প্রমাণ করতে পারিনি কখনো।

এটা ঠিক যে আঁকড়ে ধরার মতো কিছু ছিল না নাগালের ভেতর, তবে অতীত আর বর্তমানের এই ভেদ্যতা এত পরিষ্কার ছিল, কিছু একটা যে 'তখন' থেকে 'এখন'-এ এল, পরিষ্কার টের পেলাম। আমি তো বিস্ময়ে হতবাক। সহজাত একটা তাগিদ থেকে অন্ধের মতো নড়লাম। সামনে এগিয়ে ধরলাম জিনিসটা।

আর তখুনি হারিয়ে গেল ফোকাসটা। তা যাক, আমরা তখন আগের মতো আর বিরক্ত এবং হতাশ নই। আমাদের বাপ ছেলে চার চোখ একসঙ্গে আমার হাতের জিনিসগুলোর ওপর স্থির। এক ধরনের উত্তেজনা নিয়ে আন্দাজ করার চেষ্টায় আছি দু'জন—কী হতে পারে জিনিসগুলো। কেকের মতো দলা পাকিয়ে আছে একতাল শুকনো কাদা। আর সেই কাদার ভেতর রয়েছে হাঁসের ডিমের মতো চোদ্দটা ডিম।

বাবাকে বললাম, 'ডাইনোসরের ডিম? তুমি কি মনে করো সত্যিই তাই?'

বাবা বললেন, 'হতে পারে। তবে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছি না।'

'ডিমগুলো না ফোটানো পর্যন্ত আর কি,' উত্তেজনা দমাতে না পেরে হঠাৎ বলে ফেললাম আমি। আদিযুগের আদিম সূর্যের তাপে গরম হয়ে উঠেছিল ডিমগুলো। উষ্ণতা টের পাচ্ছিলাম হাতে।

ডিমগুলো এমনভাবে নিচে নামিয়ে রাখলাম, যেন সেগুলো প্লাটিনামের মতো দামি। বাবাকে বললাম, 'দেখ, বাবা, আমরা যদি এই ডিমগুলো ফোটাই, তাহলে এমন প্রাণী পাব, যেগুলো আজ থেকে ১০ কোটি বছর আগে হারিয়ে গেছে পৃথিবী থেকে। অতীত থেকে সত্যিকারের কিছু নিয়ে আসাটা এটাই হবে প্রথম ঘটনা। আমরা যদি ঘোষণা করি, এই—'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি তখন ভাবছিলাম সরকারি অনুদানের কথা। ব্যাপারটা যদি সে রকম প্রচার পেয়ে যায়, তাহলে জুটে যেতে পারে অনুদান। বাবার কথা বিবেচনা করেই ভাবছিলাম এটা। কল্পনায় দেখতে পাচ্ছিলাম ডীনের আকাঙ্ক্ষিত মুখ।

কিন্তু বাবা জিনিসটাকে নিলেন অন্যভাবে। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'একটি কথাও বলবে না, ছেলে। বাইরে যদি এটা প্রচার হয়ে যায়, তাহলে গোটা বিশেক গবেষকদল লেগে যাবে ক্রোনো-ফানেলের পেছনে, কষ্ট করে এদ্দুর এগিয়ে আসাটা বরবাদ হয়ে যাবে একদম। যখন ফানেলের সব রহস্যের সমাধান করতে পারব, ঘটা করে প্রচার চালিও তুমি। তবে তার আগে সমাধান না হওয়া পর্যন্ত চুপ থাকব আমরা। তবে এ নিয়ে চিন্তা করো না, ছেলে। বছরখানেকের ভেতর এই রহস্যের উত্তর পেয়ে যাব। এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

এটা ঠিক যে আত্মবিশ্বাসে সামান্য ঘাটতি ছিল আমার, তবে ডিমগুলোর ব্যাপারে একটা আস্থা এসে গিয়েছিল—প্রয়োজনীয় প্রমাণের ব্যাপারে শক্তি যোগাবে এগুলো। বড় একটা ওভেন সাজিয়ে তাতে ব্লাড হিট দিলাম। অর্থাৎ মানুষের রক্তের যে স্বাভাবিক উষ্ণতা, সেটা দেয়া হল ওভেনটাতে। সেখানে প্রয়োজনীয় বাতাস এবং আর্দ্রতার ব্যবস্থা করা হল। নিজ হাতে এমন এক অ্যালার্ম বানালাম, যা ডিমগুলোর ভেতর নড়াচড়ার কোনো চিহ্ন টের পাওয়া মাত্র সঙ্কেত দেবে।

উনিশ দিন পর, ভোর তিনটের দিকে ফুটতে শুরু করল ডিমগুলো। ক্যাঙ্গারুর মতো ছোট ছোট চৌদ্দটি ছানা বেরিয়ে এল ডিম থেকে। গায়ে সবুজাভ আঁশ, পেছনে রয়েছে ছোট্ট একজোড়া নখরঅলা মাংসল পা, আর একটা করে চাবুকের মতো সরু লেজ।

প্রথমে ভাবলাম, ছানাগুলো ডাইনোসরের মাইরানোসরি প্রজাতির, কিন্তু ডাইনোসরের বংশধর হিসেবে খুবই ছোট ছানাগুলো। মাসের পর মাস পেরিয়ে যেতে লাগল, মাঝারি আকৃতির কুকুরের পর্যায়ে এসে আটকে গেল কুকুরগুলো বৃদ্ধি।

বাবাকে কেমন হতাশ মনে হল তার গবেষণার ব্যাপারে। আমি কিন্তু ধরে রেখেছি আশা, আজব এই প্রাণীগুলোর ব্যাপারে প্রচারের অনুমতি দেবেন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাবা। পূর্ণবয়স্ক হওয়ার আগেই মারা গেল একটা ছানা, আরেকটা মরল অন্য একটার সাথে ঝগড়া করে। তবে বাকি বারোটা টিকে গেল—পাঁচটা পুরুষ আর সাতটা মাদি। কুচানো গাজর, সেদ্ধ ডিম আর দুধ খাওয়াতে লাগলাম ছানাগুলোকে, সেই সঙ্গে দারুণ ভক্ত বনে গেলাম ওগুলোর। হতচ্ছাড়াগুলো ভীতুর ডিম একেকটা, এরপরেও বেশ শান্তসুবোধ। দেখতে সত্যিই সুন্দর ওরা। ওদের আঁশগুলা—ও, হ্যাঁ ওদের বর্ণনা দিতে যাওয়াটা আসলে একটা বোকামো। ইতোমধ্যে প্রাণীগুলোর ছবিঅলা প্রচারপত্র ছড়িয়ে পড়েছে সবখানে। যদিও মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে তেমন কিছু জানি না আমি—সেখানেও চলে গেছে প্রচার। যাক, ভালো।

জনমনে রক্ত মাংসের এই প্রাণী সম্পর্কে ধারণা দিতে দরকার ছিল ছবির মাধ্যমে এই প্রচারের। কিন্তু এজন্যে অনেক দিন অপেক্ষা করতে হয় আমাকে। বাবা অটল ছিলেন তাঁর একগুঁয়েমিতে। এক বছর গেল, দু'বছর এবং শেষমেষ তিন বছর। ক্রোনো-ফানেল নিয়ে কসরত করে আর কোনো লাভ হল না আমাদের। একবার যে সুবর্ণ সুযোগটি পেয়েছিলাম, সেটা ফিরে এল না দ্বিতীয়বার। এদিকে বাবাও তাঁর সিদ্ধান্তে অনড়।

পাঁচটি মাদি এর মধ্যে ডিম পাড়তে শুরু করে দিল। খুব শীঘ্র ওদের সংখ্যা ছাড়িয়ে গেল পঞ্চাশ।

'ওদের নিয়ে কী করব আমরা?' পরামর্শ চাইলাম বাবার।

'মেরে ফেলে দাও,' সহজ সমাধান দিলেন বাবা।

আমি অবশ্যই বাবার কথা মতো কাজ করিনি।

হেনরী, কি, খাবার প্রায় তৈরি? ভালো।

তো, এ পর্যায়ে এসে আমাদের টাকা-পয়সা সব শেষ। টাকা পাওয়ার আর কোনো উপায়ও ছিল না। প্রতিটা জায়গায় ঢুঁ মেরেছি আমি, এবং ফিরে আসতে হয়েছে সবখান থেকে। এরপরেও আমি খুশি, কারণ ভাবগতিকে মনে হল—এবার অনুমতি দেবেন বাবা। কিন্তু শেষমেষ অদম্য রয়ে গেল বাবার জেদ, ঠাণ্ডা মাথায় আরেকটা এক্সপেরিমেন্ট সাজালেন তিনি।

আমি হলপ করে বলতে পারি, যদি সেই দুর্ঘটনাটা না ঘটত, তাহলে সত্য চিরকাল থেকে যেত আড়ালে। মানবজাতি বঞ্চিত হত তার অন্যতম সেরা আশীর্বাদ থেকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিভিন্ন দৈব ঘটনা মাঝেমধ্যে যেভাবে ঘটে থাকে, ঠিক সেভাবে ঘটে ঘটনাটা। পারকিন যেমন একদিন আবিষ্কার করেন অ্যানিলাইন ডাই, রেমসেন আবিষ্কার করেন স্যাকারিন, আর গুডইয়ার ভালকানাইজেশন—সে রকম একটা ব্যাপার ঘটে যায়।

আমাদের প্রধান গবেষণাগার ভরে গিয়েছিল আধা পূর্ণবয়স্ক ডাইনোসরে। পুরোটা ল্যাব জুড়ে পিলপিল করছিল ওরা। সংখ্যায় এত বেশি, সামাল দিতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছিলাম আমি।

ডাইনোসরের দল এলোপাতাড়ি হাটতে গিয়েই বাধিয়ে দেয় বিপত্তি। এমন এক সংযোগস্থলে গিয়ে পা দেয় ওরা, ঘটে যায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা। ঘটনাটাকে অমর করে রাখার জন্যে সেখানে একটা ফলক বসিয়ে দেয়া হয়েছে। আমার বিশ্বাস, এ ধরনের ঘটনা হাজার বছরে পুনর্বার ঘটবে না। চোখ ধাঁধানো আলোর ঝলকানি ছিল সেটা, যন্ত্রণাদায়ক একটা শর্ট-সার্কিট ঘটে গিয়েছিল, আর সদ্য সাজানো ক্রোনো-ফানেল রঙধনু স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে মুহূর্তের মধ্যে হাওয়া।

এমন কি ওই মুহূর্তে, সত্যিই, আমরা ঠাওরাতে পারছিলাম না কোথায় আছি। শুধু টের পাচ্ছিলাম, জন্তুগুলো শর্ট-সার্কিটের মাধ্যমে ধ্বংস করে দিয়েছে আমাদের প্রায় দু'লাখ ডলারের যন্ত্র, এবং আর্থিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়ে গেছি আমরা। এ দুর্ঘটনায় পুরোটাই ঝলসে গিয়েছিল একটা ডাইনোসর। সে তাপের আঁচ থেকে আমরাও একেবারে রক্ষে পাইনি। তবে পুড়ে যাওয়া ডাইনোসরটিই ছিল ফিল্ড এনার্জির মূল আকর্ষণ। ওটার গন্ধ পাচ্ছিলাম আমরা। ঝলসানো মাংসের ম-ম সৌরভে ভরে আছে বাতাস। বাপ-ছেলে মুখ চাওয়া চাওয়ি করলাম সবিস্ময়ে। ধীরেসুস্থে বড়সড় এক চিমটা দিয়ে তুলে নিলাম ঝলসানো ডাইনোসর। বাইরের দিকটা পুড়ে কালো হয়ে গেছে ওটা, স্পর্শ করা মাত্র খসে পড়ল পুড়ে যাওয়া আঁশবহুল চামড়া, বেরিয়ে এল সাদা পুষ্টিকর মাংস—দেখতে ঠিক মুরগির মাংসের মতো।

স্বাদ নেয়ার লোভটা সামলাতে পারলাম না। হ্যাঁ, মাংসটা মুরগির মতোই।

বিশ্বাস করুন বা নাই করুন, চারদিকে পড়ে থাকা বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম বাদ দিয়ে আমরা তখন খাওয়া নিয়ে ব্যস্ত। সপ্তম স্বর্গে বসে বাপ-ছেলে

www.BanglaBook.org

দু'জন মিলে গোগ্রাসে খেয়ে চলেছি ডাইনোসর। প্রাণীটার একটা পাশ পুড়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু আরেকটা অংশ প্রায় কাঁচাই বলা যায়। এমনকি ভেতরের জঞ্জালও ফেলা হয়নি। কিন্তু এনিয়ে মাথা ঘামালাম না কেউ। হাড় পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত চেটেপুটে খেলাম।

শেষমেষ আমি বললাম, 'বাবা, আমরা তো বেশ ঘটা করে এগুলোকে পালতে পারি খাওয়ার জন্যে।'

বাবাকে রাজি হতে হল। কারণ আমরা তো সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছি।

ব্যাংকের প্রেসিডেন্টকে ডিনার খাইয়ে লোন নিয়ে নিলাম। ডাইনোসরের মাংস খেয়ে সোৎসাহে ঋণ দিলেন তিনি।

আজ পর্যন্ত কোনো কাজে ব্যর্থ হয়নি এ মাংস। 'ডাইনাচিকেন' বলে এখন পরিচিত পেয়ে গেছে এটা। একবার যে স্বাদ নিয়েছে এই ডাইনাচিকেনের, সাধারণ খাবারে আর মুখ রোচে না তার। বলতে গেলে, ডাইনাচিকেন ছাড়া কোনো খাবারের কথা ভাবাই যায় না। ডাইনাচিকেনই এখন একমাত্র খাবার।

বিশ্বের একমাত্র ডাইনাচিকেন খাবারের গর্বিত মালিক আমার পরিবার। সারা পৃথিবীতে বড় বড় যত রেঁস্তেরা আছে, সবখানে ডাইনাচিকেন শুধু আমরাই সরবরাহ করে থাকি—এ ব্যবসায় প্রথম এবং প্রাচীনতম বলতে আমাদের খামারটাকেই বোঝানো হয়।

বাবার জন্যে দুঃখ হয়। ডাইনাচিকেন খাওয়ার ওই অনুপম মুহূর্তগুলো ছাড়া আর কখনো সুখী হতে দেখিনি এই মানুষটাকে। ক্রোনো-ফানেল নিয়ে অবিরাম কাজ করে গেছেন তিনি। বাবা যেমন বলেছিলেন, তাঁর আবিষ্কারের ব্যাপারটি প্রচার হয়ে যাওয়ায়, সত্যিই গোটা বিশ্বের দল হুমড়ি খেয়ে পড়ে ক্রোনো-ফানেল নিয়ে। তবে আজ পর্যন্তও এই ডাইনাচিকেন ছাড়া আর কোনো প্রাপ্তি আসেনি এসব গবেষণা থেকে।

আহ, পিয়েরি, ধন্যবাদ। দারুণ একটা কাজ করেছ বটে! এখন, স্যার, আপনি যদি অনুমতি দেন তো মাংসটা কেটে দিতে পারি আমি। না, লবণ লাগবে না, শুধু একটু সস। ব্যস...আহ, কী শান্তি! আপনার চেহারায় এখন যা দেখতে পাচ্ছি, এটাই হচ্ছে খেতে আসল অভিব্যক্তি, প্রথমবার এ খাবারের স্বাদ নিতে গিয়ে সব সময় এমন ছাপ ফুটে ওঠে সবার চোখেমুখে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাবার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাতে পিছপা হয়নি মানুষ। এই পাহাড়ি এলাকায় পঞ্চাশ হাজার ডলার খরচ করে গড়ে তুলেছে বাবার মূর্তিটা। কিন্তু তাদের এই মহান কীর্তিও খুশি করতে পারেনি বাবাকে।

সবমিলিয়ে খোদাই করা লেখাগুলোই শুধু দাগ কেটেছিল তাঁর মনে। মূর্তির নিচে খোদাই করা লেখাটা হচ্ছে: এই মহান ব্যক্তিটি ডাইনাচিকেন উপহার দেন বিশ্বকে।

দেখুন, মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তিনি শুধু একটা জিনিসই চেয়ে গেছেন, তা হচ্ছে—টাইম ট্র্যাভেলের রহস্য জানা। এই রহস্যের পেছনে ছুটতে গিয়ে মানুষের কল্যাণকামী দাতা হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন ঠিকই, তবে হারা গেছেন কৌতূহলটা না মেটার অতৃপ্তি নিয়ে।

অনুবাদ : শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

ডারউইনিয়ান পূল রূম

'জেনিসিস-১ নিয়ে যে প্রচলিত ধরণা,' বললাম আমি। 'অবশ্যই সেটা ভুল। উদাহরণ হিসেবে একটা পূল রূম (বিলিয়ার্ড খেলার ঘর) নেয়া যায়।'

অন্য তিনজন মনে মনে একটা পূল নিয়ে নিল। ড. ট্রটারের ল্যাবরেটরিতে ভাঙাচোরা সুইভেল চেয়ারগুলোতে বসে আছি আমরা। তবে ল্যাবের বেঞ্চিগুলোকে পূল টেবিলে (বিলিয়ার্ড টেবিল) রূপান্তর করার মাঝে আদৌ কোনো কৌশল নেই, লম্বা রিঙ স্ট্যান্ডগুলোকে কিউ (বিলিয়ার্ড খেলার লাঠি) এবং বিকারক বোতলগুলোকে বিলিয়ার্ড বল হিসেবে ধরে নেয়া যেতে পারে, এবং তারপর সব মিলিয়ে বিলিয়ার্ড খেলার সুন্দর একটা আয়োজন হতে পারে।

এমন কি থেটিয়ের চোখ বুজে একটা আঙুল তুলে বিড়বিড়িয়ে বলল, 'পূল রূম।'

ট্রটার বরাবরের মতো কোনো কথা বলল না। দ্বিতীয়বারের মতো নিজের কাপে কফি ঢালল সে। কফিটা সব সময় একটা ভয়ঙ্কর জিনিস, তবে আমি এখানে নতুন, এখনো পেটে দেদার কফি ঢেলে কড়া ফেলে দেয়ার ব্যাপারটি হয়ে ওঠেনি।

'এবার একটি পকেট পূল খেলা শেষ হওয়ার ব্যাপারটি বিবেচনা করুন আপনারা,' বললাম আমি। 'কিউ বলটি ছাড়া প্রতিটা বল পেয়ে গেছেন আপনারা, অবশ্যি একটা পকেটে—'

'দাঁড়ান একটু,' বলল থেটিয়ের। সব সময় রুচিবাগীশ তিনি। 'নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে বল আপনি যে পকেটেই ফেলুন না কেন, তাতেও কিছু যায় আসে না, কিংবা—'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কথাটা এখানে অবান্তর। খেলাটা শেষ হওয়ার পর বল থাকবে বিভিন্ন পকেটে, ঠিক তো ? এখন ধরুন, খেলা শেষ হওয়ার পর রুমে ঢুকলেন আপনি, এবং শেষ অবস্থান থেকে পুনর্গঠনের চেষ্টা করলেন আগের বলগুলো। এখানে অবশ্যই অন্যভাবে সাজাবেন খেলার অবস্থা।'

'খেলার নিয়মকাননু জানা থাকলে তা হবে না,' বলল ম্যাডেন্ড।

'ধরে নিন, নিয়ম-কানুন কিছুই জানেন না,' বললাম আমি। 'আপনি শুধু কিউ দিয়ে কিউ বল লাগিয়ে অন্য বলগুলো পকেটে ফেললেন। এটা কিন্তু সত্যি হতে পারে, কিন্তু ব্যাখ্যাটা আপনার কাছে স্বাভাবিকভাবে খুব একটা গ্রহণযোগ্য হবে না। তার চে' বরং আপনার কাছে এটাই বেশি গ্রহণযোগ্য হবে, বলগুলো আলাদাভাবে যথাযথ পকেটগুলোতে ফেলা হয়েছে হাত দিয়ে, কিংবা আপনি বলগুলোকে যেভাবে পেয়েছেন, আগে থেকেই ছিল সেভাবে।'

'ঠিক আছে,' বলল থেটিয়ের। 'সৃষ্টিতত্ত্বের আদি উৎসে ফিরে গিয়ে আপনি এই উপমা দিয়ে বোঝাতে চাইছেন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হয় আগে থেকেই এ রকম ছিল—কোনো নিয়মনীতি না মেনে তৈরি হয়েছে আপনা আপনি, কিংবা বিবর্তনের মাধ্যমে এ পর্যায়ে এসছে। তাতে কি ?'

'সে রকম কোনো বিকল্প কিছুর কথা মোটেও বলিনি,' বললাম আমি। 'চলুন, সৃষ্টির প্রস্তাবযোগ্য ঘটনাকে ধরে নিই আমরা এবং এই সৃষ্টির ব্যাপারে একটা মাত্র পদ্ধতিকেই বিবেচনা করি। এখানে একটাই ধরে নেয়া সহজ, ঈশ্বর যেমন বলেছেন, "জ্বলে উঠুক আলো" আর অমনি জ্বলে উঠেছে আলো, তবে এটা কিন্তু নন্দনতত্ত্ব নয়।'

'এটা একটা সহজ ব্যাপার,' বলল ম্যাডেন্ড। 'ওকামস রেজর বিকল্প সম্ভাবনা বেছে নেয়ার কথা বলেছেন, অধিকতর সহজ সম্ভাবনা।'

'তাহলে একটা বিলিয়ার্ড খেলা শেষ হওয়ার পর, সেখানে গিয়ে ধরে নিচ্ছেন না কেন—হাত দিয়ে পকেটে ফেলা হয়েছে বলগুলো ? এটা তো অধিকতর সহজ, তবে এখানেও কিন্তু নন্দনতত্ত্বের সৌন্দর্যের ব্যাপারটি নেই। অপরদিকে, আপনি যদি আদিম পরমাণু দিয়ে শুরু করতে চান—'

'কী সেটা ?' নরম কণ্ঠে জানতে চাইল ট্রটার।

'সেটা হচ্ছে, নির্দিষ্ট একটা গোলকের ভেতর নিখিল বিশ্বের পুঞ্জীভূত শক্তি।' তারপর গোলকের অভ্যন্তরীণ উপাদানের কণাগুলো এবং সঞ্চিত

www.BanglaBook.org

শক্তির ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া আর অন্তঃক্রিয়ার ফলে পরম তাপমাত্রায় পৌঁছে একদিন বিস্ফোরিত হয় সেটা। তা থেকে পূর্ণ-পরিকল্পিত হিসেব অনুযায়ী তৈরি হয় আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। ঈশ্বর যে বলেছেন, "জ্বলে উঠুক আলো!"—তারচে' বরং এটাই আরো সন্তোষজনক ধারণা।'

'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন,' বলল ম্যাডেন্ড। 'একটি বিলিয়ার্ড টেবিলে, পনেরোটি বলের কোনটি কোন পকেটে যাবে, তা আগে থেকেই নির্ধারিত ছিল এবং কিউ বলের এক গুঁতোয় সব ক'টি বলকে যার যার পকেটে ফেলে দেয়া হয়েছে?'

'আদর্শ একটা উদাহরণ হিসেবে বলব,' বললাম আমি। 'হ্যাঁ।'

'অনেকখানি কাব্য রয়েছে সরাসরি এই ইচ্ছেটার ভেতর,' বলল ম্যাডেন্ড।

'সেটা নির্ভর করছে আপনার দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। দেখতে হবে, ব্যাপারটাকে আপনি একজন গণিতজ্ঞ হিসেবে দেখছেন, নাকি একজন ব্রহ্মবাদী হিসেবে। আসলে, সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাপারটাকে বিলিয়ার্ড বলের মতো করে সাজাতে পারি। সৃষ্টিকর্তা এখানে ছ'টি বিশাল সমীকরণের মাধ্যমে কাটাতে পারেন তাঁর সময়, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এবং সম্পর্কের হিসেব থাকবে এই সমীকরণগুলোতে। প্রতিটা সমীকরণের জন্যে ধরা যেতে পারে একটা করে দিন। ছ'দিনের মধ্যে প্রারম্ভিক বিস্ফোরণ শক্তি সঞ্চারিত হওয়ার পর সপ্তম দিন বিশ্রাম নিলেন সৃষ্টিকর্তা। এই বিশ্রামের বিরতিকাল ধরা যেতে পারে পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৪০০৪ সাল পর্যন্ত। আর বিরতিকালের মধ্যে বিলিয়ার্ড বলগুলোর জটিল যে বিন্যাস, তার ছিল অনন্ত অসীম, যার প্রতি বাইবেলের লেখকদের কোনো আগ্রহ ছিল না। বিরতিকালের এই কোটি কোটি বছর স্রেফ সৃষ্টির একক উন্নয়নমূলক কাজের সময় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।'

'আপনি তাহলে টেলিঅলজিক্যাল (পরমকারণমূলক) নিখিল-বিশ্বকে মেনে নিচ্ছেন,' বলল ট্রটার। 'যে অখণ্ড জিনিসের পেছনে উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে।'

'নিশ্চয়ই', বললাম আমি। 'কেন নয়? উদ্দেশ্য ছাড়া কোনো সৃজন সম্ভব নয়। তাছাড়া আপনি যদি বিবর্তনের ব্যাপারটি ধরেন, সেখানে উদ্দেশ্যহীন কোনো ফলাফল বিবেচনা করতে গেলে কঠিন একক ধাঁধায় পড়ে যাবেন।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'যেমন ?' জিজ্ঞেস করল ম্যাডেভ।

'যেমন,' বললাম আমি। 'ডাইনোসরদের বিলুপ্তির।'

'তা—এই বিলুপ্তির কারণটা বোঝা এত কঠিন হবে কেন ?'

'এর তো আসলে যৌক্তিক কোনো কারণ নেই। পারলে দেখান না কারণ।'

'বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার সাধারণ নিয়মে ধ্বংস হয়েছে ওরা,' বলল ম্যাডেভ। 'ব্রনটোসরাস জাতের ডাইনোসর আকারে এত বিশাল হয়েছিল, পাগুলোকে গাছের গুঁড়ির মতো ব্যবহার করত ওরা। এ অবস্থায় পানিতে আসন্ত অবস্থায় বেশিরভাগে কাজ করতো ব্রনটোসরাসরা, আর শরীরে ক্যালরি সরবরাহের জন্যে সারাক্ষণ শুধু খেয়ে যেত। মানে, পুরোটা সময় যেত খাওয়ার পেছনে। মাংসাশী শত্রুদের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে বর্মের মতো আচ্ছাদন ছিল ওদের পিঠে। আঁশময় হাড়সহ এই বর্মের ওজন ছিল আধাটনের মতো। এই ভারী বোঝার নিচে ছিল ব্রনটোসরাসের নরম শরীর। ব্রনটোসরাসরা যখন হেঁটে যেত, মনে হত একটা ট্যাংক যেন যাচ্ছে গড়গড়িয়ে। তো, এই বর্মের বোঝা একদিন এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে, যা তাদের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।'

'ঠিক আছে,' বললাম আমি। 'তাহলে অতিকায় এই প্রাণীগুলো একে একে মারা গেছে এভাবে। কিন্তু বেশিরভাগ ডাইনোসর ছিল ছোটখাটো, ওজন এবং বর্মের অধিক্য ওদের ছিল না। তো, ওদের বেলায় কী ঘটেছিল ?'

'ছোট জাতের ডাইনোসরগুলোর মধ্যে,' কথার মাঝখানে ঢুকে পড়ল থেটিয়ের। 'প্রতিযোগিতার একটা ব্যাপার ছিল। কিছু সরীসৃপ যদি রোম আর উষ্ণ রক্ত পেয়ে যেত, বেশ দক্ষতার সাথে ওরা খাপ-খাইয়ে নিতে পারত পরিবর্তনশীল আবহাওয়ার সাথে। সরাসরি সূর্যের আলোতে শেষ পর্যন্ত থাকতে হত না ওদের। তাপমাত্রা আশি ডিগ্রি ফারেনহাইটের নিচে নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের গুটিয়ে নিত না ওরা। শীতকালে ওদেরকে যেতে হত না শীতনিদ্রায়। এজন্যে খাবারের দৌড় প্রতিযোগিতার শীর্ষসারি থেকে বিচ্যুত হয় ওরা।'

'এই ব্যাখ্যাটা আমার মনঃপূত হল না,' বললাম আমি। 'আমি মনে করি না, বিভিন্ন জাতের এই সরীসৃপগুলো খুব সহজে টিকে থাকার দৌড় থেকে বিচ্যুত হয়েছে। ৩০ কোটি বছরের মতো পৃথিবীতে টিকে ছিল

www.BanglaBook.org

ওরা। পৃথিবীতে মানুষের যে অস্তিত্ব, তার চে' ২৯ কোটি ৮০ লাখ বছর বেশি ছিল ওদের স্থায়িত্বকাল। দ্বিতীয়, শীতল রক্তের প্রাণীগুলো টিকে আছে এখনো, বিশেষ করে পোকামাকড় এবং উভচর প্রাণীরা—'

'এটা হচ্ছে বংশপরম্পরায় টিকে থাকার শক্তি,' বলল থেটিয়ের।

'এবং কিছু সরীসৃপ তো খুব ভালোভাবে টিকে আছে। সাপ, গিরগিটি এবং কাছিম বেশ স্বচ্ছন্দে পার করে দিচ্ছে দিন। উভচর প্রাণীদের কিছু ঠাঁই নেয় সাগরে। সাগরের পরিবেশের সাথে খাপ-খাইয়ে বিবর্তন ঘটে ওদের, তবে ওদেরও বিলুপ্তি ঘটে এক সময়, এবং মূল বিবর্তনের ওপর ভিত্তি করে, প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার মতো আর কোনো পরিবর্তিত নতুন রূপ দেখা যায়নি ওদের। সাগরের সাথে বিবর্তনের মাধ্যমে সব চে' বেশি খাপখাওয়াতে পেরেছে বলে যে সরীসৃপের কথা আমার মনে পড়ে তা হচ্ছে মাছ। মাছেরা সাগরের বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া অনেক প্রাণীর আগে এসে টিকে আছে এখনো। এ ব্যাপারটি আপনি বিচার করবেন কিভাবে? মাছের রক্ত শীতল এবং অস্তিত্বের দিক দিয়ে অধিকতর আদিম। আর সাগরজল যেহেতু তার বাসিন্দাদের সব রকমের সহযোগিতা দিচ্ছে, কাজেই সেখানে কোনো প্রাণীর ওজন বৃদ্ধি এবং ডিমিনিশিং রিটার্নস বলে ক্ষয় ধরার কোনো ব্যাপার নেই। আরেকটা উদাহরণ এখানে তুলে ধরা যায়—সেটা হচ্ছে সালফার বটম তিমি। ওরা কিন্তু পৃথিবীর যে কোনো ডাইনোসরের চেয়ে আকারে বিশাল। এই তিমিরা টিকে থাকল কিভাবে? তাহলে একথা বলে লাভ কি, তাপমাত্রা আশি ডিগ্রির নিচে নেমে যাওয়ায় গুটিয়ে গিয়েছিল শীতল রক্তের প্রাণীরা? দেখা গেছে, অবিরাম পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রায় দিব্যি খুঁজে দিন কাটাচ্ছে মাছেরা, এবং একটা হাঙরের মাঝে কুঁড়েমি বলে কিছু নেই।'

'ডাইনোসরেরা তাহলে ওদের হাড়গোড় ফেলে পৃথিবী থেকে নিঃশব্দে বিদায় নিল কেন?' জিজ্ঞেস করল ম্যাডেন্ড।

'ওরা ছিল পরিকল্পনার একটা অংশ। এক সময় ওরা উদ্দেশ্য হাসিল করেছে ওদের। তারপর যখন প্রয়োজন ফুরিয়েছে, প্রকৃতি ওদেরকে বিদায় করে দিয়েছে।'

'সেটা কিভাবে? নিখুঁতভাবে আয়োজিত ভেলিকোভস্কিয়ান বিপর্যয়ের মাধ্যমে? কোনো ধূমকেতু এসে আঘাত হেনেছিল? নাকি ঈশ্বরের আঙুল ছিল এর পেছনে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'না, অবশ্যই নয়। ওরা বিলুপ্ত হয়েছে স্বাভাবিক নিয়মে। ব্যাপারটা আগেই হিসেব করা ছিল। সেই হিসেবের প্রয়োজন অনুসারেই বিদায় নিয়েছে ওরা।'

'তাহলে তো আমাদের জানতে হবে সেই স্বাভাবিক নিয়মটা সম্পর্কে, খুঁজে দেখতে হবে প্রকৃতির সেই প্রয়োজন—যে কারণে বিলুপ্ত হয়ে গেল ওরা।'

'না, আসলে প্রকৃতির প্রয়োজন অনুসারে বিলুপ্ত হয়নি ওরা। ডাইনোসরদের প্রাণ রসায়নে এমন কোনো ত্রুটি ছিল, এখনো যা অনুদঘাটিত। ভিটামিনজনিত কোনো ঘাটতি দিনকে দিন বেড়ে যাচ্ছিল—'

'যা বলছেন, সবই কিন্তু খুব জটিল,' বলল থেটিয়ের।

'মনে হচ্ছে জটিল,' বলে চললাম আমি। 'ধরুন, নির্দিষ্ট একটা বিলিয়ার্ড বলকে আপনার ফোর কুশন শটে ফেলা দরকার। সেক্ষেত্রে কী করবেন আপনি? কিউ বলের তুলনামূলক জটিল কোর্সটাকে কি এড়িয়ে যাবেন? এখানে সরাসরি হিটটা হবে অপেক্ষাকৃত কম জটিল, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হবে না। অপরদিকে স্ট্রোকের ব্যাপারটিকে আপাতদৃষ্টিতে জটিল মনে হলেও, কাজটা হবে ঠিকই। তাতে কিন্তু কিউয়ের একক একটা গতি বজায় থাকবে, দিকটা বদলাবে শুধু। তারপর বাকি কাজটা হবে স্থিতিস্থাপক পদার্থের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য এবং ভরবেগ ধরে রাখা সূত্রের।

'আমি তাহলে ধরে নিচ্ছি যে,' বলল ট্রটার। 'আপনি বলছেন, বিবর্তনের ধারাটি ঘটে একেবারে সহজতম উপায়ে, তার মানে বিমূর্ত আদিম রূপ থেকে ধীরে ধীরে আজকের এই মানুষের উত্থান।'

'ঠিক তাই। উদ্দেশ্য ছাড়া একটা চড়ুইয়ের জন্ম হয়নি, এমন কি একটা টেরোডাকটিলেরও না।'

'এবং এখান থেকে কোথায় যাব আমরা?'

'কোথাও না। মানুষের উত্থানের মাধ্যমে শেষ হয়েছে বিবর্তনবাদ। পুরনো রীতিটা আর প্রয়োগ হবে না আমাদের ওপর।'

'ও, পুরনো রীতি তাহলে আসলে না?' বলল ম্যাডেন্ড। 'পরিবেশগত কারণে নিরন্তর যে পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে, সেটা কিন্তু বাদ দিচ্ছেন আপনি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এক অর্থে, দিচ্ছি, ' দৃঢ় কণ্ঠে বললাম আমি। 'মানুষ ক্রমেই তার পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে মানুষ দিনকে দিন বুঝতে পারছে পরিবর্তনের অভ্যন্তরীণ কৌশল। মানুষ এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হওয়ার আগে, কোনো প্রাণীর পরিবেশগত পরিবর্তন অনুধাবনের কোনো ক্ষমতা ছিল না। তাছাড়া নতুন কোনো প্রাণী যদি ক্রমোন্নতির মাধ্যমে শান্ত অবস্থা থেকে বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছুত, সেটা বোঝারও কোনো ক্ষমতা ছিল না সে সময়ের কোনো প্রাণীর। এখন কিন্তু পাল্টে গেছে সে অবস্থা। আচ্ছা, এই প্রশ্নটা নিজেকে করে দেখুন তো : জীব জগতের কোন প্রাণীগুলো আমাদের জন্যে সম্ভাব্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে, এবং কিভাবে এগোচ্ছে তারা ?

'পোকামাকড় দিয়ে শুরু করতে পারি আমরা,' বলল ম্যাডেন্ড। 'আমার ধারণা, ইতোমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছে ওরা।'

'যাই করুক না কেন, আমাদের বৃদ্ধি কিন্তু রোধ করতে পারছে না ওরা। গত আড়াইশো বছরে দশগুণ হয়েছে জনসংখ্যা। মানুষকে যদি টিকে থাকার জন্যে অন্য সব সংগ্রাম বাদ দিয়ে পোকামাকড়ের সাথে যুদ্ধ করতে হত, তাহলে নির্ঘাত ঝাড়বংশে নিপাত হত পোকা। যদিও প্রমাণ করার কোনো উপায় নেই, তবু এটাই আমার মতামত।'

'এখন রোগজীবাণুর ব্যাপারে কী বলবেন আপনি ?' বলল ম্যাডেন্ড। 'বিশেষ করে যে সংক্রামক জীবাণুগুলো ঠিক আছে এখনো ? ১৯১৮ সালে ইনফ্লুয়েঞ্জা বড় ধরনের ধস নামিয়েছিল আমাদের মাঝে।'

'নিশ্চয়ই,' বললাম আমি। 'তবে শতকরা হিসেবে মাত্র একভাগ কমে গিয়েছিল আমাদের। এমন কি চতুর্দশ শতাব্দীতে ব্ল্যাক ডেথ নামে প্লেগ যখন মহামারী আকারে দেখা দেয়, যখন গোটা ইউরোপের মোট জনসংখ্যার তিনভাগের একভাগ মাত্র মারা গিয়েছিল, আর তখন চিকিৎসা বিজ্ঞানের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। সেই মধ্যযুগে মানব সমাজের অবস্থা ছিল রীতিমত আতঙ্কজনক। অভাব-অনটন, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, দারিদ্র্য—সব মিলিয়ে নাস্তানাবুদ অবস্থা। ঠিক এ সময় এসে হানা দেয় প্লেগ। প্লেগের তখন মানুষকে ইচ্ছেমতো মেরে সাফ করে দেয়ার মতো সুযোগ ছিল। কিন্তু এরপরেও কঠিন চিজ হিসেবে টিকে গেল তিনভাগের দু'ভাগ মানুষ। রোগ মানুষের সে রকম ক্ষতি করতে পারে না। এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'পুরানোদের হটিয়ে দিয়ে মানুষ যে দিন দিন সুপারম্যান হয়ে উঠছে, এ ব্যাপারে কী বলবেন আপনি ?'

'আপনি যেভাবে বলেছেন,' বললাম আমি। 'ব্যাপারটা আসলে তা নয়। মানুষের শুধু একটা জিনিসই তার শরীরের অন্য যে কোনো জিনিসের চেয়ে মূল্যবান এবং এই জিনিসটির জোরেই তামাম বিশ্বের সব সেরা বসেছে সে। জিনিসটা হচ্ছে মানুষের নার্ভাস সিস্টেম। বিশেষ করে মস্তিষ্কের সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার। এই অংশটা মানুষ দেহের সবচে' উন্নত বিশেষ একটা অংশ, যাকে বলে ডেড এন্ড। এরপর আর অগ্রগতি নেই। এখানে যদি বিবর্তনের কোনো প্রভাব থাকত, তাহলে এই স্পেশালাইজেশন নির্দিষ্ট একটা মাত্রায় এসে থেমে যেত, হারিয়ে যেত নমনীয়তা, নুতন করে শুরু হত আরো বড় ধরনের স্পেশালাইজেশন।'

'তার মানে চাহিদামত ঠিক জিনিসটি নয় ?' বলল থেটিয়ের।

'হয়তো বা, কিন্তু ম্যাডেন্ড বলেছেন, নির্দিষ্ট একটা জায়গায় গিয়ে ক্ষয় হতে শুরু করে স্পেশালাইজেশন। মানুষের মাথার কথাই ধরুন। জন্মের সময় আকৃতির জন্যে পদ্ধতিটাকে জটিল এবং যন্ত্রণাদায়ক করে তোলে মাথা। এর ভেতরেই রয়েছে সবকিছু। মানসিক এবং আবেগজনিত পূর্ণতা এই মাথার মাধ্যমেই আসে। মাথার ভেতর কলকব্জাগুলো এত সুন্দরভাবে সাজানো বেশিরভাগ প্রাণীকেই টিকে থাকতে হয় স্নায়ুর ওপর নির্ভর করে। এখন কথা হচ্ছে—আমাদের সমূলে সর্বনাশ ঘটার আগে, আর কত দূর এগিয়ে যেতে পারব আমরা ?'

'মস্তিষ্কের প্রচণ্ড শক্তি সম্পর্কে যা বলা হচ্ছে,' বলল ম্যাডেন্ড। 'তারচে' বোধহয় টিকে থাকার অধিকতর শক্তি কিংবা দ্রুততর পরিপূর্ণতা মানুষের পর্যায়ক্রমিক উন্নয়নে ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।'

'হতে পারে কিন্তু কোনো চিহ্ন নেই তার। আমাদের পূর্বপুরুষ ক্রো-ম্যাগনন মানুষেরা ছিল আজ থেকে দশ হাজার বছর আগে, এবং এমন কিছু মজার বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া গেছে, তাতে বোঝা যায়—তাদের চে' এখনকার মানুষেরা নিচু মানের। সেটা মস্তিষ্কের শক্তি এবং শারীরিক জোর—দু'দিক দিয়েই।'

'বিবর্তন নিয়ে বলতে গেলে,' বলল ট্রটার। 'দশ হাজার বছর কিন্তু খুব বেশি সময় নয়। তাছাড়া প্রাণীজগতে অন্য কোনো প্রাণীর বুদ্ধির উন্নয়ন

www.BanglaBook.org

ঘটানোর সম্ভাবনা সব সময় আছে। কিংবা সুযোগ থাকলে অন্য দিকেও ভালো করতে পারে।

'আমরা সেটা কখনোই হতে দেব না। এটাই আসল কথা। ভালুক কিংবা ইঁদুর যদি বুদ্ধিমান প্রাণী হতে চায়, তাহলে সে পর্যায়ে যেতে হাজার হাজার বছর লেগে যাবে ওদের। আর সে রকম উন্নতি ওদের ঘটতে দেব না আমরা। যখনই দেখব ওরা বুদ্ধিমান হয়ে উঠছে, তখন হয় ওদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেব, নয় ক্রীতদাস করে রাখব আমাদের।'

'আচ্ছা,' বলল থেটিয়ের। 'জীবজন্তুর প্রাণ রসায়ন বিষয়ক ঘাটতির যে অস্পষ্টতা, এ ব্যাপারে আপনার কী মতামত। ডাইনোসরদের নিয়ে যা বললেন আর কি। এখানে উদাহরণ হিসেবে ভিটামিন সি-র কথা উল্লেখ করা যায়। যে সব প্রাণী শরীরের এই অত্যাবশ্যকীয় উপাদান দেহাভ্যন্তরে তৈরি করতে পারে না, তাদের মধ্যে গিনিপিগ অন্যতম। বানর বা বনমানুষেরাও ভিটামিন সি তৈরি করতে পারে না, এমন কি মানুষও না। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে অনেক খাবারের ওপর অসম্ভব রকমের নির্ভশীলতা বেড়ে যাবে আমাদের। আর তা নইলে ক্যান্সারের ঝুঁকিটা বাড়তে থাকবে ক্রমশ। তাহলে কী হবে?'

'এটা কোনো সমস্যা নয়,' বললাম আমি। 'নতুন পরিস্থিতি তো মূলত এ নিয়েই। কৃত্রিমভাবে সব ধরনের খাবার তৈরি করে যাচ্ছি আমরা এবং একদিন হয়তো কৃত্রিমভাবে প্রয়োজনীয় সব খাবারে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যাব আমরা। কাজেই আগামীতে যে ক্যান্সার প্রতিরোধ বা নিরাময়ে আমরা সফল না, এটা ভাবার কোনো কারণ নেই।'

উঠে দাঁড়াল ট্রটার। সে তার কফি শেষ করেছে, তবে এখনো ধরে রেখেছে কাপটা। বলল, 'ঠিক আছে, আপনার কথা মতো তাহলে, একেবারে শেষ ধাপে চলে এসেছি আমরা। সব মিলিয়ে শেষমেশ হিসেবটা দাঁড়াল কী? সৃষ্টিকর্তা ৩০ কোটি বছর কাটিয়েছেন ডাইনোসরদের নিয়ে, এতগুলো বছর ধরে ধাপে ধাপে উন্নতি ঘটেছে ওদের, তারপর এসেছে বিপর্যয়। কিংবা তখন এমন কিছু ঘটেছে, যা থেকে পরবর্তীতে শুরু হয়েছে মানুষের যাত্রা। অথবা আপনার কথা মতো এগিয়েছে সব। এখন প্রশ্নটা হচ্ছে—সৃষ্টিকর্তা কেন এমন একটা পথ বাতলে দিতে পারছেন না মানুষকে, যে পথে মানুষ তার বুদ্ধিমত্তা খাটিয়ে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আবেশ নিয়ন্ত্রণ করে, পরবর্তী খেলার জন্যে প্রস্তুতি নেবে? বিলিয়ার্ড বলের ঢঙে খেলার একটি দারুন মজার অংশ হতে পারে সেটা।'

তার কথায় থমকে গেলাম আমি। জিজ্ঞেস করলাম, 'কিভাবে কী বোঝাতে চাইছেন আপনি।'

ট্রটার আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'আমি স্রেফ এটাই চিন্তা করছি যে, পুরো ব্যাপারটা কাকতালীয় হতে পারে না। সেটা হচ্ছে—একটা নতুন প্রজাতি আসছে এবং পুরনোরা চলে যাচ্ছে তাদের সেরিব্রাল মেকানিজম নিয়ে।' নিজের কপালের একপাশে টোকা দিল সে।

'সেটা কিভাবে?'

'যদি আমার ভুল হয়ে থাকে, তাহলে থামিয়ে দেবে। আমরা কি বিজ্ঞানের মাধ্যমে একই সঙ্গে ধ্বংস এবং সৃষ্টির চরম শিখরের দিকে যাচ্ছি না? একই সঙ্গে কি হাইড্রোজেন বোমা বানিয়ে কল্যাণকর মেশিন বানানোর চিন্তাভাবনা করছি না? এটা কি নিছক কাকতালীয় ঘটনা কিংবা এর মধ্যে রয়েছে কোনো স্বর্গীয় উদ্দেশ্য?

এতক্ষণ যা হল, সবই ছিল লাঞ্চ আওয়ারের গল্প। আমার পক্ষ থেকে যুক্তির মাধ্যমে শুরু হয়েছিল কথোপকথন, তবে তারপর থেকে—ক্রমেই অবাক হয়ে চলেছি আমি!

অনুবাদ : অনন্ত আহমেদ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

দ্য পজ

স্বচ্ছ একটা ক্যাপসুল। পাতলা আবরণ। তার ভেতর সাদা পাউডার। ক্যাপসুলটা পালাক্রমে তাপের মাধ্যমে বন্দি হল প্যারাফিল্মের একটা ডাবল-স্ট্রিপে। প্যারাফিল্মের এই স্ট্রিপে আরো ক্যাপসুল রয়েছে ছ'ইঞ্চি পর পর।

স্ট্রিপটা ঘুরছে। প্রতিটা ক্যাপসুল এক মিনিটের জন্যে এসে থামছে একটা মাইকা উইন্ডোর ঠিক নিচে, একটা ধাতব চোয়ালের ওপর। রেডিয়েশন কাউন্টারের মুখের অপর অংশটার ওপর ধরেছে কাগজের একটা সিলিন্ডার। সেখান থেকে পাক খুলে বেরিয়ে আসছে নম্বর দেয়া কাগজ। নম্বর এসে বসছে ক্যাপসুলের ওপর। তারপর চলে যাচ্ছে সেই ক্যাপসুল, আরেকটা চলে আসছে সেখানে।

দুপুর ১টা ৪৫ মিনিটে যে নম্বরটি পড়ল, তা হচ্ছে—৩০৮। এক মিনিট পরের নম্বরটি ২৫৬। আরো এক মিনিট পর ৩৯১। তারপর ৪৭৭। পরের মিনিটে ২০২। আরো এক মিনিট পর ২৫১। তারপর ০০০। পরের মিনিটে ০০০। আরো এক মিনিট পর ০০০। আরেক বার ০০০।

দুটো বাজার খানিক পর মি. আলেক্সান্ডার জোহানিসন যাচ্ছিল কাউন্টারের পাশ দিয়ে, এক চোখে কোণ দিয়ে সে দেখতে পেল নম্বরগুলোর সারি। কাউন্টার ছাড়িয়ে দু'কদম গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল আলেক্সান্ডার। কাউন্টারে ফিরে এল আবার।

পেপার সিলিন্ডারটাকে পেছনের দিকে ঘোরাল সে। তারপর ওটাকে যথাস্থানে এনে বিরক্তি ঝাড়ল, 'যত্তোসব।'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

বিরক্তিটা বেশ জোরেসোরেই প্রকাশ করল মি. আলেক্সান্ডার। দীর্ঘদেহী মানুষ সে তবে স্বাস্থ্যটা রোগা। হাত মুঠি পাকালে বেশ বড় হয়ে ফুটে ওঠে আঙুলের গাঁটগুলো। বালিরঙা চুল, হালকা ভুরু। বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে, এবং এ মুহূর্তে জট পাকানো একটা অবস্থায় রয়েছে।

একই রকম ঔদাসীন্য দেখা যাচ্ছে জেন ডামেলির মাঝে। ডামেলির গায়ের রঙ কালো, রোমশ শরীর, ছোটখাটো গড়ন। তবে তার চেহারার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে নাকটা। একবার ভেঙে গিয়েছিল নাক। ফলে অদ্ভুত দেখায় তার মুখখানি। এমনিতে নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্টদের চেহারা সুরত সম্পর্কে সাধারণ মানুষের যে একটা ভালো ধারণা থাকে, সেটা হোঁচট খেয়ে যাবে জেন ডামেলিকে দেখলে।

ডামেলি বলল, 'আমার গাইগরাটা (তেজস্ক্রিয়তা নিরূপক যন্ত্র) ধরতে পারেননি কিছু। এখন আবার গিয়ে ওয়্যারিং পরীক্ষা করার মুড নেই আমার। সিগারেট হবে একটা?'

সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে ধরল জোহানিসন। বলল, 'বিল্ডিংয়ে আরো যারা ছিল, খবর কী তাদের?'

'ওদের কোনো খবর নেয়ার চেষ্টা করিনি আমি। তবে সবাই চলে গেছে বলে মনে হয় না।'

'কেন যাবে না? আমার কাউন্টার তো আর কিছু লিপিবদ্ধ করছে না।'

'ছেলেমানুষী করো না। দেখতে পাচ্ছ তো। সব টাকা কিন্তু খাটানো হয়ে গেছে। কাজেই এসবের কোনো মানে হয় না। চল, কোক গিলে আসি।'

জেন যতটা আগ্রহ দেখাল, তার চেয়ে বেশি আনাগ্রহ দেখাল জোহানিসন। বলল, 'না! জর্জ ডিউকের কাছে যাচ্ছি আমি। তার মেশিনটা একটু দেখতে চাই। ওটা বন্ধ না হয়—'

ডামেলি নাছোড়বান্দার মতো এগিয়ে যেতে যেতে বলল, 'ওটা বন্ধ হবে না, আলেক্স। গাধামি করো না।'

জোহানিসনের কথা শোনার পর রিমলেস চশমার কাচ দিয়ে জর্জ ডিউক এমনভাবে তাকাল, পাত্তা না দেয়ার একটা ভাব ফুটে উঠল দৃষ্টিতে। মনের দিক দিয়ে এখনো তরুণ এই বুড়ো। মাথায় চুল কম তার, ধৈর্যও খানিকটা কম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জোহানিসনকে সে বলল, 'ব্যস্ত আছি আমি।'

জোহানিসন বিরক্তির সাথে বলল, 'তা—কী এমন ব্যস্ততা যে আমাকে বলতে পারবেন না। আপনার যন্ত্রটা কাজ করছে কি না?'

উঠে দাঁড়াল ডিউক। খেদ ঝেড়ে বলল, 'আহ, কাজের সময় আপনারা এসে কী যে ছাই বিরক্ত করেন না?'

ডিউকের ডেস্কের ওপর ছড়িয়ে আছে রুল করা একতাড়া কাগজ। সেগুলোর ওপর সশব্দে এসে পড়ল স্লাইড রুলটা।

একটা ল্যাব টেবিলের দিকে এগোল ডিউক। নানা জিনিসে ভরে আছে টেবিলটা। সেখানে সিসার একটা ভারী কন্টেইনার রয়েছে ধূসর রঙা। সেটার ঢাকনাটাও একই রকম এবং ভারী। ঢাকনা খুলে ভেতরে একটা চিমটা ঢোকাল সে। চিমটাটি ফুট দুয়েক লম্বা। ভেতর থেকে ছোট একটা রুপালি সিলিন্ডার বেরিয়ে এল চিমটার সাথে।

ডিউক গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'যেখানে আছেন, সেখানেই থাকুন দাঁড়িয়ে।'

এই উপদেশের দরকার ছিল না জোহানিসনের। সে তার দূরত্বটা ঠিকই বজায় রেখেছে। গত একমাসে ডিউকের কাজে অস্বাভাবিক মাত্রায় কোনো তেজক্রিয়তা ছড়ায়নি, তাই বলে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কাছে না যাওয়াই ভালো 'হট' কোবাল্টের।

ডিউক এখনো ধরে রেখেছে চিমটা, তবে চিমটা ধরা হাত দুটো শরীর থেকে দূরে রেখেছে সে। তেজক্রিয়তায় ভরা জ্বলজ্বলে জিনিসটা নিজের কাউন্টারের জানালায় এনে রাখল ডিউক। চিমটাটি এগিয়ে যাওয়ার ফলে কাউন্টারে শব্দ হওয়ার কথা। কিন্তু শব্দ হল না কোনো।

ডিউক বলল, 'ধুৎ!'

হাত থেকে কোবাল্ট কন্টেইনার ফেলে দিল সে। আবার সেটা দ্রুত তুলে নিল পাগলের মতো। ধরল উইন্ডোর বিপরীতে। এগিয়ে নিল আরো কাছে।

কোনো শব্দ নেই। স্কেলারের ওপর আলোর বিন্দুগুলো জ্বলে উঠল না। ধাপে ধাপে বেরিয়ে এল না নম্বরগুলো।

জোহানিসন বলল, 'এমন কি ব্যাকগ্রাউন্ড শব্দও নেই।'

ডামেলি বলল, 'হায়, এ কী কাণ্ড!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কোবাল্ট টিউবটাকে আবার সিসার পাত্রে রেখে দিল ডিউক। জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তাকিয়ে রইল সে। জীবনে আর কখনো এত সতর্ক দেখা যায়নি তাকে।

পল এভারার্ডের অফিসে ঝড়ো বেগে প্রবেশ করল জোহানিসন, তার ঠিক পেছনেই ডামেলি। কয়েক মিনিট উত্তেজিত কণ্ঠে বলে গেল জোহানিসন। এভারার্ডের উজ্জ্বল ডেস্কে তার হাড্ডিসার হাত দুটো এত জোরে চেপে বসেছে, সাদা হয়ে গেছে আঙুলের গাঁটগুলো। সব শোনার পর এভারার্ডের গোলাপি হয়ে গেল সদ্য কামানো মসৃণ গাল দুটো। মাংসল গলাটা উপচে উঠল শার্টের সুদৃঢ় সাদা কলারের ওপর।

ডামেলির দিকে তাকাল এভারার্ড। বুড়ো আঙুল দিয়ে প্রশ্ন করার ভঙ্গিতে দেখাল জোহানিসনকে। বোঝাল সে ঠিক বলেছে কি না। শ্রাগ করল ডামেলি, হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে উঁচু করল হাতের তালু, কুঁচকে গেল কপাল।

এভারার্ড বলল, 'সব মিলিয়ে এ রকম ভজঘট বেধে যাওয়ার কোনো কারণ দেখছি না আমি।'

'ভজঘট বেধে গেছে, ব্যস,' গোঁ ধরার ভঙ্গিতে বলল জোহানিসন। 'দুটোর দিকে বিকল হয়ে গেছে সব। সময় হিসেব করলে এখন থেকে ঘণ্টাখানেকেরও বেশি হবে এবং যন্ত্রগুলো একটাও আর ঠিক হচ্ছে না। এমনকি জর্জ ডিউকও কিছু করতে পারছে না এ ব্যাপারে। আমার কথা হচ্ছে, এসব কাউন্টারের কোনো ত্রুটি নয়।'

'কিন্তু আপনি তো সে কথাই বলেছিলেন।'

'আমি বলেছি কাউন্টারগুলো কাজ করছে না। তাই বলে সেটা কাউন্টারের দোষ নয়। অন্য কোথাও ত্রুটির কারণে কাজ করছে না কাউন্টারগুলো।'

'তার মানে কী বোঝাতে চাইছেন আপনি?'

'বোঝাতে চাইছি, এখানে কোনো তেজস্ক্রিয়তা নেই। এই পুরোটা বিল্ডিংয়ের কোথাও নেই তেজস্ক্রিয়তা। কোথাও না।'

'আপনার কথা বিশ্বাস করি না আমি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'শুনুন, যদি কোনো হট কোবাল্ট কারট্রিজ একটা কাউন্টারকে চালু করতে না পারে, তাহলে সেটা কাউন্টারের কোনো ত্রুটি হতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রতিটা কাউন্টার পরীক্ষা করে দেখতে পারি আমরা। কিন্তু সেই একই কারট্রিজ যখন একটি স্বর্ণপাত বিদ্যুৎ-বীক্ষণ যন্ত্রে কোনো বিদ্যুৎ সঞ্চার করে না এবং কোনো ফটোগ্রাফিক ফিল্মকে কুয়াশার মতো ঝাপসা করে দেয় না, তাহলে বুঝে নিতে হবে কোনো সমস্যা রয়েছে সেই কারট্রিজে।

'ঠিক আছে,' বলল এভারার্ড। 'এটা তাহলে একটা ত্রুটি। কেউ ভুল করেছিল, যা আর শোধরানো হয়নি।'

'একই কারট্রিজ আজ সকালে কাজ করছিল, তবে তাতে কিছু যায় আসে না। কারট্রিজগুলো কোনো কারণে নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে পারে। তবে আমি পাঁচতলায় আমাদের ডিসপ্লে বক্স থেকে পিচব্লেন্ডের (কালো এক ধরনের উজ্জ্বল খনিজ পদার্থ, যা থেকে ইউরেনিয়াম এবং রেডিয়াম পাওয়া যায়) টুকরোটা তুলে নিয়েছিলাম। রেজিস্ট্রি হয়নি ওটা। আপনি আবার বলবেন না যেন কেউ এটাতে ইউরেনিয়াম রাখতে ভুলে গিয়েছিল।'

এভারার্ড কান ঘষল নিজের। বলল, 'আপনি কী ভাবছেন, ডামেলি?'

ডামেলি মাথা নেড়ে বলল, 'জানি না, বস।'

জোহানিসন বলল, 'চিন্তাভাবনার সময় নয় এটা। কিছু একটা করার সময়। ওয়াশিংটনের সাথে যোগাযোগ করতে হবে আপনাকে।'

'কোন্ ব্যাপারে?' জানতে চাইল এভারার্ড।

'এ-বোমা সাপ্লাইয়ের ব্যাপারে কথা বলতে হবে।'

'কী?'

'এটাই সম্ভবত সঠিক উত্তর, বস। দেখুন, তেজস্ক্রিয়তা বন্ধ করে দেয়ার পথ খুঁজে পেয়েছে কেউ। হয়তো বা গোটা যুক্তরাষ্ট্র জুড়েই থামিয়ে দেয়া হয়েছে তেজস্ক্রিয়তা। তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে এটা হতে পারে আমাদের এ-বোমাগুলোকে নিষ্ক্রিয় করার একমাত্র কৌশল। শত্রুপক্ষ জানে না বোমাগুলো কোথায় রেখেছি আমরা। এজন্য নির্দিষ্ট কোনো জায়গাকে লক্ষ্য না করে গোটা দেশ জুড়ে চালটা চেলেছে। আর তাই যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে—আক্রমণ আসছে। আক্রমণটা হতে পারে যে কোনো মুহূর্তে। জলদি ফোন লাগান, বস।'

www.BanglaBook.org

ফোনের দিকে হাত বাড়াল এভারার্ড। জোহানিসনের সাথে চোখাচোখি হলো তার এবং দৃষ্টি আটকে গেল দু'জনের।

মাউথপিসে বলল এভারার্ড, 'বাইরে একটা কল দাও, প্লিজ।'

ঘড়িতে বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। ঠিক এ সময় ফোন রেখে দিল এভারার্ড।

'কমিশনারের সঙ্গে আলাপ হল?' জানতে চাইল জোহানিসন।

'হ্যাঁ,' বলল এভারার্ড। ভুরু কুঁচকে আছে সে।

'আচ্ছা। তা কী বললেন তিনি?'

'তিনি আমাকে ঠিক এ কথাটাই বলেছেন "এই ছেলে, এ-বোমা আবার কী?" '

বিভ্রান্ত দেখাল জোহানিসনকে। বলল, '"এ-বোমা আবার কী?"—এ কথা বলে আসলে কী বোঝাতে চেয়েছেন তিনি। ও, বুঝতে পেরেছি। ইতোমধ্যে বোমাগুলোকে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পেয়েছেন তাঁরা, এবং এ নিয়ে আর কথা বলতে চাইছেন না কারো সাথে। এমন কি আমাদের সাথেও না। কী করা যায় এখন?'

'এখন কিছুই করতে হবে না,' বলল এভারার্ড। চেয়ারের পেছনে হেলান দিল সে। জোহানিসনের দিকে বিরক্তির সাথে তাকিয়ে বলল, 'আলেক্স, আমি জানি কী পরিমাণ ধকল যাচ্ছে আপনার ওপর দিয়ে, কাজেই এ নিয়ে আর রাগ দেখাতে যাচ্ছি না। তবে আমার কাছে খারাপ লাগছে এটাই, কী করে এই ফালতু ব্যাপার নিয়ে আসতে পারলেন আপনি?'

চেহারাটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল জোহানিসনের। বলল, 'ফালতু ব্যাপার নয় এটা। কমিশনার কি তাই বলেছেন?'

'তিনি আমাকে বোকা বলেছেন, এবং আমি বলেছিও তাই। এ-বোমার গপ্পো নিয়ে এখানে এসে আপনি যে আসলে কী বোঝাতে চাইছেন, তার কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। এ রকম বোমার নাম তো কখনো শুনিনি।'

'অ্যাটম বোমার নাম শোনেননি কখনো? কী বলছেন এটা? কৌতুক করছেন?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এ জিনিসের নাম কখনো শুনিনি আমি। এটা বরং একটা কমিক স্ট্রিপের ঘটনার মতো লাগছে।'

ডামেলির দিকে ফিরল জোহানিসন। জলপাইয়ের মতো গায়ের রঙ তার। উৎকণ্ঠায় এ মুহূর্তে গাঢ় হয়ে গেছে রঙটা। জোহানিসন বলল, 'ব্যাপারটা তাঁকে বোঝাও তো, জেন।'

ডামেলি মাথা নেড়ে বলল, 'এসব থেকে রেহাই দাও আমাকে।'

'ঠিক আছে.' সামনের দিকে ঝুঁকল জোহানিসন। এভারার্ডের মাথার ওপর বুক শেলফে রয়েছে সারি সারি বই। সেদিকে কিছু একটা খুঁজে বেড়াল সে। বলল, 'জানি না এসব হচ্ছেটা কী, তবে আমি চালিয়ে যাব আমার মতো। আচ্ছা, গ্লাসটোনের বইটা কোথায়?'

'ওই যে ওখানে,' দেখিয়ে দিল এভারার্ড।

'না। ট্রেক্সটবুক অব ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি—এই বইটা চাইছি না। চাইছি—সোর্স বুক অন অ্যাটমিক এনার্জি।'

'এমন বইয়ের নামও তো শুনিনি কখনো।'

'আপনি বলছেন কী এসব? এখানে যে দিন থেকে কাজ করছি, তখন থেকেই তো বইটা আছে আপনার শেলফে।'

'কখনো শুনিনি বইটার নাম,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল এভারার্ড।

'তাহলে তো মনে হচ্ছে, কামেনের রেডিও অ্যাকটিভ ট্রেসার্স ইন বায়োলজি—এ বইয়ের নামও শোনেননি?'

'না।'

জোহানিসন চেঁচিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, গ্লাসটোনের টেক্সট বইটাই দেখি তাহলে। তাতেই হবে।'

শেলফ থেকে মোটা বইটা নামিয়ে আনল জোহানিসন। ফসাৎ ফসাৎ পাতা উল্টে গেল বইটার। একবার সব পাতা ওল্টানো হলে, দ্বিতীয়বার আবার উল্টে গেল। কাঙ্ক্ষিত জিনিস না পেয়ে ভুরু কুঁচকাল সে। চলে গেল কপিরাইটের পাতায়। সেখানে লেখা, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৫৬। পাতার পর পাতা খুব সাবধানে প্রথম দু'টি অধ্যায়ে জিনিসটা খুঁজে বেড়াল সে। অ্যাটমিক স্ট্রাকচার রয়েছে, কোয়ান্টাম নাম্বারস, ইলেকট্রন এবং ইলেকট্রনের শেলগুলো, ট্রানজিশন সিরিজ—সবই রয়েছে, শুধু তেজস্ক্রিয়তা নেই, কোনো কিছু নেই তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে।

www.BanglaBook.org

সামনের কাভারের ভেতরের দিকে মৌলিক পদার্থগুলোর যে তালিকা রয়েছে, সেটা দেখে নিল জোহানিসন। মাত্র কয়েক সেকেন্ড লাগল পুরো তালিকাটায় চোখ বোলাতে। মাত্র একাশিটি মৌল রয়েছে তালিকায়। একাশিটি পদার্থ ননরেডিওঅ্যাকটিভ, অর্থাৎ তেজস্ক্রিয় নয়।

গলার ভেতরটা শুকনো ইটের মতো খটখটে মনে হল জোহানিসনের। এভারার্ডকে সে কর্কশ কণ্ঠে বলল, 'আমার তো মনে হচ্ছে আপনি ইউরেনিয়ামের নামও শোনেননি কখনো।'

'কী সেটা?' শীতল কণ্ঠে জানতে চাইল এভারার্ড। 'কোনো ট্রেড নেম নাকি?'

বেপরোয়া একটা ভাব ফুটে উঠল জোহানিসনের মাঝে। গ্লাসটোনের বইটা রেখে 'হ্যান্ডবুক অফ কেমিস্ট্রি অ্যান্ড ফিজিক্স' বইটা নামিয়ে আনল। প্রথমে সূচিতে নজর বোলাল সে। খুঁজে বেড়াল তেজস্ক্রিয় ইউরোনিয়াম, প্লুটোনিয়াম এবং আইসোটপগুলো। পাওয়া গেল শুধু শেষেরটা, বাকিগুলো নেই। দ্বিধাগ্রস্ত নার্ভাস হাতে আইসোটপগুলোর তালিকাটা বের করল জোহানিসন। স্রেফ একঝলক দৃষ্টি বোলাল সে। শুধু আইসোটপগুলোই অনড় হয়ে আছে তালিকায়, আর কিছু নেই।

জোহানিসন শেষে কিছুটা অভিযোগের সুরে বলল, 'ঠিক আছে। বাদ দিচ্ছি আমি। যথেষ্ট হয়েছে। আপনি একগাদা ভুয়া বই এনে তাক সাজিয়েছেন স্রেফ আমাকে বোকা বানানোর জন্যে তাই না?'

হাসার চেষ্টা করল জোহানিসন।

চেহারাটা শক্ত হয়ে গেল এভারার্ডের। বলল 'বোকার মতো আচরণ করবেন না, জোহানিসন। আপনার এখন বাড়িতে ফিরে যাওয়াটাই ভালো। একজন ডাক্তার দেখান গে, যান।'

'সে রকম কিছু হয়নি আমার।'

'আপনি মনে করছেন হয়নি, আসলে হয়েছে। একটা ছুটি দরকার আপনার, নিয়ে নিন। ডামেলি, একটু সাহায্য করুন তো আমাকে। তাকে একটা ক্যাবে করে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসুন।'

নড়ল না জোহানিসন। দাঁড়িয়ে রইল ঠায়। অস্থির সংকল্প দেখাল তাকে। অকস্মাৎ চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'কাউন্টারগুলো তাহলে এখানে আছে কী জন্যে? জান কি এগুলোর?'

www.BanglaBook.org

'জানি না কাউন্টার বলতে কী বোঝাতে চাইছেন আপনি,' বলল এভারার্ড। 'আপনি যদি কম্পিউটারের কথা বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে শুনুন—ওগুলো আছে আমাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্যে।

জোহানিসন দেয়ালের ওপর একটা ফলক দেখিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, তাহলে। এই আদ্যাক্ষরগুলোর দিকে তাকান। এ! ই! সি! এ-তে অ্যাটমিক! ই-তে এনার্জি! সি-তে কমিশন!'

বিরতি নিয়ে প্রতিটা শব্দ ভেঙে ভেঙে উচ্চারণ করল জোহানিসন।

কিন্তু এভারার্ড পাল্টা বলল, 'আরে, ওটা তো হবে—ওয়ার! এক্সপেরিমেন্টাল! কমিশন! উনাকে বাড়ি নিয়ে যান তো, ডামেলি।'

ফুটপাতে এসে ডামেলির দিকে ফিরল জোহানিসন। ব্যগ্র কণ্ঠে ফিসফিস করে বলল, 'শোনো, জেন, ওই লোকের কথা কিন্তু শুনবে না তুমি। বিক্রি হয়ে গেছে এভারার্ড। শত্রুপক্ষ কোনোভাবে কবজা করেছে তাকে। ওদের ফন্দিটা কল্পনা করে দেখ একবার। ভুয়া কিছু বই এনে শেলফে ঢুকিয়েছে আমাকে বোকা বানানোর জন্যে। চেষ্টা চালাচ্ছে আমাকে পাগল সাব্যস্ত করতে।'

রয়ে সয়ে জবাব দিল ডামেলি, 'শান্ত হও আলেক্স। এভারার্ড কিন্তু ঠিকই আছে। তুমিই বরং ছটফট করছ একটু।'

'তুমি তো শুনেছ তার কথা। এ-বোমার কথা জীবনেও শোনেনি সে। ইউরেনিয়ামের কথা শুনে বলে ট্রেড নেম। এরপরেও কিভাবে ঠিক থাকে সে?'

'আমিও তো কখনো এ-বোমা বা ইউরেনিয়ামের কথা শুনিনি।'

কথা শেষ করে একটা আঙুল তুলে ডাকল ডামেলি, 'ট্যাক্সি!'

ট্যাক্সিটা সাঁ করে চলে গেল দু'জনকে পাশ কাটিয়ে।

হাঁপ ধরা একটা অনুভূতি চেপে ধরেছে জোহানিসনকে। মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করে সে বলল, 'জেন! কাউন্টারগুলো যখন কাজ বন্ধ করে দেয়, তুমি ছিলে সেখানে। পিচব্লেন্ড যখন নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, সেটাও তুমি দেখেছ। তারপর তুমি এভারার্ডের কাছে গেছ আমার সাথে, কোনো রকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব করোনি এ নিয়ে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'সত্যি কথাটা যদি জানতে চাও, আলেক্স, তাহলে বলব—আমাকে সঙ্গে যেতে বলেছ বলেই গেছি। তুমি বললে বসের সাথে কী একটা আলাপ আছে তোমার, আমাকে নিয়ে রওনা হয়ে গেলে—ব্যস, ঘটনা এ পর্যন্তই। আর যতদূর জানি গড়বড় কোনো কিছু চোখে পড়েনি, এর মধ্যে আবার পিচব্লেন্ডের কথা আসছে কেন? কোনো খনিজ উপাদান এখানে ব্যবহার করি না আমরা।—এই ট্যাক্সি।' একটা ক্যাব এসে দাঁড়াল দু'জনের সামনে। ক্যাবের দরজা খুলে জোহানিসনকে ইশারায় ভেতরে যেতে বলল ডামেলি। জোহানিসন ঢুকল ভেতরে। তারপর ডামেলির দিকে ঘুরল প্রচণ্ড রাগ নিয়ে। চোখ দুটো লাল হয়ে গেছে তার। ক্যাবের দরজাটা ডামেলির হাত থেকে কেড়ে নিয়ে দড়াম করে আটকে দিল সে। এবার চেঁচিয়ে ক্যাব ড্রাইভারকে ঠিকানা বলল গন্তব্যের। ক্যাবটা যখন রওনা হয়েছে, জানালা দিয়ে মাথা বের করে ছিল জোহানিসন।

অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে ডামেলি। তাকিয়ে দেখছে জোহানিসনকে।

জোহানিসন তাঁকে চেঁচিয়ে বলল, 'এভারার্ডকে গিয়ে বল গে যাও, কোনো কিছুই কাজ করছে না যেখানে। আর আমি তোমাদের সবার চে' ভালো জানি সেটা।'

'গাড়ির সিটে ফিরে এল জোহানিসন। হেলান দিল পেছনে। দম ফুরিয়ে যাওয়ায় হাঁ করে শ্বাস টানছে সে। ক্যাব চালককে যে ঠিকানাটা জোহানিসন দিয়েছে, সেটা শুনতে পেয়েছে ডামেলি। এ ব্যাপারে নিশ্চিত জোহানিসন। এখন কী করবে তারা? এফ.বি.আই.-এর কাছে বলবে জোহানিসনের নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছে? তার কথার পিঠে এভারার্ডের বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চালাবে? কিন্তু সুবিধা হবে না তাতে। তেজস্ক্রিয়তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ব্যাপারটি তারা অস্বীকার করতে পারবে না। নকল বইগুলো লুকিয়ে রাখতে পারবে না।

'কিন্তু এসব শঠতায় লাভ কী তাদের? এক শত্রু তার নিজের মতো করে পিছু লেগেছে, কিন্তু সেখানে এভারার্ড আর ডামেলির মতো মানুষেরা যোগ দিল কিভাবে? কিভাবে তারা এমন বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারল দেশের সাথে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সহসা শক্ত হয়ে গেল জোহানিসন। চেঁচিয়ে বলল, 'ড্রাইভার!'

ড্রাইভার শুনল না তার কথা। আরো জোরে চেঁচাল সে, 'ড্রাইভার!'

স্টিয়ারিং হুইল আঁকড়ে বসে থাকা লোকটা ফিরল না পেছনে। সাবলীলভাবে চলাচল করছে রাস্তায় যানবাহন।

সিট থেকে ওঠার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল জোহানিসন। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে তার।

'ড্রাইভার!' বিড়বিড়িয়ে বলল সে। ক্যাব যেদিকে যাচ্ছে, সেটা এফ.বি.আই.-এর কাছে যাওয়ার পথ না। বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে। কিন্তু তার বাড়ির ঠিকানা ড্রাইভারটা জানে কিভাবে?

অবশ্যই ওদের কোনো ড্রাইভার। প্ল্যান্টেড! চোখে ঝাপসা দেখতে পাচ্ছে জোহানিসন। একটা গর্জন শুনতে পাচ্ছে কানে।

হা ঈশ্বর, কী সুবিন্যস্ত কাজ! যুদ্ধের কোনো দরকার নেই! সংজ্ঞা লোপ পেল তার।

পথ ধরে জোহানিসন এগিয়ে যাচ্ছে দোতলা ছোট্ট বাড়িটার দিকে। ব্রিক-ফ্রন্টেড হাউস। মার্সিডিজ আর সে থাকে এই বাড়িতে। কিভাবে যে ক্যাব থেকে বেরিয়ে এসেছে—একটুও মনে নেই তার।

পেছনে ঘুরল সে। কোনো ট্যাক্সি ক্যাব নেই। অজান্তেই তার হাত চলে গেল ওয়ালেট এবং চাবিগুলোর ওপর। হ্যাঁ, দিব্যি জায়গামতো আছে জিনিসগুলো। কোনো কিছুতে হাত পড়েনি কার।

দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে মার্সিডিজ। জোহানিসন ফিরে আসায় অবাক হয়নি সে। এ রকম কোনো অভিব্যক্তি নেই তার চেহারায়। ঘড়ির দিকে চট করে একবার তাকাল জোহানিসন। রোজ সাধারণত যে সময়ে সে বাড়ি ফেরে, তার চে' প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে বাড়ি ফিরেছে।

সে বলল, 'মারসি, এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে আমাদের এবং—'

মার্সিডিজ কর্কশ কণ্ঠে বলল, 'আমি সবই জানি, আলেক্স। ভেতরে এস।'

স্বর্গীয় একটা মহিমা ফুটে আছে মার্সিডিজের মাঝে। তার সোজা সোনালি চুলগুলোর মাঝখানে সিঁথিকাটা চুলগুলো পেছনে আবার টেনে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লম্বা হয়েছে হর্স টেইলের মতো। ভাসা ভাসা নীল চোখ দুটোতে প্রাচ্যের ছাপ। আছে কিছুটা ভরাট ঠোঁট, ছোট ছোট কান দুটো সেঁটে আছে মাথার সাথে। জোহানিসনের চোখ দুটো তৃষ্ণার্তভাবে পান করল তার রূপ সুধা।

তবে মার্সিডিজের চেহারা দেখে জোহানিসন পরিষ্কার টের পাচ্ছে তার ভেতরে একটা উত্তেজনা দমিয়ে রাখার চেষ্টা করছে মেয়েটা।

জোহানিসন বলল, 'এভারার্ড ফোন করেছিল তোমাকে? কিংবা পারসেলি?'

মার্সিডিজ বলল, 'একজন আগন্তুক এসেছে আমাদের কাছে।'

চিন্তাটা খপ করে ধরে বসল জোহানিসনকে—নির্ঘাত ওরা কবজা করেছে মার্সিডিজকে।

এখন দরজা থেকে ঝটিতি মার্সিডিজকে সরিয়ে আনতে পারে সে। তারপর দু'জন মিলে দে দৌড়। এক দৌড়ে নিরাপদ জায়গা। কিন্তু তারা পালাবে কিভাবে? আগন্তুক হয়তো ঘাপটি মেরে থাকবে আড়ালে, হলওয়ের ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে সে। কোনো দুর্বৃত্ত হবে এই আগন্তুক। কল্পনা করল জোহানিসন, ভারি কর্কশ কণ্ঠ থাকবে তার, কথার উচ্চারণ থাকবে অন্য রকম। দেখা যাবে, তার হাতের গাঁটগুলো জোহানিসনের গাঁটগুলোর চেয়ে বড়।

অসাড় একটা ভাব নিয়ে ঘরে সেঁধোল সে।

'লিভিং রুমে আছে সে,' বলল মার্সিডিজ। মৃদু একটা হাসি ক্ষণিকের জন্যে ছড়িয়ে পড়ল তার মুখে। 'আমার ধারণা, সব ঠিক আছে।'

দাঁড়িয়ে আছে আগন্তুক। চেহারাসুরতে কেমন অপার্থিব একটা ভাব তার মাঝে। বাস্তবের সাথে একেবারেই বেমানান সে। তার মুখ এবং শরীরটা নিখুঁত, তবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলে কিছু নেই। যেন বিলবোর্ডের কোনো বিজ্ঞাপন থেকে নেমে এসেছে আগন্তুক।

এক ধরনের যন্ত্রের ছাপ রয়েছে তার কণ্ঠস্বরে। বোঝা যায়, অনেক চর্চা রয়েছে এর পেছনে। পেশাদার রেডিও মোষকদের মতো আবেগশূন্য কণ্ঠ। উচ্চারণে বিন্দুমাত্র টান নেই।

আগন্তুক বলল, 'আপনাকে এভাবে বাড়িতে পেতে বেশ ঝক্কি গেছে, জোহানিসন।'

www.BanglaBook.org

জোহানিসন নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল, 'তা যাই হোক না কেন, আর আপনি যাই চান না কেন, আমি কোনো সহযোগিতা করতে পারব না।'

মার্সিডিজ তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'না, আলেক্স, ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না তুমি। উনি বলছেন সব তেজস্ক্রিয়তা বন্ধ হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ, হয়েছে। তাতে কি ? এই লোক কি বলতে পারবে সেটা ? এমন বিজ্ঞাপন মার্কা সুরতের কাছ থেকে সেটা আশা করি কিভাবে ? এই যে, এদিকে তাকান। আচ্ছা, আপনি কি আমেরিকান ?'

'তুমি এখনো ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারছ না, আলেক্স,' বলল তার স্ত্রী। 'শুধু এখানে নয়, গোটা পৃথিবী জুড়ে থেমে গেছে তেজস্ক্রিয়তা। আর পৃথিবীর কোনো জায়গা থেকে আগমন ঘটেনি তার। আমার দিকে ওভাবে তাকিও না, আলেক্স। হ্যাঁ এটাই সত্যি। আমি জানি এটা সত্যি। তাকাও তার দিকে।'

মৃদু হাসি ফুটল আগন্তুকের মুখে। নিখুঁত সে হাসি। আগন্তুক বলল, 'যে শরীর নিয়ে আমি হাজির হয়েছি, সেটা যত্নের সাথে গড়া হয়েছে নিখুঁতভাবে। আর পুরো শরীরটা রয়েছে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের ভেতর।'

'একটা হাত বাড়িয়ে ধরল আগন্তুক। হাত থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল ত্বক। বেরিয়ে এল মাংসপেশি সরল শিরাবন্ধনী, আঁকা-বাঁকা রক্তনালি। রক্তনালিগুলোর দেয়াল অদৃশ্য হয়ে রক্ত বইতে লাগল অনাবৃতভাবে। কোনো ছন্দপতন নেই। ধীরে ধীরে সব অদৃশ্য হয়ে বেরিয়ে এল মসৃণ ধূসর হাড়। হাড়টাও হয়ে গেল হাওয়া।

তারপর আবার ফিরে এল হাতটা। ঠিক আগের মতো স্বাভাবিক।

জোহানিসন বিড়বিড়িয়ে বলল, 'হিপনোটিজম।'

'মোটেও না,' শান্ত কণ্ঠে বলল আগন্তুক।

জোহানিসন শুধোল, 'কোথেকে এসেছেন আপনি ?'

'আগন্তুক বলল, 'সেটা ব্যাখ্যা করা মুশকিল। তার কি কোনো দরকার আছে আদৌ ?'

'আমাকে বুঝতে হবে কী ঘটছে আশেপাশে,' জেদের সঙ্গে বলল জোহানিসন। 'আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না সেটা ?'

'হ্যাঁ পাচ্ছি। এ কারণেই তো আমি এখানে। এ মুহূর্তে আমি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আপনাদের এ গ্রহের একশো লোকের সাথে কথা বলে যাচ্ছি, বলব আরো অনেকের সাথে। তবে অবশ্যই তাদের সাথে ভিন্ন রূপে সাক্ষাৎ হবে আমার। কারণ আপনাদের একেক এলাকার মানুষের রুচি একেক রকম!'

হঠাৎ একটা ভাবনা নাড়া দিয়ে গেল জোহানিসনকে—সে পাগল হয়ে যায়নি তো?

আগন্তুককে সে বলল, 'আপনি কি মঙ্গলগ্রহ থেকে এসেছেন?' কিংবা অন্য কোনো জায়গা থেকে? আপনারাই কি কর্তৃত্ব ফলাচ্ছেন আমাদের ওপর? এটা কি তবে যুদ্ধ?'

'দেখুন,' বলল আগন্তুক। 'আমরা যা করতে চাইছি, সেটা একটা ভুল শুধরে দেয়ার চেষ্টা। আপনার লোকজন তো সব অসুস্থ, ড. জোহানিসন। খুবই অসুস্থ। আপনারা এখানে যেভাবে বছর গোনেন, সেই হিসেব অনুযায়ী—হাজার হাজার বছর ধরে আমরা জানি যে, আপনাদের নির্দিষ্ট প্রজাতির মাঝে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। তবে আমাদের কাছে বিরাট হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা ব্যাপার। তা হচ্ছে—আপনাদের অগ্রগতি হচ্ছে প্যাথলজিক্যাল পাথওয়েতে। রোগগ্রস্থ বা বিকৃত কিংবা অস্বাভাবিক একটা পথ বলতে পারেন সেটাকে। পথটা সুনিশ্চিতভাবে প্যাথলজিক্যাল।' মাথা নাড়ল জোহানিসন।

মার্সিডিজ বাধা দিয়ে বলল, 'তুমি এখানে আসার আগে আমাকে সব বলেছেন তিনি। আমাদের সুস্থ করে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছেন তারা।'

'কে দিয়েছে তাকে এ কাজ?' অনুচ্চ কণ্ঠে বলল জোহানিসন।

আগন্তুক হেসে বলল, 'অনেক আগে এ কাজের দায়িত্ব বর্তেছে আমার ওপর। তবে আপনাদের যে রোগ, সেটা সারিয়ে তোলা সব সময় সম্ভব হচ্ছে না। এর মূল কারণটা হচ্ছে যোগাযোগের জটিলতা।'

'কেন, এই যে যোগাযোগ হচ্ছে,' একগুঁয়ে ভঙ্গিতে বলল জোহানিসন।

'হ্যাঁ। একদিক দিয়ে এখন কথা বলছি আমরা। আপনাদের কনসেপ্টস, কোড সিস্টেম ব্যবহার করছি আমি। কিন্তু এটা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। আমি এমন কি—আপনাদের এই রোগের প্রকৃত ধরন সম্পর্কেও কিছু বলতে পারব না। আপনাদের ধ্যানধারণা দিয়ে আমি এ রোগ সম্পর্কে যতটা নিকটতম ধারণা দিতে পারব, তা হচ্ছে—এই রোগটা হচ্ছে আত্মিক।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হাহ।'

'এটা এক ধরনের সামাজিক ব্যাধি, তার নাগাল ধরাটা খুবই সূক্ষ্ম একটা ব্যাপার। এ জন্যে সরাসরি শুশ্রূষায় এগিয়ে আসতে দ্বিধা হয়েছে আমার। আর দ্বিধার কারণে এত দেরি। এখন দুর্ঘটনাক্রমে যদি আপনাদের কোনো ক্ষতি হয়ে যায়, তাহলে সেটা হবে একটা দুঃখজনক ব্যাপার। আমি বছরের পর বছর ধরে পরোক্ষভাবে কাজ করে যাচ্ছি আপনাদের কিছু ব্যক্তিবিশেষের ওপর, সহজাতভাবেই যাদের রয়েছে এ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলেছে এই পরীক্ষা। তা—এর মধ্যে হাজারখানেক বছর তো পার হয়েছেই। যাদের ওপর পরীক্ষা চালিয়েছি, তারা হচ্ছেন—দার্শনিক, নীতিশাস্ত্রবিদ, বীর যোদ্ধা এবং রাজনীতিবিদ। যাদের ভেতর একটুখানি বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববোধ আছে, তাদেরকেই বেছে নিয়েছি সবাই তারা—'

'বেশ কথা। তা—ব্যর্থ তো হয়েছেন। এখন বাদ দিন ও প্রসঙ্গ। আমার লোকজনের কথা ছেড়ে আপনাদের লোকদের কথা বলুন।'

'এখন কোত্থেকে কিভাবে শুরু করলে আপনি বুঝতে পারবেন, সেটা বুঝি কী করে?'

'আপনি এসেছেন কোত্থেকে? একথা দিয়েই শুরু করুন না হয়।'

'আপনার আসলে কোনো ধারণা নেই এ ব্যাপারে। এই ইয়ার্ডে কোনো জায়গা থেকে আসিনি আমি।'

'ইয়ার্ড বলতে কী বোঝাতে চাইছেন?'

'এই নিখিলবিশ্বকে বোঝাচ্ছি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বাইরে থেকে এসেছি আমি।'

মার্সিডিজ আবার ঢুকে গেল কথার মাঝখানে। সামনের দিকে ঝুঁকে এসে বলল, 'আলেক্স, তুমি ধরতে পারছ না—কী বোঝাতে চাইছেন তিনি? ধরো, তুমি বিমানে করে নিউ গিনির উপকূলে গিয়ে ল্যান্ড করলে। সেখানে স্থানীয়দের সাথে কোনোভাবে কথা বললে টেলিভিশনের মাধ্যমে। এখানে স্থানীয় বলতে নেটিভদের কথা বোঝাচ্ছি আমি, যারা নিজেদের জগৎ ছাড়া বাইরের জগৎ সম্পর্কে একবারেই অঙ্গ। বাইরের কিছু দেখেনি বা শোনেনি। এবার তুমি ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারবে পরিস্থিতি? টেলিভিশন তাৎক্ষণিকভাবে সেখানকার এত মানুষের মাঝে

www.BanglaBook.org

কেমন সাড়া জাগাবে ? তাদেরকে তুমি বোঝাতে পারবে, টেলিভিশনের মাধ্যমে একসঙ্গে এতলোকের সাথে কথা বলে যাচ্ছ করতে পারবে, টেলিভিশনের তুমি সত্যিকারের তুমি নও, নিছক সচল ছবি—যে ছবিটা অদৃশ্য করে দিয়ে আবার ফিরিয়ে আনতে ? এমন কি তুমি কোত্থেকে সেখানে গিয়েছ, সেটাও তাদের বোঝানো নয়। কারণ নিজেদের ছোট্ট দ্বীপটা ছাড়া বাইরের জগৎ সম্পর্কে নো ধারণাই নেই তাদের।'

'আচ্ছা, আমরা তাহলে তার কাছে সেই দ্বীপের নেটিভদের মতো তাই তো ?' জানতে চাইল জোহানিসন।

আগন্তুক বলল, 'আপনার স্ত্রী ভালোই রূপক দৃষ্টান্ত টেনেছেন। এখন আপনাদের পুরো সমাজটাকে এ রোগ থেকে দূরে রাখার কোনো উপায় নেই আমার। উৎসাহ যোগানোর টোটকা-ফোটকায় আর কাজ হবে না। ইতোমধ্যে অনেক দূর চলে গেছে রোগটা। এখন আপনাদের মানবজাতির মানসিক ধ্যানধারণা বদলে দিতে যাচ্ছি আমি।'

'কিভাবে ?'

'এটাও ব্যাখ্যা করার কোনো উপায় নেই। কথা বলে বা ধারণা দিয়ে সম্ভব হবে না। আপনাদের ভৌত পদার্থের ওপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ যে কত ব্যাপক, সে তো আপনি অবশ্যই দেখেছেন। এই যে তেজস্ক্রিয়তা বন্ধ করে দিলাম সবখানে, এটা ছিল নিছক সামান্য একটা ব্যাপার। অন্যান্য ব্যাপারে একটু কষ্ট গেছে অবশ্যি। যেমন—বইয়ের ব্যাপারটা। এখন পৃথিবীর কোনো বইয়ের আর তেজস্ক্রিয়তার কথা খুঁজে পাওয়া যাবে না। মানুষের মন থেকে তেজস্ক্রিয়তার কথা মুছে ফেলতে অবশ্যি আরেকটু ঝক্কি গেছে। ঠিক এ মুহূর্তে, ইউরেনিয়ামের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা নেই পৃথিবীর কারো। কেউ কখনো শোনেনি এ জিনিসটির কথা।'

'আমি শুনেছি,' বলল জোহানিসন। 'তুমি কী বলো, মার্সি ?'

'আমারও তো মনে পড়ছে,' বলল মার্সি।

'আপনারা দু'জন বাদ গেছেন একটা বিশেষ কারণে,' বলল আগন্তুক। 'পৃথিবী জুড়ে এমনি তেজস্ক্রিয়তার কথা মনে রাখা নারী-পুরুষের সংখ্যা হবে শ'খানেকের ওপরে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তাহলে কি চিরকালের জন্যে হারিয়ে যাবে তেজস্ক্রিয়তা ?' বিড়বিড়িয়ে আওড়াল জোহানিসন।

'আপনাদের হিসেব অনুযায়ী বছরপাঁচেক থাকবে না,' বলল আগন্তুক। 'এটা একটা বিরতি। একটা পজ! আর কিছু নয়, নিছক একটা বিরতি। কিংবা এ সময়টাকে অ্যানেসথেসিয়া পিরিয়ডও বলতে পারেন। এই বিরতিকালের মধ্যে পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা ছাড়া কাজ চালাতে পারব আমি। পাঁচ বছরের মধ্যে তেজস্ক্রিয়তার ব্যাপারটি ফিরে আসবে আমার। এখন যে ইউরেনিয়াম এবং সোডিয়ামের অস্তিত্ব নেই, সেগুলোও চলে আসবে আগের মতো। তবে সেই জ্ঞানটা আর ফিরে আসবে না আর। আপনারা অল্প সংখ্যক যারা এই তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে জানেন, তারা ধীরে ধীরে নতুন করে শিক্ষা দেবেন তাদের।'

'এটা তো সম্পূর্ণ একটা বিশাল কাজ । আজকের এ পর্যায়ে আসতে পঞ্চাশ বছর লেগেছিল আমাদের। দ্বিতীয়বার যখন ওরা জ্ঞান আহরণের সুযোগ পাচ্ছে, তাহলে কম করে হলেও জ্ঞানটা সোজা ফিরিয়ে দিচ্ছেন না কেন ওদের ? আপনারা তো পারেন সেটা, পারেন না ?'

'এটা সিরিয়াস একটা অস্ত্রোপচার,' বলল আগন্তুক। 'কোনো জটিলতা রয়ে গেল নাকি—সেটা নিশ্চিত হওয়ার জন্যে বছর দশেকও লেগে যেতে পারে সময়। কাজেই আমরা চাইছি পুনঃশিক্ষার ব্যাপারটি ধীরে ধীরেই হোক।'

জোহানিসন বলল, 'আমরা বুঝব কী করে সময় শেষ, মানে, অস্ত্রোপচারটা সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়েছে।'

আগন্তুক হেসে বলল, 'সময় হলে ঠিকই জানতে পারবেন ? নিশ্চিত থাকুন এ ব্যাপারে।'

'যাই হোক, পাঁচ বছর ধরে একটা ঘণ্টাধ্বনির জন্যে অপেক্ষা করাটা একটা নরকতুল্য ব্যাপার। হাঁ করে বসে থাকতে হবে—কখন মাথার ভেতর বেজে উঠবে সেই ঘণ্টা। যদি সে সময় কখনো আদৌ না আসে, তখনও আপনার অস্ত্রোপচার যদি সফল না হয়, তাহলে ?'

আগন্তুক জোর গলায় বলল, 'এ ব্যাপারে আশা রাখা যায়।'

'কিন্তু সাফল্য যদি না আসে ? আচ্ছা, আপনারা কি আমাদের মন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পারে ওসব সাময়িকভাবে মুছে ফেলতে পারেন না ? সেই সময় আসা পর্যন্ত আমাদের সুযোগ দিতে পারেন না স্বাভাবিক জীবন কাটাতে ?'

'না। আমি দুঃখিত। আপনাদের স্পর্শহীন মনগুলো আমার দরকার। ঔষধোপচার যদি সফল না হয়, আমার মেরামত প্রক্রিয়া যদি কাজ না দেয়, স্পর্শহীন স্বাভাবিক মন দরকার হবে তখন। নতুন ধরনের শুশ্রূষা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে সেখানে। যে কোনো মূল্যে আপনার প্রজাতিকে টিকিয়ে রাখতে হবে। আমাদের কাছে এটা মূল্যবান একটা ব্যাপার। এ জন্যে পরিস্থিতিটা ভালো করে আপনাকে বোঝাতে—এতটা সময় ব্যয় করছি আমি। ঘণ্টাখানেক আগে আপনি যে অবস্থায় ছিলেন, সেখানে আপনাকে ফেলে রেখে গেলে—পাঁচ বছর দূরে থাক, মাত্র পাঁচ দিনে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যেতেন আপনি।'

রাতের খাবার তৈরি করল মার্সিডিজ। তারপর টেবিলে এসে বসল দু'জন। যেন অন্যান্য দিনের মতোই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার।

জোহানিসন বলল, 'এটা কি সত্যিই ? এটা বাস্তব ?'

'আমিও দেখেছি এটা,' বলল মার্সিডিজ। 'শুনেছি নিজ কানে।'

'আমার বইগুলো ঘেঁটে দেখেছি। সব বদলে গেছে। যখন এই বিরতিকাল শেষ হবে, স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভর করে কঠোরভাবে কাজে নামব আমরা। আমরা যারা ভুলে যাইনি ব্যাপারটা, সবাই মিলে একসঙ্গে কাজে নামব। যন্ত্রপাতি সব আবার গড়ে নিতে হবে আমাদের। অনেক সময় লাগবে ভুলে যাওয়া ওদের মাথায় পুরো ব্যাপারটা ফিরিয়ে আনতে।'

অকস্মাৎ খেপে গেল জোহানিসন। চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'এসব হয়রানি কেন ? আমি জানতে চাই—কেন ?'

'আলেক্স,' নরম কণ্ঠে বলল মার্সিডিজ। 'অনেক আগে থেকেই হয়তো ওই আগন্তুক রয়েছে এই পৃথিবীতে। শুনেছ তো, হাজার হাজার বছর ধরে বিচরণ করছে সে। ভেবে দেখেছ কি, তার যে অবস্থান, তাতে আমরা তাকে ভাবতে পারি—এই—'

জোহানিসন মার্সিডিজের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঈশ্বরের মতো ? তুমি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কি তাই বলতে চাইছ ? কিন্তু সেটা বুঝব কী করে ? তার সম্পর্কে যদ্দূর জানি, আমাদের চেয়ে তাদের অগ্রগতি অসীম। আর সে এসেছে আমাদের একটা রোগ সারাতে।'

মার্সিডিজ বলল, 'আমরা তাহলে তাকে একজন ডাক্তার হিসেবে গণ্য করতে পারি, কিংবা ওরকমই একটা কিছু।'

'ডাক্তার ? সে যা বলল, তাতে যোগাযোগটা হচ্ছে সবচে' বড় সমস্যা। সে কেমন ডাক্তার—রোগীদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে না ? একজন পশু ডাক্তার সে।'

নিজের প্লেটটা দূরে সরিয়ে দিল জোহানিসন।

তার স্ত্রী বলল, 'হলে হোক গে। যুদ্ধটা যদি সে আটকে দিতে পারে—'

'আটকে দেবে কেন সে ? আমরা তার কাছে কী ? স্রেফ পশু। আমরা তার কাছে নিছক পশু। সে যা বলে গেছে, তার মর্মার্থটা তাই। তাকে যখন বললাম কোত্থেকে সে এসেছে, বলল কোনো জায়গা থেকে এই ইয়ার্ডে আসেনি। এখানে ইয়ার্ড বলতে "বার্ন ইয়ার্ড" বুঝিয়েছে। অর্থাৎ, গোলাবাড়ির উঠোন। তারপর ইয়ার্ডকে নিখিলবিশ্ব বলেছে সে। আগন্তুকের কথায় বোঝা যায়, আমাদের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তার কাছে অন্য কিছু। কাজেই আমাদের পৃথিবী আগন্তুকের কাছে স্রেফ গোলাবাড়ির উঠোন, আর আমরা হচ্ছি—অশ্ব, মেষ, মুরগি। তোমার পছন্দমতো এখন বেছে নাও কী হবে।

মার্সিডিজ কোমল কণ্ঠে বলল, 'মেষ হলে অসুবিধা কি, ঈশ্বর তো আছেন মেষপালক হয়ে। আমি চাইব না...'

'চুপ করো, মারসি। সেটা একটা রূপক, বাস্তব কিছু নয়। যদি সে মেষপালক হয়, তাহলে আমরা এখানে মেষ হয়ে আছি অদ্ভুত এবং অস্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পরস্পরকে খুন করার ক্ষমতা নিয়ে। তাহলে আমাদেরকে আর থামিয়ে দেয়া কেন ?'

'সে বলেছে—'

'জানি কী বলেছে। সে বলেছে বিশাল কর্মদক্ষতা রয়েছে আমাদের। আমরা অত্যন্ত মূল্যবান, ঠিক ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু একজন মেষপালকের কাছে মেষপালের ক্ষমতা আর মূল্যের কী তাৎপর্য রয়েছে ? মেষপালের তো কোনো আইডিয়া নেই। তারা কিছু করতে পারবে না। কেন তাদেরকে এত আদর করা হচ্ছে, এর মূল কারণটা জানতে পারলে তারা হয়তো নিজেদের মতো করে বাঁচতে চাইবে। টিকে থাকবে নেকড়ের সাথে যুদ্ধ করে।'

মার্সিডিজ অসহায়ভাবে তাকাল স্বামীর দিকে।

জোহানিসন বলে চলল, 'নিজেকে এখন একটা প্রশ্ন করে যাচ্ছি আমি। কোথায় চলেছি আমরা ? কোথায় চলেছি ? মেষপাল কি জানে ? আমরা জানি ? জানতে পারি ?'

থালার খাবারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তারা। মুখে খাবার তুলল না কেউ।

বাইরে, রাস্তা থেকে ভেসে আসছে ছুটন্ত যানবাহনের শব্দ। হল্লা করে খেলছে ছোটরা। রাত নেমে আসছে এবং ধীরে ধীরে গাঢ় হচ্ছে আঁধার।

অনুবাদ : আশিক ইমরান

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

ডে অভ দ্য হান্টারস

যে রাতে ঘটনাটার শুরু হয়েছিল সে রাতেই এটা শেষ হয়ে যায়। বিশাল কোনো ব্যাপার ছিল না ওটা। তবে ব্যাপারটা আমাকে কুরেকুরে খাচ্ছিল ; এখনো জ্বালাতন করছে।

জো ব্লচ, রে ম্যানিং আর আমি প্রতিদিন সন্ধ্যায় এক বার-এর কোনার টেবিল দখল করে উজির-নাজির মারি। বাস্তব-অবাস্তব নানা ঘটনা নিয়ে আলোচনা করি। এ রকম গল্প করতে গিয়েই ঘটনাটা একদিন ঘটল।

জো ব্লচ অ্যাটম বোমা নিয়ে গালগল্প ঝাড়ছিল। বলছিল এটা দিয়ে আসলে কী করা উচিত বা পাঁচ বছর আগে এটা নিয়ে কে কী ভেবেছে। আমি বললাম পাঁচ বছর আগে অনেকেই অ্যাটম বোমা নিয়ে অনেক কথা ভেবেছে, গল্পও লিখেছে। এখন এ নিয়ে গপ্পো করে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।

রে বলল সে শুনেছে এক বিখ্যাত বিজ্ঞানী মহা এক আবিষ্কার করে ফেলেছেন। তিনি নাকি এক টুকরো সিসে অতীতকালে পাঠিয়ে দিয়েছেন দুই সেকেন্ডে, দুই মিনিটে নাকি এক সেকেন্ডের দু'হাজার ভাগের এক ভাগ সময়ে—রে ঠিক বলতে পারবে না। কারণ বিজ্ঞানী নাকি তাঁর আবিষ্কার নিয়ে মুখ খুলতে চান না তাঁর কথা কেউ বিশ্বাস করবে না ভেবে।

রে-র কথা শুনে আমি হাসলাম। বিদ্রূপের গলায় জিজ্ঞেস করলাম বিজ্ঞানী যদি মুখই না খোলেন তাহলে সে ওই আবিষ্কারের কথা জানল কী করে ? রে-র অনেক বন্ধুবান্ধব থাকতে পারে। কিন্তু আমার বন্ধুর সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়। আর তাদের সঙ্গে বিখ্যাত কোনো বিজ্ঞানীর পরিচয়ও নেই। রে বলল তার বিজ্ঞানীর গল্প বিশ্বাস করা না করা আমাদের ইচ্ছা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এরপর আমাদের গল্প মোড় নিল টাইম মেশিনের দিকে। বললাম সাম্প্রতিক কাল থেকে কেউ যদি এসে বলত আগামী যুগে কে বা কারা টিকবে তাহলে খুব ভালো হত। কিংবা আদৌ আগামীতে কোনো যুদ্ধ হবে কি না। আর যুদ্ধের পরে পৃথিবীও বসবাসের যোগ্য থাকবে কি না।

জো বলল, 'তোমাদের মাথায় খালি যুদ্ধের চিন্তা ভনভন করে। কিন্তু আমার মন অনুসন্ধিৎসু। জান, টাইম মেশিন থাকলে আমি কী করতাম?'

আমরা সবাই একযোগে জানতে চাইলাম কী করত জো।

জো বলল, 'টাইম মেশিন থাকলে আমি পাঁচ বা পঞ্চাশ মিলিয়ন বছর আগের পৃথিবীতে চলে যেতাম। দেখতাম ডাইনোসরদের ভাগ্যে কী ঘটেছিল।'

রে ওর কথা শুনে মন্তব্য করল কোটি বছর আগে ডাইনোসরদের ভাগ্যে কী ঘটেছিল তা নিয়ে মাথাব্যথা করতে কারো বয়েই গেছে। আমি বললাম ডাইনোসর মরে গিয়ে ভালোই হয়েছে। মানুষের বসবাসের জায়গা করে দিয়েছে।

আমরা জো'র কথায় তেমন পাত্তা দিচ্ছি না দেখে সে কটমট করে তাকাল আমাদের দিকে। 'তোমরা মাথামোটার দল! পার খালি কোনো ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা করতে আর হি হি করে হাসতে। তোমাদের বিন্দুমাত্র কল্পনাশক্তি নেই। ডাইনোসররা ছিল বিশালদেহী প্রাণী—একেকটা ঘরের মতো বড়। সংখ্যায় ছিল লক্ষ লক্ষ। পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। তারপর হঠাৎ করে,' তালি বাজাল সে। 'নেই হয়ে গেল সবাই।'

'কিভাবে,' জানতে চাইলাম আমরা।

জো তার বিয়ার শেষ করেছে, চার্লির দিকে একটা কয়েন উঁচিয়ে ইঙ্গিত করল তার কাছে পয়সা আছে। তার মানে জোকে আরেকটা বিয়ার দাও। কাঁধ ঝাঁকাল জো। 'জানি না আমি। আর সেটাই জানতে চাই।'

ব্যস, আলোচনার সমাপ্তি ওখানেই ঘটতে পারত। আমি জবাবে কিছু একটা বলতাম, রে আমার কথা ধরে ঠাট্টা করত। তারপর তিনজনে মিলে আরেকটা বিয়ার ভাগজোক করে খেতাম। হয়তো আবহাওয়া নিয়ে দু'একটা কথাও বলতাম। কিন্তু ডাইনোসরের প্রসঙ্গ আর তুলতাম না।

কিন্তু তা হল না। পাশের টেবিল থেকে এক লোক হাত উঁচিয়ে ডাকল, 'হেই!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লোকটাকে আমরা আগে লক্ষ করিনি। সাধারণ নিয়মেই আমরা অপরিচিত লোকজনের দিকে তাকাই না। এ লোককে দেখলাম আধখালি বিয়ারের বোতল নিয়ে বসেছে, হাতে গ্লাস। ওটা অর্ধেক ভরা।

সে বলল, 'হেই।' আমরা সবাই তাকালাম তার দিকে।

রে বলল, 'ওই লোক কী চায় জিজ্ঞেস করো তো, জো।'

জো বসে ছিল লোকটার কাছেই। চেয়ার পেছন দিকে ঠেলে, হেলান দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী চাই?'

লোকটা বলল, 'আপনারা যেন ডাইনোসর নিয়ে কথা বলছিলেন শুনলাম।'

লোকটা সামান্য মাতাল হয়েছে, চোখজোড়া টকটকে লাল, শার্টটার রঙ এককালে হয়তো সাদা ছিল, এখন ফ্যাকাশে বর্ণ ধারণ করেছে। তবে লোকটার কণ্ঠস্বর এবং বলার ভঙ্গিতে মনে হল এ স্রেফ ফালতু মাতাল নয়।

জো বলল, 'হ্যাঁ। বলছিলাম, তুমি শুনতে চাও?'

হাসল লোকটা আমাদের দিকে তাকিয়ে। অদ্ভুত হাসি। চোখ স্পর্শ করার আগেই মিলিয়ে গেল হাসিটা। বলল, 'আপনি টাইম মেশিন বানিয়ে কোটি বছর আগে ফিরে গিয়ে দেখতে চান ডাইনোসরদের ভাগ্যে কী ঘটেছে?'

জো ভুরু কুঁচকাল। 'কেন? তুমি আমাকে অমন একটা যন্ত্র বানিয়ে দেবে নাকি?'

দাঁত বের করে হাসল লোকটা। 'না, স্যার। তা আমার পক্ষে করা সম্ভব হবে না। কেন জানেন? কারণ বছর কয়েক আগে আমি নিজেই একটা টাইম মেশিন বানিয়েছিলাম। তারপর মেসোজোয়িক যুগে চলে গিয়েছিলাম ডাইনোসর দেখতে।'

মেসোজোয়িক যুগ কথাটির অর্থ আমি জানি। ওই সময় পৃথিবীতে ডাইনোসরদের আধিপত্য ছিল। আমরা এবার লোকটাকে আমাদের টেবিলে চলে আসার আমন্ত্রণ জানালাম। গল্প শোনার পাশাপাশি ফাও হিসেবে যদি লোকটার বোতলে ভাগ বসাতে পারি, মন্দ কি? আমার মতো অন্যরাও একই কথা ভাবছিল। লোকটা আমাদের টেবিলে এসে বসল ঠিকই। কিন্তু ডান হাতে শক্ত করে ধরে রাখল মদের বোতল।

www.BanglaBook.org

রে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় বসে টাইম মেশিন বানালে ?'

'মিডওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটিতে বসে। আমি আর আমার মেয়ে ওখানে কাজ করি।'

কথা শুনে মনে হল লোকটার পড়াশোনা আছে।

আমি ঠাট্টা করলাম, 'টাইম মেশিনটা এখন কোথায় ? তোমার পকেটে?'

আমার কথা শুনে লোকটার চেহারায় কোনো ভাব ফুটল না ; রেগেমেগে চলেও গেল না। জোরে জোরে কথা বলে গেল। যেন মদ ওকে ভালোভাবেই পেয়েছে এবং কে কী বলল তাতে তার কিছু আসে যায় না।

সে বলল, 'ওটা আমি নষ্ট করে ফেলেছি। নষ্ট করতে চাইনি। কিন্তু ওটাকে নিয়ে অনেক ঝামেলা হয়েছে।'

লোকটার কথা বিশ্বাস হল না আমাদের। যে লোক টাইম মেশিন আবিষ্কার করতে পারে তার তো বড়লোক হবার কথা। এ রকম ফকিরনি দশা থাকার কথা নয়। লোকটা যে যুক্তিই দিক তার কথা বিশ্বাস করার কারণ থাকতে পারে না। তাছাড়া টাইম ট্রাভেলের ব্যাপারটা আমরা কেউ বিশ্বাসও করি না।

জো বলল, 'বুঝলাম তুমি যন্ত্রটা নষ্ট করে ফেলেছ। কিন্তু তোমার নামটা কী হে ?'

এ প্রশ্নের জবাব দিল না সে। শেষে ওকে প্রফেসর ডাকা স্থির হল।

হাতের গ্লাস শেষ হয়ে গেছে। খুব ধীরে আবার গ্লাস ভরল সে। আমাদেরকে অফার করল না। আমরা যে যার বিয়ার খেলাম। বললাম, 'তো শুনি ডাইনোসরদের ভাগ্যে কী ঘটেছিল ?'

লোকটা টেবিলের মাঝখানে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর শুরু করল।

'ডাইনোসর নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা ছিল না। আমি আসলে দেখতে চেয়েছিলাম আমার টাইম মেশিনের সাপ্লাই পাওয়ারের কত শক্তি। কত দূরে সে আমাকে নিয়ে যেতে পারে। ক্যারল আমাকে এর আগে বারকয়েক বাইরে পাঠিয়েছে। কয়েক মিনিট বা কয়েক ঘণ্টার জন্যে। কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত নিলাম বড় ধরনের জাম্প করব।'

www.BanglaBook.org

একটু বিরতি দিল লোকটা। হাতের গ্লাসটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আবার শুরু করল। 'জাম্প করলাম। তারপরই নিজেকে আবিষ্কার করলাম উজ্জ্বল সূর্যালোকিত এক জায়গায়। সেখানে কোনো জলাভূমি ছিল না, ছিল না কোনো ফার্ন। ক্রেটাশিয়াস যুগের কোনো গাছপালাও চোখে পড়েনি। যদিও যুগটা ছিল ক্রেটাশিয়াস। ডাইনোসররা অবশ্য ততদিনে অদৃশ্য হয়ে যেতে শুরু করেছে—শুধু ছিল ছোট প্রাণীগুলো, যাদের কোমরে ছিল ধাতব বেল্ট আর বন্দুক।'

শেষের বাক্যটা শুনে চোয়াল ঝুলে পড়ল জো'র। হাঁ করে তাকিয়ে রইল প্রফেসরের দিকে। তারপর বলল, 'কী বললে? কোমরে ধাতব বেল্ট আর বন্দুক নিয়ে প্রাণী?'

প্রফেসর জো'র দিকে এক সেকেন্ড তাকাল, তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল অন্যদিকে। উদাস চাউনি। 'ওরা ছিল ছোট ছোট সরীসৃপ, চার ঠ্যাং। পেছনের পায়ে মোটা, ঘন লেজের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে ছিল। ওদের হাত ছোট ছোট, তাতে আঙুলও আছে। কোমরে জড়ানো চওড়া, ধাতব বেল্ট, তাতে বন্দুক ঝুলছে—তবে সেগুলো ছিল আসলে এনার্জি প্রজেক্টর।'

'ওরা কী ছিল বললে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'কোটি বছর আগের কথা বলছ তো, নাকি?'

'হ্যাঁ,' বলল প্রফেসর। 'তাই বলছি। ওরা ছিল সরীসৃপ। গায়ে আঁশ, পাপড়ি শূন্য চোখ। সম্ভবত ওরা ডিম পাড়ত। তবে এনার্জি গান ব্যবহার করত তারা। সংখ্যায় ছিল মোট পাঁচজন। টাইম মেশিন থেকে নামা মাত্র ওরা আমাকে ঘিরে ফেলে। সংখ্যায় ওরা নিশ্চয়ই লক্ষ লক্ষ ছিল—সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। ওরা ছিল লর্ডস অফ ক্রিয়েশন।'

রে এবার চেপে ধরল লোকটাকে। 'প্রফেসর, তুমি বলছ ওরা সংখ্যায় লক্ষ লক্ষ ছিল, অ্যাঁ? কিন্তু যেসব লোক সারাদিন না খেয়েদেয়ে এসব প্রাণীর কঙ্কাল আর ফসিল খুঁজে বেড়ায় তাদের চোখে ওরা পড়েনি? জাদুঘরে যে সব ডাইনোসরের কঙ্কাল আছে তাদের মধ্যে তোমার সরীসৃপরা নেই? ধাতব বেল্টঅলা সরীসৃপ জাদুঘরে কোথায়? যদি সংখ্যায় লাখ লাখ হয়ে থাকে তাহলে ওরা কোথায় গেল? তাদের হাড়গোড় কোথায়?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দীর্ঘশ্বাস ফেলল প্রফেসর ফোঁস করে। হয়তো ভাবছে কতকগুলো অর্বাচীনের পাল্লায় পড়েছে সে যাদেরকে সব খুঁটিয়ে না বললে কিছুই বুঝতে পারে না।

সে বলল, 'ফসিলের সন্ধান খুব বেশি মিলবে বলে ভাববেন না। পৃথিবীতে একত্রে কত প্রাণী বাস করত ? সংখ্যায় কয়েকশো কোটি হবে। অথচ এদের খুব বেশি ফসিল কিন্তু আমরা খুঁজে পাইনি। আর ওই গিরগিটির মতো প্রাণীগুলো ছিল বুদ্ধিমান। এরা আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ, হিমবাহের আক্রমণ বা জলোচ্ছ্বাসের কারণে উধাও হয়ে যায়নি। এর পেছনে নিশ্চয়ই খুব বড় ধরনের কোনো দুর্ঘটনা দায়ী ছিল। ভেবে দেখুন, ফসিল মানবদের সংখ্যা কত কম—এমনকি লক্ষ বছর আগের নর বানরদের ফসিলও কিন্তু তেমন খুঁজে পাওয়া যায়নি।'

অর্ধভরা গ্লাসের দিকে তাকিয়ে ওটা হাতের মধ্যে ঘোরাতে লাগল সে। বলল, 'ফসিল দিয়ে আসলে কী হয় ? ধাতব বেল্ট জং ধরে নষ্ট হয়ে যায়। কিছুই থাকে না। ওই ছোট গিরগিটিগুলো ছিল উষ্ণ রক্তের প্রাণী। আমি জানি সে কথা। কিন্তু হাড়গোড় পরীক্ষা করে আপনি তা প্রমাণ করতে পারবেন না। আজ থেকে লক্ষ বছর পরে কি নরকঙ্কাল দেখে নিউইয়র্কের চেহারা কী রকম ছিল তা বলতে পারবেন ? আপনি কি মানুষ আর গরিলার হাড় দেখে বলতে পারবেন কে অ্যাটম বোমা তৈরি করেছিল আর কে চিড়িয়াখানায় বসে কলা খেয়েছে ?'

'হেই,' প্রতিবাদ করল জো, 'যে কোনো মাথামোটা গর্দভও মানুষ আর গরিলার কঙ্কালের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারবে। মানুষের মস্তিষ্ক বড়। বোকারাও বলতে পারবে কে বেশি বুদ্ধিমান।'

'সত্যি ?' হো হো করে হেসে উঠল প্রফেসর, যেন এরচে' মজার কথা শোনেনি। 'মানুষের ব্রেন পরীক্ষা করে সবকিছু যাচাই করা আপনাদের অভ্যাস। কিন্তু বিবর্তন হয়েছে ভিন্নভাবে। পাখি ওড়ে একভাবে, বাদুর অন্যভাবে। আপনার ব্রেনকে কতটা কাজে লাগাতে পারছেন ? বড় জোর পাঁচ ভাগ। মনোবিজ্ঞানীরা তাই বলেন। সবাই জানে মস্তিষ্কের আশি ভাগের কোনো কাজ নেই। সবাই স্লো গিয়ারে কাজ করে, দু'একজন ছাড়া। আর সেই ব্যতিক্রমীদের মধ্যে আছেন লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, আর্কিমিডিস, অ্যারিস্টোটল, গস, গ্যালোইস, আইনস্টাইন—'

www.BanglaBook.org

আমি আইনস্টাইন ছাড়া আর কারো নাম শুনিনি। আরো কয়েকজনের নাম বলল প্রফেসর। কিন্তু মনে নেই নামগুলো। শেষে বলল, 'ওই ছোট সরীসৃপগুলোর কোয়ার্টার সাইজের খুদে মস্তিষ্ক ছিল, এরচে' ছোটও হতে পারে। তবে ওরা ছিল বুদ্ধিমান। মানুষের মতোই বুদ্ধিমান। নিজেদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের পুরোটাই ব্যবহার করত তারা। তারা ছিল পৃথিবীর অধিকর্তা।

জো বলল, 'আচ্ছা, প্রফেসর এই গিরগিটিগুলো এতই যদি বুদ্ধিমান হয়ে থাকে তাহলে নিজেদের বুদ্ধিমত্তার কোনো প্রমাণ রেখে যায়নি কেন? তাদের তৈরি শহর বা দালানকোঠা কোথায়? গুহামানবদের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি তারা নানা জিনিস তৈরি করত। ওরা সে রকম কিছু বানায়নি?'

প্রফেসর জবাব দিল, 'আপনারা ব্যাপারটা এখনো মানুষ্য দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করছেন। আমরা দালানকোঠা বানাই, রাস্তাঘাট তৈরি করি—কিন্তু ওরা তা করেনি। তাদের জবীনযাত্রা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। আমাদের মতো শিল্প তাদের ছিল না। ওদের কী ছিল ঠিক বলতে পারছি না কারণ ওরা এত বেশি অচেনা ঠেকেছে আমার কাছে যে আমি কিছুই বুঝতে পারিনি—শুধু বন্দুকের ব্যাপারটা ছাড়া।'

আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। বলে উঠলাম, 'আচ্ছা, তুমি ওদের সম্পর্কে এত কিছু জানলে কী করে? তুমি ওদের সঙ্গে থাকতে নাকি? নাকি ওরা ইংরেজিতে কথা বলত? অথবা তুমি গিরগিটিদের ভাষায় কথা বলতে? তাহলে কয়েকটা গিরগিটি শব্দ শোনাও না।'

আমার হুল ফোটানোতেও রাগ করল না প্রফেসর। আবার আগের মতো প্রচুর সময় নিয়ে মদ ঢালল গ্লাসে। বলল, 'না। আমি ওদের সঙ্গে কথা বলিনি। ওরাও বলেনি। ওরা শুধু আমার দিকে তীব্র, কঠিন চোখ নিয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল—সাপের মতো চোখ ছিল তাদের—ওরা কী ভাবছিল বুঝতে পারতাম আমি। আমার ভাবনাও ওরা পড়তে পারত। তবে ব্যাপারটা কিভাবে ঘটেছিল জানতে চাইবেন না। বলতে পারব না। তবে ঘটেছিল। জানতাম ওরা শিকারে বেরিয়েছে। জানতাম ওরা আমাকে ছেড়ে দেবে না।'

আমরা প্রফেসরকে আর কোনো প্রশ্ন করলাম না। তাকাচ্ছি পরস্পরের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিকে। শেষে নীরবতা ভেঙে জানতে চাইল রে, 'তারপর কী হল ? তুমি পালালে কিভাবে ?'

'কাজটা সহজ ছিল। একটা প্রাণী ছুটে যাচ্ছিল পাহাড়চুড়োয়। ফুট দশেক হবে লম্বায়, সরু। তাকে দেখে উত্তেজিত হয়ে ওঠে গিরগিটির দল। বাতাসের কম্পনে ওদের উত্তেজনা টের পাই আমি। মুহূর্তের জন্যে ওরা যেন ভুলে গেল আমার কথা। ছুটল প্রাণীটার দিকে। সাথে সাথে টাইম মেশিনে ঢুকে পড়লাম আমি। ফিরে এলাম পৃথিবীতে। তারপর নষ্ট করে ফেলাম ওটাকে।'

গল্পটা চট করেই যেন শেষ হয়ে গেল। জো নাক দিয়ে বিদঘুঁটে একটা শব্দ করে জানতে চাইল, 'বেশ। তো ডাইনোসরদের কী হল ?'

'এখনো বুঝতে পারেননি ? আমি তো ভেবেছি ব্যাপারটা ধরতে পেরেছেন। বুদ্ধিমান গিরগিটিগুলোই কাজটা করেছে। ওরা ছিল শিকারি। শিকার ছিল তাদের শখ। তবে খাদ্যের জন্যে নয়, মজা পাবার জন্যে শিকার করত তারা।'

'আর শিকার করে পৃথিবী থেকে সমস্ত ডাইনোসর বিলুপ্ত করে দিল তারা ?'

'ব্যাপারটা অসম্ভব মনে হচ্ছে ? লক্ষ লক্ষ বাইসনের পালকে নির্বংশ করতে কত সময় লেগেছে মানুষের ? কয়েক বছরের মধ্যে ডোডো পাখিরা কিভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল পৃথিবীর বুক থেকে ? এক নাগাড়ে শিকার করতে থাকলে পৃথিবীকে শ্বেত ভালুক শূন্য করতে কদ্দিন লাগবে ? গিরগিটিগুলোকে আমি যখন দেখি তখন বড় কোনো ডাইনোসর চোখে পড়েনি—পনেরো ফুটের ওপরে। সবাই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। খুদে দানবগুলো খুদে প্রাণীগুলোকে তাড়া করে ফিরছিল।'

চুপ হয়ে গেলাম আমরা। নীরবে তাকিয়ে রইলাম খালি বিয়ারের বোতল-গুলোর দিকে। ভাবছি। ঘরের মতো একেকটা বড় ডাইনোসরকে মেরে ফেলল খুদে গিরগিটিরা বন্দুক দিয়ে। তাও স্রেফ মজা করার জন্যে!

নীরবতা ভাঙল জো। প্রফেসরের কাঁধে হাত রেখে বলল, 'হেই, প্রফেসর, তাই যদি হয় তাহলে বন্দুকওলা গিরগিটিগুলোর কী হল ? ওখানে ফিরে গিয়েছিলে তুমি ? আবার দেখেছ ওদেরকে ?'

www.BanglaBook.org

আবার উদাস দৃষ্টিতে তাকাল প্রফেসর। বলল, 'আপনারা এখনো ব্যাপারটা বুঝতে পারেননি দেখছি। ওদের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছিল। ওদের চোখ দেখেই তা বুঝতে পারছিলাম। ডাইনোসররা ধ্বংস হয়ে যাবার পরে ওরা নতুন খেলায় মেতে ওঠে—সবচে' বড় এবং বিপজ্জনক খেলা—সবচে' মজাও পাচ্ছিল সে খেলায়। শেষ পর্যন্ত খেলাটা খেলেছে ওরা।'

'কী খেলা?' জিজ্ঞেস করল রে। ও ব্যাপারটা ধরতে পারেনি। কিন্তু আমি আর জো বুঝে ফেলেছি।

'নিজেদেরকে নিয়ে খেলা,' উঁচু গলায় বলল প্রফেসর। 'ডাইনোসরদের শেষ করে নিজেদেরকে শিকার করতে শুরু করে ওরা—একজনও টিকে থাকা পর্যন্ত এ খেলা চলেছে।'

আবারও চুপ হয়ে গেলাম আমরা। ভাবতে লাগলাম ডাইনোসরদের নিয়ে—ঘরের মতো বড়—সব শেষ হয়ে গেছে গিরগিটিদের বন্দুকের শিকার হয়ে। ভাবলাম গিরগিটিদের নিয়েও। শিকার করার কিছু না পেয়ে শেষে নিজেদেরকেই কিভাবে শিকার করতে থাকে তারা।

জো বলল, 'বেচারা বোকা গিরগিটি।'

'হ্যাঁ,' সায় দিল রে। 'মাথামোটা গিরগিটির দল।'

এরপর যা ঘটল তাতে চমকে গেলাম সকলে। লাফ মেরে উঠল প্রফেসর, কোটর ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ। গাঁক গাঁক করে চেঁচাতে চেঁচাতে বলল, 'বোকা আসলে তোমরা। লক্ষ বছর আগের মৃত সরীসৃপদের নিয়ে ভ্যাজর ভ্যাজর করো কেন? পৃথিবীতে ওরা ছিল প্রথম বুদ্ধিমান প্রাণী। আর তাদের পরিণতিও ঘটেছে সেভাবে। পৃথিবীর দ্বিতীয় বুদ্ধিমান প্রাণী আমরা—মানুষ। কিন্তু আমরা কিভাবে শেষ হয়ে যাব বলতে পারবে কেউ?'

চেয়ার উল্টে ফেলে দিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল সে। দোর খুলল। বেরিয়ে যাবার আগ মুহূর্তে ঘুরল। বলল, 'বোকা, মাথামোটা মানবতা! তোমরা মানবতা নিয়ে চিল্লাচিল্লি করেই একদিন মরবে! দেখ!'

অনুবাদ : অনীশ দাস অপু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দ্য বাইসেন্টিনিয়াল ম্যান

রোবোটিক্সের তিনটি বিধান:

১. রোবট কখনো মানুষকে আহত করবে না, বা নিষ্ক্রিয় থেকে মানুষের ক্ষতি সহ্য করবে না।

২. রোবট মানুষের সব ধরনের নির্দেশ পালন করবে যদি না সেটা প্রথম বিধানের পরিপন্থী হয়।

৩. রোবট তার নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে বাধ্য থাকবে, যদি না তা প্রথম ও দ্বিতীয় বিধানে পরিপন্থী হয়।

১.

চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসতে বসতে অ্যান্ড্রিউ মার্টিন বলল, 'ধন্যবাদ।' মনের ভেতর তার ঝড় বইছে সেটা চেহারা দেখলে বোঝা যায় না।

ভাবলেশহীন চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে সে আসলে নির্দিষ্ট কিছু দেখছে না। চোখের তারায় দুঃখ ও অস্থিরতা স্পষ্ট। তার মাথার চুল পরিপাটি। রং হালকা বাদামি, দাড়ি কামানো, পরনের পোশাক সেকেলে ধরনের। তারপরেও পোশাকটা পরিপাটি। রং লালচে গোলাপি।

টেবিলের অপরপাশে বসে আছেন একজন সার্জন। টেবিলের উপর নাম ফলক রাখা আছে। নামের পরে সার সার অনেকগুলো ক্রমিক সংখ্যা এবং অক্ষর। অ্যান্ড্রিউ-র কাছে এসব অর্থহীন। নাম দিয়ে কী হবে? ডাক্তার বলে ডাকলেই যথেষ্ট।

'অপারেশনটা কখন হতে পারে, ডাক্তার?' অ্যান্ড্রিউ জিজ্ঞেস করল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সার্জন নরম গলায় কথা বলেন, সাধারণত মানুষের সাথে রোবটরা কথা বলার সময় যেমনভাবে কথা বলে তেমন। 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, স্যার, কার ওপর এবং কেনই বা অপারেশনটা করা প্রয়োজন পড়ল ?'

সার্জনের চেহারায় একটা সূক্ষ্ম বিরোধিতার ছাপ ফুটে ওঠে। কিন্তু এ ধরনের রোবট যাদের হালকা বাদামি স্টেনলেস স্টিলের চেহরার দিকে তাকিয়ে নিশ্চিত হতে পারে না সে।

অ্যান্ড্রিউ মার্টিন রোবটের ডান হাতের দিকে তাকাল, ওটা যেন অপারেশনের ছুরি। টেবিলের উপর পড়ে আছে অলসভাবে। লম্বাটে, চমৎকার ডিম্বাকৃতি ডগার আঙুলগুলোতে স্ক্যালপেল লাগিয়ে দিলেই একাত্ম হয় সুন্দরভাবে।

তার ভেতর নেই কোনো অস্থিরতা এতোটুকু হাত কাঁপা নেই, একটুও ভুল নেই। এই রোবটগুলোই হলো স্পেশিয়ালাইজেশনের একটা চূড়ান্ত রূপ। এখন এ ধরনের রোবট খুব কম তৈরি হচ্ছে যার নিজস্ব কোনো ব্রেন আছে। এই রোবটের অবশ্য কিছুটা নিজস্ব বিবেচনা শক্তি আছে। এই বিবেচনা শক্তিতে সীমাবদ্ধতা রয়েছে বলেই অ্যান্ড্রিউ চিনতে পারল না সে– যেন সে তার নাম আগে শোনেইনি।

অ্যান্ড্রিউ বলল, 'তুমি কি কখনো মানুষ হবার কথা ভেবেছ ?'

সার্জন এক মুহূর্ত ইতস্তত করল। তার পজিট্রনিক পাথের কোথাও যেন প্রশ্নটা খাপখাওয়াতে গোলমাল হচ্ছে। 'কিন্তু আমি তো একটা রোবট, স্যার।'

'মানুষ হলে কি ভালো হত ?'

'মানুষ হলে কি ভালো সার্জন হতে পারতাম। না মানুষ হলে ভালো সার্জন হতে পারতাম না, কেবলমাত্র উন্নতমানের রোবট হলেই সেটা সম্ভব। তাই আমি উন্নতমানের রোবট হতে পেরে খুশি।'

'এই যে তোমাকে আদেশ করছি আমি, এতে তোমাকে আহত করে না? আমি তোমাকে ইচ্ছে মতো দাঁড়া করাচ্ছি, আবার বসাচ্ছি, ডাইনে যেতে বলছি, বামে যেতে বলছি, এতে তোমার দুঃখ হয় না ?'

'আপনাদের খুশি করাটাই হল আমার কাজ, স্যার। আমি আপনার আদেশ তখনই মানব না যখন সেটা আপনার বা অন্য কোনো মানুষের

www.BanglaBook.org

এটা আমার সাধারণ দায়িত্বের পরিপন্থী হবে। প্রথম আইন অনুযায়ী, মানুষের নিরাপত্তার ব্যাপারে আমাকে দায়িত্ববান হতে হবে। প্রথম আইন অনুযায়ী, বাধ্যতামূলক কাজের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কিংবা বাধ্যতা হল আমার আনন্দ...কিন্তু আমি কার ওপর অপারেশনটা করব ?'

'আমার ওপর', অ্যান্ড্রিউ বলল।

'কিন্তু সেটা অসম্ভব। এটা তো নিশ্চিত যে, এটা একটা বিপজ্জনক অপারেশন।'

'তাতে কিছু যাবে আসবে না', অ্যান্ড্রিউ বলল শান্ত গলায়।

'আমি তো আপনার ক্ষতি হতে পারে এমন কিছু করতে পারব না,' সার্জন বলল।

'ওহ্, ঠিকই বলেছ, মানুষের ক্ষতি তুমি করতে পারবে না,' অ্যান্ড্রিউ বলল, 'কিন্তু আমি, আমি তো একটা রোবট।'

২.

প্রথম যখন অ্যান্ড্রিউকে তৈরি করা হয়েছিল, তখন সে দেখতে আর দশটা রোবটের মতোই ছিল। ধাতব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কঠিন ও মসৃণ ছিল।

প্রথমে সে কাজ পেল একটি পরিবারে। ঘরগৃহস্থালির কাজে নিযুক্ত ছিল। যে সময় তাকে কাজ দেওয়া হল সে সময় রোবটদের গৃহস্থালির কাজে প্রথম নিযুক্ত করা হচ্ছিল।

অ্যান্ড্রিউ যে পরিবারে কাজ পেল সে পরিবারটা ছিল চারজনের পরিবার : স্যার, ম্যাডাম, বড় এবং ছোট আপা। অ্যান্ড্রিউ ওদের সবার নাম জানত অবশ্যই কিন্তু নাম ধরে কখনো ডাকেনি। স্যারের নাম জেরাল্ড মার্টিন।

তার নিজের সিরিয়াল নাম্বার ছিল এন ডি আর-কিন্তু সে সেটা ভুলে গিয়েছিল। অনেক দিনের কথা অবশ্যই, কিন্তু যদি মনে করার চেষ্টা করে তাহলে ভুলবে না। মনে করার চেষ্টা করেনি।

ছোট আপাই তাকে প্রথম অ্যান্ড্রিউ বলে ডেকেছিল কারণ সে তার যান্ত্রিক নামটা উচ্চারণ করতে পারত না। সেই থেকে সবাই ওই নামেই তাকে ডাকতে শুরু করল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছোট আপা নব্বই বছর বেঁচেছিল, মারাও গেছে অনেকদিন হল। ছোট আপাকে একবার অ্যান্ড্রিউ 'ম্যাম' বলে ডেকেছিল, কিন্তু সে তাতে রাজি হয়নি। 'ছোট আপা' নামেই ডেকেছিল শেষ দিন পর্যন্ত।

অ্যান্ড্রিউ বাড়ির যাবতীয় কাজকর্ম করত। সে সময় তার ওপর সব পরীক্ষা করা হতো এবং সারা পৃথিবীর সব রোবটের ওপর এ ধরনের পরীক্ষা করা হতো।

মার্টিন পরিবার তাকে নিয়ে আনন্দেই ছিল এবং বেশিরভাগ সময় দেখা গেছে বাড়ির কাজের চেয়ে বড় এবং ছোট আপার সঙ্গে খেলতে হতো।

রহস্যটা প্রথম ধরতে পেরেছিল বড় আপা। বলল, 'আমি আদেশ করছি এখন তুমি আমাদের সাথে খেলা করবে।'

অ্যান্ড্রিউ জবাবে বলল, 'আমি দুঃখিত, বড় আপা, স্যার আগেই আমাকে একটা কাজের আদেশ করেছেন, সেটা আগে করা আমার কর্তব্য।'

বড় আপা বলল, 'বাবা আশা করছেন তুমি পরিস্কারপরিচ্ছন্নতার দায়িত্বটা তুমিই নেবে। এটা সরাসরি কোনো আদেশ নয়। আমিই তোমাকে আদেশ করছি।'

স্যার এতে রাগ করতেন না। স্যার বড় এবং ছোট আপা অন্তপ্রাণ ছিলেন। এমনকি ম্যাম-এর চেয়েও বেশি। অ্যান্ড্রিউও তাদের ভালোবাসত। অন্তত তাদের সাথে আচরণেই অ্যান্ড্রিউ-র যেসব প্রতিক্রিয়া হত মানুষের ক্ষেত্রে সেগুলোকে ভালোবাসার প্রকাশ বলে চিহ্নিত করা হয়। অ্যান্ড্রিউ একে ভালোবাসাই ভাবে, কারণ সে এর কোনো প্রতিশব্দ জানে না।

ছোট আপার জন্যে অ্যান্ড্রিউ প্রথম লকেট ঝোলানোর সুন্দর একটা পেন্ডেন্ট তৈরি করেছিল কাঠ থেকে। ছোট আপাই তাকে নির্দেশ দিয়েছিল ওটা বানাতে। আসলে বড় আপা তার জন্মদিনে একটা আইভরি স্টিক উপহার পেয়েছিল। এতে ছোট আপার মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তাই সে একটুকরো কাঠ আর একটা রান্নাঘরের ছুরি অ্যান্ড্রিউকে দিয়েছিল একটা পেন্ডেন্ট বানিয়ে দেবার জন্যে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অ্যান্ড্রিউ খুব দ্রুত একটা পেন্ডেন্ট বানিয়ে দিল। ছোট আপা সেটা নিয়ে বলল, 'কী দারুণ সুন্দর। যাই বাবাকে দেখিয়ে আনি।'

স্যার প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেননি। 'এটা তুমি কোথায় পেলে, ম্যান্ডি ?' ছোট আপার নাম ম্যান্ডি। যখন ছোট আপা সত্যি কথাটা খুলে বলল তখন বাবা অ্যান্ড্রিউ-র দিকে ঘুরে তাকালেন। 'অ্যান্ড্রিউ সত্যিই তুমি এটা তৈরি করেছ ?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'ডিজাইনটাও তোমার ?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'ডিজাইনটা কোথা থেকে পেলে তুমি ?'

'এটা একটা জিওমেট্রিক ডিজাইন, স্যার, এর সাথে কাঠের নিজস্ব দাগ মিলিয়েছি।'

পরদিন স্যার বড় ধরনের একটা কাঠ এবং একটা ইলেক্ট্রিক ভাইব্রো-নাইফ এনে দিলেন। 'অ্যান্ড্রিউ এটা দিয়ে যা হোক কিছু বানাও তো দেখি। যা তোমার ইচ্ছে হয়।'

অ্যান্ড্রিউ কাজ শুরু করল এবং স্যার বসে বসে কাজ দেখতে লাগলেন। তারপর অনেকক্ষণ তিনি সেই জিনিসটার দিকে তাকিয়ে রইলেন মুগ্ধ দৃষ্টিতে। এরপর থেকে অ্যান্ড্রিউকে গৃহস্থালির কাজ করতে হয়নি। তাকে আদেশ করা হল আসবাবপত্র নির্মাণের ওপর বই পড়ার জন্য। এর ফলে অ্যান্ড্রিউ সুন্দর সুন্দর কেবিনেট এবং ডেস্ক তৈরির কাজে মগ্ন হয়েছিল।

স্যার বলতেন, 'অপূর্ব সব জিনিস তৈরি করছ, অ্যান্ড্রিউ।'

অ্যান্ড্রিউ বলল, 'আমি ব্যাপারটা খুব উপভোগ করছি।'

'উপভোগ ?'

'কাজটা করার সময় দেখলাম আমার ব্রেনের সার্কিটগুলো খুব সহজভাবে কাজ করছে। আমি শুনেছি আপনি "উপভোগ" শব্দটা ব্যবহার করেন। আমার মনে হল আমি যা ভালো বোধ করছি একে উপভোগ বলে। তাই আমি কাজটি উপভোগ করেছি, স্যার।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

৩.

একদিন জেরাল্ড মার্টিন অ্যান্ড্রিউকে ইউনাইটেড স্টেটস রোবটস এ্যান্ড ম্যাকানিক্যাল ম্যান কর্পোরেশনের আঞ্চলিক অফিসে নিয়ে গেলেন। মার্টিন নিজে আঞ্চলিক আইনসভার সদস্য হওয়াতে চিফ রোবোসাইকোলজিস্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেশি বেগ পেতে হয়নি। তিনি নিজে আইনসভার সদস্য হওয়াতে একটি রোবট রাখতে পেরেছিলেন—যদিও সে সময় রোবট উৎপাদন ছিল কম।

অ্যান্ড্রিউ এ ব্যাপারে সে সময় কিছুই বুঝত না, কিন্তু বছর শেষে পড়ালেখার ফলে তার কাছে সবকিছু আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গেল।

রোবোসাইকোলজিস্ট মেরটন মানস্কি কথা শুনছিলেন ভ্রু কুঁচকে, কখনো কখনো আঙুল দিয়ে টেবিলে ড্রাম বাজিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করছিলেন। তাঁকে দেখলে মনে হবে তাঁর বয়স কম।

তিনি বললেন, 'রোবটিক্স কোনো শিল্পকলা নয়, মিস্টার মার্টিন। আমি আপনাকে পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে পারব না হয়তো, কিন্তু যে সূক্ষ্ম অংকের নিয়মে পজিট্রনিক পথরেখার ছক তৈরি হয় সেটা এতটাই জটিল যে একটা সমস্যা সমাধান করলেও এদের কাছ থেকেই বেশি কিছু আশা করা যায় না। আসলে তিনটি আইনের বাইরে যাবার ক্ষমতা নেই কোনো রোবটের। আমরা অবশ্যই, আপনার পুরনো রোবট পাল্টে—'

'না, না, তা নয়,' স্যার বললেন। 'রোবটের কোনো যন্ত্রাংশের দোষের কথা বলছি না আমি। ও সব কাজ নিখুঁতভাবে করে। যা বলতে চাচ্ছি তা হল, সে নিজের মন থেকে নানা রকম সুন্দর সুন্দর ডিজাইন খোদাই করছে, একটা ডিজাইন দু'বার হয়নি কখনো। সে যা করছে শিল্পকর্মের পর্যায় পড়ে।'

মানস্কিকে দেখে মনে হল তিনি দ্বিধায় পড়ে গেছেন। 'অবিশ্বাস্য। আমরা অবশ্য সাধারণ পথরেখা তৈরির একটা চেষ্টা করেছিলাম ইদানীং...আপনি বলছেন, ও যা করেছে তাতে শিল্পমূল্য রয়েছে?'

'আপনিই দেখুন।' স্যার এক টুকরো কাঠ এগিয়ে দিলেন, যাতে খোদাই করা আছে এক খেলার মাঠে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা খেলছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সবার আনন্দে। দৃশ্যগুলো এতো ছোট, আর সূক্ষ্ম, আর চমৎকার আনুপাতিক এবং স্বাভাবিক।

মানস্কি বললেন, 'ও এটা করেছে?' মাথা দুলাতে দুলাতে কাঠটি ফেরত দিল। 'একেবারে ভাগ্যের ব্যাপার। পথরেখার কোথাও হেরফের হয়েছে।'

'আপনারা কী এ রকম রোবট তৈরি করতে পারবেন?'

'সম্ভবত না। এমনতর ঘটনার কথা আগে শুনিনি।'

'চমৎকার! অ্যান্ড্রিউ যে একটা অনন্য রোবট এটা খুব খুশির কথা।'

মানস্কি বললেন, 'আমার ধারণা, পরীক্ষা করার জন্য কোম্পানি আপনার কাছে রোবটকে ফেরত চাইতে পারে।'

স্যারের গলা হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল, 'কোনো সুযোগ নেই। ভুলে যান ব্যাপারটা।' অ্যান্ড্রিউ-র দিকে ঘুরলেন তিনি, 'চল বাড়ি ফিরে যাই।'

'আপনি যা বলেন, স্যার,' অ্যান্ড্রিউ বলল।

৪.

বড় আপা ছেলে বন্ধুদের সাথে ইদানীং বেশি সময় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। বাড়িতে সময় দেয় কম। ছোট আপা অবশ্য এখন আর ছোট নয়। সে এখন অ্যান্ড্রিউ-র জগৎ জুড়ে রয়েছে। ছোট আপা অ্যান্ড্রিউ-র দেওয়া প্রথম কাঠের কাজ করা উপহারটির কথা ভুলে যায়নি। সে গলায় রুপোর চেইন দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছে।

ছোট আপাই প্রথম স্যারকে বাধা দিল অ্যান্ড্রিউ-র তৈরি করা শিল্পকর্মগুলো বিলিয়ে না দেওয়ার জন্য। সে তার বাবাকে বলল, 'এখন থেকে যে এইসব শিল্পকর্ম চাইবে তাকে তার জন্য দাম দিতে হবে। অবশ্যই দিতে হবে।'

স্যার বললেন, 'তোমাকে মনে হচ্ছে টাকার লোভে পেয়ে বসেছে, ম্যান্ডি?'

'আমাদের জন্য নয়, বাবা। শিল্পীর পারিশ্রমিক।'

অ্যান্ড্রিউ এর আগে এই শব্দটি শোনেনি। এক ফাঁকে সবার অলক্ষে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অভিধান থেকে শব্দটার মানে জেনে নিয়েছে। আর তারপরই আরেকবার বের হতে হল অ্যান্ড্রিউকে, এবার স্যারের উকিলের কাছে।

স্যার উকিলকে বললেন, 'জন, এ সম্পর্কে তুমি কী ভাবছ?'

উকিলের নাম জন ফেইনগোল্ড। মাথার চুল সাদা, নাদা পেট। চোখে সবুজ কন্টাক্ট ল্যান্স। স্যার তাকে একটা ছোট শিল্পকর্ম দিয়েছিলেন, সেটাই দেখছিলেন উকিল। 'চমৎকার... আমি অবশ্য খবরটা পেয়েছি। এটা তোমার রোবট তৈরি করেছে। এই কি সেই রোবট যাকে তুমি সঙ্গে করে এনেছ?'

'হ্যাঁ, অ্যান্ড্রিউ বানিয়েছে। অ্যান্ড্রিউ তাই না?'

'জি, স্যার,' অ্যান্ড্রিউ বলল জবাবে।

'এই শিল্পকর্মের জন্য তুমি কত দেবে, জন?' স্যার জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি বলতে পারব না। আমি তো এমন জিনিস সংগ্রহ করি না।'

তুমি কি বিশ্বাস করবে এই ছোট্ট জিনিসটার জন্যে লোকে আড়াইশো ডলার দিতে চেয়েছেন? অ্যান্ড্রিউ চেয়ার বানিয়েছিল, ওগুলো পাঁচশো ডলারে বিক্রি হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত দুই হাজার ডলার ব্যাংকে জমা পড়েছে, অ্যান্ড্রিউ-র শিল্পকর্ম বেচে।'

'বল কি! এ তো তোমাকে বড়লোক করে দেবে, জেরাল্ড।'

'অর্ধেক বড়লোক,' স্যার বললেন। 'অর্ধেকটা অ্যান্ড্রিউ-র নামে ব্যাংকে জমা হচ্ছে।'

'একটা রোবটের নামে?'

'হ্যাঁ, এবং আমি জানতে চাইছি এটা আইনসঙ্গত হচ্ছে কি না?'

'আইনসঙ্গত?' ফেইনগোল্ড চেয়ারে হেলান দেওয়ার সময় ক্যাচ-ক্যাচ করে উঠল, 'জেরাল্ড, এমন ধরনের কোনো নজির নেই। রোবট কী করে কাগজপত্রে সই করছে?'

'ও নিজের নাম সই করতে পারে এবং ব্যাংকে কাগজপত্র আমি নিজে গিয়ে জমা দিয়েছি। ওকে আমি ব্যাংকে নিয়ে যাইনি। আচ্ছা বল তো এরপর আর কী করা যেতে পারে?'

'উম্।' ফেইনগোল্ডের চোখ বুজে এল। তারপর তিনি বললেন, 'একটা ট্রাস্ট গঠন করা যেতে পারে যাতে অ্যান্ড্রিউ-র স্বার্থ রক্ষা করা সহজ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পবে। বিশ্বের আর কেউ বেআইনি বলে চিৎকার না করে সেজন্যে অ্যান্ড্রিউ এবং আমাদের মাঝে ইন্সুলেশন করতে হবে। আমার পরামর্শ জোরেশোরে কিছু করার দরকার নেই। তোমাকে কেউ বাধা দেবে না। আর যদি কেউ বাধা দেয়, তাকে মামলা করতে দাও।'

'আর মামলা হলে তুমি কেসটা নেবে?'

'পারিশ্রমিক পেলে, অবশ্যই নেব।'

'কত নেবে?'

'ওটার মতো,' ফেইনগোল্ড কাঠের ফলকটা দেখিয়ে বললেন।

'ব্যাস, সব পরিষ্কার হয়ে গেল,' স্যার বললেন।

ফেইনগোল্ড রোবটের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'টাকার মালিক হয়ে কি তোমার ভালো লাগছে?'

'জি, স্যার।'

'তোমার পরিকল্পনা কী?'

'জিনিসপত্র কেনার জন্য দাম দেব। তা না হলে স্যারের খরচ হচ্ছিল। এর ফলে তাঁর খরচ কমবে, স্যার।'

৫.

সময় পরিবর্তিত হচ্ছিল। মেরামতের খরচ দিনকে দিন বেড়ে যাচ্ছে, পরিবর্তনের খরচ আরো বেশি। বছরখানেকের মধ্যে নতুন নতুন অনেক রোবট তৈরি হয়েছে এবং স্যার লক্ষ করে দেখতেন অ্যান্ড্রিউ সব নতুন যন্ত্রাংশের সুবিধা গ্রহণ করতে লাগল। এসব খরচ অ্যান্ড্রিউ নিজেই বহন করত। দেখতে দেখতে নতুন প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে অ্যান্ড্রিউ উন্নতমানের এবং আধুনিক এক ধাতব মানবে পরিণত হল।

অ্যান্ড্রিউ এটাই চাইছিল।

শুধুমাত্র তার পজিট্রনিক পথরেখায় হাত দেওয়া হল না। স্যারের নিষেধ ছিল।

'নতুন রোবটগুলো তোমার মতো ভালো নয়, অ্যান্ড্রিউ,' স্যার একদিন বললেন। যা-তা। কোম্পানিগুলো পজিট্রনিক পথরেখা নির্দিষ্ট করে দিচ্ছে।

www.BanglaBook.org

বিশেষ কোনো কাজ ছাড়া নতুন রোবটদের কিছু করার নেই। ওদের যে জন্যে তৈরি করা হয়েছে এর বাইরে অন্য কিছু করার ক্ষমতা ওদের নেই। তোমার তুলনা হয় না।'

'ধন্যবাদ, স্যার।'

'এবং পুরো ব্যাপারটার কৃতিত্ব অবশ্যই তোমার, অ্যান্ড্রিউ, তুমি নিশ্চয়ই ভুলে যাও নি। আমি নিশ্চিত মানস্কি তোমাকে প্রথম দেখার পর, তোমার সম্পর্কে জানার পর ওরা সাধারণ পথরেখা তৈরির পরিকল্পনা বাতিল করে দিয়েছিল। সে অনিশ্চয়তা একদম পছন্দ করে না... তোমার কি মনে আছে, ওরা পরীক্ষা করার জন্যে কতবার তোমাকে চেয়েছিল ? নয় বার। আমি রাজি হইনি। শুনেছি সে রিটায়ার করেছে, হয়তো এখন একটু শান্তি পাব।'

স্যারের মাথার চুল হালকা এবং ধূসর হয়ে আসছিল, চেহরায় বয়সের ছাপ পড়েছে আর অ্যান্ড্রিউ দিনকে দিন দেখতে সুন্দর হচ্ছে সেই প্রথম যেদিন এই পরিবারে এসেছিল।

ম্যাম এখন ইউরোপের কোথাও শিল্পকলা নিয়ে ব্যস্ত আর বড় আপা নিউইয়র্কে, সে একজন কবি। ওরা চিঠি লেখে মাঝেমধ্যে তবে ঘন ঘন নয়। ছোট আপার বিয়ে হয়েছে, কাছেই থাকে। সে বলত অ্যান্ড্রিউকে ছেড়ে সে থাকতে পারবে না। যখন ওর বাচ্চা ছোট স্যারের জন্ম হল তখন অ্যান্ড্রিউ-র উপর দায়িত্ব দিয়েছিল বোতলে করে দুধ খাওয়ানোর জন্যে।

নাতির জন্মের পর অ্যান্ড্রিউ বুঝতে পারল স্যার আর ততটা নিঃসঙ্গ বোধ করবেন না যদি সে চলে যায়। তাঁর কাছে এই অনুরোধ নিয়ে যাওয়াটাও ঠিক নয়।

অ্যান্ড্রিউ বলল, 'স্যার, আপনি আমাকে যেভাবে টাকা খরচ করতে দিয়েছেন তাতে আমি কৃতজ্ঞ।'

'এতো তোমার রোজগারের টাকা, অ্যান্ড্রিউ।'

'আপনার ব্যবস্থায় সব করা, স্যার। আমার মনে হয়, সব টাকা আপনার কাছে রাখলেও আইন আপনাকে বাধা দিত না।'

'আইন কখনোই আমাকে অন্যায় করতে বাধ্য করতে পারে না, অ্যান্ড্রিউ।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'সব খরচ এবং ট্যাক্স দেওয়ার পর স্যার, আমার কাছে প্রায় ছয় লক্ষ ডলার আছে।'

'আমি জানি, অ্যান্ড্রিউ।'

'আমার সমস্ত সঞ্চয় আপনাকে দিতে চাই, স্যার।'

'না, না, তা হয় না, অ্যান্ড্রিউ।'

'এর পরিবর্তে, আমি একটা জিনিস চাই স্যার।'

'কী নেবে, অ্যান্ড্রিউ।'

'আমার স্বাধীনতা, স্যার।'

'তোমার–'

'আমি আমার স্বাধীনতা কিনতে চাই, স্যার।'

৬.

ব্যাপারটা সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি তিনি। তাঁর চেহারা লাল হয়ে উঠল তারপর বললেন, 'ওহ্, ঈশ্বর।' বলেই তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন এবং সেখান থেকে চলে গেলেন।

শেষ পর্যন্ত ছোট আপা অ্যান্ড্রিউ-র সামনে স্যারকে চেপে ধরল। গত তিরিশ বছর ধরে নিঃসঙ্কোচে সব ধরনের আলাপ-আলোচনা হয়েছে অ্যান্ড্রিউ-র সামনে, তা সেটা অ্যান্ড্রিউকে নিয়ে হোক বা না হোক। সে তো একটা রোবট।

ছোট আপা বলল, 'বাবা, তুমি কেন ব্যাপারটাকে ব্যক্তিগত সম্মান হিসেবে দেখছ?' ও তো আমাদের কাছেই থাকবে। আমাদের অনুগতও থাকবে। এছাড়া ওর কোনো উপায় নেই। সেভাবেই ওকে তৈরি করা হয়েছে। ও যা চাইছে তা শুধুমাত্র মুখের কথা। ওর স্বাধীনতা এই যা। এতে দোষের কী হল? এটুকু কি সে পেতে পারে না? আমরা এ নিয়ে কয়েক বছর ধরে বহু আলাপ করেছি।'

'কয়েক বছর ধরে আলাপ করেছ, কই বলনি তো?'

'হ্যাঁ, হয়েছে। বার বার আলোচনা করেছি। অ্যান্ড্রিউই বলতে দেয়নি, তুমি আঘাত পাবে তাই। আমিই ওকে এবার পাঠিয়েছি তোমার কাছে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ও তো স্বাধীনতার মানে বোঝে না। ও একটা রোবট।'

'বাবা, তুমি ওকে জান না। লাইব্রেরির সব বই ও পড়ে ফেলেছে। আমি জানি না ওর অনুভূতি কী এবং আমি তোমার ভেতরের অনুভূতিও জানি না। ওর সঙ্গে কথা বললে দেখবে আমাদের মতোই অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে চেহারায়, একে কী বলবে ? তোমার মতোই যদি কেউ অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে চেহারায়, একে কী বলবে ? তোমার মতোই যদি কেও অভিব্যক্তি প্রকাশ করে তাহলে কী বলতে তুমি ?'

'আইন তো স্বীকার করবে না,' স্যার রেগে বললেন। 'শোনো!' অ্যান্ড্রিউ-র দিকে ঘুরে কঠিন গলায় বললেন। 'আমি তোমাকে আইনের অনুমতি ছাড়া মুক্তি দিতে পারছি না, আর এটা যদি কোর্ট পর্যন্ত গড়ায় তাহলে তোমার স্বাধীনতার স্বপ্নই ভেঙে যাবে তা নয় উল্টো ব্যাংকে রাখা তোমার টাকা-পয়সা বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। কোর্ট বলবে একটা রোবটের রোজগার করার কোনো অধিকার নেই। একটা ফালতু খেয়ালের জন্যে তুমি কি সব হারানোর ঝুঁকি নেবে ?'

'স্বাধীনতা এক অমূল্য সম্পদ,' অ্যান্ড্রিউ বলল। 'সেটা পেতে আমি সব কিছু হারাতে রাজি আছি।'

৭.

কোর্টও বলল স্বাধীনতা এক অমূল্য সম্পদ। কিন্তু সেটা যদি হয় একটি রোবটের ক্ষেত্রে তাহলে তো ব্যাপারটা অস্বাভাবিকই হবে।

স্থানীয় এটর্নি নানান বইপত্র ঘেঁটে এক লম্বা বক্তৃতা দিলেন। তিনি বললেন : 'স্বাধীনতা' শব্দটি একটি রোবটের কাছে কোনো মূল্য নেই। একমাত্র মানুষই স্বাধীনতা পাওয়ার যোগ্য।

তিনি বহুবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানান ভঙ্গিতে একই কথা বারবার বলে হাত নেড়ে বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

ছোট আপা অ্যান্ড্রিউ-র পক্ষে কথা বলার জন্যে আদালতের কাছে অনুমতি চাইল। তার পুরো নামে সবাইই চেনে, কিন্তু অ্যান্ড্রিউ-র আগে এই শব্দগুলো শোনেনি :

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমান্ডা লরা মার্টিন চার্নিকে অনুমতি দেওয়া হল।'

সে বলল, 'ধন্যবাদ, ইওর অনার। আমি আইনজ্ঞ নই, তাই কথার জাল বুনে আমি আমার যুক্তি উপস্থাপন করতে পারব না, তারপরেও মহামান্য আদালত আমার বক্তব্য বুঝতে পারবেন।

'প্রথমে আমাদেরকে বুঝতে হবে স্বাধীনতা বলতে অ্যান্ড্রিউ-র বেলায় কী বোঝায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ও এই মুহূর্তে স্বাধীন। গত বিশ বছর পরেও মার্টিন পরিবারের সাথে আছে এবং আমার মনে হয় আমাদের পরিবারের কেউ অ্যান্ড্রিউকে কোনো কাজের জন্য নির্দেশ দেয়নি। আসল কথা হল নির্দেশের প্রয়োজন হয়নি।

'তবে ইচ্ছে করলে আমরা তাকে নির্দেশ দিতে পারতাম, বিশ্রীভাবে নির্দেশ দিতে পারতাম, কারণ সে একটা মেশিনমাত্র। কিন্তু আমরা তা করতে যাব কেন, যেখানে আমরা জানি সে দারুণ বিশ্বস্ততার সাথে আমাদের সেবা করে যাচ্ছে এবং আমাদের জন্য টাকাও রোজগার করছে। আমাদের কাছে ওর ঋণ নেই, উল্টো ও-ই আমাদের ঋণী করেছে।

'আমরা যদি ওকে স্বাধীনতা না-ও দেই তারপরেও সে আমাদের জন্যে কাজ করে যাবে। কয়েকটি কথার মাধ্যমে আমরা তাকে মুক্ত করে দিতে পারি কিন্তু এই স্বাধীন শব্দটা ওর কাছে অনেক কিছু। স্বাধীনতা ওকে অনেক কিছু দিতে পারে কিন্তু বাস্তবে হয়তো সত্যি কোনো মূল্য নেই।'

জজ কয়েক মুহূর্তের জন্য হাসি চেপে রাখলেন। 'আমি আপনার বক্তব্য বুঝতে পারছি, মিসেস চার্নি। আসলে এখন পর্যন্ত নির্দিষ্ট কোনো আইন বা অতীতের কোনো নজির আমাদের কাছে নেই। তবে আমরা সকলেই জানি যে মানুষই স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। আমি এখানে নতুন আইন তৈরি করতে পারি, কিন্তু সে আইন উচ্চ আদালতে বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এই সম্ভাবনার ক্ষেত্রে আমি স্বাভাবিকভাবে নিতে পারছি না ব্যাপারটা। তাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসার আগে আমি রোবটের সাথে কথা বলতে চাই। অ্যান্ড্রিউ।'

'জি, ইওর অনার।'

অ্যান্ড্রিউ এই প্রথম কোর্টে কথা বলল এবং তার কণ্ঠে মানবিক স্বর শুনে জজ অবাক হলেন। তিনি বললেন, 'তুমি কেন স্বাধীনতা চাচ্ছ? এতে তোমার কী লাভ হবে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অ্যান্ড্রিউ বলল, 'ইওর অনার, আপনি কি দাস হয়ে থাকবেন সারা জীবন ?'

'কিন্তু তুমিতো দাস নও। তুমি একটা অসাধারণ রোবট, একটি বুদ্ধিমান রোবট। এমনকি তোমার মধ্যে শিল্পীর দক্ষতা আছে। এরপরেও স্বাধীন হয়ে আর কী বেশি করবে ?'

'হয়তো এর চেয়ে বেশি কিছু করতে পারব না, ইওর অনার, কিন্তু যা করব আরো আনন্দের সাথে করব। একটু আগে এই কোর্টরুমে বলতে শোনা গেছে যে মানুষ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। আমার মনে হয় যার ভেতর স্বাধীনতার ইচ্ছে জাগ্রত হয় সেই স্বাধীনতা লাভ করে। আমার ভেতর স্বাধীনতার প্রবল ইচ্ছা অনুভব করছি।'

শেষ কথাটাই জজ সাহেবকে পথ দেখিয়ে দিল। তিনি তাঁর রায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাক্যটি বললেন : যে সত্তা স্বাধীনতার ধারণা এবং ইচ্ছাকে ধারণ করতে পারে, তাকে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করার কোনো অধিকার কারোর নেই।'

বিশ্ব আদালতও এই রায় বজায় রাখল।

৮.

স্যার অসন্তুষ্ট হলেন এই রায়ে এবং অ্যান্ড্রিউ-র সাথে কথা বলার সময় কর্কশ গলায় কথা বললেন। অ্যান্ড্রিউ বুঝতে পারল প্রচণ্ড অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত তাঁর মন।

স্যার তাকে বললেন, 'আমি তোমার একটা টাকাও চাই না, অ্যান্ড্রিউ। এজন্যে টাকা নিচ্ছি আমি যে তা না হলে তুমি নিজেকে স্বাধীন ভাববে না। আর এখন থেকে তুমি তোমার কাজ নিজে ঠিক করবে এবং তোমার মর্জি অনুযায়ী করবে। আমি তোমাকে কোনো নির্দেশ দেবনা, শুধু এই একটা ছাড়া—তুমি তোমার খুশি মতো কাজ করবে। তারপরেও আমি তোমার ভালোমন্দের জন্যে দায়ী থাকব ; আদালতের রায় অনুযায়ী। আমার মনে হয় তুমি আমার কথা বুঝতে পেরেছ।'

বাধা দিল ছোট আপা। 'এতো কাতর হয়ো না, বাবা। দায়িত্বটা আসলে কিছুই না। তুমি ভালো করেই জান বিশেষ কিছু করার নেই তোমার। তিনটি আইন এখনো চালু আছে।'

www.BanglaBook.org

'তাহলে ও স্বাধীন হল কী করে?'

অ্যান্ড্রিউ বলল, 'মানুষকেও কি কিছু আইন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করা হয় নি, স্যার?'

স্যার বললেন, 'আমি তর্ক করতে চাই না।' তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন এবং এরপর থেকে অ্যান্ড্রিউ তাঁর দেখা পেয়েছে খুব কম।

ছোট আপা প্রায়ই এসে দেখা করে যেত অ্যান্ড্রিউ-র জন্যে তৈরি ছোট বাড়িতে। বাড়িতে ছিল না কোনো রান্নাঘর, ছিল না কোনো বাথরুম। ছিল শুধু দুটো ঘর। একটা লাইব্রেরি ঘর অন্যটি স্টোর এবং কারখানা হিসেবে ব্যবহার হতো। অ্যান্ড্রিউ স্বাধীন হওয়ার পর আগের তুলনায় পরিশ্রম করছে বেশি। বাড়ি তৈরির পুরো খরচটাই সে নিজেই নিয়েছে। বাড়িটি তাকে আইনগতভাবে হস্তান্তর করা হয়েছে।

একদিন ছোট স্যার এসে হাজির... না, জর্জ। এই নামে তাকে ডাকে অ্যান্ড্রিউ। যেদিন কোর্টের রায়ে অ্যান্ড্রিউ স্বাধীন হয়েছিল সেদিনই ছোট স্যার তাকে বলেছিল, 'একজন স্বাধীন রোবট কাউকে ছোট স্যার বলে আর ডাকবে না', জর্জ বলল। 'আমি তোমাকে অ্যান্ড্রিউ বলে ডাকব। তুমি আমাকে জর্জ বলে ডাকবে।'

কথাটা আদেশের মতো ছিল, তাই অ্যান্ড্রিউ তাকে জর্জ বলেই ডাকত—তবে ছোট আপা, ছোট আপাই থাকল।

সেদিন জর্জ একাই এল, জানাল যে স্যার মৃত্যু শয্যায়। ছোট আপা শয্যার পাশে কিন্তু স্যার অ্যান্ড্রিউকে খুঁজছেন।

আগের মতোই স্যারের কণ্ঠস্বর গম্ভীর, নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই। বহু কষ্টে একটা হাত তুললেন। 'অ্যান্ড্রিউ', তিনি বললেন, 'অ্যান্ড্রিউ—আমাকে ধরতে হবে না, জর্জ। আমি মারা যাচ্ছি; আমি পঙ্গু নই... অ্যান্ড্রিউ তোমার স্বাধীনতায় আমি খুশি হয়েছি। এ কথাটা বলার জন্যই তোমাকে ডেকেছি।'

এই অবস্থায় কী বলতে হয় অ্যান্ড্রিউ-র জানা নেই। কেউ মারা যাচ্ছে, তার পাশে দাঁড়ানোর অভিজ্ঞতা এর আগে হয়নি তার, তবে সে জানে মানুষের মৃত্যু মানে সব শেষ হয়ে যাওয়া। সঠিক কী বললে ঠিক হবে অ্যান্ড্রিউ তা জানে না। সে শুধু দাঁড়িয়ে রইল, শান্ত এবং নিশ্চল হয়ে।

www.BanglaBook.org

যখন স্যার মারা গেলেন তখন ছোট আপা বলল, ' শেষের দিকে বাবা তোমার সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করেনি, অ্যান্ড্রিউ, কিন্তু তুমি তো জান, তাঁর বয়স হয়েছিল। তিনি মনে আঘাত পেয়েছিলেন যখন তুমি স্বাধীনতা চেয়েছিলে।'

শেষপর্যন্ত অ্যান্ড্রিউ কথার যোগান পেল। সে বলল, 'তিনি না থাকলে আমি কখনই স্বাধীনতা পেতাম না, ছোট আপা।'

৯.

স্যারের মৃত্যুর পর থেকে অ্যান্ড্রিউ জামাকাপড় পরতে শুরু করল। প্রথমে জর্জের দেওয়া একজোড়া পুরনো ট্রাউজার্স দিয়ে শুরু করল।

জর্জ বিয়ে করেছে এবং সে একজন উকিল। ফেইনগোল্ডের ফার্মে যোগ দিয়েছে। বুড়ো ফেইনগোল্ড বহু আগে মারা গেছেন কিন্তু তাঁর মেয়ে ফার্মটা দেখাশোনা করে বলে ফার্মের নাম রাখা হয়েছে ফেইনগোল্ড এ্যান্ড চার্নি। এটা স্পষ্ট যে মেয়ে যখন ফার্ম থেকে অবসর নেবে তখন কোনো ফেইনগোল্ড তার জায়গায় বসতে পারবে না। অ্যান্ড্রিউ যেদিন প্রথম ট্রাউজার পড়ল, সেদিন চার্নির নামটা ফার্মের নামের সাথে যুক্ত হল।

জর্জ হাসি চেপে রাখার চেষ্টা করছিল যখন অ্যান্ড্রিউ প্রথম ট্রাউজার পড়ছিল, কিন্তু অ্যান্ড্রিউ-র চোখে হাসি স্পষ্ট ছিল।

জর্জ অ্যান্ড্রিউকে দেখিয়ে দিল কিভাবে ট্রাউজার পরতে হয়। কিভাবে পা ঢুকিয়ে কোমরের কাছে এনে চেইন লাগাতে হয়। জর্জ তার নিজের ট্রাউজার পরে দেখাল সব কিছু।

জর্জ বলল, 'তোমার ট্রাউজারে প্রয়োজন পড়ল কেন, অ্যান্ড্রিউ ? তোমার নিজের এই সুন্দর শরীর ঢাকাটাই লজ্জাজনক — যেখানে তোমার প্রয়োজন নেই উষ্ণতা কিংবা সাজসজ্জার। তাছাড়া তোমার এই ধাতুর শরীরে ঠিক মানায় না কাপড়-চোপড়।

অ্যান্ড্রিউ বলল, 'মানব দেহ কি প্রকৃতির এক সুন্দর অবদান নয়, জর্জ ? তারপরেও জামাকাপড় পড় তোমরা।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পবিত্রতার জন্যে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্যে, আঘাতের হাত থেকে তোমাকে বাঁচানোর জন্য, সাজসজ্জার জন্য। এর একটাও তোমার প্রয়োজন নেই।'

অ্যান্ড্রিউ বলল, 'জামাকাপড় ছাড়া আমার কাছে ন্যাংটো ন্যাংটো লাগে। আমাকে আলাদা আলাদা মনে হয়, জর্জ।'

'আলাদা। অ্যান্ড্রিউ গোটা পৃথিবীতে এখন লাখ লাখ রোবট রয়েছে। শেষ শুমারিতে জানা গেছে এই অঞ্চলে মানুষের প্রায় সমান সংখ্যক রোবট রয়েছে।'

'আমি জানি, জর্জ। এখন রোবট তো সব ধরনের কাজ করে।'

'এবং তারা একটাও কাপড়-চোপড় পরে না।'

'কিন্তু তারা কেউই স্বাধীন নয়, জর্জ।'

একটা দুটো করে সে ওয়ার্ডরোবে কাপড়-চোপড় জমা করছিল, জর্জের হাসিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করত সে এবং যাদের কাজ সে করে দিত তাদের অবাক করা দৃষ্টি এড়িয়ে যেত।

সে স্বাধীন রোবট, কিন্তু তার শরীরের ভেতরে যে নিয়ম প্রোগ্রাম করা রয়েছে তার বাইরে সে যেতে পারে না। মানুষের সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে সেই ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ সচেতন ছিল।

অনেকেই অ্যান্ড্রিউ-র স্বাধীনতাকে মেনে নিতে পারেনি। ব্যাপারটা নিয়ে যখন সে ভাবে তখন তার ভাবনার পথরেখার একটা অস্বস্তিকর অবস্থা হয়।

ছোট আপা এখন বৃদ্ধা হয়েছে। বেশিরভাগ সময় সে উষ্ণ আবহাওয়া অঞ্চলে থাকে, কিন্তু যখন সে ফিরে আসে তখন অ্যান্ড্রিউ-র সাথে দেখা করে।

একবার মার সাথে দেখা করে এসে জর্জ বলল, 'এবার মাকে কথা দিতে হল, অ্যান্ড্রিউ। আগামী বছর আমি লেজিসলেচার পদে দাঁড়াব। দাদুর মতো, মার কথা, নাতিও হবে।'

'দাদুর মতো–' অ্যান্ড্রিউ বলেই থেমে গেল।

'আমি মানে আমি জর্জ, দাদুর মতো, স্যারের মতো, লেজিসলেচার সদস্য হব।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অ্যান্ড্রিউ বলল, 'ব্যাপারটা চমৎকার হবে, জর্জ। স্যার যদি–' থমকে থেমে গেল, এভাবে ও বলতে চাইছিল না, 'কর্মক্ষম থাকতেন।' না কথাটা ঠিক হল না।

'বেঁচে থাকতেন,' জর্জ বলল। 'হ্যাঁ, বুড়ো দানবটা বেঁচে থাকলে খুশি হতেন।'

অ্যান্ড্রিউ এই কথাগুলো নিয়ে অনেক ভাবল। লক্ষ করে দেখল জর্জের সঙ্গে কথা বলতে গেলে মনের ভাব প্রকাশে অনেক সমস্যা হয়। যথার্থ শব্দ খুঁজে পেতে ঝামেলা হয়। জর্জ কথা বলার সময় যে শব্দ ব্যবহার করে তা আবার ছোট আপা কিংবা স্যার ব্যবহার করতেন না। জর্জ কেন স্যারকে 'দানব' বলে ডাকল, যখন সে নিশ্চিত শব্দের ব্যবহারটা ঠিক হয়নি?

অ্যান্ড্রিউ-র কাছে যে সব বই আছে তাতে তার কোনো পথনির্দেশ নেই। ওই বইগুলো সবই পুরনো এবং কাঠের কাজের, চিত্রকলা এবং আসবাবপত্র ডিজাইনের। ভাষার কোনো বই নেই, নেই কোনো বই মানুষ সম্পর্কিত।

এখন তার প্রচুর বই পড়া দরকার। স্বাধীন রোবট হিসেবে সে সিদ্ধান্ত নিল জর্জকে কিছু বলবে না। টাউন লাইব্রেরিতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। সিদ্ধান্তটা নেওয়ার পরই অনুভব করল ইলেকট্রো পোটেনশিয়াল বেড়ে গেছে এবং ইনপিডেন্স কয়েলে সেটা ঢুকে পড়বে।

সে লাইব্রেরিতে যাবার জন্য কাপড় পড়ল। গলায় পড়ল কাঠের তৈরি চেইন। প্লাস্টিকের চকচকে চেইন তার পছন্দ ছিল কিন্তু জর্জ তাকে বলেছিল কাঠের মূল্য প্লাস্টিকের চেয়ে অনেক বেশি।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে একশো ফুট যেতেই তার জমিয়ে রাখা রেজিস্ট্যান্স তাকে থামিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সার্কিটের বাইরে বের করে দিল ইনপিডেন্স কয়েল। কিন্তু যখন তাতেও কোনো লাভ হল না তখন সে বাড়ি ফিরে গিয়ে একটা কাগজে পরিষ্কার হাতে বড় বড় করে লিখল, 'আমি লাইব্রেরিতে গেলাম', তারপর সেটা টেবিলের ওপর রাখল যাতে সহজেই চোখে পড়ে লেখাটা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অ্যান্ড্রিউ লাইব্রেরির পথ চেনে না। ম্যাপ দেখে বোঝার চেষ্টা করল। সে রাস্তাটা চিনল কিন্তু বাস্তবের সাথে মিল পেল না। তারপরেও সে ভাবল সে কোথাও ভুল করেছে। সব তার কাছে কেমন যেন অচেনা লাগছে।

তবুও সে এগিয়ে গেল। পথে দুটো ফিল্ড রোবটের সাথে তার দেখা হল, কিন্তু সে যখন ঠিক করল পথে কাউকে জিজ্ঞেস করে পথটা চিনে নেবে তখন আর কাউকে ধারেকাছে পেল না। একটা গাড়ি তার পাশ দিয়ে চলে গেল, থামল না। কাঠ হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল, একেবারে নট নড়নচড়ন অবস্থা, এবং ঠিক তখনই দেখতে পেল দু'জন মানুষ এগিয়ে আসছে।

অ্যান্ড্রিউ তাদের দিকে মুখ ফেরাল। ওরা দু'জন ওর সামনে এসে থামল। অল্পক্ষণ আগেই তারা উচ্চস্বরে কথা বলছিল ; দূর থেকেই তাদের কথা শুনতে পেয়েছিল অ্যান্ড্রিউ, কিন্তু এখন তারা নিশ্চুপ। মানুষের মতো কাপড় পরিহিত অ্যান্ড্রিউকে তারা দেখছিল। ওরা অল্প বয়সের তরুণ, তবে বেশি তরুণ নয়। বিশ হবে হয়তো ? অ্যান্ড্রিউ মানুষের বয়স আন্দাজ করতে পারে না।

অ্যান্ড্রিউ বলল, 'লাইব্রেরিতে যাওয়ার পথটা কি দেখিয়ে দেবেন, স্যার ?'

ওদের দুজনের ভেতরে একজন লম্বা, মাথায় টুপি ওকে আরো লম্বা করেছে। সে অ্যান্ড্রিউ-র প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তার সঙ্গীকে বলল, 'এটা একটা রোবট।'

অন্যজন দেখতে বেঁটে, নাকটা লম্বা, বড় বড় চোখ। সে-ও অ্যান্ড্রিউকে কিছু না বলে সঙ্গীকে বলল, 'এটা কাপড় পরেছে দেখছি।'

লম্বু আঙ্গল নেড়ে বলল, 'এটা একটা স্বাধীন রোবট। চীনিদের একটা রোবট আছে যার মালিক কেউই না। কিন্তু তার কাপড় পরার কী দরকার পড়ল ?'

'ওকেই জিজ্ঞেস করো,' অন্যজন নাঁকি গলায় বলল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তুমি কি চার্নিদের রোবট ?' লম্বু জিজ্ঞেস করল।

'আমি অ্যান্ড্রিউ মার্টিন, স্যার,' অ্যান্ড্রিউ বলল।

'বেশ ভালো। এখন তোমার কাপড় খুলে ফেল। রোবটেরা কাপড় পড়ে না।' সঙ্গীকে বলল, 'জঘন্য লাগছে। তাকিয়ে দেখ।'

দ্বিধায় পড়ে গেল অ্যান্ড্রিউ। এমন করে কোনো আদেশ শোনেনি। মুহূর্তের জন্য ওর দ্বিতীয় বিধান জ্যাম হয়ে গেল।

লম্বু বলল, 'তোমার পরনের কাপড় খুলে ফেল। আমি তোমাকে আদেশ করছি।'

অ্যান্ড্রিউ ধীরে ধীরে তার কাপড়-চোপড় খুলতে লাগল।

'কাপড়গুলো খুলে ফেলে দাও,' লম্বু বলল।

নাকু বলল, 'এটার যদি কোনো মালিক না থাকে, তাহলে এটাকে আমরা তো নিয়ে যেতে পারি।'

'যাহোক,' লম্বু বলল, 'কে আপত্তি করবে যদি আমরা তাই করি ? আমরা তো ধ্বংস করছি না...এ্যাই মাথার ওপর দাঁড়াও।' কথাটা অ্যান্ড্রিউকে বলল।

'মাথা তো ঠিক দাঁড়াবার-' অ্যান্ড্রিউ বলতে শুরু করল।

'এটা একটা আদেশ। না পারলে চেষ্টা করো।'

অ্যান্ড্রিউ আবার দ্বিধায় পড়ে গেল, তারপর সে নিচু হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকাল, চেষ্টা করে পা-টা ওঠাতে গেল অমনি মাটিতে পড়ে গেল ধপাস করে।

লম্বু বলল, 'ওভাবেই শুয়ে থাক।' তারপর পাশের জনকে বলল, 'আমরা ওটাকে পার্ট পার্ট করে খুলে নিয়ে যাব। খোলা অবস্থায় কোনো রোবট দেখেছ ?'

'ও কি খুলতে দেবে ?'

'বাধা দেবে কী করে ?'

অ্যান্ড্রিউ-র বাধা দেবার ক্ষমতা ছিল না, ওরা যদি ওকে বাধা দিতে মানা করে তাহলে। দ্বিতীয় বিধানে আছে আনুগত্য এবং তৃতীয় বিধানে আছে আত্মরক্ষার নিয়ম। এমনকি প্রথম বিধান অনুযায়ী সে ওদেরকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কোনো শারীরিক ক্ষতি করতে পারবে না। এই ভাবনার সাথে সাথে তার দেহের প্রতিটি অংশ সংকুচিত হয়ে পড়ল এবং মাটিতে পড়ে থাকল অসহায়ভাবে।

লম্বু এগিয়ে গিয়ে অ্যান্ড্রিউকে লাথি মেরে সরাতে চাইল। 'বেশ ভারী। আমার মনে হয় যন্ত্রপাতি লাগবে ওটাকে খুলতে।'

নাকু বলল, 'আমরা ওকে হুকুম করতে পারি, দেহটা খোলার জন্যে। নিজে খুলবে নিজের দেহ, দেখতে মজাই লাগবে।'

'ঠিক,' লম্বু চিন্তিত গলায় বলল, 'কিন্তু ওকে তো রাস্তার ওপর থেকে সরাতে হবে। কেউ দেখে ফেলতে পারে—'

ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে অনেক। কেউ একজন এগিয়ে আসছে এদিকে এবং সে আর কেউ না, ও হল জর্জ। অ্যান্ড্রিউ রাস্তার ওপর শুয়ে শুয়ে দেখতে পেল জর্জ এগিয়ে আসছে। জর্জকে ইশারা করার জন্য ওঠার চেষ্টা করল অ্যান্ড্রিউ কিন্তু আদেশের সুরে ধমক খেল সে, 'যেমন আছো তেমন শুয়ে থাক।'

জর্জকে দেখা গেল দৌড়ে আসতে। ঝড়ের বেগে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল সে। দুই তরুণ পিছিয়ে দাঁড়াল, চিন্তিত মনে।

উদ্বিগ্ন গলায় জর্জ বলল,'অ্যান্ড্রিউ, কোনো গোলমাল হয়েছে ?'

অ্যান্ড্রিউ বলল 'আমি ভালো আছি, জর্জ।'

'তাহলে উঠে দাঁড়াও...তোমার কাপড়-চোপড় গেল কোথায় ?'

লম্বু বলল, 'এটা কি তোমার রোবট ম্যাক ?'

পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল জর্জ। 'ও কারো রোবট নয়। কিন্তু এখানে হচ্ছিলটা কী ?'

'আমরা ভদ্রভাবে ওকে কাপড়-চোপড় খুলতে বলেছিলাম। ওটা যখন তোমার রোবট নয় তাহলে তুমি নাক গলাচ্ছ কেন ?'

জর্জ বলল, 'এরা কী করেছিল, বলো তো অ্যান্ড্রিউ ?'

অ্যান্ড্রিউ বলল, 'ওদের উদ্দেশ্য ছিল আমাকে টুকরো টুকরো করে দেখা। ওরা আমাকে নির্জন জায়গায় নিয়ে যাবার কথা বলছিল তারপর আমার দেহটা টুকরো টুকরো করার জন্য আমাকেই আদেশ করত।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জর্জ ওদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে, তাকাল। দুই তরুণ তখনো বেপরোয়া ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। মুচকি মুচকি হাসছিল। লঘু হালকা সুরে বলল, 'কী করবে তুমি চাঁদু ? মারবে নাকি ?'

জর্জ বলল, 'না, আমি তা করব না। এই রোবট আমাদের পরিবারের সাথে সত্তর বছরের বেশি সময় ধরে আছে। সে আমাদের চেনে এবং অন্যদের চেয়ে সে আমাদের হুকুম আগে মানবে। আমি ওকে বলব যে তোমরা আমাকে মারার জন্য হুমকি দিয়েছ। আমি তাকে আদেশ করব আমাকে রক্ষা করার জন্য। ও তোমাদের চেয়ে আমার আদেশটাই বেছে নেবে। তোমরা কি জানো ও যদি আক্রমণ করে তাহলে তোমাদের কী হাল হবে ?'

ওরা দু'জন একপা একপা পিছিয়ে যেতে লাগল, দৃষ্টিতে ভয় স্পষ্ট।

জর্জ তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'অ্যান্ড্রিউ, এই ছেলে দুটো আমাকে শারীরিকভাবে ক্ষতি করতে চাইছে। ওদের দিকে এগোও।'

অ্যান্ড্রিউ তাই করল। দুই তরুণ আর দাঁড়িয়ে থাকল না। ঝেড়ে দৌড় দিল।

'ঠিক আছে, অ্যান্ড্রিউ, শান্ত হও,' জর্জ বলল। অনুভূতিহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে। জর্জের বয়স হয়েছে। দুই তরুণের সঙ্গে ঝগড়া বা মারামারি করার মতো বয়স আর নেই।

অ্যান্ড্রিউ বলল, 'আমি ওদেরকে আঘাত করতে পারতাম না, জর্জ। আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম ওরা তোমার কোনো ক্ষতি করছিল না।'

'আমি কিন্তু তোমাকে ওদের আঘাত করতে বলিনি। আমি শুধু বলেছি ওদের দিকে এগিয়ে যেতে। ওদের ভয় বাকি কাজটা করেছে।'

'ওরা কেন রোবটকে ভয় পায় ?'

'এটা মানুষের একটা মানসিক রোগ, এখন পর্যন্ত এটা কাটিয়ে উঠতে পারিনি। যাকগে সে কথা। তুমি এখানে কী করছিলে, অ্যান্ড্রিউ ? আমি ফিরে যাচ্ছিলাম এবং একটি হেলিকপ্টারের শব্দ শোনার পরই আমি তোমাকে দেখতে পেলাম। কিভাবে তোমার মাথায় ঢুকল লাইব্রেরিতে যাবার জন্য ? আমাকে বললেই তো যে বই দরকার তা পেয়ে যেতে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমি তো এখন—' অ্যান্ড্রিউ বলতে শুরু করল।

'স্বাধীন রোবট। হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্বাধীন। তা ঠিক, কিন্তু লাইব্রেরিতে কী বই খুঁজতে যাচ্ছিলে?'

'আমি মানুষ সম্পর্কে আরো জানতে চাই, বিশ্বজগত সম্পর্কে, সব কিছু সম্পর্কে। এমনকি রোবট সম্পর্কেও, জর্জ। আমি রোবটের ইতিহাস লিখতে চাই।'

জর্জ বলল, 'বেশ চল বাসায় চল... আগে তোমার কাপড়গুলো তুলে নাও। অ্যান্ড্রিউ, রোবটিক্স নিয়ে কয়েক মিলিয়ন বই আছে এবং সবকটাতেই বিজ্ঞানের ইতিহাস আছে। পৃথিবী শুধু রোবটে ভরে গেছে তা নয়, রোবট নিয়ে প্রচুর বইতেও ভরে গেছে।'

অ্যান্ড্রিউ মাথা নাড়ল, অসম্মতি জ্ঞাপনের এই ভঙ্গিটি সে কয়েকদিন হল শিখেছে। 'রোবটিক্সের ইতিহাস নয়, জর্জ। রোবটের ইতিহাস, লেখক একজন রোবট। আমি লিখতে চাই রোবটদের অনুভূতির কথা, মানুষ এবং পৃথিবী সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতার কথা।'

জর্জের ভ্রু লাফিয়ে উপরে উঠে গেল, তবে সে এ ব্যাপারে কিছুই বলল না।

১১.

ছোট আপা তিরাশি বছর বয়সে পা দিল, কিন্তু বয়সের ভারে তার মনের জোর কমেনি। সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে চলাফেরা করে। হাতে সব সময় একটা বেতের লাঠি আছে।

সমস্ত ঘটনা শুনে প্রচণ্ড রেগে গেল ছোট আপা। বলল, 'জর্জ, অসম্ভব ঘটনা দেখছি। জানোয়ার দুটো কে?'

'বলতে পারব না। জানলেই বা কী করতে? কোনো ক্ষতি তো ওরা করেনি?'

'তা করেনি। তুমি একজন আইনজীবী জর্জ এবং তা হতে পেরেছ অ্যান্ড্রিউর জন্য। ওর রোজগারের টাকাতেই আমাদের এই রমরমা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অবস্থা। ও এই পরিবারের জন্য যা করেছে তার বিনিময়ে ওর সঙ্গে খেলনার মতো ব্যবহার করাটা আমি পছন্দ করব না।'

'আমাকে কী করতে বল মা ?' জর্জ জিজ্ঞেস করল।

'তুমি একজন আইনজীবী। তুমি বুঝতে পারনি ? তুমি একটা টেস্ট কেস ফাইল করবে যেমন করেই হোক এবং আঞ্চলিক আদালতকে বাধ্য করবে রোবট সম্পর্কে আইন পাস করতে এবং আদালতে পাস হওয়ার সাথে সাথে বিশ্ব আদালতে চলে যাবে, এটা তোমাকে করতেই হবে। আমি সবকিছু লক্ষ রাখছি জর্জ, এবং আমি কোনো অন্যায় সহ্য করব না।'

ছোট আপা এ ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। একটা ছোট ব্যাপার থেকে বিশাল আকার ধারণ করেছে। ফেইনগোল্ড অ্যান্ড চার্নি-র সিনিয়ার পার্টনার হিসেবে জর্জ মামলার মূল বিষয়গুলো হাতে রেখে জুনিয়র পার্টনারদের মামলা পরিচালনার দায়িত্ব দিল, বিশেষ করে তার ছেলে পলকে। পল ইতোমধ্যে ফার্মে যোগ দিয়েছে এবং সে দিনের পর দিন তার দাদিমার সঙ্গে আলোচনা করে নেয়। ছোট আপাও তা নিয়ে প্রতিদিন অ্যান্ড্রিউর সাথে আলাপ করে।

অ্যান্ড্রিউ নিজেও এই কাজে পুরোপুরি জড়িয়ে গেল। তার রোবট নিয়ে লেখা বইয়ের কাজ পিছিয়ে গেল। সে আইন নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা করে ফেলল। মাঝেমধ্যে উপদেশ দিতে লাগল।

সে বলল, 'জর্জ সেদিন বলেছিল যে মানুষ রোবটদের খুব ভয় পায়। যতদিন এই ভয় থাকবে ততদিন কোর্ট সহজভাবে রোবটদের পক্ষে কাজ করবে না। তাই আগে আমাদের জনমত তৈরি করা দরকার না ?'

তাই পল যখন কোর্ট নিয়ে ব্যস্ত থাকে তখন জর্জ কোর্টের বাইরে জনমত তৈরিতে ব্যস্ত থাকল। এ কাজে জর্জের দক্ষতা ছিল এবং সে ঢিলেঢালা কাপড় পরে চলে যেত যাকে সে বলত জ্যাপেরি। পল বলল 'স্টেজে বক্তৃতা দেওয়ার সময় ওটা পরে যেও না, বাবা।'

জর্জ বলল, 'আমি চেষ্টা করছি।'

একবার হোলো নিউজ সম্পাদকদের এক বার্ষিক সভায় জর্জ বক্তৃতা দিল। সে যা বলেছিল তার অংশবিশেষ হল :

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'রোবটের দ্বিতীয় বিধান থেকে আমরা যে কোনো রোবটের কাছ থেকে সীমাহীন আনুগত্য আদায় করতে পারি আজ। প্রয়োজনে দুই নম্বর বিধান তিন নম্বর বিধানের উপর কার্যকরী করা যায়। তার মানে একজন বিবেকহীন মানুষ ইচ্ছে করলে একটা রোবটকে নির্দেশ দিতে পারে নিজেকে ধ্বংস করার জন্য এবং তার নির্দেশ রোবটকে পালন করতে হবে।

'এটা কী উচিত ? আমরা কি জীব-জানোয়ারে সঙ্গে এমন ব্যবহার করি ? এমনকি আমাদের উপকারে লাগে এমন কোনো প্রাণহীন বস্তুকেও এত তাচ্ছিল্য করি না আমরা। রোবটরা অনুভূতিশূন্য নয় ; ওরা জানোয়ার নয়। ওরা ভাবতে পারে, কথা বলতে পারে। যুক্তিতর্ক বোঝে, কৌতুক করে আমাদের সাথে। আমরা কি ওদের সাথে বন্ধুর মতো ব্যবহার করতে পারি না, কিংবা পারি না একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে ?

'মানুষ একটি রোবটকে আদেশ দেয়, সেই রোবটকে আত্মঘাতী আদেশ না দেওয়াই উচিত। মানুষ ক্ষতির সম্মুখীন হলে অবশ্যই আমাদের অন্য রকম ভাবতে হবে। বড় শক্তির দায়িত্ব বড়। মানুষের সেবা আর নিরাপদ করার জন্য আমরা যদি রোবটদের তিনটি বিধান দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করতে পারি তাহলে রোবটদের অধিকার রক্ষার জন্য আমাদের আচরণকে একটা দুটো আইন দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করব না ?'

অ্যান্ড্রিউ-র ধারণাই সত্য বলে প্রমাণিত হল। সারা পৃথিবী জুড়ে রোবটদের পক্ষে জনমত গড়ে উঠল এবং তখনই কোর্টে রোবটদের অধিকার রক্ষার বিলটা পাস হয়ে গেল। আইনটা হল খুবই দুর্বল এবং তা ভঙ্গ করলে যে শাস্তির ব্যবস্থা রইল তা একেবারে দুর্বল। তারপরেও একটা নীতি প্রতিষ্ঠিত হল। যেদিন বিশ্ব আইনসভায় বিলটা পাস হল সেদিনই ছোট আপা মারা গেল।

ব্যাপারটা কাকতালীয় নয়। ছোট আপা অনেক কষ্টে দম আটকে রেখেছিল তারপর সুসংবাদ শোনার পরই তার সব কষ্ট মিলিয়ে গেল চেহারা থেকে। শেষ হাসিটা সে হাসল অ্যান্ড্রিউ-র জন্য। ছোট আপা শেষ কথাটা বলল তাকেই ; 'তুমি আমাদের ভালো বন্ধু ছিলে, অ্যান্ড্রিউ।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মারা যাবার সময় ছোট আপা অ্যান্ড্রিউর হাত ধরে ছিল। পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল তার ছেলে, ছেলের বৌ এবং নাতিরা।

১২.

রিসেপশনিস্ট ভেতরের ঘরে চলে যাবার পর ধৈর্য্যসহকারে অপেক্ষা করতে লাগল অ্যান্ড্রিউ। ওটা নিশ্চয়ই হলোগ্রাফিক চেটার বক্স ব্যবহার করেছিল, তবে প্রশ্নাতীতভাবে ওটা ছিল মনুষ্যবিহীন (অথবা সম্ভবত রোবটবিহীন) এবং মানুষের বদলে রোবটের সাথেই যোগাযোগ করেছিল।

অ্যান্ড্রিউ ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে সময় কাটাচ্ছিল, তাহলে কি মনুষ্যবিহীনকে রোবটবিহীন সদৃশ্যতায় ব্যবহার করা হয়েছিল, অথবা মনুষ্যবিহীনকে রূপক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল আসল অর্থ থেকে বহুদূরে সরে গিয়ে রোবটকে বোঝানোর জন্য—কিংবা ওই বিষয়ে মেয়েদের বোঝানোর জন্য কি?

এই ধরনের সমস্যায় তাকে প্রায়ই পড়তে হয় তার রোবট বিষয়ক বইটা লিখতে গিয়ে। সমস্যা সংকুল বিষয়ে খুব কৌশলে বাক্য তৈরি করতে গিয়ে প্রচুর চিন্তা করতে হয়েছে, যার ফলে তার শব্দ তালিকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাঝে মধ্যে ঘরের ভেতর দুই একজন আসছে এবং তার দিকে তাকাচ্ছে। অ্যান্ড্রিউ অবশ্য কারো দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে না। প্রত্যেকের দিকে শান্ত চোখে তাকাচ্ছে সে এবং প্রত্যেকেই চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

পল চার্নি শেষ পর্যন্ত তার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সে অবাক হল অ্যান্ড্রিউকে দেখে। পল জবরজঙ্গ কাপড় পড়েছে। অ্যান্ড্রিউ ব্যাপারটা অগ্রাহ্য করল। লক্ষ করে দেখল তার অগ্রাহ্যভাব পলকে বিচলিত করল না।

পল বলল, 'ভেতরে এস, অ্যান্ড্রিউ। তোমাকে অপেক্ষায় রাখার জন্য দুঃখিত, কিন্তু একটা কাজ শেষ করে আমাকে আসতে হয়েছে। এস, ভেতরে এস, তুমি আমার সাথে কথা বলতে বলেছিলে কিন্তু বুঝতে পারিনি এখানে এসে কথা বলবে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তুমি ব্যস্ত থাকলে আমি অপেক্ষা করতে পারি।'

পল তার দৃষ্টি ঘোরাল যেখানে একটি টাইম পিস রয়েছে, তারপর বলল, 'কিছু সময় দিতে পারব। তুমি কি একা এসেছ?'

'আমি একটা অটোমোবাইল ভাড়া করেছি।'

'কোনো সমস্যা?' পল জিজ্ঞেস করল, দুশ্চিন্তার ছাপ স্পষ্ট।

'না তেমন কিছু না। আমার অধিকার সংরক্ষিত আছে।'

পল দুশ্চিন্তিত চেহরায় তার দিকে তাকাল। 'অ্যান্ড্রিউ, আমি আগেই ব্যাখ্যা করেছি যে আইন বলপ্রয়োগ করে চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। এমনকি খুব খারাপ অবস্থাতেও...এবং তুমি যদি কাপড় পর তাহলে প্রায়ই সমস্যায় পড়বে।'

'পল, আমি দুঃখিত তোমার অসন্তুষ্টির জন্যে।'

'ঠিক আছে, ব্যাপারটা এভাবে দেখ, তুমি একজন জীবন্ত কিংবদন্তি অ্যান্ড্রিউ। যাকগে এবার বল তোমার বইয়ের খবর কী?'

'প্রায় শেষ করে এনেছি, পল। পাবলিশার খুব খুশি।'

'ভালো কথা!'

'আমার মনে হয় পাবলিশার বইয়ের কারণে খুশি নয়। সে ভাবছে রোবট সম্বন্ধে বই লিখেছে এক রোবট বলেই বোধহয় বেশি বিক্রি হবে তাই।'

'মানুষ মানুষই। আমি শংকিত।'

'আমি অসন্তুষ্ট নই। বিক্রি হওয়া মানে হল টাকা এবং সে টাকা আমার খুব প্রয়োজন।'

'দাদিমা তোমার জন্য রেখে গেছে---'

ছোট আপা উদার ছিলেন এবং আমি নিশ্চিত এই পরিবারে আমার অধিকারের মূলেই তিনি। কিন্তু রয়ালিটির টাকা আমার পরবর্তী পদেক্ষেপের জন্য খরচ করতে সাহায্য করবে।

'পরবর্তী পদক্ষেপটা কী?'

'আমি ইউ. এস. রোবটস অ্যান্ড মেকানিক্যাল ম্যান কর্পোরেশনের চিফের সাথে দেখা করতে চাই। আমি একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করার চেষ্টা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করেছি কিন্তু আমি তার কাছ পর্যন্ত পৌছুতে পারিনি। কর্পোরেশন আমার বই লেখাটাকে ভালো দেখেনি। আমি কিন্তু আশ্চর্য হইনি।'

পল পরিষ্কার বুঝতে পারল। 'কর্পোরেশনই শেষ সীমানা তুমি ভাবছ। ওরা রোবটের অধিকার রক্ষার আন্দোলনে তোমাকে সাহায্য করবে না। বরং অসহযোগিতা করবে এবং তুমি তো সেটা দেখেছই। ওদের ধারণা রোবটকে অধিকার দিলে কেউ আর রোবট কিনতে চাইবে না।'

'যাই হোক,' অ্যান্ড্রিউ বলল, 'তুমি একবার ওদের সাথে আমার দেখা করানোর ব্যবস্থা করিয়ে দাও।'

'আমি ওদের কাছে অতটা জনপ্রিয় না তোমার চাইতে, অ্যান্ড্রিউ।'

'তুমি তাদের বল যে, ওরা যদি আমার সাথে দেখা করতে রাজি না থাকে তাহলে তোমাদের ফার্ম ফেইনগোল্ড অ্যান্ড চার্নি রোবটদের অধিকার নিয়ে আন্দোলনের তীব্রতা বাড়িয়ে দেবে।'

'সেটা কি মিথ্যা বলা হবে না, অ্যান্ড্রিউ ?'

'ঠিক তাই, পল, কিন্তু আমি মিথ্যা বলতে পারি না। সে জন্যে তোমাকেই বলতে হবে।'

'বাহ্, তুমি মিথ্যা বলতে পার না অথচ আমাকে দিয়ে মিথ্যা বলাতে চাপ দিচ্ছ, তাই নয় কি ? ক্রমে তুমি মানুষ হয়ে উঠছ, অ্যান্ড্রিউ।'

১৩.

প্রথমে রাজি করাতে বেশ ঝামেলা হয়েছে, এমনকি পলের নাম শুনেও কাজ হয়নি।

শেষ পর্যন্ত রাজি করানো গেছে। হার্লি স্মাইথ রবার্টসন, সর্বক্ষণ বিরক্তির ভাব নিয়ে থাকেন। রিটায়ার করার সময় হয়ে গেছে তাঁর। কোম্পানির প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রায় পুরোটা সময় রোবটের অধিকারের প্রশ্নে বেশ ঝামেলায় কেটেছে। তাঁর সাদা চুল মাথার চামড়ার সঙ্গে লেপটে আছে, মুখে কোনো মেকাপ নেননি। তিনি অ্যান্ড্রিউ-র দিকে সন্দেহ এবং ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অ্যান্ড্রিউ বলল, 'স্যার, আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে এই কোম্পানির মারটিন মানস্কি বলেছিল যে আমার পজিট্রনিক পথরেখার ছক নির্ধারণকারী গণিতশাস্ত্র এতটাই জটিল এবং দুর্বোধ্য যে সম্ভাব্য সমস্যা সমাধান করতে পারি। আর তাই আমার ক্ষমতা বা সামর্থ্যের ভবিষ্যদ্বাণী করা অসম্ভব।'

'সে তো প্রায় এক শতাব্দী আগের কথা।' স্মাইথ রবার্টসন একটু ইতস্তত করলেন, তারপর ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'স্যার। কথাটা তোমার বেলায় সত্য। এখনকার যে রোবটগুলো তৈরি হচ্ছে সেগুলো যে কাজের জন্যে তৈরি হচ্ছে সে কাজটা শুধু নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে করতে পারে।'

'বুঝলাম,' পল মুখ খুলল এবার। কর্পোরেশন ঠিক কথাই বলছে, 'আমার রিসেপশনিস্টের কথা বলি, রুটিন কাজের ফাঁকে একটু এদিক ওদিক হলেই সে বোকা বনে যায়।'

স্মাইথ-রবার্টসন বলল, 'আপনি আরো বিরক্ত হবেন যদি তাকে আরো উন্নত করা হয়।'

অ্যান্ড্রিউ বলল, 'তার মানে আমার মতো সম্ভাবনাময় রোবট তৈরি করছেন না তারা?'

'আর হবে না।'

'আমার বই লিখতে গিয়ে যে রিসার্চ করেছি তাতে দেখা যাচ্ছে,' অ্যান্ড্রিউ বলল, 'যে আমিই একমাত্র কার্যক্ষম প্রাচীন রোবট।'

'হ্যাঁ প্রাচীনতম রোবট,' বললেন স্মাইথ-রবার্টসন, 'এবং একমাত্র। চিরকালের জন্য প্রাচীনতম রোবট। এখন কোনো রোবট পঁচিশ বছরের বেশি কার্যক্ষম রাখা হচ্ছে না। এরপরেই পুরনো রোবট খাটে নতুন মডেলের রোবট দেই।'

'তার মানে কোনো রোবটের কার্যক্ষমতা পঁচিশ বছরের বেশি থাকে না,' পল বলল আনন্দিত গলায়। 'তাহলে তো অ্যান্ড্রিউ এদিক দিয়ে বিস্ময়কর ব্যতিক্রম।'

অ্যান্ড্রিউ একটু সময় নিয়ে বলল, 'বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীনতম রোবট হিসেবে, আমি কি কোম্পানির কাছ থেকে বিশেষ সুবিধা পেতে পারি না?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'একবারেই না,' স্মাইথ-রবার্টসন ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'তোমার অনন্য বৈশিষ্ট্য কোম্পানিকে বেশ ঝামেলায় ফেলেছে। তোমাকে বিক্রি না করে যদি লিজ দিতাম তাহলে অনেক আগেই নতুন রোবট দিয়ে তোমার স্থান পূরণ করা হত।'

'কিন্তু আমি তো ঠিক সেটাই বলতে চাইছি।' অ্যান্ড্রিউ বলল। 'আমি একজন স্বাধীন রোবট এবং আমিই আমার মালিক। আমি এখানে এসেছি আমাকে বদলে দিতে। আপনি তো সে কাজটা মালিকের মত ছাড়া করতে পারবেন না। বর্তমানে লিজের সঙ্গে এমন কথা লেখেননি আপনারা। আমার সময় এমন কিছু ছিল না।'

স্মাইথ-রবার্টসন রীতিমত হকচকিয়ে তাকিয়ে রইলেন। বেশ কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। অ্যান্ড্রিউ দেয়ালের একটা হলোগ্রাফিক ছবির দিকে তাকিয়ে আছে। ওটা সুজান ক্যালভিনের মুখোশ যিনি রোবটিক্সের সাধু। তিনি মারা গেছেন দুই শতাব্দী আগে। বই লিখতে গিয়ে তার মনে হয়েছে সে তাঁকে ভালো করেই চেনে।

স্মাইথ-রবার্টসন বললেন, 'কেমন করে পাল্টাব তোমাকে ? তোমাকে যদি বদলে দেই তাহলে তার মালিক হিসেবে তাকে আমরা তোমার কাছে কিভাবে ফেরত দেব ? তোমাকে বদলালে তো তোমার অস্তিত্বই থাকছে না আর।' দাঁত বের করে হাসলেন তিনি।

'কোনো সমস্যা তো দেখতে পাচ্ছি না,' পল বলল। 'অ্যান্ড্রিউ-র ব্যক্তিত্ব, সৃজনী শক্তির উৎস হল তার পজিট্রনিক ব্রেন, তাই নতুন তৈরি না করে তা স্থানান্তর করা সম্ভব নয়। পজিট্রনিক ব্রেনের মালিক হচ্ছে অ্যান্ড্রিউ। তার দেহের অন্যান্য অংশ পাল্টানো যেতে পারে তার ব্যক্তিত্বের কোনো পরিবর্তন না করে। মোদ্দা কথা হল, অ্যান্ড্রিউ চাইছে নতুন শরীরে তার পজিট্রনিক ব্রেনটাকে স্থানান্তর করা হোক।'

'ঠিক তাই,' শান্তভাবে অ্যান্ড্রিউ বলল। স্মাইথ-রবার্টসনের দিকে তাকাল সে। 'আপনারা তো এখন এন্ড্রয়েড তৈরি করছেন তাই না ? রোবট অথচ মানুষের শরীরের আকৃতি এবং গুণাগুণ দিয়ে তৈরি?'

স্মাইথ-রবার্টসন বললেন, 'হ্যাঁ, করছি। তারা ঠিকমতো কাজ করছে সিনথেটিক ফাইবারের শরীর এবং শিরাগুচ্ছ দ্বারা হাড় নিয়ে। শরীরের

www.BanglaBook.org

কোথাও কোনো ধাতব পদার্থ নেই শুধু ব্রেন ছাড়া। তারপরেও তারা ধাতব রোবটের কাছাকাছি। তারা খুব শক্তিশালী।'

পল আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে রইল। 'এটা আমার জানা ছিল না। বাজারে এগুলো আছে?'

'একটাও নেই,' স্মাইথ-রবার্টসন বললেন। 'ধাতব রোবটদের চেয়ে এদের খরচ বেশি এবং মার্কেট সার্ভে করে দেখা গেছে এ ধরনের রোবটের চাহিদা নেই। এরা দেখতে মানুষের মতো।'

অ্যান্ড্রিউ বলল, 'তারপরেও কোম্পানির তো অভিজ্ঞতা রয়েছে। আর তাই, আমি অনুরোধ করছি আমাকে একটি অর্গানিক রোবটে রূপান্তরিত করা হোক অর্থাৎ এন্ড্রয়েডে রূপান্তরিত করুন।'

পল বিস্ময়ে বলে উঠল, 'ওহ্ ঈশ্বর।'

স্মাইথ-রবার্টসন শক্ত হয়ে বসে রইলেন চেয়ারে। বললেন, 'একেবারেই অসম্ভব।'

'কেন সম্ভব না?' অ্যান্ড্রিউ জিজ্ঞেস করল। 'আমি এর জন্যে ন্যায্য দাম দেব।'

স্মাইথ-রবার্টসন বললেন, 'আমরা এন্ড্রয়েড তৈরি করা বন্ধ করে দিয়েছি।'

'আপনারা এন্ড্রয়েড তৈরি করা বন্ধ করে দিয়েছেন এটা ঠিক,' পল, নিজেকে দ্রুত সামলে নিয়ে বলল। 'এর মানে এই নয় যে আপনারা এন্ড্রয়েড তৈরি করতে পারেন না।'

স্মাইথ-রবার্টসন বললেন, 'না তা নয়, এন্ড্রয়েড বানানো মানে জনমতের বিরুদ্ধাচরণ করা।'

'এর বিরুদ্ধে তো কোনো আইন নেই,' পল বলল।

'তা নেই, তারপরেও আমরা বানাচ্ছি না এবং বানাব না।'

পল তার গলা পরিষ্কার করল। 'মিস্টার স্মাইথ-রবার্টসন,' সে বলল, 'অ্যান্ড্রিউ একটি স্বাধীন রোবট এবং আইনে তার অধিকার গ্যারান্টি দেওয়া আছে। আপনি ভয় পাচ্ছেন, আমি সেটা দেখব।'

'আমি তা জানি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এই রোবট একটা স্বাধীন হিসেবে কাপড় পরতে চায়। সে জন্যে মানুষরূপী জানোয়ারদের হাতে তাকে কম নাজেহাল হতে হয়নি। যারা এমন করছে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি।'

'ইউ. এস. রোবটস প্রথম থেকেই এটা বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য আপনার বাবার ফার্ম সেটা বুঝতে পারেনি।'

'আমার বাবা মারা গেছেন,' পল বলল, 'কিন্তু আমি অন্তত একটা স্পষ্ট অপরাধ এবং অপরাধীকে দেখতে পাচ্ছি।'

'কী বলতে চাইছেন আপনি ?' জানতে চাইলেন স্মাইথ-রবার্টসন।

'আমার ক্লায়েন্ট, অ্যান্ড্রিউ মার্টিন—সে এখন আমার ক্লায়েন্ট—একটি স্বাধীন রোবট হিসেবে ইউ. এস. রোবটস অ্যান্ড মেকানিক্যাল ম্যান কর্পোরেশনের কাছে তার পুরানো দেহ বদলে নতুন দেহের দাবি করার অধিকার রাখে। পঁচিশ বছর পর রোবটের মালিকদের নতুন রোবট সরবরাহ করে থাকে কর্পোরেশন। এ ব্যাপারে কর্পোরেশনই কাজটা করে থাকে।'

পল নিজেকে সহজ করার জন্য একটু হাসল। তারপর আবার বলতে থাকল, 'আমার ক্লায়েন্টের পজিট্রনিক ব্রেনই হল তার দেহের মালিক—আর সেই দেহটা পঁচিশ বছরের বেশি পুরাতন। পজিট্রনিক ব্রেন সেই দেহের পরিবর্তন চাইছে এবং এর জন্যে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতেও রাজি আছে এ্যান্ড্রয়েডে রূপান্তর করতে। আপনারা যদি এই দাবি না মানেন তাহলে আমার ক্লায়েন্ট অপমান বোধ করবে এবং আমরা মামলা করতে বাধ্য হব।

'একটু খাটাখাটুনি করলে আমরা রোবটের স্বপক্ষে জনমত গড়ে তুলতে পারব, আপনাকে এ কথা মনে করিয়ে দিয়ে বিব্রত করতে চাই না যে ইউ. এস. রোবট জনসাধারণের কাছে জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান নয়। এমনকি আপনাদের কার্যকলাপের কারণে জনগণ সন্দেহের চোখে দেখে কর্পোরেশনকে। এটা হয়তো সেদিন থেকে হয়েছে যেদিন রোবটদের ভয় করতে শুরু করেছে তারা। ইউ. এস. রোবটস-এর শক্তি এবং টাকাই তাদের বিরুদ্ধে যেতে বাধ্য করেছে হয়তো। কারণ যাই হোক না কেন, আমার মনে হয় আপনারা এমন মামলায় নিজেদের জড়াতে চাইবেন না। যেখানে আমার ক্লায়েন্ট ধনী এবং শত শত বছর বেঁচে থাকতে পারবে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এবং যুগ যুগ ধরে এ রকম একটি মামলা লড়ে যেতে তার পক্ষে অসম্ভব নয়।'

স্মাইথ-রবার্টসনের চেহারা ধীরে ধীরে লাল হয়ে গেল। 'আপনি কি আমাকে জোর করে...'

'আমি আপনাকে কোনো কিছুতেই জোর করছি না,' পল বলল। 'আপনি যদি আমার ক্লায়েন্টের অনুরোধ উপেক্ষা করেন তাহলে আমরা আর একটা কথাও বাড়াব না...তবে আমরা মামলা করব, সে অধিকার আমাদের আছে এবং আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন যে আপনি মামলায় হেরে যাবেন।'

স্মাইথ-রবার্টসন বললেন, 'বেশ—' তারপর থেমে গেলেন।

'আমি দেখতে পাচ্ছি আপনি আমাদের দাবি মেনে নেবেন,' পল বলল। 'আপনি দ্বিধায় পড়েছেন কিন্তু আপনি দাবি মানবেন। এই মুহূর্তে আমি আপনাকে আশ্বাস দিতে পারি। যদি আমার ক্লায়েন্টের পজিট্রনিক ব্রেনটিকে আপনারা যখন ধাতব শরীর থেকে অর্গানিক শরীরে রূপান্তর করবেন তখন যদি কোনো ক্ষতি হয় তাহলে কর্পোরেশনকে চড়া মূল্য দিতে হবে। আমার ক্লায়েন্টের ব্রেনের পথ-রেখার প্লাটিনাম-ইরিডিয়ামে যদি কোনো ক্ষতি হয় তাহলে আমি জনমত গড়ে তুলব কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে।' তারপর অ্যান্ড্রিউর দিকে তাকিয়ে বলল, 'অ্যান্ড্রিউ তুমি কি এর পরেও রাজি?'

অ্যান্ড্রিউ পুরো এক মিনিট সময় নিল। প্রচুর মিথ্যা কথা, ব্ল্যাকমেইল এবং মানুষের ক্ষতি করা হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করো না, নিজেকে বলেছে অ্যান্ড্রিউ, শারীরিক শক্তি প্রয়োগ নয়।

শেষ পর্যন্ত অ্যান্ড্রিউ অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'হ্যাঁ।'

১৪.

এটা অনেকটা নতুন করে শুরু করা। দিন, সপ্তাহ, মাস কেটে গেল, অ্যান্ড্রিউ-র নিজেকে নিজের মতো মনে হল না এবং কোনো কাজ করতে গেলে আড়ষ্টতা তাকে চেপে ধরে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পল রেগে গেল ব্যাপাটা দেখে। 'ওরা তোমাকে ধ্বংস করে দিয়েছে, অ্যান্ড্রিউ। আমরা ওদের বিরুদ্ধে মামলা করব।'

অ্যান্ড্রিউ ধীরে ধীরে বলল, 'তুমি তা করতে পারবে না। তুমি সেটা প্রমাণ করতে পারবে না– কিছুটা– বি– বি– বি– বি—'

'বিদ্বেষ ?'

'বিদ্বেষ। আমি আগের তুলনায় শক্তিশালী হয়ে উঠছি। এটা ক– ক– ক—'

'কম্পন ?'

'অসুস্থতার। এর আগে এমন হ– হ– হ—'

অ্যান্ড্রিউ তার শরীরের ভেতর ব্রেনের অবস্থান অনুভব করে। অন্য কেউ তা পারেনি। ও জানে ও ভালো আছে এবং নতুন দেহের সাথে ওর ব্রেনের মধ্যে সঙ্গতি আসতে সময় লাগছে বেশ। এই সময়টায় অ্যান্ড্রিউ নিজেকে নিয়ে অনেক কিছু ভাবল, আয়নার সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকল। এইভাবে ধীরে ধীরে সহজ হয়ে উঠতে লাগল ব্রেনের সমস্ত গতিপথ।

পুরোপুরি মানুষের চেহারা হয়তো বলা যায় না। মুখটা একটু আড়ষ্ট—একটু বেশি আড়ষ্ট—এবং নড়াচড়াটা একটু যান্ত্রিক। মানুষের স্বচ্ছন্দ এবং সাবলীল নয়, তবে অভ্যস্ত হয়ে উঠলে এটা কেটে যাবে। একটা সুবিধে এই যে কাপড় পরে বাইরে গেলে ধাতব চেহারা দেখে তাকে আর কেউ হেনস্থা করবে না।

শেষে একদিন সে বলল, 'কাজকর্ম শুরু করে দেব ভাবছি।'

পল হেসে বলল, 'তার মানে তুমি ভালো হয়ে গেছ। কী ধরনের কাজ করবে ভাবছ ? আরেকটা বই লিখবে ?'

'না,' অ্যান্ড্রিউ দৃঢ়ভাবে জবাব দিল। 'আমার জীবনটা এত দীর্ঘস্থায়ী যে কেবল একটা ক্যারিয়ার নিয়ে পড়ে থাকার কোনো যুক্তি নেই। একটা সময় ছিল যখন আমি আর্টিস্ট ছিলাম এবং এখনো তাই আছি। তারপর আমি একজন ইতিহাসবিদ হলাম এবং এখনো তাই আছি। কিন্তু এখন আমি একজন রোবোবায়োলজিস্ট হতে চাই।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'একজন রোবোসাইকোলজিস্ট বলতে চাইছ।'

'না। এর দ্বারা পজিট্রনিক ব্রেন নিয়ে কাজ করা যায় এবং এই মুহূর্তে আমি তা নিয়ে ভাবছি না। একজন রোবোবায়োলজিস্ট হিসেবে, যে শরীরের সাথে পজিট্রনিক ব্রেন যুক্ত হচ্ছে সেই শরীর নিয়ে কাজ করতে চাইছি।'

'এটাকে কি রোবোটিসিস্ট বলে না?'

'একজন রোবোটিসিস্টের কাজ হল ধাতব শরীর নিয়ে। অর্গানিক হিউম্যানয়েড শরীর নিয়ে কাজ করব। যে শরীরটা আমার রয়েছে যতদূর আমি জানি।'

'তুমি তোমার কর্মক্ষেত্র ছোট করে ফেলছ,' পল চিন্তিতভাবে বলল। 'আর্টিস্ট হিসেবে বিষয়বস্তুগুলো ছিল তোমার; ইতিহাসবিদ হিসেবে তুমি রোবটের ইতিহাস নিয়ে ঘাটাঘাটি করেছিলে; আর এখন একজন রোবোবায়োলজিস্ট হিসেবে তুমি শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হতে চাইছ।'

অ্যান্ড্রিউ মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, আমি তাই হতে চাইছি।'

অ্যান্ড্রিউ একেবারে গোড়া থেকে শুরু করল। কারণ সে জীববিজ্ঞান সম্পর্কে কিছুই জানে না, এমনকি বিজ্ঞান সম্পর্কে তার জ্ঞানও নেই। ওকে এখন লাইব্রেরিতে নিয়মিত দেখা যেতে লাগল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইলেকট্রনিক সূচি নিয়ে ব্যস্ত থাকে সে। পরনে থাকে সাধারণ কাপড়-চোপড়। অল্প কয়েকজন যারা জানে ও একটা রোবট তারা এখন আর বিরক্ত করে না।

নিজের বাড়িতে একটা ছোটখাটো ল্যাবরেটরি বানিয়ে ফেলেছে সে এবং তার লাইব্রেরি দিনে দিনে বড় হতে লাগল।

কয়েক বছর পর একদিন পল তার ঘরে এসে বলল, 'দুঃখজনক হলে সত্য তুমি রোবটের ইতিহাস নিয়ে কাজ করা প্রায় ছেড়েই দিলে। শোনা গেছে, ইউ. এস. রোবটস যুগান্তকারী একটা নতুন পলিসি গ্রহণ করতে যাচ্ছে।'

পলের বয়স হয়েছে, চোখের দৃষ্টি কমে যাওয়াতে ফটোঅপটিক সেল বসানো হয়েছে দুই চোখে। এই ব্যাপারে সে অ্যান্ড্রিউ-র সমগোত্রীয় হয়ে পড়েছে। অ্যান্ড্রিউ বলল, 'ওরা কী করেছে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ওরা এখন সেন্ট্রাল কম্পিউটার সিস্টেম তৈরি করছে, অর্থাৎ বিশাল আকৃতির পজিট্রনিক ব্রেন। এর দ্বারা মাইক্রোওয়েভের মাধ্যমে কয়েক শো রোবটকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। রোবটদের আর কোনো নিজস্ব ব্রেন বলে কিছু থাকছে না। ওই ব্রেনগুলো বিশাল ব্রেনের শাখা হয়ে থাকবে কিন্তু আলাদা আলাদা অস্তিত্ব নিয়ে।'

'এতে কি তাদের দক্ষতা বাড়বে?'

'ইউ. এস. রোবটস বলছে বাড়বে। স্মাইথ-রবার্টসন মারা যাবার আগে নতুন এক দিকনির্দেশনা দিয়ে যেতে চাচ্ছেন, সে যাই হোক, আমার ধারণা তোমার ঘটনায় তারা চিন্তাধারা পাল্টে ফেলেছে। ইউ. এস. রোবটস আর রোবট বানিয়ে তোমার মতো কোনো ঝামেলায় পড়তে চাইছে না, এবং এই কারণেই ওরা ব্রেন এবং শরীর আলাদা করে ফেলছে। এর ফলে ব্রেনের আর কোনো শরীর পরিবর্তনের ইচ্ছে হবার সম্ভাবনা থাকবে না। শরীরের কোনো ব্রেন রইল না যার ফলে যা ইচ্ছে তাই করতে পারবে।

'ব্যাপারটা বিস্ময়কর, অ্যান্ড্রিউ,' পল বলে চলল, 'যে রোবটের ইতিহাসের ওপর তোমার প্রভাব পড়েছে। তোমার হাতের কাজ দেখেই ইউ. এস. রোবটস এক রোবট তৈরি করতে শুরু করল যারা শুধুমাত্র বিশেষ ধরনের কাজ করতে পারে। তোমার স্বাধীনতা পাওয়া থেকেই প্রিন্সিপাল অব রোবটিক আইন হল: আবার তুমি এ্যান্ড্রয়েডের শরীরে নিজেকে পরিবর্তন করাতে ইউ. এস. রোবটস ব্রেন এবং শরীর আলাদা করতে শুরু করল।'

অ্যান্ড্রিউ বলল, 'আমার মনে হয় কর্পোরেশন বিশাল এক ব্রেন বানাবে যার দ্বারা লক্ষ লক্ষ রোবটিক শরীর নিয়ন্ত্রণ করবে। এর ফল মারাত্মক হতে পারে। বিপজ্জনক। ব্যাপারটা ঠিক হল না।'

'তোমার অনুমান সত্যি হতে পারে,' পল বলল, 'কিন্তু আমার মনে হয় ওটা হতে হতে শতাব্দী পেরিয়ে যেতে পারে এবং আমি ততদিন বেঁচে থাকব না। আসলে আমি হয়তো আর এক বছর বাঁচব।'

'পল।' আর্তনাদ করে উঠল অ্যান্ড্রিউ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পল কাঁধ ঝাকাল। 'আমার মরণশীল, অ্যান্ড্রিউ। আমরা তোমার মতো নই। তোমাকে বুঝিয়ে বলছি যদিও এতে কিছু যাবে আসবে না। আমি চার্নিদের শেষ বংশধর। আমার যাবতীয় টাকা-পয়সা এবং সম্পত্তি আমিই এতদিন দেখে আসছিলাম। সেই টাকা-পয়সা এবং সম্পত্তি সব কিছুই তোমার নামে উইল করে যাচ্ছি যাতে ভবিষ্যতে তোমার কোনো অর্থনৈতিক সমস্যা না হয়।'

'এসব অনর্থক।' অ্যান্ড্রিউ বলল আহত গলায়। চার্নি পরিবারের কারো মৃত্যু এখনো পর্যন্ত সে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেনি।

পল বলল, 'এ নিয়ে তর্ক করো না। এভাবেই চলতে থাকবে এবং এটাই সত্যি। এবার বল, তুমি কী বলছিলে?'

'আমি একটা সিস্টেম ডিজাইন করছি যাতে অ্যান্ড্রয়েড—আমি—হাইড্রোকার্বন কম্বাশন থেকে এনার্জি নিতে পারি, যাতে অ্যাটমিক সেলের আর প্রয়োজন হবে না।'

পল ভ্রু কুঁচকাল। 'তার মানে শ্বাসপ্রশ্বাস নেবে, এবং খাদ্য গ্রহণ করবে?'

'হ্যাঁ।'

'কতদিন ধরে তুমি এ কাজ করছ?'

'অনেকদিন ধরে চেষ্টা করছি, কিন্তু আমি এতদিন উপযুক্ত কম্বাশন চেম্বার ডিজাইন করতে পেরেছি যার ফলে ক্যাটালাইজ নিয়ন্ত্রণ করবে ধ্বংসকে।'

'কিন্তু কেন, অ্যান্ড্রিউ? অ্যাটমিক সেল তো অনেকবেশি শক্তিশালী দীর্ঘস্থায়ী।'

'হয়তো ঠিক, কিন্তু অ্যাটমিক সেল সে স্বাভাবিক।'

১৫.

এটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার, কিন্তু অ্যান্ড্রিউ-র হাতে সময় আছে প্রচুর। প্রথমত সে চিন্তা করল পল মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কিছু করল না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্যারের নাতির মৃত্যুর পর পৃথিবীতে আর ওর জন্য কেউ রইল না এবং মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল সে যে পথে যাচ্ছিল সেই পথটাই বেছে নিল।

আসলে সে একা রইল না। মানুষের মৃত্যু হলেও, তার ফার্ম ফেইনগোল্ড এ্যান্ড চার্নি তো রয়েছে, রোবটের মতো কর্পোরেশনের মৃত্যু নেই। ওই ফার্মের পাশাপাশি ও নিজেও একা একাই চলতে লাগল। ওরা অর্থের বিনিময় অ্যান্ড্রিউ-র আর্থিক দিকটা দেখতে লাগল। অ্যান্ড্রিউ-ও তাদের মোটা অংকের পারিশ্রমিক দিয়ে যাচ্ছিল। ফেইনগোল্ড অ্যান্ড চার্নি এবার অ্যান্ড্রিউ-র নতুন কম্বাশন চেম্বারের দাবির আইনগত দিকটা নিয়ে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিল।

সময় ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ইউ. এস. রোবটস অ্যান্ড মেকানিক্যাল ম্যান কর্পোরেশনে যাওয়া দরকার পড়ল, এবং সে সেখানে একাই গেল। এর আগে একবার স্যারের সাথে এবং একবার পলের সাথে গিয়েছিল। এবার তৃতীয়বারের মতো একা একাই মানুষের মতো দৃঢ় পদক্ষেপে গেল।

ইউ. এস. রোবটসে পরিবর্তন হয়েছে অনেক। মূল প্রডাকশান প্ল্যান্ট সরিয়ে নেওয়া হয়েছে মহাকাশ স্টেশনে। পৃথিবীর যাবতীয় কারখানা এখন মহাকাশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেই সাথে অনেক রোবট নিয়ে যাওয়া হয়েছে মহাকাশে। পৃথিবী এখন সাজানো গোছানো সুন্দর এক বাগান। জনসংখ্যা এখন এক হাজার কোটিতে স্থির। এই জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ত্রিশভাগ রোবট আছে।

ডাইরেকটর অব রিসার্চ হলেন এ্যালভিন ম্যাগডেস্কু। চুল এবং গায়ের রং গাঢ় কালো, সামান্য দাড়ি আছে, এবং হাল ফ্যাশানের ওয়েস্টব্যান্ড রয়েছে ঊর্ধ্বাঙ্গে। অ্যান্ড্রিউ অবশ্য পুরান আমলে কাপড় পরে এসেছে।

ম্যাগডেস্কু বললেন, 'আমি আপনার সম্পর্কে শুনেছি অনেক, অনেকদিন থেকেই আপনার সাথে আলাপ করার জন্য ছটফট করছিলাম। আপনি হলেন আমাদের সবচাইতে বিস্ময়কর প্রডাক্ট এবং স্মাইথ-রবার্টসন বুড়ো আপনার সঙ্গে বিশ্রী ব্যবহার করেছিলেন। তা না হলে সে সময় আপনি থাকলে আমরা অনেক কিছু করতে পারতাম।'

'এখনো করতে পারেন,' অ্যান্ড্রিউ বলল।

www.BanglaBook.org

'না, আমার তা মনে হয় না। অনেক দেরি হয়ে গেছে। প্রায় এক শতাব্দীর উপর হল পৃথিবীতে রোবট সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু এখন অনেক বদলে গেছে। এখন তো রোবট থাকছে মহাকাশে এবং পৃথিবীতে যেসব রোবট আছে তাদের কোনো ব্রেন নেই।'

'কিন্তু আমি তো আছি, এবং আমি পৃথিবীতেই আছি।'

'তা ঠিক, কিন্তু আপনার মতো তো কোনো রোবট নেই, এবার বলুন, নতুন কী অনুরোধ নিয়ে এসেছেন?'

'শরীর থেকে রোবটের গন্ধ মুছতে চাই। আমি তো প্রায় অর্গানিক, আমি এখন শক্তির একটা অর্গানিক উৎস চাই। আমার একটা পরিকল্পনা—'

ম্যাগডেস্কু ধৈর্য সহকারে অ্যান্ড্রিউ-র বক্তব্য শুনলেন। অ্যান্ড্রিউ-র কথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন তিনি। একটা পর্যায়ে কথার মাঝখানে বললেন, 'অসাধারণ চিন্তা। কার মাথা থেকে বেরিয়েছে?'

'আমার,' অ্যান্ড্রিউ বলল।

ম্যাগডেস্কু তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে তাকালেন, তারপর বললেন, 'এর মানে তো আপনার পুরো শরীরটাকে একবার ওভারহোল করতে হবে এবং এটা প্রথম অ্যাক্সপেরিমেন্টও বটে কারণ এ ধরনের অ্যাক্সপেরিমেন্ট এর আগে হয়নি। আমার মতামত এর বিপক্ষে। যেমন আছেন তেমনি থাকেন।'

অ্যান্ড্রিউ-র চেহারায় ভাবপ্রকাশের অভিব্যক্তি এখনো সীমাবদ্ধ তবে গলার স্বরে অধৈর্যের আভাস স্পষ্ট। 'ড. ম্যাগডেস্কু, আপনি আমার আসল কথাটাই ধরতে পারেননি। আপনার কোনো উপায় নেই আমার অনুরোধ অনুযায়ী কাজ না করে। আমার শরীরে যদি ওই ডিভাইসটি স্থাপন করা যায় তাহলে সেটা মানুষের শরীরেও স্থাপন করা যাবে। প্রস্থেটিক ডিভাইসের মাধ্যমে মানুষের জীবনকে দীর্ঘায়িত করার পদ্ধতি নিয়ে বেশ কথাবার্তা হচ্ছে। আমি যে ডিভাইসটি তৈরি করেছি এর চেয়ে ভালো কোনো ডিভাইস নেই।

'ডিভাইসটি আমিই তৈরি করেছি বলে ফেইনগোল্ড অ্যান্ড চার্নি ফার্মের মাধ্যমে এর প্যাটেন্টটা সংরক্ষণ করছি আমি। আমরা ইচ্ছে করলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডিভাইসটি নিয়ে ব্যবসায় নামতে পারি এবং এর ফলে মানুষের এমন শারীরিক অবস্থা সৃষ্টি করা যাবে যা অনেকটা রোবটের মতো গুণসম্পন্ন। এতে আপনার নিজের ব্যবসায় ক্ষতি হবে।

'আর এখন যদি আপনারা আমাকে অপারেশন করতে রাজি হোন তাহলে ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতিতে আপনারা প্যাটেন্টটা নিয়ে কাজ করতে পারবেন এবং রোবট ও প্রস্থেসিসকৃত মানুষের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে আপনাদের। আমার ওপর অপারেশনটি সাক্সেসফুল হলেই পরে আপনারা ডিভাইসটির নিয়ন্ত্রণ পাবেন এবং এরপর প্রচুর সময় হাতে থাকবে ডিভাইসটির সাফল্য নিয়ে প্রচার করায়।' অ্যান্ড্রিউ-র একবারও মনে হয়নি প্রথম বিধানটি ভঙ্গ করা হয়েছে। পূর্বেই সে শিখেছে খারাপ আচরণ উভয় পক্ষেরই মঙ্গল বয়ে আনে না।

ম্যাগডেস্কু স্তম্ভিত হয়ে হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, 'এধ রনের বিষয়ে আমি একা সব সিদ্ধান্ত নেই না। এটা কর্পোরেট সিদ্ধান্ত এবং এতে সময় লাগবে।'

'আমি অপেক্ষা করতে রাজি আছি,' অ্যান্ড্রিউ বলল, 'কিন্তু পরিমিত সময়ের জন্য।' সাক্ষাৎকার শেষে তার মনে হল পল এর চেয়ে ভালো কিছু করতে পারত না।

১৬.

পরিমিত সময় নিয়েছিল তারা এবং অপারেশন সাফল্যের সাথে সম্পন্ন হয়েছিল।

ম্যাগডেস্কু বললেন, 'আমি সব সময়েই অপারেশনের বিপক্ষে ছিলাম, অ্যান্ড্রিউ, কিন্তু আপনারা যা ভাবছেন সে কারণে নয়। অন্য কারুর ওপর হলে আপত্তি ছিল না। আমি আপনার পজিট্রনিক ব্রেনের ওপর ঝুঁকি নিতে চাইছিলাম না। এখন আপনার পজিট্রনিক পথ-রেখা কৃত্রিম স্নায়ুপথ রেখার সাথে সংযুক্ত হয়েছে এর ফলে আপনার শরীর যদি খারাপ হয় তাহলে ব্রেনের ক্ষতি হতে পারে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমার অবশ্য ইউ. এস. রোবটস-এর সকল কর্মীদের ওপর পূর্ণ আস্থা রয়েছে।' অ্যান্ড্রিউ বলল, 'আর এখন আমি খেতে পারি।'

'হ্যাঁ, আপনি এখন অলিভ ওয়েল খেতে পারবেন। আগেই বলেছি এর ফলে আপনার কম্বাশন চেম্বার মাঝে মাঝে পরিষ্কার হয়ে যাবে। বেশ কষ্টকর ব্যাপার আপনার জন্যে, আমি ভেবে দেখেছি।'

'হয়তো, যদি এর থেকে বেশিদূর না ভাবি। নিজে থেকে পরিষ্কার করাটা তেমন কঠিন কাজ নয়। আসলে আমি এমন একটা ডিভাইসের কথা ভাবছি যার দ্বারা শক্ত খাবার যাতে অদাহ্য কণা থাকবে– যা শরীর থেকে বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে।'

'তার মানে আপনি মলদ্বারের কথা বলছেন।'

'সে রকমই।'

'এরপর কী, অ্যান্ড্রিউ?'

'সবকিছু, যা কিছু আছে।'

'জনন ইন্দ্রিয়ও?'

'আমার পরিকল্পনা মতো সংযোজিত হয়, তাহলে। আমার শরীরটা একটা ক্যানভাস যাতে আমি আঁকতে—'

ম্যাগডেস্কু অপেক্ষা করছিলেন কাব্যটি পুরো করার জন্যে এবং যখন দেখলেন সম্ভব নয়, তখন তিনি নিজেই পুরো করে দিলেন। 'একজন মানুষ?'

'আমরা ভবিষ্যতে দেখব,' অ্যান্ড্রিউ বলল।

ম্যাগডেস্কু বললেন, 'এটা একটা বিপজ্জনক অভিলাষ, অ্যান্ড্রিউ। আপনি মানুষের চেয়ে অনেক ভালো। আপনার পতন শুরু হয়েছে যেদিন থেকে নিজেকে অর্গানিক করে তুলেছেন।'

'এতে আমার ব্রেনের কোনো ক্ষতি হয়নি।'

'না, তা হয়নি। আমি নিশ্চিত করতে পারি আপনাকে। কিন্তু, অ্যান্ড্রিউ, আপনার আবিষ্কৃত থ্রেসথেসিস ডিভাইস আপনার নামেই বাজারজাত করা হয়েছে। এর আবিষ্কারক হিসেবে আপনি পরিচিত এবং শ্রদ্ধার পাত্র। এর পরেও কেন নিজের শরীর নিয়ে খেলতে চাচ্ছেন?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অ্যান্ড্রিউ কোনো জবাব দিল না।

নানান সম্মানে ভূষিত হল অ্যান্ড্রিউ। একাধিক জ্ঞান সমিতির সদস্য হল সে, তার ভেতর একটা হল, যে বিজ্ঞান সে পৃথিবীতে উপহার দিয়েছে, প্রথমে যার নাম ছিল রোবোবায়োলজি পরে প্রস্থেটোলজি নামে সুপরিচিত হয়েছিল।

অ্যান্ড্রিউ-র দেড়শো বছর জন্মজয়ন্তীতে ইউ. এস. রোবটস বিশাল এক ভোজসভার আয়োজন করল। অ্যান্ড্রিউ-র কাছে ব্যাপারটা লোক দেখানো মনে হলেও, সে সেটা গ্রহণ করল।

অ্যালভিন ম্যাগডেস্কু স্বয়ং উপস্থিত হলেন ভোজসভায়। তিনি নিজে চুরানব্বই বছর বয়সেও সতেজ, কর্মচঞ্চল কারণ তিনি লিভার ও কিডনিতে প্রসথেসিস ডিভাইস সংযুক্ত করেছেন। ভোজসভার একপর্যায় আবেগপূর্ণ পরিবেশে চলে গেল যখন ম্যাগডেস্কু নিজে একটা ছোট খাটো ভাষণ দেওয়ার পর হাতে গ্লাস তুলে টোস্ট করলেন 'দেড়শত বার্ষিক রোবটের প্রতি।'

অ্যান্ড্রিউ এখন তার মুখের ভাব ফুটিয়ে তুলতে পারে, কিন্তু পুরো ভোজসভায় তার চেহারায় কোনো অভিব্যক্তি ছিল না। 'দেড়শত বার্ষিক রোবট' হতে তার ভালো লাগেনি।

১৭.

শেষপর্যন্ত প্রসথেটোলজির কারণেই অ্যান্ড্রিউকে পৃথিবী ছাড়তে হল। দেড়শত বার্ষিকী উৎসব চাঁদেরও হয়েছে। সেই চাঁদ এখন আরেকটি পৃথিবী হয়ে উঠেছিল। তবে চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ বল ছাড়া সব সভ্যতাই পৃথিবীর মতো। চাঁদের অভ্যন্তরে একাধিক বিশাল বিশাল আধুনিক শহরে তৈরি হয়েছে এবং চাঁদে রয়েছে ঘন জনবসতি।

মাধ্যাকর্ষণ বলের সামান্য হেরফের হওয়ার কারণে প্রসথেটাইজড ডিভাইসে সামান্য গণ্ডগোল হয়েছিল। অ্যান্ড্রিউ চাঁদে পাঁচ বছর স্থানীয় প্রসথেটোলজিদের নিয়ে কাজে ব্যস্ত রইল এবং ডিভাইসে প্রয়োজনীয়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরিবর্তন আনল। যখন কাজ থাকত না তখন রোবটদের মাঝে ঘুরে বেড়াত। সকলে ওকে দেখলে মানুষের মতো আনুগত্য ভাব ফুটে উঠত।

কাজ শেষে পৃথিবীতে ফিরে এসে দেখল চাঁদের তুলনায় পৃথিবীকে অনেক শান্ত মনে হল। ফেইনগোল্ড অ্যান্ড চার্নি অফিসে গেল তাদের জানাতে যে সে ফিরে এসেছে।

ফার্মের বর্তমান ডিরেক্টর হল সাইমন ডিলং। তাকে দেখে ডিরেক্টর অবাক হল। বলল, 'শুনেছিলাম আপনি ফিরে আসছেন, অ্যান্ড্রিউ। (সে প্রায়ই 'মিস্টার মার্টিন' বলে থাকে), 'কিন্তু আগামী সপ্তাহে আশা করছিলাম।'

'আমি অধৈর্য হয়ে উঠেছিলাম,' অ্যান্ড্রিউ অস্থিরভাবে বলল। মূল কথায় যাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠল। 'চাঁদে, সাইমন, আমি বিশজন মানুষ বিজ্ঞানীর একটা দলের নেতৃত্ব দিয়েছি। আমি নির্দেশ করলে কোনো প্রশ্ন ছাড়াই কাজ করেছে। চাঁদের রোবটেরা আমার সাথে মানুষের মতো ব্যবহার করেছে। কেন, আমি কি একজন মানুষ নই ?'

ডিলং-র চোখে বিস্ময়ের ছায়া স্পষ্ট। সে বলল, 'প্রিয় অ্যান্ড্রিউ, আপনি যা বলছেন চাঁদের মানুষ এবং রোবটেরা আপনার সাথে এমন আচরণ করেছে যেন আপনি একজন মানুষ। অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে আপনি মানুষ।'

'প্রকৃত অর্থে মানুষ হওয়াটাই সব নয়। আমি তেমন আচরণ চাই না, আইনসঙ্গত সত্যিকারের মানুষ হতে চাই। আমি ন্যায়সঙ্গত অধিকার বলে মানুষ হতে চাই।'

'এটা তো একেবারে ভিন্ন ব্যাপার,' ডিলং বলল। 'এ ব্যাপারে আপনার বিরুদ্ধে বড় বাধাটা হল মানুষের সংস্কার এবং এটা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে আপনাকে একজন মানুষের মতো মনে হলেও আপনি আসলে মানুষ নন।'

'কোনো দৃষ্টিতে নই ?' অ্যান্ড্রিউ জিজ্ঞেস করল। 'আমার আকৃতি মানুষের মতো এবং আমার ইন্দ্রিয়গুলো মানুষের মতো। আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো প্রসথেটাইজ বলে আমার শরীর মানুষের মতো। আমি শিল্পী হিসেবে, সাহিত্যিক হিসেবে এবং বিজ্ঞানী হিসেবে কোনো জীবিত মানুষের চেয়ে বেশি অবদান রেখেছি। এর চেয়ে বেশি কী চায় ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমি এ ব্যাপারে কিছু বলছি না। সমস্যাটা হল মানুষ হিসেবে আপনাকে ঘোষণা দিতে গেলে বিশ্ব আইনসভা থেকে একটা আইন পাস করাতে হবে। সত্যি কথা বলতে কি, এটা যে সম্ভব হবে তেমন কোনো আশা আমি দেখি না।'

'আইনসভার কার সাথে আমি আলাপ করতে পারি ?'

'সম্ভবত সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কমিটির চেয়ারম্যানের সাথে।'

'আপনি কি তার সাথে একটা সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন ?'

'কিন্তু তার জন্য একজন মধ্যস্থতাকারীর কী দরকার। আপনার অবস্থানে, আপনি—'

'না। আপনি ব্যবস্থা করবেন।' (অ্যান্ড্রিউ-র এতে মনেই হল না সে একজন মানুষকে আদেশ করছে। চাঁদেই সে এ ব্যাপারে অভ্যস্থ হয়ে গিয়েছিল।) 'আমি তাকে জানতে দিতে চাই যে ফেইনগোল্ড অ্যান্ড চার্নি এর পেছনে আছে।'

'বেশ, এ ব্যাপারে–'

'পরিপূর্ণভাবে, সাইমন। গত একশো তিয়াত্তর বছর ধরে আমি এই ফার্মের জন্য প্রচুর অবদান রেখেছি। আগে এই ফার্মের প্রতিটি সদস্যের কাছে ঋণী ছিলাম। এখন নই। তার বদলে এখন এই ফার্ম আমার কাছে অনেক ক্ষেত্রে ঋণী এবং আমি তার বদলে কিছু চাইছি।'

ডিলং বলল, 'আমার পক্ষে যা করা সম্ভব তাই করব।'

১৮.

সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কমিটির চেয়ারম্যানি হলেন পূর্ব এশিয়ার এক মহিলা। নাম হলো চী লি-সিঙ এবং পরনে তার ফ্যাশানের স্বচ্ছ পোশাক (শরীরের যে সব জায়গা ঢাকতে চায় সে সব জায়গা ঝলসানো উজ্জ্বলতায় ঢাকা পড়েছে) যেন তাকে প্লাস্টিক দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চী লি-সিঙ বললেন, 'আমি আপনার মানুষের অধিকার অর্জনের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। ইতিহাসে আছে মানুষ তার অধিকারে জন্য এক সময় যুদ্ধ করেছে। আপনার অধিকার কোনটি ? আপনার যা নেই তার অধিকারের জন্য ?'

'সহজ কথায় আমার নিজের জীবনের অধিকারের জন্য। একটি রোবটকে যে কোনো মুহূর্তে বিচ্ছিন্ন করা যায়।'

'মানুষের যে কোনো মুহূর্তে প্রাণদণ্ড হতে পারে।'

'প্রাণদণ্ড হয় তবে সেটা আইনের মাধ্যমে। অথচ আমাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করতে কোনো বিচারের প্রয়োজন হয় না। এ ব্যাপারে একজন উচ্চপদস্থ কর্তাব্যক্তির হুকুমই যথেষ্ট। পাশাপাশি—পাশাপাশি—' অ্যান্ড্রিউ আপ্রাণ চেষ্টা করল মিনতি যেন তার কথার স্বরে প্রকাশ পায়। তবে সে মানুষের মতো চেহারায় অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলল এবং তার গলার স্বর তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল। 'সত্যটা হল, আমি মানুষ হতে চাই। ছয় পুরুষ ধরে আমি শুধু মানুষ হবার সাধনাই করে আসছি।'

লি-সিঙ-র দৃষ্টিতে সমবেদনা স্পষ্ট। 'আইনসভাই পারে আইন প্রণয়ন করে আপনাকে একজন—তারা পারে একটা মূর্তিকেও মানুষ বানাতে। তবে তারা সেটা করবে কি না সেটাই হল আসল ব্যাপার। কংগ্রেসে যারা আছে তারা সকলেই সাধারণ মানুষ এবং তাদের মনে রোবট সম্বন্ধে একটা সন্দেহ ভীতি রয়েছে।'

'এখনো পর্যন্ত ?'

'এখনো। আপনাকে পৃথিবীর মানুষ বিভিন্নভাবে নানান সম্মানে ভূষিত করেছে এবং তারপরেও নজির সৃষ্টির ভয়ে হয়তো পিছিয়ে যাবে।'

'নজির ? আমিই একমাত্র স্বাধীন রোবট, আমার মতো আর কোনো রোবট নেই, এমন রোবট আর কখনো তৈরি করা হবে না। আপনি ইউ. এস. রোবটস-র সাথে আলাপ করে দেখতে পারেন।'

' "কখনও" শব্দটা অনেক লম্বা সময়ের ব্যাপার। অ্যান্ড্রিউ—অথবা, আপনি যদি মিস্টার মার্টিনের কথা বলেন—আমি আপনাকে মানুষ বলে স্বীকৃতি দিতে পারি। আপনি দেখতে পাবেন অধিকাংশ কংগ্রেস-র মানুষ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নজির স্থাপন করতে চাইবে না, তাতে কিছু যাবে আসবে না নজির সৃষ্টির জন্যে। মিস্টার মার্টিন আপনার প্রতি আমার সহানুভূতি থাকবে, তবে আমি আপনাকে কোনো আশার কথা বলতে পারব না। তারপরেও—'

লি-সিঙ হেলান দিয়ে বসলেন কপাল কুঁচকে। 'তারপরেও ব্যাপারটা খুব গরম হয়ে ওঠে, তাহলে আইনসভার ভেতরে এবং বাইরে আপনাকে ভেঙে ফেলার দাবি উঠতে পারে। তখন অনেকে ঝামেলার হাত থেকে বাঁচার জন্যে এটাকে একমাত্র পথ হিসেবে মেনে নেবে। তাই আর একবার ভেবে দেখুন ব্যাপারটা।'

অ্যান্ড্রিউ বলল, 'কেউ কি প্রসথেটলজির কথা মনে রাখবে না, যা আমি মানুষকে দিয়েছি?'

'ব্যাপারটা নিষ্ঠুর, কিন্তু তারা ভুলে যাবে। আর যদি মনে রাখে, তাহলে সেটা আপনার বিরুদ্ধে যাবে। ওরা বলবে আপনি যা করেছেন তার সব আপনার ব্যক্তিগত স্বার্থে করেছেন। ওরা বলবে মানুষকে রোবট করে তোলা বা রোবটকে মানুষ করে তোলার কৌশল হিসেবে আপনি তা করেছেন। আপনি কখনো রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার হয়েন না, মিস্টার মার্টিন। আমি আপনাকে বলছি আপনি মিথ্যা এক প্রচারণার স্বীকার হবেন যাতে আপনার এবং আমার লাভ কিছুই হবে না। তাই বলছিলাম ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না।'

লি-সিঙ চেয়ার ছেড়ে অ্যান্ড্রিউ-র পাশে এসে দাঁড়ালেন। দেখতে ছোটখাটো এবং বাচ্চা বাচ্চা চেহারা।

অ্যান্ড্রিউ বলল, 'আমি যদি মানুষ হবার জন্য সিদ্ধান্ত নেই, তাহলে কি আপনি আমার পাশে থাকবেন?'

একটু ভেবে লি-সিঙ বললেন, 'থাকব—যতক্ষণ আমার পক্ষে সম্ভব। যদি আমার ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক জীবন বিপন্ন হয় তাহলে হয়তো ত্যাগ করতে হবে আপনাকে। আমি আপনার সাথে থাকার চেষ্টা করব।'

'ধন্যবাদ, এর বেশি কিছু চাইব না। মানুষ হবার জন্য আমি চরম মূল্য দিতে প্রস্তুত এবং আমি আপনার সাহায্য চাইব যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি দিতে পারবেন।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এটা কোনো সরাসরি যুদ্ধ নয়। ফেইনগোল্ড অ্যান্ড চার্লি অ্যান্ড্রিউকে শান্ত থাকতে বলল এবং অ্যান্ড্রিউ তাদের বলল যে শান্ত থাকার শেষ সীমায় চলে এসেছে সে। এদিকে ফেইনগোল্ড অ্যান্ড চার্লি চেষ্টা করতে থাকল যুদ্ধ ক্ষেত্রের পরিধি ছোট করে আনতে।

সরকার প্রসথেটিক হৃৎপিণ্ড ধারণকারী একজন লোককে তার পাওনা টাকা ফেরত দিতে অস্বীকার করল কারণ হিসেবে আদালত থেকে বলা হল যে রোবটিক অর্গান লাগানোর ফলে মানবিক সত্তা বিনষ্ট হয়ে গেছে তার এবং সেই সাথে বিনষ্ট হয়েছে মানুষ বলে গণ্য হবার সাংবিধানিক অধিকার।

ফেইনগোল্ড অ্যান্ড চার্লি এমন কৌশলে মামলাটি হারল যে প্রতিটি পদক্ষেপে তাদের পরাজয় হল কিন্তু রায় বের হবার পর মনুষ্যত্ব প্রাপ্তির স্বপক্ষে বেশ কিছু প্রয়োজনীয় যুক্তি তাদের হাতে এল। তারা বিশ্বআদালতে আপিল করল।

বছরের পর বছর কেটে গেল এবং লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ হল।

অবশেষে একদিন রায় বের হল বিশ্বআদালতের। ডিলং চূড়ান্ত পরাজয়ের জন্য বিজয়োৎসবের আয়োজন করল। অ্যান্ড্রিউ-ও উপস্থিত ছিল অফিসের সেই উৎসবে।

'আমরা দুটো জিনিস করতে পেরেছি,' ডিলং বলল, 'দুটোই ভালো। প্রথমত, আমরা এটা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি যে, মানুষের দেহে যতগুলো কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংযোজিত হোক না কেন সে মানুষই থাকবে। দ্বিতীয়ত, এই মামলা এবং প্রচারের ফলে কৌশলে জনমতকে মনুষ্যত্বের এক বিজিত সংজ্ঞার পক্ষে নিয়ে আসতে পেরেছি কারণ এমন কোনো মানুষ নেই যে ভবিষ্যতে প্রসথেসিস ডিভাইস লাগাবে না।'

'তুমি কি মনে করো আইন সভা এখন আমাকে মানুষ বলে স্বীকার করে নেবে?' অ্যান্ড্রিউ জিজ্ঞেস করল।

ডিলং বিচলিত দৃষ্টিতে তাকাল, 'আমি আশাবাদী নই। বিশ্বআদালত এখনো পর্যন্ত একটা অঙ্গকে মনুষ্যত্বের প্রতীক হিসেবে গণ্য করে।

www.BanglaBook.org

মানুষের আছে বহু কোষের সমন্বয়ে গঠিত জটিল এক জৈব ব্রেন আর রোবটের আছে প্লাটিনাম-ইরিডিয়ামে তৈরি পজিট্রনিক ব্রেন। এবং আপনার পজিট্রনিক ব্রেন...না, অ্যান্ড্রিউ ওভাবে তাকাবেন না। এমন কোনো টেকনোলজি আমাদের হাতে নেই যে যার সাহায্যে জৈব বহুকোষী ব্রেনের কাজ নকল করে অন্য আরেকটি ব্রেন তৈরি করতে পারি যা নিয়ে আদালতে চাপ সৃষ্টি করতে পারি। আপনিও তা পারবেন না।'

'তাহলে আমরা এখন কী করব?'

'চেষ্টা করে যাব অবশ্যই। কংগ্রেসম্যান লি-সিঙ আমাদের পাশে আছেন এবং আরো বেশ কয়েকজন কংগ্রেসম্যান আমাদের পক্ষে আছেন। প্রেসিডেন্ট অবশ্যই আইনসভায় এই ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ চাইবেন।'

'আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাব?'

'না, বহুদূরে আছে। তবে আমরা জনগণের দ্বারস্থ হয়ে তাদের সমর্থন লাভ করলে তাহলে হয়তো চেষ্টা করা যেতে পারে। আমার মনে হয়, সম্ভাবনাটা খুবই কম, তবে আপনি যদি হাল না ছেড়ে দেন, তাহলে একটা জুয়া খেলে দেখতে পারি।'

'আমি এর শেষ দেখে ছাড়ব।'

২০.

কংগ্রেসম্যান লি-সিঙ-এর বয়স বেড়ে গিয়েছিল যেদিন প্রথম অ্যান্ড্রিউ তাকে দেখেছিল, তার সেই স্বচ্ছ কাপড় আর পরনে নেই। মাথার চুল ছোট করে কাটা। নলের মতো একটা পোশাক পরেছে সে। অ্যান্ড্রিউ কিন্তু সেই শতবর্ষ আগে যে ফ্যাশনের কাপড় পরেছিল তাই পরে এসেছে।

লি-সিঙ বললেন, 'আমরা কিন্তু অনেক দূর এগিয়েছি, অ্যান্ড্রিউ। আমরা আরেকবার চেষ্টা করব, পরাজয় আমাদের নিশ্চিত এবং হয়তো পুরো ব্যাপারটা আমাদের পরিত্যাগ করতে হবে। তবে আমার আসন্ন এই কর্মতৎপরতার ফলস্বরূপ আগামী কংগ্রেস নির্বাচনে পরাজয়বরণ করতে হবে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমি জানি,' অ্যান্ড্রিউ বলল, 'এ জন্য আমি দুঃখিত। এক সময় আপনি বলেছিলেন তেমন কোনো সম্ভাবনা থাকলে আপনি আমাকে পরিত্যাগ করবেন। কেন আপনি তা করলেন না?'

'মানুষের মন পরিবর্তন হয়। যেভাবেই হোক আরেকবার আইনসভার সদস্য হবার চেয়ে আপনাকে পরিত্যাগ করায় হয়তো আমাকে অনেক বেশি মূল্য দিতে হবে। আমি আইনসভার সদস্য রয়েছি প্রায় সিকি শতাব্দী ধরে। অনেক হল।'

'আর কোনো পথ নেই তাদের মন পরিবর্তন করার চী?'

'যাদের সম্ভাবনা ছিল তাদের করেছি। বাকি যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাদের আবেগতাড়িত ঘৃণিত মন পরিবর্তন করা যাবে না।'

'আবেগজাত ঘৃণা কি পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য কারণ হতে পারে।'

'আমি তা জানি, অ্যান্ড্রিউ, কিন্তু তারা আবেগ থেকে এক পাও সরে আসেনি।'

অ্যান্ড্রিউ বলল সর্তকতার সাথে, 'এর মূলেই হচ্ছে ব্রেন, কিন্তু ব্যাপারটা এসে ঠেকল জৈব কোষের তৈরি ব্রেন এবং পজিট্রনে? কর্মক্ষমতার উপর নির্ভর করে কি কিছু করা যায় না? ব্রেনটা কী দিয়ে তৈরি সেটাই বিবেচনার বিষয় হল? আমরা কি বলতে পারি না ব্রেন হল এমন একটা জিনিস যা চিন্তা করতে পারে?'

'তাতে কাজ হবে না,' লি-সিঙ বললেন, 'আপনার ব্রেন মানুষের তৈরি, মানুষের ব্রেন তা নয়। আপনার ব্রেন তৈরি করা হয়েছে, মানুষেরটা ক্রমশ উন্নত হয়। যদি কোনো মানুষ ইচ্ছে করে মানুষ আর রোবটের মধ্যে একটা বাধা সৃষ্টি করতে চায় তাহলে এটাই যথেষ্ট। এই বাধা হল স্টিলের মতো শক্ত দেয়াল, সেই দেয়াল মাইলখানেক লম্বা এবং মাইলখানেক মোটা।'

'আমরা যদি ওদের ঘৃণার মূলে ঢুকতে পারি– আসল মূলের ভেতর–'

'আপনি এখনো মানুষের সাথে তর্ক করতে চাইছেন,' লি-সিঙ দুঃখিত গলায় বলল, 'অ্যান্ড্রিউ রাগ করবেন না, আপনি রোবট বলেই আপনাকে এই পথে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।'

'আমি জানি না,' অ্যান্ড্রিউ বলল, 'আমি যদি আমাকে—'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

১. (পূর্ব কথনের পর)

সে যদি নিজেকে—

সে অনেকদিন ধরে জানত যে শেষ পর্যন্ত তাকে সিদ্ধান্তে আসতে হবে, একজন সার্জনের কাছে আসতে হবে। অনেক খুঁজে সে একজন দক্ষ সার্জন পেল, এ কাজের জন্য দক্ষ, একজন রোবট সার্জন। কোনো মানুষ সার্জন অপারেশনটা করতে চাইবে না। সেটা ইচ্ছে করেও হোক কিংবা করতে পারলেও।

এই রোবট সার্জনও কোনো সময় একজন মানুষের উপর অপারেশন করতে পারবে না। তাই অ্যান্ড্রিউ কাঁদ কাঁদ গলায় প্রথম বিধান এক পাশে সরিয়ে রেখে বলল, 'আমিও একটি রোবট।'

শেষে যতটা সম্ভব মানুষের মতো দৃঢ় কণ্ঠে অ্যান্ড্রিউ আদেশ করল, 'আমি তোমাকে আদেশ করছি আমার উপর অপারেশনটা করার জন্য।' এ ধরনের আদেশ সে গত শতাব্দীতে মানুষের কাছে শিখেছে।

প্রথম বিধান যখন এখানে অনুপস্থিত, সেখানে একজন মানুষের মতো দেখতে রোবটের আদেশকে সার্জন দ্বিতীয় বিধান অনুসারে মেনে নেয়।

২১.

অ্যান্ড্রিউ-র দুর্বল দুর্বল লাগছে, ভাবল সবই তার কল্পনা। অপারেশন থেকে সে সম্পূর্ণ সেরে উঠছে। দেয়ালে হেলান দিয়ে এখন সে বিছানায় বসে থাকতে পারে।

লি-সিঙ বললেন, 'এই সপ্তাহে চূড়ান্ত ভোট, অ্যান্ড্রিউ। আমি এর চেয়ে বেশি দেরি করাতে পারলাম না এবং আমরা নিশ্চিত হেরে যাব...এবং তাই-ই হবে অ্যান্ড্রিউ।'

অ্যান্ড্রিউ বলল, 'তুমি যতটা দেরি করাতে পেরেছ এতেই যথেষ্ট। আমার যতটুকু সময় দরকার ছিল তা পেয়েছি। এবার-আমি জুয়া খেলাটা খেলে ফেলেছি।'

'কিসের জুয়া?' লি-সিঙ উৎকণ্ঠিত সুরে জিজ্ঞেস করল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমি তোমাকে বলিনি, অথবা ফেইনগোল্ড অ্যান্ড চার্নির কাউকে বলিনি। আমি নিশ্চিত ছিলাম আমাকে বাধা দেওয়া হত। একবার ভেবে দেখ, ব্রেনই যদি একমাত্র সমস্যা হয়, তাহলে অমরত্বের প্রশ্নও ওঠে সঙ্গে সঙ্গে ? কার মাথা ব্যথা ব্রেন দেখতে কেমন, কী দিয়ে তৈরি কিংবা কিভাবে গঠন হয় ? ব্রেনের কোসের মৃত্যু হলে, মৃত্যু অবশ্যাম্ভাবী। এমন কি যদি দেহে সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বদলানো সম্ভব হলেও ব্রেন পাল্টানো অসম্ভব, পাল্টালেও মৃত্যু অবধারিত।

'আমার পজিট্রনিক পথ-রেখা টিকে আছে দুশো বছর এবং টিকে থাকবে কয়েক শতাব্দী। এটা কি আসল বাধা নয় ? মানুষ অমর রোবটকে মানিয়ে নিতে পারে সহজেই। এটা কোনো ব্যাপার নয় মেশিন কতদিন টিকে থাকবে। কিন্তু কোনো মানুষ যদি অমর হয় তাহলে তাকে মেনে নিতে পারে না। কারণ মানুষ নিজে অমর নয়। এবং এই কারণেই তারা আমাকে মানুষ হতে দিতে চায় না।'

লি-সিঙ বলল, 'কিন্তু তুমি কী বলতে চাইছ, অ্যান্ড্রিউ ?'

'আমি সমস্যাটা দূর করে ফেলেছি। কয়েক যুগ আগে আমার পজিট্রনিক ব্রেনের সাথে অর্গানিক লাভ সংযোজিত করা হয়েছিল, আর এখন একটি অপারেশনের মাধ্যমে সংযোগটি পরিবর্তন করা হয়েছে যার ফলে ধীরে ধীরে আরো ধীরে—ব্রেনের পথরেখা থেকে জীবনীশক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে।'

লি-সিঙ-র চেহারায় কিছুক্ষণ কোনো অভিব্যক্তি রইল না। তারপর ঠোঁটজোড়া চেপে ধরল। 'তুমি কি মৃত্যুর সমস্ত আয়োজন করে ফেলেছ, অ্যান্ড্রিউ ? তা তুমি পার না। এটা তৃতীয় বিধানের পরিপন্থী।'

'না,' অ্যান্ড্রিউ বলল, 'আমার দেহের মৃত্যু এবং আমার ইচ্ছা ও স্বপ্নের মৃত্যু এই দুটোর মধ্যে আমি প্রথমটাকে বেছে নিয়েছি। স্বপ্নের মৃত্যুই তো প্রকৃত মৃত্যু, স্বপ্নের বিনিময়ে দেহ বাঁচাতে গেলেই তৃতীয় বিধান ভঙ্গ করা হতো।'

লি-সিঙ অ্যান্ড্রিউ-র একটা হাত চেপে ধরল। থরথর করে কেঁপে উঠল ওর সারা শরীর। নিজের আবেগকে থামাল সে। 'অ্যান্ড্রিউ, এতে কোনো কাজ হবে না। পাল্টে নাও।'

www.BanglaBook.org

'আর হয় না। ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে। আর এক বছরের মতো বাঁচব—বেশি অথবা কম। আমার দুশো বছর পূর্তি দেখে যেতে পারব। এত দুর্বল যে ওটার ব্যবস্থা করতে পারব না।'

'কী কাজে লাগবে দুশো বছর পূর্তি? অ্যান্ড্রিউ তুমি একজন বোকা।'

'এতে যদি আমার মানুষ হওয়া হয়, তাহলে সেটাই আমার লাভ। আর তা যদি না হয় তাহলে এই অপেক্ষার শেষ হবে।'

লি-সিঙ এমন একটা কাজ করল যা তাকেও অবাক করে দিল। নীরবে সে কেঁদে ফেলল।

২২.

অ্যান্ড্রিউ-র শেষ কর্মটা সারা পৃথিবীর জনমতকে নাড়া দিয়ে গেল। এর আগে অ্যান্ড্রিউর সব কীর্তি তাদের নাড়া দেয়নি। কিন্তু যখন সে মানুষ হবার জন্যে অমরত্বকে ত্যাগ করল তখন সবার টনক নড়ল। শেষ পর্যন্ত সে মানুষ হবার যোগ্যতা পেল।

শেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে, দুশো বছর পূর্তি অনুষ্ঠান। বিশ্ব প্রেসিডেন্ট দলিলে সই করে আইনে পরিণত করবেন। বিশ্বের সব প্রান্ত থেকে এই অনুষ্ঠান দেখা যাবে এবং চাঁদের ও মঙ্গলগ্রহের কলোনিগুলোতে সরাসরি প্রচার করা হবে অনুষ্ঠানটি।

অ্যান্ড্রিউ হুইলচেয়ারে চেপে অনুষ্ঠানে এল। দুই পায়ে হাঁটতে পারে কিন্তু শরীর কাঁপে।

মানবজাতির সামনে দাঁড়িয়ে বিশ্ব প্রেসিডেন্ট বললেন, 'পঞ্চাশ বছর আগে, আপনাকে দেড়শত বর্ষের রোবট হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল, অ্যান্ড্রিউ।' একটু থেমে ভরাট গলায় তিনি বললেন, 'আজ আপনাকে দ্বিশত বর্ষের পুরুষ বলে ঘোষণা করছি, মিস্টার মার্টিন।'

বিশ্ব প্রেসিডেন্টের সাথে হাত মেলানোর সময় অ্যান্ড্রিউ-র মুখে হাসি লেগে ছিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিছানায় শুয়ে আছে অ্যান্ড্রিউ। তার চিন্তাধারা ক্রমেই মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে।

শেষ পর্যন্ত সে পেরেছে। মানুষ। সে এখন একজন মানুষ। সে চাচ্ছে এটাই তার শেষ চিন্তা হোক। সেই চিন্তায় লীন হয়ে যেতে চায় অ্যান্ড্রিউ-এর অন্তিম সত্তা।

শেষবারের মতো চোখ খুলে তাকাল এবং শেষ বারের মতো চিনতে পারল শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লি-সিঙ-কে। আরো অনেকে আছে, কিন্তু ওরা যেন ছায়া, অপরিচিত ছায়া। শুধু লি-সিঙ-ই ছায়ার মাঝে উজ্জ্বল, আলোকিত। ধীরে ধীরে ইঞ্চি ইঞ্চি করে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় অ্যান্ড্রিউ এবং সে অনুভব করল লি-সিঙ-র তুলে নেওয়া হাতটা।

লি-সিঙ ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসছে, যখন শেষবারের মতো তার চিন্তা মিলিয়ে গেল।

কিন্তু পুরোপুরি মিলিয়ে যাবার আগ মুহূর্তে পলাতক এক চিন্তা তার মনে হানা দিল এবং পরমুহূর্তে হারিয়ে গেল।

'ছোট আপা,' শোনা যায় না এমন ফিসফিসে গলায় বলল সে।

অনুবাদ : হাসান খুরশীদ রুমী

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG